সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

# হারানো আটলান্টিস

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম খণ্ড

মাসুদ রানা

# হারানো আটলান্টিস

## [প্রথম খণ্ড]

## কাজী আনোয়ার হোসেন

বিশ্বাস করলে ঠকবেন না। গল্পটা আসলে শুরু হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৭১২০ সালে—আজ থেকে প্রায় নয় হাজার বছর আগে। ২০০১ সালে এসে দেখা যাচ্ছে কারা যেন প্রাচীন লিপি, অব্‌সিডিয়ান খুলি, মহাকাশের মানচিত্র ইত্যাদি খুঁজে পাওয়ামাত্র আর্কিওলজিস্টদের মেরে ফেলছে। তারপর ছাপ্পান্ন বছর পর ফিরে এল ভৌতিক একটা সাবমেরিন, মাসুদ রানাকে লক্ষ্য করে শেল ছুঁড়ছে। তদন্ত শুরু করে অবিশ্বাস্য একটা রহস্যের জট খুলছে রানা।

কী যেন আসছে! কী যেন ঘটবে! দুঃখিত, এখনও ঠিক বলতে পারছি না কেউ আমরা বাঁচব কিনা!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ৩৫৭

# হারানো আটলান্টিস

[প্রথম খণ্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

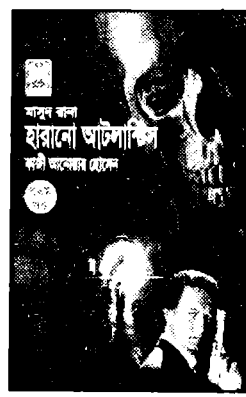


সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7357-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০০৫

রচনা: বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
**সেবা প্রকাশনী**
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
**প্রজাপতি প্রকাশন**
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭৮-১৯০২০৩

Masud Rana-357
HARANO ATLANTIS
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

**উনচল্লিশ টাকা**

# মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

## এক নজরে

## মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99 *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ *অশুভ প্রহর *কনকতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের উপাসক *হারানো মিগ *ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত *সবুজ সঙ্কেত *অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা *গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15 অন্ধকারের বন্ধু *আবার সোহানা *আরেক গডফাদার *অন্ধপ্রেম *মিশন তেল আবিব *ক্রাইম বস *সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা কালো নকশা *কালনাগিনী *বেঈমান *দুর্গে অন্তরীণ *মরুকন্যা *রেড ড্রাগন *বিষচক্র *শয়তানের দ্বীপ*মাফিয় ডন।

**বিক্রয়ের শর্ত:** এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

# এক

সময়: খ্রিস্টপূর্ব ৭১২০ সাল। স্থান: আজ সবাই যে জায়গাটাকে কানাডার হাডসন বে বলে জানে।

বিপদটা এল অনেক দূর থেকে। আকাশ থেকে পড়া একটা বস্তু, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মতই পুরানো, স্পষ্ট কোন আকৃতি নেই; অনন্ত নীলিমার মহাগহ্বরে বিপুল বরফ, পাথর, ধুলো আর গ্যাস দিয়ে তৈরি হয়েছে চারশো কোটি ষাট লক্ষ বছর আগে, সৌরজগতের দূরবর্তী গ্রহগুলো যখন জন্ম নিচ্ছিল ছড়ানো কণাগুলো ঠাণ্ডায় জমে এক মাইল ডায়ামিটারের নিরেট পিণ্ডে পরিণত হওয়া মাত্র মহাকাশের মহাশূন্যতার ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে শুরু হলো ওটার নিজস্ব কক্ষপথ ধরে ভ্রমণ; এখন ওটা দূরবর্তী সূর্যকে এক পাক ঘুরে আসবে, তারপর আবার আরও দূরের কয়েকটা নক্ষত্রের দিকে রওনা হয়ে পাড়ি দেবে কমবেশি অর্ধেক পথ, প্রতিবার আসা আর যাওয়ায় পেরিয়ে যাবে কয়েক হাজার বছর।

ধূমকেতুটির মজ্জা বা নিউক্লিয়াস হলো জমাট পানি, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন গ্যাস আর মেটালিক রক-এর এবড়োখেবড়ো টুকরো। তুষারের তৈরি নোংরা একটা বল বলা যেতে পারে, ঈশ্বরের হাত ছুঁড়ে দিয়েছে মহাশূন্যে।' তবে সূর্যটাকে চক্কর দিয়ে ফিরতি পথ ধরার সময় ওটার নিউক্লিয়াস সোলার রেডিয়েশনের সংস্পর্শে রিয়্যাক্ট করলে আশ্চর্য একটা রূপান্তর ঘটতে দেখা যায়

নোংরা কদাকার ধূমকেতুটি হয়ে ওঠে বিস্ময়কর সৌন্দর্যের আধার।

সূর্যের উত্তাপ আর আলট্রাভায়োলেট রশ্মি শোষণ করার সময় ওটার গায়ে লম্বা একটা কমা চিহ্ন তৈরি হয়, ধীরে ধীরে সেটা হয়ে ওঠে প্রকাণ্ড একটা আলোকিত লেজ, বাঁকা রেখার মত সেই নীল লেজ নিউক্লিয়াসের পিছনে নয় কোটি মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। আকারে তার চেয়ে ছোট, সাদা ধুলোর তৈরি আরেকটা লেজ তৈরি হয়, দশ লাখ মাইল লম্বা, বড় লেজটির কিনারা থেকে পাক খেয়ে বেরিয়ে আসে মাছের পাখনার মত।

প্রতিবার সূর্যকে পাশ কাটাবার সময় ধূমকেতুটি কিছুটা করে বরফ হারায়, ফলে নিউক্লিয়াস ছোট হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত, পরবর্তী দুই কোটি বছরে, সব বরফ খুইয়ে ভেঙে পড়বে ওটা, পরিণত হবে ধুলোর মেঘ আর ছোট উল্কারাশিতে। ভবিষ্যতে আর কখনও ওটা সৌর জগতের বাইরে থেকে চক্কর দিয়ে আসবে না বা পাশ কাটাবে না সূর্যকে। কপালের লিখন দূর মহাশূন্যের কালো অন্ধকারে ধীরে ধীরে মৃত্যুরবণ করা নয়, ওটার জীবন-প্রদীপ নিভে যাবে অতি দ্রুত মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে। তবে এবার, চলতি কক্ষপথ ভ্রমণের সময়, বৃহস্পতি গ্রহকে নয় লাখ মাইল দূর থেকে পাশ কাটিয়ে আসায় দেখা দিয়েছে একটা বিপত্তি। বৃহস্পতির প্রচণ্ড মহাকর্ষ শক্তি নিজের পথ থেকে খানিকটা সরিয়ে দিয়েছে ওটাকে। নতুন পথটি সোজা চলে গেছে সূর্যের তৃতীয় গ্রহের দিকে। ফলে একটা সংঘর্ষ ঘটতে যাচ্ছে। তৃতীয় ওই গ্রহটির বাসিন্দারা নিজেদেরকে মানুষ বলে। গ্রহটাকে বলে পৃথিবী।

পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ থেকে ঘণ্টায় এক লক্ষ ত্রিশ মাইল গতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আছড়ে পড়ল ওটা, মাধ্যাকর্ষণের কারণে প্রতি মুহূর্তে গতি আরও বাড়ছে। দশ মাইল চওড়া, কাঁপা কাঁপা একটা আভা ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই চার শো কোটি টন

ওজনের ধূমকেতু তার অসম্ভব গতির কারণে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘষা খেয়ে ভাঙতে শুরু করল। সাত সেকেন্ড পর প্রচণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো ওটা, ভয়াবহ বিধ্বংসী শক্তি নিয়ে আঘাত করল পৃথিবীর বুকে। গতি থেকে উৎসারিত শক্তির বিস্ফোরণে পানি আর মাটি বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ যে গহ্বরটি তৈরি হলো তার ভিতর দশটা সেইন্ট মার্টিন দ্বীপ ঢুকে যাবে।

প্রচণ্ড এক সাইজমিক শকে নড়ে উঠল পৃথিবী, মাপার উপায় থাকলে ১২.০ মাত্রার ভূমিকম্পের সমান বলে দাবি করা যেত, যদিও রিখটার স্কেলে মাত্র ৮ পর্যন্ত মাপার ব্যবস্থা আছে–সেটাও আবিষ্কার হতে এখনও সাত হাজার বছর বাকি। কয়েক মিলিয়ন টন পানি, তলানি আর আবর্জনা বিস্ফোরিত হলো উপর দিকে। বায়ুমণ্ডলে বিরাট এক গর্ত তৈরি হয়েছে, সেটা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বৃষ্টির মত আবার নীচে পড়ার সময় ওগুলোর সঙ্গী হলো কয়েক মিলিয়ন টন খণ্ড-বিখণ্ড পাথর, জ্বলন্ত উল্কা। খেপা একটা অগ্নিঝড় দুনিয়ার সমস্ত বনভূমি ধ্বংস করে দিল। হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা আগ্নেয়গিরি হঠাৎ করে বিস্ফোরিত হলো, তরল লাভার সাগর ডুবিয়ে দিল লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা। বায়ুমণ্ডলে এত বেশি ধোঁয়া আর জঞ্জাল ছড়িয়েছে যে, প্রায় এক বছর পৃথিবীর কোথাও থেকে সূর্যকে দেখা গেল না, ফলে তাপমাত্রা নেমে এল শূন্য ডিগ্রির নীচে, সেই সঙ্গে পৃথিবী ডুব দিল গভীর অন্ধকারে। দুনিয়ার প্রতিটি কোণে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটল অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে। বরফ ঢাকা বিশাল সব প্রান্তরে আর উত্তরের সমস্ত হিমবাহর তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়াল নব্বুই থেকে একশো ডিগ্রি ফারেনহাইট, ফলে ধাঁ-ধাঁ করে গলে গেল বরফ। গ্রীষ্মপ্রধান আর নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় বেড়ে ওঠা জীবজন্তু আর পশুপাখি রাতারাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। অনেক প্রাণী, যেমন হাতি, গরমকালের উষ্ণতায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় জমে গেল বরফের মত, পাতা আর ফুল এখনও হজম হয়নি পেটে। একই অবস্থা

হলো গাছগুলোরও। সংঘর্ষের ফলে সাগর থেকে যে-সব মাছ উপর দিকে ছুটে গিয়েছিল সেগুলো কালো হয়ে ওঠা আকাশ থেকে কয়েকদিন ধরে ঝরে পড়ল।

পাঁচ থেকে দশ মাইল উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়ল মহাদেশগুলোর উপর। তটরেখা বদলে গেল, ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল সমস্ত কল্পনাকে। নিচু উপকূলীয় এলাকা ডুবিয়ে দিয়ে কয়েকশো মাইল ভিতরে ঢুকে পড়ল পানি, সামনে যা কিছু পেল সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। নিচু এলাকা ঢাকা পড়ে গেল সাগরতল থেকে উঠে আসা আবর্জনা আর তলানিতে। বিপুল জলরাশি শুধু পাহাড়ের গোড়ায় বাধা পেয়ে থমকাল, তারপর ধীরগতিতে ধরল ফিরতি পথ। তবে ফেরার সময়ও কিছু কম দেখাল না—বহু নদীর পথ বদলে দিল, আগে যেখানে ছিল না সেখানে দেখা গেল সাগর তৈরি হয়েছে, বড় বড় অনেক লেক পরিণত হয়েছে মরুভূমিতে।

চেইন রিয়্যাকশন যেন থামবে না!

বিরতিহীন গুরুগম্ভীর চাপা গর্জন তুলে বাতাস লাগা নারকেল গাছের মত নুয়ে পড়ছে পাহাড়গুলো, ঢাল বেয়ে নেমে আসছে পাথর ধস। সাগর আর সমুদ্র উঠে আসায় মরুভূমি আর খোলা প্রান্তর ডুবে গিয়েছিল, পাহাড়ের গোড়ায় বাধা পেয়ে সেই বিপুল জলরাশি ফুলে উঠল, তারপর আবার বিধ্বংসী শক্তি নিয়ে ফিরতি পথ ধরল। ধূমকেতু আঘাত করার ফলে ভূ-ত্বক অকস্মাৎ বিপুল পরিমাণে স্থানচ্যুত হয়েছে। বাইরের স্তর (প্রায় চল্লিশ মাইল পুরু) আর তপ্ত তরল মজ্জার উপর বিছিয়ে থাকা আবরণ তুবড়ে আর মুচড়ে গেল। যেন অদৃশ্য কোন হাতের কারসাজিতে সবটুকু ভূ-ত্বক একটা ইউনিট হয়ে নড়ে উঠল।

সবগুলো মহাদেশকে ঠেলে দেওয়া হলো নতুন লোকেশনে। নিচু পাহাড় উঁচু হয়ে বিরাট পর্বতে পরিণত হলো। প্রশান্ত মহাসাগরের পুরানো সমস্ত দ্বীপ গায়েব হয়ে গেল, সেগুলোর বদলে মাথাচাড়া দিল নতুন সব দ্বীপ। অ্যান্টার্কটিকা আগে ছিল

চিলির পশ্চিমে, জায়গা বদলে সরে গেল দু'হাজার মাইল দক্ষিণে, ক্রমে বেড়ে ওঠা বরফের মোটা চাদরে দ্রুত ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে, ভারত মহাসাগরের পানিতে প্রচুর বরফ ভেসে থাকত, আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠায় সে-সব গলে গেল। একই পরিণতি হলো সাবেক উত্তর মেরুরও, যেটার বিস্তার ছিল গোটা উত্তর কানাডা জুড়ে। নতুন মেরু প্রদেশ বরফের মোটা স্তর উৎপাদন শুরু করল এমন এক জায়গায় যেখানে আগে ছিল খোলা সমুদ্র।

প্রকৃতি আর আবহাওয়ার খিঁচুনি, মোচড়, আক্ষেপ আর বিক্ষেপ বিরতিহীন চলতেই থাকল, এ যেন কোনদিন আর থামবে না। পৃথিবীর মোটা বাইরের স্তরের স্থানচ্যুতি একের পর এক প্রলয়ঙ্করী ঘটনার জন্ম দিল। আগের আইস ফিল্ড অকস্মাৎ গলে গেছে, সেই সঙ্গে প্রায় সমস্ত হিমবাহ গ্রীষ্মপ্রধান এলাকায় সরে যাওয়ায় সাগরগুলোর উচ্চতা চারশো ফুট বেড়ে গেল, ধূমকেতুর সংঘর্ষে তৈরি টাইডাল ওয়েভে আগেই বিধ্বস্ত বিশাল এলাকা ডুবে গেল নতুন করে। শুকনো খটখটে একটা প্রান্তর ব্রিটেনকে জুড়ে রেখেছিল সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে সেটা এখন একটা দ্বীপ; একই সময়ে একটা মরুভূমি, ভবিষ্যতে যেটা পারশিয়ান গালফ নামে পরিচিত হবে, আকস্মিক প্লাবনে ডুবে গেল। নীল নদের প্রবাহ অসংখ্য উপত্যকাকে উর্বরতা দান করছিল, তারপর পশ্চিমে এগিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছিল, কিন্তু এখন সেটা থেমে গেল হঠাৎ গজানো ভূমধ্যসাগরে।

সর্বশেষ বরফ যুগের শুরু ও শেষটা এরকমই ছিল।

দুনিয়া জুড়ে সমুদ্রের অবস্থান ও প্রবাহে নাটকীয় পরিবর্তন আসায় পৃথিবীর আহ্নিকগতির ভারসাম্যে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হলো। পৃথিবীর অক্ষ সাময়িকভাবে দুই ডিগ্রি সরে গেল, কারণ উত্তর আর দক্ষিণ মেরু স্থানচ্যুত হয়ে নতুন ভৌগোলিক অবস্থানে

চলে গেছে, ফলে ভূমণ্ডলের চারপাশের সেন্ট্রিফিউগল গতিতে পরিবর্তন ঘটল। তরল হওয়ায়, পৃথিবী আরও তিনটে আবর্তন শেষ করার আগেই, পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিল সাগরগুলো। কিন্তু ভূমি অত দ্রুত রিয়্যাক্ট করতে পারল না। ভূমিকম্প চলতে থাকল মাসের পর মাস।

নির্দয় হিংস্র ঝড় দাপিয়ে বেড়াল চরাচর, পরবর্তী আঠারো বছর মাটিতে যা কিছু দাঁড়িয়ে ছিল সব ভেঙেচুরে গুঁড়ো করে ফেলল। তারপর বন্ধ হলো দুই মেরুর কাঁপন, অক্ষদণ্ডের নতুন নিয়মে বাঁধা ঘূর্ণনের সঙ্গে মানিয়ে নিল নিজেদেরকে। এক সময় সাগরের লেভেল স্থির হলো, ফলে নতুন তটরেখা তৈরি হতে আর কোন বাধা থাকল না, সেই সঙ্গে আবহাওয়া আর জলবায়ু ক্রমশ স্বাভাবিক হতে থাকল। তবে পরিবর্তনগুলো হয়ে গেল স্থায়ী। রাত আর দিনের মাঝখানে সময়ের ক্রম বদলে গেল, বছর থেকে কমে গেল দুটো দিন। পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডও বিপর্যস্ত হলো, উত্তর-পশ্চিমে সরে গেল একশো মাইলেরও বেশি।

কয়েকশো, কিংবা হয়তো কয়েক হাজার বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তু আর মাছ তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দুই আমেরিকা মহাদেশ থেকে এক কুঁজ বিশিষ্ট উট, হাতি, ঘোড়া আর দৈত্যাকার স্লোথ হারিয়ে গেল। অদৃশ্য হলো দাঁতাল বাঘ, ডানার পঁচিশ ফুট বিস্তার নিয়ে প্রকাণ্ড পাখি, আর একশো বা তারও বেশি পাউন্ড ওজনের জীবজন্তু; বেশির ভাগ মারা গেল ধোঁয়া আর আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাসে দম আটকে।

আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়নি যে-সব গাছপালা আর গুল্ম-লতা, সেগুলো মারা গেল রোদের অভাবে। সব শেষে দেখা গেল পৃথিবীর সব ধরনের প্রাণের শতকরা পঁচাশি ভাগ নিঃশেষ হয়েছে প্লাবন, অগ্নিকাণ্ড, ঝড়, পাথর-ধস আর বায়ুমণ্ডলে ছড়ানো বিষে।

মানব সমাজ ছিল কোথাও কোথাও অত্যন্ত উন্নত আর প্রগতিশীল, অসংখ্য সমৃদ্ধ সংস্কৃতি স্বর্ণযুগে প্রবেশের প্রতিশ্রুতি

দিচ্ছিল—মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে-সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পৃথিবীর বুক থেকে। দুনিয়ার লক্ষ কোটি মানুষ—পুরুষ, নারী ও শিশু শিকার হলো বীভৎস মৃত্যুর। বৈচিত্র্যময় যে-সব সভ্যতা বিকশিত হতে যাচ্ছিল, সেগুলোর চিহ্নমাত্র রইল না; অল্প কিছু মানুষ ভাগ্যগুণে প্রাণে বেঁচে গেলেও ঝাপসা স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই থাকল না তাদের। হঠাৎ ধ্বংস হয়ে গেছে দশ হাজার বছরের পুরানো সভ্যতা। রাজা-রানি, আর্কিটেক্ট, রাজমিস্ত্রি, শিল্পী আর বীরযোদ্ধারা হারিয়ে গেছে চিরকালের জন্য। তাদের কীর্তি আর ব্যক্তিগত সম্পদ নতুন সাগরের গভীর তলদেশে হারিয়ে গেছে; প্রাচীন সেই সভ্যতার হয়তো অল্প কিছু নমুনা এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকতে পারে।

নগণ্য সংখ্যক কিছু মানুষ বেঁচে যায় সময়মত উঁচু পাহাড়ী এলাকায় উঠে আসতে পেরেছিল বলে। পাথুরে গুহায় আশ্রয় নিয়ে দুনিয়াজোড়া মহা আলোড়ন থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে তারা। তাদের এই সময়টাকে নতুন একটা অন্ধকার যুগ বলা যেতে পারে, স্থায়ী হয়েছিল দুই হাজার বছর। ধীরে ধীরে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে মানুষ, দালান-কোঠা বানাতে শুরু করে, মেসোপটেমিয়া আর মিশরে আবার গড়ে তোলে শহর ও সভ্যতা।

তবে সেই প্রাচীন সভ্যতার বেঁচে যাওয়া মুষ্ঠিমেয় কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি, যারা সৃষ্টিশীল চিন্তাধারার অধিকারী ছিল, নিজেদের সভ্যতা চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে বুঝতে পেরে প্রকাণ্ড আকারের পাথরকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সাজিয়ে পরবর্তী সভ্যতাকে কিছু বার্তা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। সে-সব বার্তায় আভাস দেওয়া হয়েছে কেমন ছিল তাদের সভ্যতা, কীভাবে তা ধ্বংস হলো; বিপদটা যে আবার আসতে পারে সে-ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে।

এত মৃত্যু আর সর্বনাশ ধ্বংসকাণ্ডের জন্য দায়ী নোংরা বরফের একটা তাল বা স্তূপ, আকার-আয়তনে মাঝারি একটা

মফস্বল শহরের চেয়ে বড় নয়। ধূমকেতুটি পৃথিবীর বুকে আক্ষরিক অর্থে মরণ আঘাত হেনেছিল। এরকমই আঘাত হেনেছিল একটা উল্কাপিণ্ড, ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে। সেবার দুনিয়ার বুক থেকে ডায়নোসররা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ধূমকেতুকে ঘিরে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মধ্যে অনেক কুসংস্কার জন্ম নিয়েছে। ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, খরা, মহামারী থেকে শুরু করে যুদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর জন্য ধূমকেতুকে দায়ী করা হত। তবে আধুনিক যুগের মানুষ বুঝতে শিখেছে ধূমকেতু স্রেফ প্রকৃতির একটা বিস্ময় মাত্র, বিচিত্র রঙধনু বা অস্ত-গামী সূর্যের দ্বারা সোনালি রং করা মেঘের মত।

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে যে কল্পিত প্লাবন আর অন্যান্য দুর্যোগের কথা বলা হয়েছে, এই একটি মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে সবগুলো একই সুতোয় গাঁথা। প্রাচীন সভ্যতা, যেমন সেন্ট্রাল আমেরিকার ওলমেকস্, মায়ান আর অ্যাজটেক সভ্যতারও বেশ কিছু কিংবদন্তিতে সর্বনাশা মহা আলোড়ন বা বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে। গোটা আমেরিকা জুড়ে ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের মধ্যে বংশপরম্পরায় প্রচলিত গল্পে জানা যায় বিপুল পানি এসে তাদের এলাকা ডুবিয়ে দিয়েছিল। চিনা আর আফ্রিকানরাও প্লাবনের কথা বলে।

তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে কিংবদন্তি সারা দুনিয়ার লোকের মুখে মুখে শোনা গেছে, সৃষ্টি করেছে গভীর রহস্য আর কৌতূহল, সেটা হলো হারানো সভ্যতা—আটলান্টিস।

# দুই

সেপ্টেম্বর ৩০, ১৮৫৮।

স্টেফ্যানসন বে, অ্যান্টার্কটিকা।

লিলিয়ানা ফ্লেচার জানে, হাঁটা বন্ধ করলে নির্ঘাত মারা যাবে। ক্লান্তির প্রায় চরমে পৌঁছে গেছে, এগোচ্ছে শুধু প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে। তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির চেয়ে অনেক নীচে, তবে কাপড়চোপড় ভেদ করে গায়ের চামড়ায় কামড় বসাচ্ছে ঝড়ো বাতাসের ধারাল দাঁত। মারাত্মক ঝিমুনির ভাব আলগোছে গ্রাস করছে তাকে, ধীরে ধীরে কেড়ে নিচ্ছে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। যন্ত্রচালিত পুতুলের মত থেমে থেমে এগোচ্ছে সে। আইস ফিল্ডের খাঁজে বা ফাটলে পা বেধে যাওয়ায় হোঁচট খাচ্ছে প্রায়ই। নিঃশ্বাস ফেলছে দ্রুত, যেন অক্সিজেন ইকুইপমেন্ট ছাড়াই হিমালয়ের চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করছে কোনও পর্বতারোহী

দৃষ্টিসীমা না থাকারই মত, কারণ প্রবল বাতাসের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে তুষার কণার তৈরি প্রায় নিশ্ছিদ্র মেঘ। ফার দিয়ে কিনারা মোড়া পারকা পরে আছে লিলিয়ানা, তার ভিতরে উলের তৈরি একটা স্কার্ফ মুখটাকে জড়িয়ে রেখেছে। সেই স্কার্ফের ভিতর থেকে চোখ দুটোকে খুব কমই বের করছে সে, তা সত্ত্বেও তুষার কণার আঘাত লেগে ফুলে উঠেছে ওগুলো, রঙ হয়ে উঠেছে টকটকে লাল। আরেকবার তাকাতে হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা, কারণ ঝড়ের উপরে ঝলমলে নীল আকাশ আর চোখ ধাঁধানো সূর্য দেখতে পেল সে। পরিচ্ছন্ন আকাশের নীচে অন্ধ করে দেওয়া

তুষার ঝড় অ্যান্টার্কটিকায় অস্বাভাবিক কিছু নয়।

অদ্ভুত হলেও সত্যি, দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে তুষারপাত প্রায় হয় না বললেই চলে। পরিবেশ এমন অবিশ্বাস্য মাত্রায় ঠাণ্ডা, বায়ুমণ্ডল পানির বাষ্প ধারণ করতে পারে না, কাজেই তুষারপাত এখানে নেহাতই বিরল ঘটনা। সারা বছরে গোটা মহাদেশে পাঁচ ইঞ্চির বেশি তুষারপাত হয় না। ভূপৃষ্ঠে আগে থেকে জমা কিছু তুষার আসলে কয়েক হাজার বছরের পুরানো। সাদা বরফের উপর তির্যক একটা কোণ থেকে পড়ে রোদ, তার উত্তাপ প্রতিফলিত হয়ে শূন্যে ফিরে যায়, এটাই বিশেষ ভাবে অবদান রাখে অসাধারণ ঠাণ্ডা তাপমাত্রা তৈরিতে।

উঁচু-নিচু আইস ফিল্ড ধরে হাঁটার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ার বিপদটা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। গোড়ালি বা পায়ের একটা হাড় ভাঙলে বাঁচার কোন আশা নেই। নড়াচড়া থেমে গেলে হামলা করবে ফ্রস্টবাইট। শরীর সুরক্ষিত হলেও, ভয় হচ্ছে মুখটাকে নিয়ে। গাল বা নাকে ক্ষীণ একটু অস্বস্তি বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে চেপে ঘষতে শুরু করে সে, রক্ত চলাচল যাতে বন্ধ না হয়। স্বামীর ছয়জন ক্রুকে ফ্রস্টবাইটের শিকার হতে দেখেছে লিলিয়ানা, তাদের দু'জন পায়ের আঙুল হারিয়েছে, একজন খুইয়েছে কান।

ভাগ্যই বলতে হবে যে তুষার ঝড় নিস্তেজ হয়ে আসছে। হারিয়ে যাওয়ার পর আগের চেয়ে এখন দ্রুত হাঁটতে পারছে সে। কানের পাশে এখন আর বাতাসের গর্জন শোনা যাচ্ছে না। পায়ের নীচে বরফ ভাঙার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

পনেরো ফুট উঁচু ছোট একটা বরফের পাহাড়ে উঠে এল লিলিয়ানা। ক্রল করে এটুকু উঠতেই হাঁপিয়ে গেল। কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেওয়ার পর মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিল সে। সঙ্গে ঘড়ি না থাকায় তার কোন ধারণা নেই স্বামীর হোয়েলিং শিপ 'সি হর্স' থেকে নেমে আসার পর ক' ঘণ্টা পেরিয়েছে।

প্রায় ছ'মাস হতে চলেছে জমাট বাঁধা বরফের রাজ্যে আটকা পড়ে আছে তাদের জাহাজ সি হর্স। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য প্রতিদিন আইস ফিল্ডে নেমে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে লিলিয়ানা, সারাক্ষণ খেয়াল রাখে চোখ তুললেই যেন জাহাজ আর ক্রুদের দেখতে পাওয়া যায়। আজ সকালে জাহাজ থেকে নামার সময় আকাশ ছিল পরিষ্কার ঝকঝকে। কিন্তু কিছু দূর আসার পর হঠাৎ শুরু হলো প্রবল ঝড়। প্রায় চোখের পলকে চারদিক ঢাকা পড়ে গেল সাদা তুষারে। এক মিনিটও কাটেনি, অদৃশ্য হয়ে গেল জাহাজটা। সেই থেকে আইস প্যাকে অন্ধের মত এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

মেয়েদেরকে নিয়ে তিমি শিকারে বেরুবার রীতি না থাকলেও, স্ত্রী জিদ ধরায় মরিস ফ্লেচার বাধ্য হয়েই এবার তাকে অ্যান্টার্কটিকায় নিয়ে এসেছে। টেনে-টুনে কোন রকমে পাঁচ ফুট হবে লিলিয়ানা, তবে যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ, সেই সঙ্গে কষ্টসহিষ্ণুও বটে, জিদ ধরার পিছনে যুক্তি ছিল স্বামীকে ছেড়ে তিন-চার বছর একা কাটানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

নিজেদের ছোট্ট কেবিনে এরইমধ্যে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে লিলিয়ানা, নাম রেখেছে সিডনি। স্বামীকে এখনও জানায়নি, দু'মাস হলো আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে সে। জাহাজের ক্রুরা পছন্দ করে তাকে, কয়েকজন নিয়মিত লেখাপড়া শিখছে তার কাছে। জাহাজের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা আহত হলে সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে লিলিয়ানা।

একশো বত্রিশ ফুট লম্বা সি হর্সের কার্গো বহনের ক্ষমতা তিনশো ত্রিশ টনের কাছাকাছি। ক্রুদের জন্য তিন বছরের রসদ নিয়ে স্যানফ্রান্সিসকো থেকে রওনা হয়েছিল জাহাজটা।

অ্যান্টার্কটিক সার্কেলের কাছাকাছি পৌঁছে ছয়টা তিমি শিকার করে ক্রুরা,তারপর সি হর্স রওনা হয় দুই তীরের মধ্যবর্তী খোলা

পানি ধরে, প্রায়ই তাদেরকে পাশ কাটাতে হয় অসংখ্য হিমশৈলকে। তারপর, মার্চ মাসের শেষ হপ্তায়, সাগরের পানি অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে জমাট বাঁধতে শুরু করল, নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার আগেই প্রায় চার ফুট পুরু হয়ে উঠল সদ্য তৈরি বরফের স্তর। তারপরও সি হর্স হয়তো পালিয়ে পরিষ্কার পানিতে বেরিয়ে যেতে পারত, কিন্তু হঠাৎ বাতাস দিক বদলে ফেলায় জাহাজ তীরের দিকে পিছু হটতে শুরু করল। পালাবার কোন পথই আর খোলা পাওয়া গেল না। আকারে জাহাজের চেয়ে বড় অসংখ্য বরফ চাপ দিচ্ছে, সি হর্সের ক্রুরা অসহায় দর্শকের মত দেখল ঠাণ্ডা ফাঁদে আটকা পড়ে যাচ্ছে তারা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দৃষ্টি সীমার ভিতর পানির কোন অস্তিত্ব থাকল না, সব বরফ হয়ে গেছে। মাইলের পর মাইল চলে গেছে বরফের দখলে। নিরেট তীর থেকে দু'মাইল দূরে নোঙর ফেলল ক্রুরা, তা না হলে বরফের তৈরি দৈত্যগুলো তীরের সঙ্গে চেপে ধরত, ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলত গোটা জাহাজ

বরফের নড়াচড়া বন্ধ হওয়ায় বিপদ হয়ে দেখা দিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। হোল্ডে প্রচুর তিমির চর্বি আছে, সেই চর্বির সাহায্যে সলতে জ্বেলে জ্বেলে শীত তাড়াবার ব্যবস্থা করা হলো। স্টোরে রসদেরও কোন অভাব নেই, গোটা শীতকালটা স্বচ্ছন্দেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে

আইস ফিল্ডের বরফ নড়াচড়া বন্ধ করলেও, ফ্লেচার জানে এক সময় মাঠটা তোবড়াতে শুরু করবে, তারপর মোচড় দিয়ে ভাঙবে। সেই ভাঙনের মধ্যে পড়ে, কিংবা প্রকাণ্ড কোন হিমবাহর চাপে সি হর্সের খোল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে। বরফ ঢাকা তীরে বাচ্চাকে নিয়ে তার বউ বাঁচার চেষ্টা করছে আরেকটা জাহাজ এদিকে না আসা পর্যন্ত, এটা কল্পনা করে শিউরে ওঠে সে। গরমকালে জাহাজ এদিকে আসবেই এমন কোন কথা নেই।

তারপর আছে রোগ-ব্যাধি। সাতজন ক্রুর শরীরে স্কার্ভির

লক্ষণ দেখা গেছে। তবে স্বস্তিকর ব্যাপার হলো পোকামাকড় আর ইঁদুরগুলো মরে গেছে ঠাণ্ডায়।

এই মুহূর্তে নিজের কেবিনে বসে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ফ্লেচার। যেদিক থেকেই বিবেচনা করুক, উৎসাহ বোধ করার কিছু দেখছে না সে।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল হিম তুষার ঝড়। কিন্তু দিগন্তে চোখ বুলাবার সময়, হতাশায় মুষড়ে পড়ার অবস্থা হলো লিলিয়ানার। সি হর্সকে দেখতে পাচ্ছে বটে, কিন্তু তার কাছ থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে সেটা। কালো খোল বরফে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে, তবে প্রকাণ্ড প্রধান মাস্তুলের মাথায় আমেরিকান পতাকাটা পরিষ্কার উড়তে দেখছে সে। চোখে দেখেও তার বিশ্বাস হচ্ছে না এতটা দূরে চলে এসেছে।

আইস ফিল্ড খালি নয়। সারফেসে খুদে বিন্দু নড়াচড়া করতে দেখছে লিলিয়ানা। বুঝতে পারল ওগুলো মানুষ, তার স্বামী আর ক্রুরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। দাঁড়াতে যাবে, এই সময় অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত একটা জিনিস ধরা পড়ল চোখে।

ভাসমান একজোড়া দৈত্যাকার আইস ফিল্ডের মাঝখানে ঝুলে রয়েছে আরেকটা জাহাজের মাস্তুল।

জাহাজটার তিনটে মাস্তুল আর রিগিং অক্ষত বলেই মনে হচ্ছে। ভৌতিক একটা জাহাজই বলতে হবে। অত্যন্ত পুরনো। প্রকাণ্ড গোল আকৃতির পিছনটায় জানালা দেখা যাচ্ছে। জাহাজের বাইরে ঝুলে রয়েছে কোয়ার্টার গ্যালারি। লিলিয়ানা আন্দাজ করল জাহাজটা একশো চল্লিশ ফুট লম্বা হবে। সে তার দাদুর বেডরুমে এ-ধরনের জাহাজের পেইন্টিং দেখেছে। সন্দেহ নেই এটা একটা আটশো টনী ব্রিটিশ ইন্ডিয়াম্যান, আঠারো শতকের শেষদিকে তৈরি।

ইন্ডিয়াম্যানের দিকে পিছন ফিরে স্বামী আর ক্রুদের দৃষ্টি

আকর্ষণের জন্য স্কার্ফ নাড়তে শুরু করল লিলিয়ানা। চোখের কোণে বরফের উপর ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়ায় ফ্লেচার তার সঙ্গীদের সতর্ক করে দিল। সবাই তারা লিলিয়ানার দিকে ছুটে আসছে, সবার আগে ক্যাপটেন ফ্লেচার। বিশ মিনিটের মধ্যে তার কাছে পৌঁছে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে শুরু করল তারা।

স্ত্রীকে কাঁধে তুলে জাহাজের দিকে রওনা হলো ফ্লেচার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গরম সুপ খাওয়াতে চায়। 'পরে,' স্বামীকে বলল লিলিয়ানা, প্রায় জোর করে তার কাঁধ থেকে নেমে হাত লম্বা করল ইন্ডিয়াম্যানের দিকে। 'আমি আরেকটা জাহাজ খুঁজে পেয়েছি।'

ফ্লেচার সহ ক্রুরা সবাই তাকাল সেদিকে। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে প্রথমে নীরবতা ভাঙল সি হর্সের ফার্স্ট মেট লেসটার। 'ক্যাপটেন, ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করা দরকার। ওটায় এখনও হয়তো রসদ আছে, সারভাইভ করার জন্যে লাগতে পারে আমাদের।'

ফ্লেচার ভারী গলায় বলল, 'ওটা সম্ভবত আশি বছরের পুরনো।'

'তাতে কী। ঠাণ্ডায় সব জিনিসই ভাল থাকার কথা,' মনে করিয়ে দিল লিলিয়ানা।

ফ্লেচার অনুমতি দেওয়ার পর ক্রুরা ছুটল ইন্ডিয়াম্যানের দিকে। কাছে পৌঁছে দেখা গেল খোলের গায়ে বরফ জমে আছে। তাতে জাহাজের উপর চড়তে সুবিধেই হলো। স্ত্রী আর ক্রুদের নিয়ে পাতলা বরফে মোড়া কোয়ার্টারডেকে উঠে এল ফ্লেচার। ক্রুদের একজন বিড়বিড় করে বলল, 'স্বপ্নেও ভাবিনি কোন ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়াম্যানের ডেকে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য হবে আমার। ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগছে, এই জাহাজ তৈরি হয়েছে আমার দাদুর জন্মেরও আগে।'

ফ্লেচার বলল, 'চল্লিশ ফুট চওড়া, একশো পঞ্চাশ ফুট লম্বা। নয়শো টনী।'

টেমস নদীর শিপইয়ার্ডে প্যাসেঞ্জার আর কার্গো বহনের জন্য তৈরি করা হলেও, বোম্বেটেদের হামলা ঠেকাবার কথা মনে রেখে ডেকে কামান বসাবার ব্যবস্থাও করা হয়।

'কেমন অদ্ভুত লাগছে,' ফার্স্ট মেট বলল। 'ডেকে যা যা থাকার কথা সবই আছে, নেই শুধু ক্রুরা। যেন বরফে আটকা পড়ার আগেই জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে তারা।'

'তাতে আমার সন্দেহ আছে,' বলল ক্যাপটেন ফ্লেচার। 'লাইফবোটগুলো যেখানে থাকার কথা সেখানেই রয়েছে।'

'ঈশ্বরই বলতে পারবে ডেকের নীচে কী দেখব আমরা।'

'চলো তা হলে, এখনই দেখে আসি,' বলল লিলিয়ানা, রীতিমত উত্তেজিত।

ফার্স্ট মেট তিনজনকে নিয়ে কার্গো হোল্ড আর ক্রুদের কোয়ার্টার তল্লাশি করতে গেল। বাকি সবাইকে নিয়ে ফ্লেচার রওনা হলো প্যাসেঞ্জার আর অফিসার'স কোয়ার্টারের দিকে।

বরফ জমে থাকায় স্টার্ন কেবিনের দরজা খোলা সম্ভব হলো না, ফলে আফটার ডেকে এসে একটা কম্প্যানিয়ানওয়ের উপরকার হ্যাচ কভার তুলতে হলো।

স্বামীর ঠিক পিছনে রয়েছে, তার বেল্ট ধরে নামছে লিলিয়ানা, জানে না কী দেখতে পাবে। ক্যাপটেনের কেবিনে যাওয়ার পথে, প্যাসেজের দোড়গোড়ায়, একটা প্রকাণ্ড জার্মান শেফার্ড কুকুর দেখতে পেল ওরা, ছোট্ট কার্পেটে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে। লিলিয়ানার মনে হলো, ঘুমাচ্ছে ওটা। ফ্লেচার তার বুটের ডগা দিয়ে সামান্য খোঁচা দিল। ঠক্ করে ওঠা আওয়াজই বলে দিল কুকুরটা জমে বরফ হয়ে গেছে।

প্যাসেজ ধরে সামনে এগোল ওরা, ভাবছে কে জানে কী দেখতে হবে ক্যাপটেনের কেবিনে।

দরজা ভেঙে ক্যাপটেনের কেবিনে ঢুকতে হলো। ভিতরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল সবাই। পরনে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য বা

শেষভাগে প্রচলিত পরিচ্ছদ, এক মহিলা চেয়ারে বসে রয়েছে, খোলা কালো চোখ জোড়ায় বিষণ্ন দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে কট-এ শোয়ানো একটি শিশুর দিকে কন্যাসন্তানের মৃত্যুতে শোকে কাতর মনে হলো তাকে, কোলের উপর খোলা পড়ে রয়েছে একটা বাইবেল।

ওরা সবাই বিষণ্ন বোধ করল। পাশের কেবিনে ঢুকে জাহাজের ক্যাপটেনকে একটা চেয়ারে কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখল ফ্লেচার। তার লাল চুলে বরফের পাতলা স্তর জমেছে। মুখটা ফ্যাকাসে। হাতে এখনও একটা কুইল পেন। তার সামনে ডেস্কের উপর একটা কাগজ পড়ে রয়েছে। বরফের কণা সরিয়ে কাগজের লেখাটা পড়ল ফ্লেচার।

আগস্ট ২৬, ১৭৭৯

সেই ঝড়টা আমাদেরকে কোর্স থেকে এতটা দক্ষিণে সরিয়ে আনার পর পাঁচ মাস হলো এই অভিশপ্ত জায়গায় আটকা পড়ে আছি আমরা। খাবার শেষ। দশ দিন হলো কেউ কিছু খাই না। বেশির ভাগ ক্রু আর প্যাসেঞ্জার মারা গেছে। কাল মারা গেছে আমার ছোট্ট সোনামণি। আর আমার বেচারি স্ত্রীকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে হারিয়েছি। যে-ই আমাদের লাশ দেখতে পাক, দয়া করে যেন লিভারপুলের ফ্রেন্ডস ট্রেডিং কোম্পানিকে আমাদের নিয়তি সম্পর্কে রিপোর্ট করে। সব কিছুরই সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমিও আমার মেয়ে আর স্ত্রীর কাছে চলে যাব।

উইলিয়াম রস

মাস্টার অভ দ্য বোম্বে

চামড়ায় মোড়া বোম্বের লগ বুকটা ডেস্ক থেকে তুলে কোটের পকেটে ভরল ফ্লেচার, তারপর প্যাসেজে বেরিয়ে এল। স্ত্রী আর ক্রুদের নিয়ে এক এক করে সবগুলো কেবিনে ঢুকল সে। সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশটা লাশ পাওয়া গেল। কেউ শিরদাঁড়া খাড়া করে বসা অবস্থায় মারা গেছে. কেউ বিছানায় শোয়া অবস্থায়, আবার

অনেককে দেখা গেল ডেকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

ডেকের নীচের বড় একটা কেবিনে ইউনিফর্ম পরা ব্রিটিশ মিলিটারি অফিসারদের অনেক লাশ পাওয়া গেল। বোম্বের সবাই শান্তিতেই মারা গেছে। ফ্লেচার আর লিলিয়ানার কাছে বিস্ময়কর লাগল যেটা, মানুষগুলো মারা গেছে ঊনআশি বছর আগে, অথচ চলমান দুনিয়া তাদেরকে বেমালুম ভুলে গেছে। এমনকী তাদেরকে হারিয়ে যারা শোকে মাতম করেছিল তারাও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

'ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝছি না,' স্বামীকে বলল লিলিয়ানা। 'এরা সবাই মারা গেল কীভাবে?'

'যারা খিদেতে মরেনি তারা জমে বরফ হয়ে গেছে,' জবাব দিল ফ্লেচার।

'নিশ্চয়ই ভারত থেকে ইংল্যান্ডে আসছিল প্যাসেঞ্জাররা,' একজন ক্রু বলল। 'সঙ্গে মেরু প্রদেশের উপযোগী গরম কাপড় প্রায় ছিল না বললেই চলে।'

ফার্স্ট মেটকে ডেকে ফ্লেচার জানতে চাইল, 'বোম্বের হোল্ডে কী ধরনের কার্গো পাওয়া গেল?'

'সোনা-রুপা কিছুই পাইনি। কাঠের বাক্সে চা আর চিনা মাটির জিনিস পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে সিল্ক, মশলা আর কর্পূর। ও, হ্যাঁ, চেইন আর তালা দিয়ে আটকান বন্ধ একটা স্টোর রুম পেয়েছি, ক্যাপটেনের কেবিনের সরাসরি নীচে। ক্রুদের চেইন ভাঙতে বলে এসেছি।'

'নিশ্চয়ই কেবিনটায় গুপ্তধন আছে!' ফিসফিস করে বলল লিলিয়ানা।

'এখনই জানা যাবে,' বলল ফ্লেচার, মাথা ঝাঁকাল ফার্স্ট মেটের উদ্দেশে। 'লেসটার, পথ দেখাবে?'

একটা আঠারো পাউন্ড কামানের উল্টোদিকে স্টোর রুমটা। ওখানে পৌঁছে দেখা গেল কার্পেন্টারের ওঅর্কশপ থেকে নিয়ে

আসা একটা স্লেজহ্যামারের সাহায্যে তালা লাগানো চেইনটা এই মাত্র ভাঙা হয়েছে। দরজার কবাট ঠেলে ভিতর দিকে খোলা হলো।

একটা পোর্টহোল থেকে আলো আসছে ভিতরে। এক বাল্কহেড থেকে আরেক বাল্কহেড পর্যন্ত কাঠের বড় বড় বাক্স ফেলে রাখা হয়েছে। ভিতরের জিনিসগুলো ঠিক সাজানো-গোছানো নয়। এগিয়ে গিয়ে বড় একটা বাক্সের ঢাকনি সামান্য একটু তুলল ফ্লেচার। ভিতরের বিশৃংখল অবস্থা আরও প্রকট হয়ে লাগল চোখে। 'বাক্সগুলো অযত্নের সঙ্গে ভরা হয়েছে, সম্ভবত যাত্রা শুরুর পর মাঝপথে কোথাও।'

'তোমার লেকচার পরে শুনব,' স্বামীকে তাগাদা দিল লিলিয়ানা। 'আগে খোলো তো!'

ক্রুরা স্টোরেজ রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল, ফার্স্ট মেট লেসটারকে নিয়ে ফ্লেচার কাঠের বাক্সের ঢাকনি খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হিম ঠাণ্ডা কেউ যেন অনুভবই করছে না। সোনা আর মূল্যবান রত্ন পাওয়ার আশায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। কিন্তু ফ্লেচারের হাতে তামার একটা পাত্র বেরিয়ে আসতে দেখে হতাশ হতে হলো তাদেরকে। 'ভারি সুন্দর,' বলল ফ্লেচার। জিনিসটা ধরিয়ে দিল স্ত্রীর হাতে। 'গ্রিক কিংবা রোমান। খোদাই করা শিল্পকর্ম।'

খোলা দরজা দিয়ে আরও কিছু আর্টিফ্যাক্ট ক্রুদের হাতে ধরিয়ে দিল লেসটার। বেশিরভাগই তামার তৈরি ভাস্কর্য, গোলাকার কালো চোখ সহ অদ্ভুতদর্শন জীবজন্তু। 'সত্যি খুব সুন্দর।' তামার গায়ে সূক্ষ্ম কাজ দেখে মুগ্ধ হলো লিলিয়ানা। 'এ-ধরনের কিছু কোনও বইতে আমি দেখিনি।'

'না, এগুলো সাধারণ জিনিস নয়,' বলল ফ্লেচার।

'এগুলো কি মূল্যবান?' জানতে চাইল ফার্স্ট মেট লেসটার।

'একজন কালেক্টারের কাছে মূল্যবান হতে পারে,' বলল

ফ্লেচার। 'তবে হঠাৎ আমাদের ধনী হয়ে যাবার কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না...' বাক্স থেকে প্রমাণ সাইজের একটা মানুষের মাথার খুলি বের করার জন্য চুপ করল সে। ম্লান আলোয় কালো আর চকচকে দেখাচ্ছে জিনিসটা। 'গুড লর্ড! দেখছ তোমরা?'

'ভীতিকর,' বিড়বিড় করল লেসটার।

'দেখে মনে হচ্ছে শয়তান নিজে কেটে কেটে বানিয়েছে ওটা,' বলল একজন ক্রু, ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল এক পা।

এতটুকু বিচলিত নয় লিলিয়ানা, স্বামীর হাত থেকে খুলিটা নিয়ে খালি অক্ষিকোটরের ভিতর তাকাল। 'আবলুস কাঠের মত দেখতে। দাঁতের মাঝখান দিয়ে জিভের বদলে একটা ড্রাগনের মাথা দেখা যাচ্ছে।'

'আমার ধারণা জিনিসটা অবসিডিয়ান,' মন্তব্য করল ফ্লেচার। অবসিডিয়ান মানে প্রায় কাঁচের মত লাভা পাথর। 'তবে ঠিক বুঝতে পারছি না এই আকার দেয়ার জন্যে কীভাবে কাটা হয়েছে...' বেশ জোরাল একটা আওয়াজ শুনে থামল সে, যেন কিছু ফেটে গেল। তারপরই খেয়াল করল জাহাজটার পিছন দিকের বরফ মোচড় খাচ্ছে আর গোঙাচ্ছে।

আপার ডেক থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একজন ক্রু, কর্কশ কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে। 'ক্যাপটেন, এখনই পালাতে হবে! বিরাট একটা ফাটল তৈরি হচ্ছে, তাতে পানি ছলকাতে দেখেছি আমি। তাড়াতাড়ি সরে যেতে না পারলে এখানে আমরা আটকা পড়ে যাব!'

ফ্লেচার সময় নষ্ট করল না। 'জাহাজে ফেরো সবাই!' নির্দেশ দিল সে। 'জলদি!'

স্কার্ফে জড়িয়ে খুলিটা বগলের নীচে গুঁজে নিল লিলিয়ানা। 'এটা স্যুভেনির সংগ্রহ করার সময় নয়,' ধমকের সুরে বলল ফ্লেচার। তবে স্বামীর কথায় কান দিল না সে।

বোম্বের ডেক থেকে বরফে নামার পর আঁতকে উঠল সবাই। নিরেট বরফের মাঠ দ্রুত ভাঙতে শুরু করেছে। যত দ্রুত ভাঙছে, যেন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলেও যাচ্ছে বরফ। ফাটলগুলোও দেখতে দেখতে অসংখ্য হয়ে উঠল। সেগুলো টপকে আর এড়িয়ে ছুটছে ওরা, জানে জাহাজে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে বাঁচার কোন আশা নেই। ইতিমধ্যে বেশ জোরাল আর গরম বাতাস বইতে শুরু করেছে। দেড় মাইল দৌড়াবার পর ক্লান্তিতে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো সবার। এই সময় সি হর্স আর ওদের মাঝখানে চওড়া একটা ফাটল তৈরি হলো–এত চওড়া যে লাফ দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয়।

জাহাজের সেকেন্ড মেট ক্রুদের নির্দেশ দিল, 'পানিতে বোট নামাও!'

ফাটলের মাঝখানে ইতিমধ্যে ছোট একটা নদী তৈরি হয়ে গেছে। সেই নদী পার হলো তারা বোটে চড়ে। জাহাজে ওঠার পর ক্যাপটেন ফ্লেচার সেকেন্ড মেটকে বলল, 'আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমার স্ত্রীর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমি তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকলাম।'

'আমার আর আমাদের বাচ্চার,' বিড়বিড় করে বলল লিলিয়ানা।

'আমাদের বাচ্চা? সে তো জাহাজে নিরাপদেই আছে।'

'আমি সিডনির কথা বলছি না,' বলল লিলিয়ানা, ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে সে।

'তারমানে...আরেকটা বাচ্চা আসছে?'

মাথা ঝাঁকাল লিলিয়ানা।

'ওহ্, গড!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফ্লেচার। 'এরকম একটা সময়ে!'

ঠাণ্ডা আর ক্ষুধার সঙ্গে ছ'মাস লড়াই করার পর অবশেষে সতেরো শো ব্যারেল তিমি মাছের তেল নিয়ে বরফের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে

এল সি হর্স, নিরাপদে ফিরল স্যানফ্রান্সিসকো বন্দরে।

বোম্বে থেকে পাওয়া অদ্ভুতদর্শন অবসিডিয়ান খুলিটা ফ্লেচারের বাড়ির একটা শোকেসে স্থান পেল। দায়িত্ব-সচেতন ক্যাপটেন ফ্লেচার লিভারপুলের ফ্রেন্ডস ট্রেডিং কোম্পানিকে চিঠি লিখে পরিত্যক্ত বোম্বে সম্পর্কে রিপোর্ট করতে ভোলে না, ডাকযোগে লগ বুকটাও পাঠিয়ে দেয়।

আঠারো শো বাষট্টি সালে কোম্পানিটি বোম্বের কার্গো উদ্ধারের জন্য লিভারপুল থেকে দুটো জাহাজকে পাঠায়। দুটোর কোনটাই আর ফিরে আসেনি। ধরে নেওয়া হয় অ্যান্টার্কটিকার আশপাশে কোথাও চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে ওগুলো।

আরও একশো একচল্লিশ বছর পার হলে, তারপর আবার কারও পা পড়বে পরিত্যক্ত জাহাজ দ্য বোম্বের ডেকে। যাদের পা পড়বে তাদের মধ্যে একজন বঙ্গসন্তানও থাকবে। নাম তার মাসুদ রানা।

# তিন

২০০৫।

প্যানডোরা, কলোরাডো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

১৮৭৪ সালে সোনা সমৃদ্ধ একটা পাথর পাওয়ার পর মাইনাররা স্রোতের মত স্যান মিগুয়েল ভ্যালিতে আসতে শুরু করে, তাদের হাতেই তৈরি এই প্যানডোরা নামের শহরটা। বোস্টনের একজন ব্যাঙ্কার মাইনিং ক্লেইমগুলো কিনে নেয়, মাইন অপারেশন ফাইন্যান্স করে, নির্মাণ করে বড়সড় একটা ওর-

প্রসেসিং প্লান্ট, বিখ্যাত মাইনিং শহর টেলুরাইড-এর দু'মাইল উত্তরে।

মাইনটার নাম রাখা হয় প্যারাডাইস। দেখতে দেখতে পোস্টাফিস সহ দুশো লোকের ছোট একটা কোম্পানি টাউন হয়ে উঠল প্যানডোরা। তবে লোকজন বলতে শুরু করল মাইনটা অভিশপ্ত। চল্লিশ বছরে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা বের করতে শাফটের ভিতর প্রাণ হারাতে হয়েছে আটাশজন মাইনারকে। তারমধ্যে চোদ্দোজন মারা গেছে একটা দুর্ঘটনায়। জখম হয়ে পঙ্গু হয়েছে একশোরও বেশি লোক।

১৯৩১ সালে প্যারাডাইস মাইন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী পঁয়ষট্টি বছর ওখানে কারও পা পড়েনি। তবে গুজব ছড়ায় যে মাইনটায় ভূত বা অতৃপ্ত আত্মা আছে, কেউ কেউ নাকি তাদের কান্নাও শুনেছে।

তারপর, ১৯৯৬ সালে ভৌতিক শাফট আর টানেলে আবার বুট জুতো আর পিকঅ্যাক্স-এর আওয়াজ শোনা গেল। কী ব্যাপার? না, ম্যাক ওয়ালডেন নামে এক লোক পরিত্যক্ত প্যারাডাইস মাইন কিনেছে। কী আশ্চর্য, লোকটা পাগল নাকি! ওই মাইনে তো এক গ্রাম সোনাও আর পাওয়া যাবে না

ওয়ালডেন পাগল নয়। তার এমনকী সোনার ব্যাপারে কোন আগ্রহও নেই। গত দশ বছর ধরে সারা দুনিয়ায় দামী পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। নেভাডা, মন্টানা আর কলোরাডোয় সোনা আর রূপার পরিত্যক্ত খনি কিনে সেখানে মিনারেল ক্রিস্টালের খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছে, যেগুলো কেটে মূল্যবান রত্নে পরিণত করা সম্ভব।

প্যারাডাইস মাইনের টানেলের ভিতর রোজ-পিঙ্ক রঙের ক্রিস্টাল-এর একটা শিরা পেয়েছে ওয়ালডেন, পুরানো মাইনাররা যেটাকে না বুঝে গুরুত্বহীন বলে মনে করে। এই জেমস্টোন-এর নাম রোডাক্রোসাইট, লালচে-বেগুনি আর গাঢ় লাল রঙের এই

পাথর দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া যায়।

বড় আকারের রোডাক্রোসাইট ক্রিস্টাল পাওয়ার জন্য অভিজ্ঞ কালেক্টাররা পাগল হয়ে থাকে। কিন্তু এই জেমস্টোন নিখুঁত হলে বড় হয় না, বড় হলে নিখুঁত হয় না। ভাগ্যই বলতে হবে, প্যারাডাইস মাইন থেকে আঠারো ক্যারাটের অসংখ্য ক্রিস্টাল সংগ্রহ করা গেল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে বিরাট ধনী হয়ে গেল ওয়ালডেন। তবে শিরাটা যতদিন নিঃশেষ না হচ্ছে ততদিন পাথর ভেঙে ক্রিস্টাল বের করার কাজটা চালিয়ে যাবে সে। কাজটা করছেও আগের মত একা। প্রতি রাতেই।

পুরানো আর তোবড়ানো পিকআপ ট্রাক নিয়ে আজ রাতেও খনিতে চলে এসেছে ওয়ালডেন। গেটের চারটে তালা খুলে মাইনের ভিতরে ঢুকল সে। ঢালু মাইনস শাফটে চাঁদের আলো পড়ায় জোড়া রেল লাইন খানিক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, তারপর সব গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা।

বড়সড় পোর্টেবল জেনারেটর চালু করল ওয়ালডেন। তারপর জাংশন বক্সের একটা লিভার ধরে টান দিল। শাফটের ভিতর যত দূর দৃষ্টি যায়, দুই সারিতে খানিক পর পর ইলেকট্রিক বালব জ্বলে উঠল। রেল লাইনে একটা ওর-কার্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওটা থেকে একটা কেবল্ বেরিয়ে উইঞ্চের সঙ্গে জোড়া লেগেছে। কার্টে চড়ে রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিল ওয়ালডেন। যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে কেবল্ ছাড়তে শুরু করল উইঞ্চ; সেই সঙ্গে রেল লাইন ধরে কার্টটাকে গড়াবার সুযোগ করে দিল।

একশো বিশ ফুট গভীরতায় নেমে এসে থামল কার্ট। এই লেভেলে টানেলের ছাদ থেকে সারাক্ষণ টপটপ করে পানি পড়ে।

এরপর পায়ে হেঁটে রওনা হলো ওয়ালডেন। কিছুক্ষণ হাঁটার পর খাড়া একটা শাফটের মুখের কাছে এসে দাঁড়াল সে। দু'হাজার দুশো ফুট গভীরতায় নেমে গেছে শাফটটা। ওখানে অসংখ্য টানেল পরস্পরকে ভেদ করে এগিয়েছে, ফলে একটা

চাকার স্পোক-এর মত দেখতে লাগে ওগুলোকে। পুরানো রেকর্ড আর আন্ডারগ্রাউন্ড ম্যাপে দেখা যায় প্যানডোরা শহরের নীচে প্রায় একশো মাইল টানেল আছে।

শাফটের হাঁ করা মুখে একটা পাথর ফেলল ওয়ালডেন। পানি ছলকানোর আওয়াজটা ভেসে এল দুই সেকেন্ডের মধ্যে।

মাইন পরিত্যক্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাম্প স্টেশনের পাম্পগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়, ফলে মাইনের নীচের লেভেল পানিতে ডুবে যায়।

শাফটটাকে পাশ কাটিয়ে টানেল ধরে আবার এগোচ্ছে ওয়ালডেন। মরচে ধরা ওর-কার আর ড্রিলিং মেশিন পড়ে রয়েছে চারদিকে। পুরানো মাইনিং ইকুইপমেন্টের বাজার নেই, বিশেষ করে কাছাকাছি এলাকার সব মাইনই একের পর এক যেখানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

টানেল ধরে পঁচাত্তর গজ হেঁটে একটা ফাটলের সামনে চলে এল ওয়ালডেন। ফাটলটা এত সরু, কোন রকমে গলতে পারবে সে। বিশ ফুট সামনে রোডাক্রোসাইট শিরাটা। ফাটলের ভিতর বালব জ্বলছে।

ফাটলের ভিতর ঢুকল ওয়ালডেন। বড় একটা চেম্বার এটা। ব্যাকপ্যাক এক পাশে নামিয়ে রেখে কাজ শুরু করল সে—যত্নের সঙ্গে পাথর ভাঙছে।

চেম্বারের ছাদ থেকে অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা পাথর ঝুলছে। মনটা খুঁত-খুঁত করায় কাজ বন্ধ করে মুখ তুলল ওয়ালডেন, ঝুল-পাথরটা ভাল করে দেখল। সিদ্ধান্ত নিল নিরাপদে কাজ করতে হলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙে ফেলতে হবে ওটাকে।

একটা পোর্টেবল নিউম্যাটিক ড্রিলের সাহায্যে পাথরটার গায়ে একটা গর্ত তৈরি করল ওয়ালডেন। গর্তের ভিতর খানিকটা ডিনামাইট ঢুকিয়ে সেটার সঙ্গে তারের সংযোগ দিল ডিটোনেটরে। পিছু হটল সে, চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল মেইন টানেলে, তারপর

চাপ দিল বোতামে। ভোঁতা একটা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল মাইন জুড়ে। তারপরই শোনা গেল পাথর ভেঙে পড়ার শব্দ। ধুলোর একটা মেঘ ভেসে এল মেইন টানেলে।

ধুলো সরে যাওয়ার পর ফাটল দিয়ে আবার চেম্বারে ঢুকল ওয়ালডেন। ঝুল-পাথরটা গায়েব হয়ে গেছে। চেম্বারের মেঝেতে পাথরের স্তূপ দেখা যাচ্ছে। কাজ করতে অসুবিধে হবে, তাই আবর্জনা সরিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করায় মন দিল ওয়ালডেন। কাজটা শেষ হতে মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল সে, নিশ্চিত হতে চায় আর কোন বিপদ ঝুলে নেই।

ছাদে, ক্রিস্টাল শিরার উপরে, হঠাৎ তৈরি একটা গর্তের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ওয়ালডেন। হার্ড হ্যাটে ফিট করা আলোটা উপর দিকে তাক করল সে। গর্তের ভিতর আলো পড়তে সামনে একটা চেম্বার মত দেখা গেল। আকস্মিক কৌতূহলে অস্থির, টানেল ধরে পঞ্চাশ গজ ছুটে ছয় ফুট লম্বা মরচে ধরা একটা মই নিয়ে এল ওয়ালডেন। আবার ফাটলের ভিতর ঢুকে দেয়ালে খাড়া করল মইটা, ধাপ বেয়ে উঠল, গর্তের কিনারা থেকে আলগা পাথর সরাল কয়েকটা, তারপর গর্তের মুখ গলে উঠে পড়ল রহস্যময় চেম্বারে।

হার্ড হ্যাটের আলোয় ওয়ালডেন দেখল পাথর কেটে তৈরি একটা কামরায় রয়েছে সে। ঘরটা নিখুঁত কিউব আকৃতির বলে মনে হলো, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পনেরো ফুট, মেঝে থেকে ছাদের দূরত্বও ওই একই। খাড়া, মসৃণ দেয়ালে অদ্ভুত সব চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এগুলো কোনক্রমেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাইনারদের কাজ নয়। তারপর, আচমকা, তার হার্ড হ্যাটের আলো পাথরের একটা নিচু বেদিতে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঝলমল করে উঠল বেদিতে রাখা জিনিসটা।

কালো খুলিটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওয়ালডেন।

# চার

স্কাইলাইন এয়ারলাইন্সের বিচক্রাফট টুইন-ইঞ্জিন উড়োজাহাজটা টেলুরাইড শহরের ছোট্ট এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করছে। উপত্যকার গভীরে যতই নামছে ওটা, দু'পাশের পাহাড়ী ঢাল রাজকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে ততই উপরে উঠছে, এত কাছে যে আরোহীদের মনে হলো জানালা খুলে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

বিচক্রাফট তেরোজন আরোহীকে নিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে সবার শেষে নীচে নামল জিনস আর টি-শার্ট পরা এক আমেরিকান-বাঙালী তরুণী।

সাগরের সারফেস থেকে ৯০০০ ফুট উপরে জায়গাটা। বাতাস ভারী হলেও যথেষ্ট বিশুদ্ধ। বড় করে শ্বাস নিয়ে টার্মিনাল ভবনের দিকে এগোল শাহানা। দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে, দেখল ছোটখাট কিন্তু শক্ত সমর্থ এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন তার দিকে—মাথাটা সম্পূর্ণ কামানো।

'ডক্টর শাহানা সাজিদ?'

'প্লিজ, আমাকে শুধু শাহানা বলুন,' জবাব দিল তরুণী। 'আপনি ডক্টর কোলরিজ তো?'

'প্লিজ, এড বলুন আমাকে,' জবাব দিলেন ভদ্রলোক। 'ডেনভার থেকে আসতে তেমন কষ্ট হয়নি তো?'

'তেমন না, ধন্যবাদ।'

'টেলুরাইড চমৎকার জায়গা,' বললেন ডক্টর কোলরিজ। 'এখানে বাস করতে পারলে বেশ হত।'

'এদিকে স্টাডি করার মত আর্কিওলজিক্যাল সাইট আছে বলে তো মনে হয় না, বিশেষ করে আপনার মত অভিজ্ঞ কারও জন্যে।'

'না, এতটা ওপরে নেই,' জবাব দিলেন ডক্টর কোলরিজ। 'প্রাচীন ইন্ডিয়ান ধ্বংসাবশেষ সবই আরও অনেক নীচের লেভেলে।'

অ্যানথ্রপলজিস্ট বা নৃ-বিজ্ঞানী বললে সাধারণত যে চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার সঙ্গে মিল খুঁজলে হতাশ হতে হবে, তবে এ বিষয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তি ডক্টর এডমান্ড কোলরিজ। অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এমেরিটাস, সেই সঙ্গে একজন সফল রিসার্চার, সংশ্লিষ্ট স্পটে সশরীরে উপস্থিত হয়ে খুঁটিয়ে রিপোর্ট লেখার ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। বয়স পঞ্চাশ, তবে দেখে মনে হয় চল্লিশের বেশি হবে না। দুনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আদি মানুষের জীবনধারা আর সংস্কৃতি নিয়ে ত্রিশ বছর ধরে গবেষণা করছেন ভদ্রলোক।

'টেলিফোনে খুব রহস্যময় মনে হলো ডক্টর প্রাইসকে,' বলল শাহানা। 'আবিষ্কারটা সম্পর্কে তিনি কোন তথ্যই আমাকে দিলেন না।'

'তা আমিও দিচ্ছি না,' বললেন কোলরিজ। 'নিজের চোখে দেখাটাই সবচেয়ে ভাল।'

'এই আবিষ্কারের সঙ্গে আপনি জড়ালেন কীভাবে?' জানতে চাইল শাহানা।

'কাকতালীয় ভাবে। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ছিলাম আর কী। পুরানো এক গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে ছুটিতে স্কিইং করতে এসেছি, হঠাৎ কলোরাডো ভার্সিটির এক কলিগ ফোন করল আমাকে, জানতে চাইল একজন মাইনারের রিপোর্ট করা আর্টিফ্যাক্ট দেখতে যেতে পারব কি না। সাইটে একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলাম, এটার রহস্য ব্যাখ্যা করা আমার ক্ষমতা বা যোগ্যতার বাইরে।'

'বলেন কী! আপনার মত একজন নামী-দামি...'

'আসলে এপিগ্রাফি আমার সাবজেক্টের মধ্যে পড়ে না। সেজন্যেই আপনাকে দরকার হলো। প্রাচীন লিপির অর্থ বের করতে পারে এমন একজনকেই আমি চিনি–স্ট্যানফোর্ডের ডক্টর প্রাইস। তিনি সময় দিতে পারলেন না, তবে সুপারিশ করে বললেন তাঁর বদলে আপনার সাহায্য নিতে।'

কনভেয়ার বেল্ট থেকে রেফারেন্স বই ভর্তি সবুজ ব্যাগটা তুলে নিল শাহানা। 'আমাকে দিন, প্লিজ,' বলে তার হাত থেকে নিয়ে সেটা কাঁধে ঝোলালেন ডক্টর কোলরিজ। টার্মিনাল ভবনের বাইরে তাঁর একটা চেরোকি জিপ অপেক্ষা করছে।

জিপে চড়ার আগে মুগ্ধ হয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে শাহানা সাজিদ, এই সুযোগে ভাল করে তাকে দেখে নিচ্ছেন ডক্টর কোলরিজ। কোমর পর্যন্ত লম্বা এরকম ঘন কালো চুল আগে কখনও দেখেছেন কিনা মনে করতে পারলেন না। চোখ দুটোও কালো; শান্ত আর গভীর দীঘির কথা মনে করিয়ে দেয়। শাহানা দাঁড়িয়ে আছে, যেন কোন শিল্পীর দক্ষ হাতে তৈরি ভাস্কর্য। কাঁধ আর বাহুর পেশি দেখে বোঝা যায় প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা জিমে এক্সারসাইজ করতে অভ্যস্ত। কোলরিজ আন্দাজ করলেন–লম্বায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, ওজন হবে ১৩৫ পাউন্ড।

ডক্টর প্রাইস জানিয়েছেন, প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করার জন্য ডক্টর শাহানার চেয়ে ভাল কাউকে পাওয়া যাবে না। ফ্যাক্স করে তার ইতিহাস পাঠিয়েছেন তিনি, পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন কোলরিজ। বয়স তেত্রিশ, প্রাচীন ভাষার উপর ডক্টরেট করেছে স্কটল্যান্ডের সেইন্ট অ্যান্ড্রুজ কলেজ থেকে, তার পর থেকে পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছে। দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে পাথরে খোদাই করা অবস্থায় পাওয়া প্রাচীন লিপি অনুবাদ করেছে সে, প্রতিটি প্রকাশনা বেস্ট সেলারের তালিকায় স্থান পেয়েছে। পড়াশোনা করার সময়ই এক ভারতীয় শিখ ভদ্রলোককে বিয়ে

করে, তবে দু'বছর পরেই ডিভোর্স হয়ে যায়; চোদ্দো বছর বয়েসী একটা মেয়ে আছে, স্কুল-বোর্ডিং-এ থেকে লেখাপড়া করছে। কনফার্মড ডিফিউজনিস্ট বলা হয় তাকে, অর্থাৎ সংস্কৃতি আলাদা আলাদাভাবে গড়ে না উঠে একটা থেকে আরেকটায় ছড়িয়েছে, এই থিওরির সমর্থক সে, বিশ্বাস করে প্রাচীন নাবিকরা কলম্বাসের চেয়ে কয়েক শো বছর আগেই আমেরিকার তীরে পৌঁছেছিল।

'আপনার জন্যে একটা হোটেল রুম বুক করা হয়েছে,' শাহানাকে জানালেন ডক্টর কোলরিজ। 'ফ্রেশ হতে চাইলে ওখানে আপনি এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে পারেন।'

'না, ধন্যবাদ,' হাসিমুখে বলল শাহানা। 'আমি সরাসরি সাইটে যেতে চাই।'

মাথা ঝাঁকালেন কোলরিজ, কোটের পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে বোতামে চাপ দিলেন। 'খনির মালিক ম্যাক ওয়ালডেনকে জানাচ্ছি আপনি পৌঁছেছেন। প্রাচীন লিপি আর আর্টিফ্যাক্ট সে-ই আবিষ্কার করেছে।'

টেলুরাইডের মাঝখান দিয়ে ছুটল তাদের জিপ। পাহাড়ের ঢালে বহু লোককে স্কি করতে দেখল শাহানা। গত শতাব্দীর পুরানো কিছু দালান-কোঠাকে পাশ কাটিয়ে এল জিপ, এক ঝাঁক সেলুন-এর বদলে এখন সেগুলো স্টেশনারি বা অ্যান্টিকস-এর দোকান। বাঁ দিকে হাত তুলে একটা দালান দেখালেন কোলরিজ। 'ওখানেই বুচ ক্যাসেডি প্রথম ব্যাঙ্কটা লুঠ করেছিল।'

'বোঝা যাচ্ছে টেলুরাইডের ইতিহাস বেশ ইন্টারেস্টিং।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন,' বলে শহরটার গুণকীর্তন শুরু করলেন কোলরিজ। জিপ এক সময় বক্স ক্যানিয়ন-এ ঢুকল, এখান থেকে একটা পাকা রাস্তা সোজা প্যানডোরায় পৌঁছেছে। পুরানো মাইনিং শহরকে ঘিরে রেখেছে খাড়া পাহাড়-প্রাচীর। এক জায়গায় পাহাড় চূড়ার বরফ গলা পানি জল-প্রপাত হয়ে নেমে আসতে দেখা গেল।

একটা সাইড রোড ধরে এগোচ্ছে জিপ। পুরানো কিছু অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষকে পাশ কাটাল ওরা, বাইরে উজ্জ্বল নীলচে-সবুজ রঙের ভ্যান আর জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওয়েট সুট পরা দু'জন লোককে দেখা গেল, কিছু ইকুইপমেন্ট নামাচ্ছে। শাহানার মনে হলো ওগুলো ডাইভিং ইকুইপমেন্ট। 'কলোরাডোর পাহাড়ী এলাকার মাঝখানে ডাইভাররা কী করছে?' জানতে চাইল সে।

'কৌতূহল হওয়ায় গতকাল আমি ঠিক এই প্রশ্নটাই করেছি ওদেরকে,' জবাব দিলেন কোলরিজ। 'ওরা নুমার একটা টিম। নুমা মানে ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি।'

'কিন্তু এ জায়গাটা তো সাগর থেকে অনেক দূরে, তাই না?'

'শুনলাম ওরা নাকি জটিল প্রাচীন পানি-পথ এক্সপ্লোর করছে, এক সময় যেটা স্যান হুয়ান পাহাড়ের পশ্চিম পাশটা ডুবিয়ে দিত। এদিকে মাটির নীচে অসংখ্য গুহা আর গহ্বর আছে, সবগুলো পুরানো মাইন টানেলের সঙ্গে মিশেছে।'

আধ মাইল দূরে স্যান মিগুয়েল নদীর পাশে পরিত্যক্ত একটা বিরাট ওর-মিল দেখা গেল। আরও একটা পরিত্যক্ত পুরানো খনির মুখে কয়েকটা সেমিট্রাক আর ট্রেইলার দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িগুলোর চারপাশে তাঁবু ফেলা হয়েছে। ট্রেইলারের গায়ে লেখা–'জিয়ো সাবটেরেনিয়ান সাই-টেক করপরেশন–হোম অফিস ফিনিক্স, অ্যারিজোনা।'

'আরেক দল বিজ্ঞানী,' শাহানা জিজ্ঞেস করেনি, নিজে থেকেই জানালেন কোলরিজ। 'জিয়োফিজিকাল আউটফিট, গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে পুরানো মাইন শাফটে তল্লাশি চালাচ্ছে–সোনা ভরা কোন শিরা যদি জুটে যায় কপালে!'

'পাবে বলে মনে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকালেন কোলরিজ। 'সন্দেহ আছে। এদিকের পাহাড়ের অনেক গভীর পর্যন্ত খোঁড়া হয়েছে।'

আরও খানিক দূর এগিয়ে ছবির মত সুন্দর একটা বাড়ির সামনে জিপ থামল। হর্ন বাজাতেই সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল ম্যাক ওয়ালডেন। পরিচয়, কুশলাদি বিনিময় ইত্যাদিতে মিনিট পাঁচেক ব্যয় হলো। পনেরো মিনিট পর দেখা গেল সবাই তারা ওর-কার্টে বসে আছে। চাকার উপর দিয়ে গড়িয়ে প্যারাডাইস মাইনের ভিতর ঢুকছে সেটা। শাহানার জন্য এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। এর আগে কখনও কোনও মাইন শাফটে ঢোকেনি সে। বলল, 'যত নীচে নামছি গরম তত বেশি লাগছে।'

'প্রতি একশো ফুটে তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি করে বাড়ে,' ব্যাখ্যা করল ওয়ালডেন। 'মাইনের নীচের লেভেলে, এখন যেটা পানিতে ডোবা, তাপ থাকত একশো ডিগ্রির বেশি।'

ওর-কার্ট থামল। কাঠের টুলবক্স থেকে বের করে প্রত্যেকের হাতে একটা করে হার্ড হ্যাট ধরিয়ে দিল ওয়ালডেন।

'খসে পড়া পাথর থেকে বাঁচার জন্যে?' জিজ্ঞেস করল শাহানা।

হেসে উঠল ওয়ালডেন। 'কাঠের নিচু সিলিঙে লেগে খুলি যাতে না ফাটে।'

কাঠের সিলিঙে ফিট করা বালব থেকে নিস্তেজ হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে। স্যাঁতসেঁতে টানেল ধরে ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওয়ালডেন। কেউ কথা বললে, টানেলের পাথুরে দেয়ালে ধাক্কা লাগায়, ফাঁপা শোনাচ্ছে আওয়াজটা। মরচে ধরা কার্ট রেইলের জোড়-এ পা বেধে যাওয়ায় বেশ কয়েকবার হোঁচট খেল শাহানা, তবে প্রতিবারই পড়ে যাওয়ার আগে সামলে নিল। প্লেনে চড়ার আগে হাইকিং শু পরেছিল বলে মনে মনে ধন্যবাদ দিল নিজেকে সে।

মনে হলো এক ঘণ্টা পর, আসলে মাত্র দশ মিনিট পেরিয়েছে, চেম্বারে ঢোকার সেই ফাটলটার সামনে পৌঁছে থামল ওয়ালডেন।

'মাথা নিচু করে সাবধানে ঢুকতে হবে,' সতর্ক করে দিয়ে বলল সে।

ওদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে মইটার কাছে এসে থামল ওয়ালডেন, হাত তুলে উপর দিকটা দেখাল–পাথুরে সিলিঙের ফাঁক গলে উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে আসছে। 'পরশু আপনি দেখে যাবার পর আলোর ব্যবস্থা করেছি আমি, ডক্টর কোলরিজ। খাড়া দেয়াল রিফ্লেক্টরের কাজ করছে, কাজেই লেখাগুলো পরীক্ষা করতে আপনাদের কোন সমস্যা হবে না।' শাহানাকে মই বেয়ে উঠতে সাহায্য করল সে।

কী দেখতে পাবে জানানো হয়নি, ফলে হতবিহ্বল হয়ে পড়ল শাহানা। প্রথমেই তার দৃষ্টি চুম্বকের মত আটকে গেল কালো খুলিটার উপর। মুগ্ধ বিস্ময় ফুটে উঠল চেহারায়, নিচু বেদিটার দিকে এগোল সে।

'তুলনাহীন একটা শিল্পকর্ম,' বিড়বিড় করল শাহানা, ফাঁক গলে তার পাশে এসে দাঁড়ানো ডক্টর কোলরিজের দিকে তাকাল একবার।

'মাস্টারপিস,' সায় দেওয়ার সুরে বললেন কোলরিজ। 'অবসিডিয়ান কেটে তৈরি করা হয়েছে। এরকম একটা অসম্ভব ভঙ্গুর খনিজ পদার্থকে পালিশ করে এই রূপ ফোটাতে নিশ্চয়ই কয়েক পুরুষ সময় লেগে গেছে। তখন তো আধুনিক টুলসও ছিল না। সামান্য একটা টোকা লাগলেও ভেঙে হাজার টুকরো হয়ে যাবার কথা।'

'সারফেস কী আশ্চর্য মসৃণ,' নরম সুরে বলল শাহানা।

হাত তুলে চেম্বারের চারদিকটা দেখালেন কোলরিজ। 'গোটা চেম্বারটাই আমার কাছে অবিশ্বাস্য জাদু মনে হচ্ছে। দেয়াল আর সিলিঙে যে লিপি দেখছি, ওগুলো পাথরে খোদাই করতে নিশ্চয়ই পাঁচজন লোককে সারাটা জীবন ব্যয় করতে হয়েছে। তবে তার আগে পাথরের সারফেস মসৃণ আর পালিশ করে নিতে হয়েছে।

তারপর ধরুন চেম্বারটার কথা। এতটা গভীরে গ্র্যানিট অত্যন্ত শক্ত আর নিরেট, সেটা ভেঙে একটা চেম্বার বানানো বহু বছর ধরে বহু লোকের কঠিন পরিশ্রমের কাজ।

'ডাইমেনশান-এর মাপ নিয়েছি আমি। চারটে দেয়াল, মেঝে আর সিলিং মিলে নিখুঁত একটা কিউব তৈরি করেছে। পুরানো ক্লাসিক রহস্যোপন্যাসের মত ব্যাপারটা–আমরা একটা নাটক দেখছি, এমন একটা কামরায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যে কামরায় কোন জানালা বা দরজা নেই।'

'মেঝের এই ফাঁকটা?' প্রশ্ন করল শাহানা।

'জেমস্টোন খোঁজার সময় ডিনামাইট ফাটিয়ে তৈরি করেছে ম্যাক ওয়ালডেন,' জবাব দিলেন কোলরিজ।

'তা হলে ঢোকার বা বেরুবার পথ ছাড়া এই চেম্বার তৈরি হলো কীভাবে?'

সিলিঙের দিকে একটা আঙুল খাড়া করলেন কোলরিজ। 'সিলিঙের বর্ডারে ফাটলের সূক্ষ্ম দাগ আছে। ধরে নিতে হয়, এই বদ্ধ কামরা যারাই তৈরি করে থাকুক, পাথর খুঁড়ে ওপর থেকে নেমেছিল তারা। কাজটা শেষ করে ঘরের মাথায় একটা স্ল্যাব বসিয়ে দিয়ে চলে গেছে।'

'এরকম করার কারণ কী?'

হাসলেন ডক্টর কোলরিজ। 'সেজন্যেই আপনি এখানে; উত্তরটা খুঁজে বের করবেন।'

নিজের ব্যাগ থেকে নোটপ্যাড, পেইন্টব্রাশ আর ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করল শাহানা। একদিকের দেয়ালের সামনে হেঁটে এল সে, পাথর থেকে আলতো ভাবে বহু শতাব্দীর পুরানো ধুলো ঝাড়ল, সবশেষে গ্লাসের ভিতর দিয়ে প্রাচীন লিপির দিকে তাকাল। চিহ্নগুলো বেশ কিছুক্ষণ একাগ্রচিত্তে পরীক্ষা করল সে, তারপর মুখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল।

ধীরে ধীরে বিমূঢ় একটা ভাব ফুটে উঠল শাহানার চোখে-

মুখে। ডক্টর কোলরিজের দিকে ফিরল সে। 'সিলিংটা মনে হচ্ছে নক্ষত্র...মহাশূন্যের একটা ম্যাপ। সংকেতগুলো...' ইতস্তত করছে সে. হতভম্ব ভাবটা আরও বাড়ল। 'এটা বোধহয় মানুষকে বোকা বানাবার একটা খেলা, টানেলটা কাটার সময় মাইনাররা তৈরি করেছে।'

'কী থেকে আপনি এরকম একটা উপসংহারে পৌঁছালেন?' জানতে চাইলেন কোলরিজ।

'কোনও প্রাচীন লিপির সঙ্গে সংকেতগুলোর এতটুকু মিল নেই।'

'ওগুলোর দু'একটার অর্থ করতে পারছেন?'

'আপনাকে আমি শুধু এটুকু জানাতে পারি যে হায়রোগ্লিফিক বা লোগোগ্র্যাফিক চিহ্নের মত এখানকার এই সংকেতগুলো পিকটাগ্র্যাফিক নয়। এ সংকেত শব্দ বা মৌখিক ছন্দেরও প্রতিনিধিত্ব করছে না। যেন মনে হচ্ছে অ্যালফাবেটিক।'

'সেক্ষেত্রে কয়েকটা সংকেত মিলে একটা শব্দ তৈরি করবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল শাহানা। 'হয় এটা কোন ধরনের কোড. তা না হলে অত্যন্ত উন্নত মানের লিখন্ পদ্ধতি।'

'আরেকটু ব্যাখ্যা করবেন. ব্যাপারটাকে কেন আপনার বোকা বানাবার খেলা বলে মনে হলো?' শাহানার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কোলরিজ।

'ইতিহাসে মানুষের তৈরি যত রকমের প্যাটার্ন পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই খোদাই করা লিপি মেলে না,' শান্ত কর্তৃত্বের সুরে বলল শাহানা।

'আপনি বললেন অত্যন্ত উন্নত মানের।'

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা কোলরিজের হাতে ধরিয়ে দিল শাহানা। 'নিজের চোখেই দেখুন। সংকেতগুলো আশ্চর্য সহজ। নিঃসঙ্গ রেখা দিয়ে জ্যামিতিক প্রতিরূপের ব্যবহার লিখিত যোগাযোগ পদ্ধতি হিসেবে খুবই কাজের জিনিস। সেজন্যেই আমি বিশ্বাস

করতে পারছি না। এগুলো প্রাচীন কোন কালচার থেকে এসেছে।'

'সিম্বল বা সংকেতগুলোর আপনি অর্থ করতে পারবেন?'

'ট্রেসিং তৈরি করে সেগুলো ভার্সিটির কমপিউটার ল্যাবে চালাবার পর বলতে পারব।'

'আপনাদের কাজ কীরকম এগোচ্ছে?' নীচের ফাটল থেকে গলা চড়িয়ে জানতে চাইল ওয়ালডেন।

'আপাতত আমাদের কাজ প্রায় শেষ,' জবাব দিল শাহানা। 'আমাকে কিছু টিস্যু পেপার আর ট্র্যান্সপারেন্ট টেপ কিনতে হবে...' টানেল থেকে অস্পষ্ট গুড়গুড় আওয়াজ ভেসে আসতে থেমে গেল সে। শুধু আওয়াজ নয়, ওদের পায়ের নীচে কামরার মেঝে কেঁপে উঠল। 'ভূমিকম্প?' ওয়ালডেনকে জিজ্ঞেস করল শাহানা।

'না,' ফাঁক দিয়ে ওয়ালডেনের জবাব ভেসে এল। 'সম্ভবত পাহাড়ের কোথাও পাথর ধস। আপনারা নিজেদের কাজ করুন, আমি একবার ওপরে উঠে দেখে আসি।'

ওয়ালডেন থামতেই আবার কেঁপে উঠল চেম্বারটা, আগের চেয়েও জোরে।

'আমাদেরও বোধহয় আপনার সঙ্গে যাওয়া উচিত,' বলল শাহানা।

'টানেলের সাপোর্ট টিম্বার খুব পুরানো, অনেকগুলোই পচে গেছে,' সাবধান করল ওয়ালডেন। 'পাথরের অতিরিক্ত নড়াচড়ায় ছাদ সহ ভেঙে পড়তে পারে ওগুলো। আপনাদের আপাতত এখানে থাকাটাই নিরাপদ।'

'বেশি দেরি করবেন না,' বলল শাহানা। 'আমাকে বোধহয় ক্লসট্রোফোবিয়ায় ছুঁতে যাচ্ছে।'

'খুব বেশি হলে দশ মিনিট,' তাকে আশ্বস্ত করল ওয়ালডেন।

নীচের ফাটল থেকে ওয়ালডেনের পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতেই ডক্টর কোলরিজের দিকে ফিরল শাহানা। 'খুলিটা

সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলেননি। আপনার কী মনে হয়–ওটা প্রাচীন, না আধুনিক?'

খুলিটার দিকে তাকালেন কোলরিজ। 'ল্যাবে পরীক্ষা না করে বলা কঠিন। নিশ্চিতভাবে শুধু একটা কথাই জানি আমরা, এই ঘর মাইনাররা বানায়নি। এত বড় একটা প্রজেক্ট, কোথাও না কোথাও উল্লেখ থাকত। মিস্টার ওয়ালডেন এই মাইনের পুরানো রেকর্ড আর ম্যাপ ঘেঁটে দেখেছেন–খাড়া কোন শাফট আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে নেমেছে, এ-ধরনের কিছু বলা হয়নি কোথাও। তার মানে জিনিসটা কাটা হয়েছে আঠারোশো পঞ্চাশ সালের আগে।'

'কিংবা হয়তো আরও অনেক পরে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন কোলরিজ। 'আমার ধারণা এই চেম্বার আর খুলি হাজার বছরের পুরানো, কিংবা আরও প্রাচীন।'

'হয়তো ইন্ডিয়ানদের কাজ,' বলল শাহানা।

মাথা নাড়লেন কোলরিজ। 'সম্ভব নয়। যাদের লেখার উপযোগী ভাষা নেই তাদের পক্ষে পাথরে লিপি খোদাই করা অসম্ভব।'

'তা ঠিক।' নোটপ্যাডে অস্বাভাবিক সংকেতগুলো কপি করছে শাহানা। 'অত্যন্ত উর্বর মস্তিষ্কের কাজ এটা।' গুণে দেখল সব মিলিয়ে বিয়াল্লিশটা সংকেত রয়েছে। এরপর খোদাইয়ের গভীরতা আর সংকেত ও লাইনের দূরত্ব মাপল সে। সংকেতগুলো যতই পরীক্ষা করছে ততই তার বিস্ময় বাড়ছে। খোদাই করা এই লিপির মধ্যে রহস্যময় এমন একটা যুক্তি আছে, শুধুমাত্র নিষ্ঠার সঙ্গে অনুবাদ করা গেলে তার সমাধান মিলবে। ওগুলোর আর সিলিঙের ম্যাপটার ফটো তোলা শেষ করেছে শাহানা, এই সময় ফাঁক গলে চেম্বারে উঠে এল ওয়ালডেন।

'এখানে আমাদেরকে বেশ কিছুটা সময় থাকতে হবে,' যতটা পারা যায় শান্তকণ্ঠে বলল সে। পাথর ধসে পড়ায় মাইন থেকে বেরুবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।'

'ওহ্, আল্লাহ!' ফিসফিস করল শাহানা।

'ভয় পাবার কিছু নেই,' আড়ষ্ট একটু হেসে অভয় দিল ওয়ালডেন। 'আমার স্ত্রীর এ-সব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে। ফিরতে আমাদের দেরি হচ্ছে দেখলে জায়গা মত খবর পৌঁছে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে হেভি ইকুইপমেন্ট নিয়ে ছুটে আসবে রেসকিউ ইউনিট।'

'এখানে আমরা কতক্ষণ আটকা পড়ে থাকব?' জানতে চাইলেন কোলরিজ।

'কী পরিমাণ তুষার শাফট-ওপেনিং ব্লক করে রেখেছে না জেনে বলা কঠিন। হয়তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা। পুরো একটা দিনও লেগে যেতে পারে। তবে কোন বিশ্রাম ছাড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করবে রেসকিউ ইউনিট, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।'

খানিকটা স্বস্তি বোধ করল শাহানা। 'সেক্ষেত্রে যতক্ষণ আপনার আলো পাচ্ছি, লিপিগুলো রেকর্ড করি আমরা।'

শাহানার কথা শেষ হতেই চেম্বারের গভীর কোথাও থেকে গুরুগম্ভীর গুড়গুড় আওয়াজ উঠে এল। পরমুহূর্তে যেন টিম্বার ভেঙে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ। তারপর শুরু হলো পাথর ধসের বিরতিহীন গর্জন, বিভিন্ন টানেলে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। প্রবল একটা ঝড়ো বাতাস সগর্জনে ফাটল দিয়ে চেম্বারের ভিতরে ঢুকল, ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল ওদেরকে।

এই সময় বারকয়েক মিট মিট করে নিভে গেল আলোটাও।

# পাঁচ

পাথর ধসের শব্দ ধীরে ধীরে একসময় থেমে গেল। ধুলোয় ভরে গেছে বাতাস, খকখক করে কাশতে শুরু করল ওরা। মুখের ভিতর কাঁকরও ঢুকেছে।

প্রথমে কথা বলতে পারলেন ডক্টর কোলরিজ। 'ঘটলটা কী?'

'নিশ্চয়ই টানেলের ছাদ ভেঙে পড়েছে,' বেসুরো গলায় জানাল ওয়ালডেন।

'ডক্টর শাহানা!' চেঁচিয়ে উঠলেন কোলরিজ, অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন। 'আপনি ব্যথা পেলেন নাকি?'

'না,' কাশির দমক একটু কমতে জবাব দিল শাহানা। 'আমার দম ফুরিয়ে গেছে, তবে ঠিক আছি।'

তার হাতটা পেয়ে ধরলেন কোলরিজ, তারপর তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। 'নিন, আমার রুমালটা নাকে চেপে ধরুন।'

সেটা নিল শাহানা। 'মনে হচ্ছিল দুনিয়াটা আমার পায়ের নীচ থেকে সরে গেল।'

'হঠাৎ ছাদটা ভেঙে পড়ল কেন?' ওয়ালডেনকে জিজ্ঞেস করলেন কোলরিজ, যদিও অন্ধকারে তাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

'অসম্ভব মনে হলেও, আওয়াজটা আমার কানে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ বলে মনে হয়েছে।'

'প্রথম যে পাথর ধসটা হলো, তার আফটারশকের কারণে টানেলের ছাদ ভেঙে পড়তে পারে না?' জিজ্ঞেস করলেন কোলরিজ।

'না, আমি জানি, ডিনামাইটই ফেটেছে,' বলল ওয়ালডেন। 'বহু বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার, শব্দটা চিনি। আমাদের সরাসরি নীচের একটা টানেলে বিস্ফোরণটা ঘটানো হয়েছে। শকই বলে দিচ্ছে, বেশ বড়।'

'কিন্তু আমি তো জানি মাইনটা পরিত্যক্ত।'

'ঠিকই জানেন। আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া বহু বছর এখানে কেউ ঢোকে না।'

'তা হলে কে, কীভাবে–'

'কীভাবে নয়, জিজ্ঞেস করুন–কেন?' নৃ-বিজ্ঞানী ভদ্রলোকের পায়ে ঘষা খেল ওয়ালডেন, হামাগুড়ি দিয়ে নিজের হার্ড হ্যাটটা খুঁজছে সে।

'আপনি বলতে চাইছেন মাইনটাকে সিল করে দেয়ার জন্যেই বিস্ফোরণটা ঘটানো হয়েছে?' জানতে চাইল শাহানা। 'কেন? কে এমন কাজ করবে?'

'বাইরে যদি বেরুতে পারি সেটাই প্রথমে জানতে চেষ্টা করব,' বলল ওয়ালডেন। হার্ড হ্যাট খুঁজে পেয়ে আলো জ্বালল সে।

ছোট্ট বাতি চেম্বারের ভিতরটা সামান্যই আলোকিত করতে পারল। ওদের সবাইকে ধুলোয় ঢাকা স্ট্যাচুর মত লাগছে।

'আমার কিন্তু ভয় করছে,' বিড়বিড় করল শাহানা।

'বিপদের মাত্রা নির্ভর করবে ফাটলের কোনদিকের টানেল ভেঙে পড়েছে তার ওপর। মাইনের আরও অনেক ভেতর দিকে হলে, সহজেই উদ্ধার পাব। কিন্তু ছাদটা যদি এই জায়গা আর এগজিট শাফটের মাঝখানে কোথাও ভেঙে থাকে, বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে হবে। আমি যাই, দেখে আসি।'

ফাঁক গলে নেমে গেল সে, সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্ধকার হয়ে গেল চেম্বার। তবে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল ওয়ালডেন। তার চেহারাই বলে দিল, এই লোক নরক চাক্ষুষ করেছে।

'খবর ভাল নয়.' ধীরে ধীরে বলল সে। 'শাফটের দিকে

যাবার পথে একটু দূরেই ভেঙে পড়েছে টানেল। আমার হিসেবে পতনটা ত্রিশ গজ বা কিছু বেশি জায়গা জুড়ে। পাথর সরিয়ে পথ বের করতে উদ্ধারকর্মীদের কয়েক হপ্তাও লেগে যেতে পারে–কারণ শুধু আবর্জনার স্তূপ সরালেই হবে না, ছাদে নতুন করে টিম্বার লাগিয়ে এগোতে হবে।'

'না খেয়ে মরার আগে উদ্ধার পাব তো?' জানতে চাইলেন কোলরিজ।

'খিদে বা খাবার আমাদের সমস্যা নয়,' বলল ওয়ালডেন, হতাশার সুরটা গোপন করতে পারল না। 'টানেলে পানি বাড়ছে। এরই মধ্যে তিন ফুট ডুবে গেছে।'

এতক্ষণে শাহানা খেয়াল করল, ওয়ালডেনের ট্রাউজারের পায়া হাঁটু পর্যন্ত ভিজে। 'তারমানে বেরুবার কোন পথ নেই? আমরা এখানে ফাঁদে আটকা পড়েছি?'

'তা কখন বললাম আমি!' মেজাজ ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে মাইনার ওয়ালডেন। 'প্রচুর সম্ভাবনা আছে চেম্বারের নাগাল পাবার আগেই একটা ক্রসকাট টানেলে নেমে যাবে পানিটা।'

'তবে আপনি নিশ্চিত নন,' বললেন কোলরিজ।

'কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জানা যাবে,' বিড়বিড় করল ওয়ালডেন।

চেম্বারের বাইরে পানির প্রথম কলকল আওয়াজ শুনে শিউরে উঠল শাহানা। সময়টা যেন দুঃস্বপ্নের ভিতর কাটছে। পানি দ্রুত বাড়ছে। ডক্টর কোলরিজের দিকে তাকাল সে। তিনিও নিজের চেহারায় ফুটে ওঠা আতঙ্কের ছাপ লুকিয়ে রাখতে পারছেন না। 'ভাবছি,' নরম সুরে ফিসফিস করল শাহানা, 'ডুবে মরতে কেমন লাগে!'

এক মিনিট পার হতে যেন এক বছর সময় নিচ্ছে, পরবর্তী দুই ঘণ্টা সময় নিল দুই শতাব্দী। পানি উঁচু হতে হতে ফাঁক গলে চেম্বারে ঢুকেছে। ধীরে ধীরে ডুবে গেছে ওদের পা। আতঙ্কে পঙ্গ

কাঁধ আর পিঠ দেয়ালে চেপে ধরেছে শাহানা, পানির হামলা থেকে অতিরিক্ত কয়েক সেকেন্ড রক্ষা পাওয়ার বৃথা চেষ্টায়।

পুরুষ দু'জন কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন ডক্টর কোলরিজ, অচেনা একদল লোক তাদেরকে খুন করার চেষ্টা করছে, এ তিনি বিশ্বাস করেন না। এরকম কিছু করার পিছনে কারও কোন যুক্তি নেই, মোটিভ নেই, স্বার্থ নেই।

শাহানা নিজের মেয়ের কথা বলল। ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা আছে, লেখাপড়া শিখে তার মানুষ হতে কোন সমস্যা হবে না; তবে দুঃখ এই যে একমাত্র সন্তানের নারী হয়ে ওটা দেখে যেতে পারছে না সে। কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার, কিন্তু চোখের জল বেঁকে বসল–ঝরছে না।

পানি হাঁটু ছুঁতে সমস্ত কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কোমরে উঠে এল বরফের মত ঠাণ্ডা পানি, খুদে পেরেকের মত মাংসে বিঁধছে। কাঁপুনি ধরে গেল শাহানার শরীরে।

ল্যাম্পের হলদেটে আলোয় চেম্বারের ভিতর কালো পানিকে পাক খেতে দেখছে শাহানা। হঠাৎ মনে হলো, কী যেন চোখে পড়ল তার! দেখল, নাকি অনুভব করল? 'আপনার আলোটা নেভান!' ওয়ালডেনের উদ্দেশে বিড়বিড় করল সে।

'কী?'

'আলোটা নেভান। মনে হয় নীচে কিছু একটা আছে।'

পুরুষ দু'জনের কাছেই মনে হলো, খুব বেশি ভয় পাওয়ায় হ্যালিউসিনেশনের খপ্পরে পড়েছে শাহানা। তবে কথা না বাড়িয়ে হার্ড হ্যাটের ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল ওয়ালডেন।

গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল চেম্বার।

'কী দেখলেন বলে মনে হলো?' নরম সুরে জানতে চাইলেন ডক্টর কোলরিজ।

'একটা আভা,' ফিসফিস করল শাহানা।

ওয়ালডেন বলল, 'কোথায়, আমরা তো কিছু দেখছি না।'

'ঠিক জায়গায় তাকিয়ে থাকলে আপনারাও দেখতে পেতেন,' বলল শাহানা, উত্তেজনায় আর ভয়ে হাঁপাচ্ছে। 'পানিতে অস্পষ্ট একটা আভা।'

ক্রমশ ফুলে ওঠা পানিতে চোখ বুলাচ্ছে তারা দু'জন। তবে অন্ধকার ছাড়া কিছুই ধরা পড়ছে না চোখে।

'সত্যি বলছি, দেখেছি আমি। ভুল দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ফাঁকের নীচে আবছা একটা আলোর আভাস।'

ঠকঠক করে কাঁপছে শাহানা। দু'সারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে।

'আমরা শুধু তিনজন এখানে,' বললেন ডক্টর কোলরিজ। 'আর কেউ নেই।'

'ওই যে!' জোরে হাঁপিয়ে উঠল শাহানা। 'দেখলেন না?'

নিজের মাথাটা পানির নীচে নামিয়ে দিল ওয়ালডেন। এবার সে-ও দেখতে পেল–টানেলের দিক থেকে খুবই নিস্তেজ একটা আভা আসছে। মনে আশা নিয়ে দম আটকে রাখল সে। আরেকটু উজ্জ্বল হচ্ছে দেখে ভাবল কাছে সরে আসছে ওটা। পানির উপর মাথা তুলে দম নিল, তারপর আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল। 'কিছু একটা...সত্যি আছে! লোকে ভূত না আত্মার কথা বলে, মাইন শাফটে ঘুরে বেড়ায়...নিশ্চয়ই সেরকম কিছু হবে। অসম্ভব, পানিতে ডোবা টানেলে কোন মানুষ নড়াচড়া করতে পারে না।'

শরীর আর মনের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলছে তারা। আতঙ্কে নীল হয়ে উঠল চেহারা, বিস্ফারিত চোখে দেখছে–আলোর আভাটা যেন ফাঁক গলে উঠে আসছে চেম্বারে। কী মনে করে নিজের ল্যাম্পটা আবার জ্বালল ওয়ালডেন। তিনজনই তারা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছে–পানির উপর ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিচ্ছে, পরে আছে কালো একটা হুড।

তারপর ঘোলা পানি থেকে একটা হাত উঁচু হলো, এয়ার

রেগুলেটর থেকে মাউথপিস সরাল সেটা, তারপর কপালে তুলে দিল একজন ডাইভারের ফেস মাস্ক। একজোড়া মায়াভরা কালো চোখ উদ্ভাসিত হলো মাইনার'স ল্যাম্পের আলোয়, চওড়া হাসি নিয়ে প্রসারিত হচ্ছে ঠোঁট জোড়া, বেরিয়ে পড়ল দু'সারি উজ্জ্বল সাদা দাঁত।

'মনে হচ্ছে,' সকৌতুক কণ্ঠস্বর, বন্ধুত্বপূর্ণ, চোস্ত ইংরেজিতে বলল, 'একেবারে ঠিক সময়ে পৌঁছেছি আমি। তাই না?'

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না শাহানা। মনটা ভয়ে কাহিল আর শরীরটা ঠাণ্ডায় অবশ, এ অবস্থায় দৃষ্টিবিভ্রম হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কোলরিজ আর ওয়ালডেন হকচকিয়ে গেছে, বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, কথা বলতে পারছে না। তবে ধীরে ধীরে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে শুরু করল, তারপর হঠাৎ প্রকাণ্ড ঢেউ-এর মত গ্রাস করল পরম স্বস্তি—এমন একজনের সঙ্গ পাওয়া গেছে যার সঙ্গে যোগাযোগ আছে বাইরের দুনিয়ার। ঠাণ্ডা ভয়ের জায়গায় উজ্জ্বল আশা জাগল মনে।

'কে...কো-কোত্থেকে এলেন আপনি?' উত্তেজনায় তোতলাচ্ছে ওয়ালডেন।

'পাশের বাকানির মাইন থেকে,' জবাব দিল আগন্তুক, চেম্বারের দেয়ালে ডাইভ লাইটের আলো ফেলছে, সেটা স্থির হলো অবসিডিয়ান খুলির উপর। 'এটা কি কারও সমাধি?'

'না,' জবাব দিল শাহানা। 'এটা একটা রহস্যময় জায়গা।'

'আপনাকে আমি চিনতে পারছি,' বললেন কোলরিজ। 'আজই সকালের দিকে কথা বলেছি আমরা। নুমার সঙ্গে আছেন আপনি।'

'ডক্টর কোলরিজ, তাই না? আবার দেখা হওয়ায় খুশি হয়েছি, এ-কথা বলতে পারছি না—দুঃখিত।' মাইনারের দিকে তাকাল রহস্যময় আগন্তুক। 'আপনি নিশ্চয়ই ম্যাক, ম্যাক ওয়ালডেন, এই

খনির মালিক। আপনার স্ত্রীকে আমি কথা দিয়েছি ডিনারের আগেই তাঁর কাছে পৌঁছে দেব আপনাকে।' ঘাড় ফিরিয়ে এবার শাহানার দিকে তাকাল। 'আর আপনি নিশ্চয় ডক্টর শাহানা সাজিদ।'

'আপনি আমার নাম জানেন?'

'আপনি কে, কেন মাইনে ঢুকবেন ইত্যাদি সব তথ্য স্বামীর কাছ থেকে আগেই জেনেছিলেন মিসেস ওয়ালডেন,' বলল আগন্তুক। 'তিনিই সব বলেছেন আমাকে।'

'কিন্তু এখানে আপনি এলেন কীভাবে?' জানতে চাইল শাহানা, এখনও আচ্ছন্ন বোধ করছে সে।

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল আগন্তুক। নুমার একজন অস্থায়ী, অবৈতনিক স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর সে। এখানে উজান-ভাটি আর অন্তঃসলিলা নদীর প্রবাহ নিয়ে একটা গবেষণা করছে নুমা। উজানের দেশ পানির ন্যায্য অংশ দিতে অস্বীকার অথবা গড়িমসি করলে ভাটির যে-সব দেশ সমস্যায় পড়ে–যেমন বাংলাদেশ–সে-সব দেশ এই গবেষণা থেকে উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। তো শেরিফ তাকে জানায় ম্যাক ওয়ালডেনের প্যারাডাইস মাইনের প্রবেশপথ পাথর ধসে বন্ধ হয়ে গেছে। তার টিমের নুমা ইঞ্জিনিয়াররা সিদ্ধান্ত নেয় পাশের বাকানির মাইনের একটা টানেল ধরে প্যারাডাইস মাইনে ঢোকার চেষ্টা করবে। তার নেতৃত্বে টিমটা কয়েক শো ফুট এগোয়, তারপরই হঠাৎ বিস্ফোরণের আওয়াজে পাহাড়টা কেঁপে ওঠে। এরপর শাফটে পানি উঠতে দেখে তারা, দুটো মাইনেই বন্যা দেখা দেয়, বুঝতে পারে ওদের কাছে পৌঁছাবার একটাই উপায় আছে–টানেলের ভিতর দিয়ে সাঁতরান।

'আপনি বাকানির মাইন থেকে সাঁতরে এসেছেন এখানে?' জিজ্ঞেস করল ওয়ালডেন, চোখে-মুখে বিস্ময় আর অবিশ্বাস। 'সে তো প্রায় আধমাইলের কম নয়!'

'আসলে সাঁতার শুরু করার আগে অনেকটা পথ হাঁটা গেছে,' ব্যাখ্যা করল আগন্তুক। 'তবে স্রোতটা আমার ধারণার চেয়েও জোরাল ছিল। লাইনে বেঁধে একটা ওয়াটারপ্রুফ প্যাক নিয়ে আসছিলাম, তাতে খাবারদাবার আর ওষুধ-পত্র ছিল–কিন্তু হঠাৎ একটা স্রোত এসে আছড়ে ফেলল আমাকে পুরানো একটা রিগের গায়ে, তারপর দেখি লাইনের মাথায় প্যাকটা নেই।'

'আপনি আহত হয়েছেন?' জানতে চাইল শাহানা।

'এখানে সেখানে এক-আধটু কেটে-ছিঁড়ে যেতে পারে, ও কিছু নয়।'

'এটাকে মিরাকলই বলতে হবে যে গোলকধাঁধার মত ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য টানেলের ভেতর থেকে নির্দিষ্ট একটাকে বেছে নিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছেন আপনি।' একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নাকের পাশটা চুলকাচ্ছেন ডক্টর কোলরিজ।

ক্ষীণ একটু হেসে খুদে একটা মনিটর উঁচু করে দেখাল আগন্তুক, সবুজাভ আলোর আভা বেরুচ্ছে স্ক্রিন থেকে। 'আন্ডারওয়াটার কমপিউটার এটা, টেলুরাইড ক্যানিয়নের প্রতিটি শাফট, ক্রসকাট আর টানেল প্রোগ্রাম করে ভরে দেওয়া হয়েছে। ছাদ ভেঙে পড়ায় আপনাদের টানেল ব্লক হয়ে গেছে, কাজেই ঘুর-পথে আসতে হয়েছে আমাকে। নীচের লেভেলে নেমেছি, চক্কর দিয়েছি, সবশেষে উল্টোদিক থেকে এসেছি। টানেল ধরে সাঁতরাবার সময় আপনাদের ল্যাম্পের অস্পষ্ট আলো দেখতে পাই। তারপর...পৌঁছে গেলাম।'

'তা হলে মাটির ওপরে ওরা কেউ জানে না আমরা আসলে ছাদ ভেঙে পড়ায় এখান থেকে বেরুতে পারছি না,' মন্তব্য করলেন ডক্টর কোলরিজ।

'জানে,' বলল ডাইভার। 'কী ঘটেছে জানার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নুমা টিম শেরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।'

ডক্টর কোলরিজের চেহারায় অস্বাস্থ্যকর একটা ফ্যাকাসে ভাব

দেখা যাচ্ছে। বাকি সবার মত উৎসাহ দেখাতে কী কারণে যেন ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি। 'আপনার পিছু নিয়ে আর কোন ডাইভার এসেছে?' জানতে চাইলেন।

ডাইভার সামান্য একটু মাথা নাড়ল। 'আমি একা। এক পর্যায়ে আমাদের মাত্র দুটো ট্যাংকে অক্সিজেন ছিল। বুঝলাম আপনাদের কাছে একজনের বেশি পৌঁছাতে চাইলে মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়।'

'দেখা যাচ্ছে, এত কষ্ট করে শুধু শুধু এসেছেন আপনি, আমাদেরকে বাঁচাবার জন্যে তেমন কিছু করতে পারবেন বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'আমার সঙ্গে মাত্র একজন বাকানির মাইনে যেতে পারবেন।'

'সেক্ষেত্রে লেডিস ফার্স্ট–ডক্টর শাহানাকে নিয়ে যান, প্লিজ।'

'আমিও তাই বলি,' জানাল ওয়ালডেন। 'এখনও পানি বাড়ছে, তাড়াতাড়ি করুন–ডক্টর শাহানাকে বাঁচান।'

শাহানার হাত ধরল আগন্তুক। 'আগে কখনও স্কুবা গিয়ার ব্যবহার করেছেন?'

মাথা নাড়ল শাহানা।

আগন্তুক তার ডাইভ লাইট ডক্টর কোলরিজ আর ওয়ালডেনের দিকে তাক করল। 'আপনারা?'

'ব্যবহার করতে জানাটা কি সত্যি দরকার?' কোলরিজ গম্ভীর।

'আমি মনে করি।'

মাথা ঝাঁকালেন কোলরিজ। 'আমি একজন কোয়ালিফাইড ডাইভার।'

'যেমন ধারণা করেছি। আর আপনি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়ালডেন। 'আমি কোনও রকম সাঁতার জানি।'

শাহানা তার নোটপ্যাড আর ক্যামেরা যত্নের সঙ্গে প্লাস্টিকে মুড়ছে। আগন্তুক তাকে বলল, 'আপনি আমার পাশে সাঁতরাবেন।

এয়ার-রেগুলেটরের মাউথপিস পালা করে ব্যবহার করব আমরা–আপনি একটা শ্বাস নিয়ে আমাকে ফেরত দেবেন জিনিসটা, তারপর আমি শ্বাস নিয়ে আপনাকে ফেরত দেব। এই চেম্বার থেকে নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমার ওয়েট বেল্ট ধরবেন।'

এরপর ডক্টর কোলরিজ আর ওয়ালডেনের দিকে তাকাল আগন্তুক। 'যদি ভেবে থাকেন আপনারা মারা যাবেন, ভুলে যান। সে সুযোগ আপনাদের দেওয়া হবে না–ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি আমি।'

'ভাল হয় আরও একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে,' শুকনো গলায় বলল ওয়ালডেন। 'বিশ মিনিটের মধ্যে পানি আমাদের মাথাও ডুবিয়ে দেবে।'

'সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হলো আপনারা পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবেন।' শাহানার হাত ধরে নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডুব দিল, চোখের পলকে হারিয়ে গেল ঘোলা পানিতে।

ডাইভ লাইট টানেলের সামনের দিকে তাক করল ডাইভার, অনুসরণ করছে ছোট্ট কমপিউটারে ফুটে ওঠা আলোকিত রেখাগুলোর একটাকে। পানির সারফেস টানেলের ছাদ স্পর্শ করেছে, স্রোতের গতি কমে যাওয়ায় আগের সেই আলোড়নও নেই। পানি ভর্তি টানেলের ভিতর সবেগে ফিন ছুঁড়ছে সে, টেনে নিয়ে চলেছে শাহানাকে। ঝট্ করে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখল, তার ওয়েট বেল্ট শক্ত করে ধরে আছে মেয়েটি, তবে চোখ দুটো চেপে বন্ধ করে রেখেছে। এয়ার রেগুলেটরের মাউথপিস ঠিক সময় মতই গ্রহণ করছে মুখে, চোখ না খুলেই।

ঘোলা পানিতে ডাইভ লাইটের আলো দশ ফুটের বেশি এগোয় না। পাশ কাটাবার সময় কাঠের অবলম্বনগুলো গুনছে

আগন্তুক, আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করছে কতদূর এগোল। অবশেষে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল টানেল, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একটা গ্যালারিতে পৌঁছাল, সেখানে পাওয়া গেল খাড়া একটা শাফট।

শাফটটার ভিতর ঢোকার পর তার অনুভূতি হলো গহন গভীরতার কোন অচেনা দানব গিলে ফেলেছে তাকে। দু'মিনিট পর পানির সারফেস ভাঙল তাদের মাথা, উপরের অন্ধকারের দিকে ডাইভ লাইট তাক করল সে। একটা টানেল প্যারাডাইস মাইনের পরবর্তী লেভেলে উঠে যাওয়ার পথ দেখাচ্ছে–শেষ মাথায় চল্লিশ ফুট লম্বা একটা মই।

মুখ থেকে চুল সরিয়ে, বড় বড় চোখ করে, আগন্তুকের দিকে তাকাল শাহানা। 'পৌঁছে গেছি!' হাঁপিয়ে উঠল সে, কাশল, পানি ফেলল মুখের ভিতর থেকে। 'আপনি এই শাফটের কথা জানতেন?'

ডিরেকশনাল কমপিউটারটা দেখাল আগন্তুক, বলল, 'পথ দেখিয়েছে এই রত্নটি।' মইয়ের মরচে ধরা ধাপে একটা হাত রাখল। 'কী মনে হয়, পরবর্তী লেভেলে একা যেতে পারবেন?'

'প্রয়োজনে উড়ে হলেও চলে যাব,' বলল শাহানা, নিশ্চিত মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে আসতে পেরে আনন্দে আত্মহারা।

তার হাতে একটা ওয়াটারপ্রুফ লাইটার ধরিয়ে দিল আগন্তুক। 'এটা রাখুন। কিছু শুকনো কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালবেন। অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা পানিতে ছিলেন।'

ডাইভ মাস্কটা আবার মুখে লাগাল আগন্তুক। পানির নীচে ডুব দিতে যাচ্ছে।

হঠাৎ তার কাঁধে একটা হাত রাখল শাহানা। 'আপনি ওদেরকে আনার জন্যে ফিরে যাচ্ছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল ডাইভার। 'চিন্তা করবেন না, যথেষ্ট সময় আছে। দু'জনকেই আমি নিয়ে আসতে পারব।'

'এখনও কিন্তু জানা হলো না কে আপনি।'

'আমি মাসুদ রানা,' পরিষ্কার বাংলায় বলল ও। 'বাংলাদেশের অযোগ্য এক সন্তান।'

'আরে! আপনি বাঙালী!'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর দাঁতের ফাঁকে মাথউপিস ঢুকিয়ে নিয়ে ডুব দিল ঘোলা পানিতে।

## ছয়

প্রাচীন চেম্বারে ওদের দু'জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে যমদূত। ডক্টর কোলরিজ আর ওয়ালডেনের কাঁধ পর্যন্ত উঠে এসেছে পানি।

'ভদ্রলোক ফিরে আসবেন বলে মনে হয়?' ওয়ালডেনের গলায় জোর নেই।

'মনে হয় না। কিংবা এলেও অনেক দেরি করে ফেলবে। কে জানে, হয়তো জেনেশুনেই মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে গেছে।'

'আমার তা হলে কেন মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে আমরা বিশ্বাস করতে পারি?'

'বোধহয় করাই উচিত,' বললেন কোলরিজ, পানির তলা থেকে আলোর একটা আভাকে উঠে আসতে দেখছেন।

'ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ!' ওয়ালডেন দেখল পানির সারফেস ভেঙে উপরে উঠল রানার মাথা। 'আপনি সত্যি ফিরে এসেছেন!'

'কোন সন্দেহ ছিল কি?' হালকা সুরে জানতে চাইল রানা।

'ডক্টর শাহানা কোথায়?' ডাইভ মাস্কের ভিতর থেকে রানা তাকাতেই জেরা করার সুরে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর কোলরিজ।

'তিনি নিরাপদ,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'টানেল ধরে আশি ফুট গেলে শুকনো একটা শাফট পাবেন।'

'ওটা আমি চিনি,' বলল ওয়ালডেন, মুখের ভিতর কথা জড়িয়ে যাওয়ায় কোন রকমে বোঝা গেল। 'ওটা প্যারাডাইসের পরবর্তী লেভেলে নিয়ে যাবে।'

মাইনার ওয়ালডেনের মধ্যে হাইপথারমিয়ার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে রানা। 'আপনাকে পরের বার নিয়ে যাব, মিস্টার কোলরিজ,' বলল ও।

'ডুব দেয়ার পর আতঙ্কে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে?' গুঙিয়ে উঠল ওয়ালডেন।

শক্ত করে তার কাঁধ ধরল রানা। 'আমি থাকতে আপনার কোন চিন্তা নেই।'

'গুড লাক,' বললেন কোলরিজ।

নিঃশব্দে হাসল রানা, তারপর বন্ধুত্বসুলভ একটা টোকা দিল তাঁর কাঁধে। 'কোথাও চলে যাবেন না আবার!'

'ফিরে এসে এখানেই পাবেন।'

ওয়ালডেনকে নিয়ে যেতে কোন সমস্যায় পড়তে হলো না। মইয়ের কাছে পৌঁছে থামল রানা, কয়েকটা ধাপ বেয়ে উঠতে সাহায্য করল ওয়ালডেনকে। 'বাকিটা আপনি একা উঠতে পারবেন বলে মনে হয়?'

হাঁপাচ্ছে ওয়ালডেন। 'পারতেই হবে আমাকে...'

তাকে রেখে ডক্টর কোলরিজের কাছে ফিরে এল রানা। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, তাঁর অবস্থা ভাল নয়। কপালে হাত দিয়ে রানা আন্দাজ করল হাইপথারমিয়ার কারণে, অর্থাৎ ব্লাডপ্রেশার কমে যাওয়ায় শরীরের তাপমাত্রা বিরানব্বুইয়ে নেমে এসেছে। আর দুই ডিগ্রি কমলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। তাঁর মুখে

মাউথপিসটা ঢুকিয়ে দিল রানা, তারপর তাঁকে নিয়ে ফাঁক গলে বেরিয়ে এল চেম্বার থেকে।

পনেরো মিনিট পর দেখা গেল শাহানার জ্বালা আগুনটাকে ঘিরে বসে আছে সবাই। কাছাকাছি একটা ক্রসকাট প্যাসেজ থেকে কাঠগুলো কুড়িয়ে এনেছে সে।

সবাই যখন আঁচ পোহাচ্ছে, রানা ব্যস্ত হয়ে উঠল কমপিউটার নিয়ে–একটা প্ল্যান তৈরি করতে বলছে ওটাকে, ঘুরপথ ধরে কীভাবে জমিনের উপর ওঠা যায়।

টেলুরাইড উপত্যকা অসংখ্য পুরানো খনির সমষ্টি। শাফট, ক্রসকাট, ড্রিফট্ আর টানেল–সব মিলিয়ে ৩৬০ মাইলেরও বেশি হবে। রানা ভাবল, ভিজে স্পঞ্জের মত গোটা উপত্যকাটা যে দেবে যায়নি, এটাই তো আশ্চর্য।

বিশ্রাম নেওয়া আর গরম হওয়ার জন্য এক ঘণ্টা যথেষ্ট সময়, তারপর ওদেরকে মনে করিয়ে দিল রানা, বিপদ এখনও কাটেনি, আবার নীল আকাশ দেখতে হলে একটা এস্কেপ প্ল্যান ধরে কাজ শুরু করতে হবে।

'এত তাড়া কীসের?' জানতে চাইল ওয়ালডেন। 'এই টানেল ধরে এন্ট্রান্স শাফটে পৌঁছাতে পারলেই তো চলে। ওখানে আমরা বসে থাকব, পাথর ধস সরিয়ে রেসকিউ টিম আমাদের কাছে চলে আসবে।'

'সরু রাস্তায় বিশ ফুট গভীর তুষার জমে যাওয়ায় ভারী ইকুইপমেন্ট নিয়ে মাইনের কাছে আসতেই পারেনি রেসকিউ টিম,' জানাল রানা। 'অপারেশন থেকে আরও একটা কারণে সরিয়ে নেয়া হয়েছে তাদেরকে–এয়ার টেমপারেচার বাড়তে শুরু করায় আরেকটা পাথর ধসের আশঙ্কা করা হচ্ছে।'

'সব দেখছি আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।' একদৃষ্টে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়ালডেন।

'আমাদের সঙ্গে তাপ আর খাবার পানি আছে, যতই লবণাক্ত

হোক,' বলল রানা। 'যে ক'টা দিন লাগে খাবার ছাড়াই নিশ্চয় টিকতে পারব।'

ক্ষীণ হাসি দেখা গেল ডক্টর কোলরিজের ঠোঁটে। 'না খেয়ে মরতে সাধারণত ষাট থেকে সত্তর দিন লাগে।'

'কিংবা স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার আগে হেঁটেও বেরিয়ে যেতে পারি,' আশার কথা শোনাচ্ছে রানা।

মাথা নাড়ল ওয়ালডেন। 'বাকানির মাইন থেকে মাত্র একটা টানেলই প্যান্ডোরায় গেছে, কিন্তু পানিতে ডুবে আছে সেটা। তার মানে আপনি যে পথে এসেছেন সেটা দিয়ে আমরা বেরুতে পারব না।'

'প্রয়োজনীয় ডাইভিং গিয়ার ছাড়া তো প্রশ্নই ওঠে না,' বললেন ডক্টর কোলরিজ।

'তা বটে,' বলল রানা। 'তবে আমার কমপিউটারাইজড রোড ম্যাপ বলছে আপার লেভেলে অন্তত আরও দুই ডজন শুকনো টানেল আর শাফট রয়েছে, গ্রাউন্ড সারফেসে পৌঁছাবার জন্যে যে-কোন একটা ব্যবহার করতে পারি আমরা।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে,' বলল ওয়ালডেন। 'তবে দুঃসংবাদ হলো, টানেলগুলোর বেশিরভাগই গত নব্বুই বছরে ভেঙে পড়েছে।'

'তারপরও,' বললেন কোলরিজ, 'হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে ঢুঁ মেরে দেখা উচিত।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' বলল শাহানা। 'চুপচাপ বসে থাকতে রাজি নই আমি।'

তার কথায় উৎসাহিত হয়ে শাফটের কিনারা পর্যন্ত হেঁটে এসে উঁকি দিয়ে নীচে তাকাল রানা। টানেলের মেঝে থেকে তিন ফুট নীচে উঠে এসেছে পানি, আগুনের চঞ্চল শিখা প্রতিফলিত হচ্ছে সারফেস থেকে। 'আমাদের কোন বিকল্প নেই। আর বিশ মিনিটের মধ্যে পানিতে ভরে যাবে শাফট।'

ওর পাশে এসে দাঁড়াল ওয়ালডেন, পানির উঠে আসা দেখছে। 'এর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল,' বিড়বিড় করল সে। 'মাইনের এই লেভেলে পানি ওঠার কথা এতদিন কারও কাছে শুনিনি। আমার জেমস্টোন মাইনিং শেষ!'

'বোধহয় ভূমিকম্পের সময় পাহাড়ের নীচের কোন প্রবাহ মাইন ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েছে।'

'ওটা ভূমিকম্প ছিল না,' রেগেমেগে বলল ওয়ালডেন। 'ছিল ডিনামাইটের বিস্ফোরণ।'

তার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা।

রানার দিকে হঠাৎ চোখ সরু করে তাকাল ওয়ালডেন। 'বাজি ধরে বলতে পারি, মাইনে আমরা ছাড়াও অন্য কেউ আছে।'

পানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে রানা। 'সেক্ষেত্রে,' ভারী গলায় বলল ও, 'আপনাদের তিনজনকে কেউ খুন করতে চায়।'

'আপনি সামনে থাকুন,' ওয়ালডেনকে নির্দেশ দিল রানা। 'ব্যাটারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার ল্যাম্পের পেছনে থাকব আমরা। বাকি পথটা পার হব ডাইভ লাইটের আলোয়।'

বিকেল পাঁচটার দিকে রানার ডাইভ কম্পাস দেখে পশ্চিম দিকে রওনা হলো ওরা। বাকি সবার চেয়ে আলাদা দেখাচ্ছে ওকে—পরনে ড্রাই সুট, গ্লাভস, স্টিল টো লাগানো ডাইভ বুট; সঙ্গে রয়েছে কমপিউটার, কম্পাস, আন্ডারওয়াটার ডাইভ লাইট, ডান পায়ে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকান ছুরি। বাকি গিয়ার নিস্তেজ আগুনের পাশে ফেলে রেখে এসেছে ও।

প্রথম একশো গজ টানেল পেরুতে কোন সমস্যা হলো না। সবার পিছনে রয়েছে রানা, ওর সামনে শাহানা আর কোলরিজ, ওদেরকে পথ দেখাল ওয়ালডেন। টানেলের দেয়াল আর ওর ট্র্যাক-এর মাঝখানে হাঁটার জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। একটা

শাফটকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। তারপর আরেকটাকে। পরবর্তী লেভেলে ওঠার জন্য এগুলোয় কোন মই নেই। তারপর ছোট একটা খোলা গ্যালারিতে পৌঁছাল ওরা, তিন দিকে তিনটে টানেল অন্ধকারে মিশে গেছে।

'মাইনের লেআউট যদি ভুলে গিয়ে না থাকি,' বলল ওয়ালডেন, 'আমাদেরকে বাঁ দিকের টানেলটা ধরতে হবে।'

'রাইট!' বিশ্বস্ত কমপিউটারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল রানা।

আরও পঞ্চাশ গজ এগোবার পর একটা পাথর ধসের সামনে পড়ল ওরা। আলগা পাথর পরিমাণে খুব বেশি নয়। ক্রল করে এগোবার মত একটা পথ তৈরি করার জন্য শাহানা বাদে বাকি তিনজন পাথর সরাতে শুরু করল। এক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর নিজেদের তৈরি ফাঁক গলে বেরিয়ে এল পাথর ধসের আরেক দিকে। টানেলটা একটা চেম্বারে পৌঁছেছে, এটার শাফট রয়েছে পুরানো একটা মেকানিকাল হোয়স্টসহ। খাড়া প্যাসেজে আলো ফেলল রানা। শেষ মাথাটা আলোর নাগালের বাইরে। তবে মনে আশা জাগাচ্ছে এই শাফট। একদিকের দেয়াল বেয়ে উঠে গেছে মেইনটেন্যান্স মই, লিফট ওঠা-নামা করাবার কেইব্‌ল এখনও জায়গামত ঝুলছে।

'আমি প্রথমে উঠব,' বলে মইটা ধরল রানা, কয়েক ধাপ উপরে উঠে ইতস্তত করছে—মইয়ের অনবরত দোলা ভয় পাইয়ে দিচ্ছে ওকে। তারপর অভয় দিল নিজেকে, মইটা কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখলে হাত বাড়িয়ে কেইব্‌লটা ধরে ঝুলে পড়া যাবে। তবে কোন সমস্যা হলো না, ধীরে ধীরে পঞ্চাশ ফুট উপরে উঠে এল ও।

এখান থেকে রানা ডাইভ লাইটের আলোয় দেখতে পাচ্ছে ওর ছয় ফুট সামনে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে মইটা, কিন্তু উপরের টানেলের মেঝের নাগাল পেতে হলে আরও বারো ফুট উঠতে হবে ওকে।

আরও দুই ধাপ ওঠার পর হাত বাড়িয়ে কেইব্‌লগুলোর একটা ধরল রানা। যথেষ্ট মোটা এগুলো, মুঠোর ভিতর শক্ত করে ধরা যায়। মই ছেড়ে দিয়ে কেইব্‌ল বেয়ে উঠছে ও। টানেলের মেঝে থেকে চার ফুট বেশি উঠল, তারপর ছোট একটা দোল খেয়ে লাফ দিল সমতল পাথরে।

'কী অবস্থা?' নীচ থেকে গলা চড়িয়ে জানতে চাইল ওয়ালডেন।

'টানেলের ঠিক নীচে মই ভেঙে গেছে, তবে এটুকু আমি আপনাদেরকে টেনে তুলে নিতে পারব। ডক্টর শাহানাকে মই বেয়ে উঠে আসতে বলুন।'

কোন বিপদ ছাড়াই রানার সাহায্য নিয়ে উপরের টানেলে উঠে এল ওরা তিনজন। সময় নষ্ট না করে তাগাদা দিল রানা, 'আমরা আপনার ঠিক পেছনে আছি, মিস্টার ওয়ালডেন।'

'তিন বছর আগে এই টানেলটায় কিছু কাজ করেছিলাম,' বলল ওয়ালডেন। 'ভুলে গিয়ে না থাকলে, এটা আমাদেরকে প্যারাডাইস মাইনের এন্ট্রান্স শাফটে পৌঁছে দেবে।'

'পাথর ধসের কারণে ওই পথে বেরুনো সম্ভব নয়,' বললেন কোলরিজ।

'আমরা ওটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি,' বলল রানা, কমপিউটারের মনিটরে চোখ। 'পরবর্তী ক্রসকাট ধরে দেড়শো গজ এগোলে যে টানেলটা পাব, সেটা নর্থ স্টার নামে একটা মাইন থেকে বেরিয়েছে।'

'ক্রসকাট বলতে ঠিক কী বোঝায়?' জানতে চাইল শাহানা।

'প্রচুর ওর আছে এমন একটা শিরার ভেতর দিয়ে যাওয়া টানেল, কিংবা শাফট থেকে শিরায় যাওয়া টানেল। ডিগিং অপারেশনের সময় আলো-বাতাস চলাচল আর যোগাযোগ রাখার জন্যে ব্যবহার করা হয়,' জবাব দিল ওয়ালডেন। রানার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'এ-ধরনের কোন প্যাসেজ আমি

কখনও দেখিনি। আর থাকলেও বোধহয় ভরাট হয়ে আছে।'

'টানেলের বাম দিকের দেয়ালে কড়া নজর রাখুন,' পরামর্শ দিল রানা।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা, কিন্তু টানেলটা শেষ হচ্ছে না। এক সময় থামল ওয়ালডেন। দুই প্রস্থ কাঠের সিলিঙের সরাসরি নীচে পাথর ভর্তি একটা জায়গা। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে, রানাকে ওর ল্যাম্পের জোরাল আলোটা ফেলতে বলল ওখানে। 'দেখে মনে হচ্ছে এটাকেই আমরা পাশ কাটাতে চাই,' বলল সে, আলগা পাথরের উপর কঠিন গ্র্যানিটের তৈরি একটা খিলানের দিকে আঙুল তুলল।

পুরুষ তিনজন দেরি না করে পাথর সরাতে লেগে গেল। কয়েক মিনিট পর একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। কম্পাস চেক করল রানা। 'ঠিক দিকেই এগোচ্ছি।'

প্যাসেজ বা টানেলটা খুব সরু, ওর-কার্ট ট্র্যাক-এর জোড়ে পা বেধে যাওয়ায় বারবার হোঁচট খাচ্ছে ওরা।

সামনে দেখা গেল আরেক জায়গার ছাদ ভেঙে পড়েছে। পাথর সরিয়ে পথ বের করা সম্ভব বলে মনে হলো না। ঘুর পথ ধরে ওপারে পৌঁছাতে বেরিয়ে গেল দুই ঘণ্টা। অন্ধকারে হাঁটার পরিশ্রম ওদের সমস্ত শক্তি কেড়ে নিচ্ছে। অবশেষে বড়সড় একটা শাফট পাওয়া গেল, ঢালু হয়ে একে একে তিনটে লেভেল পার হয়ে থেমেছে এমন একটা গ্যালারিতে, যেখানে মরচে ধরা স্টিম হোয়েস্টের ভাঙা কাঠামো দেখা গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে উঠে এল ওরা, পাশ কাটাল প্রকাণ্ড রিল আর স্টিম সিলিন্ডারকে। এখনও এক মাইল লম্বা কেইব্‌ল রয়েছে ওগুলোর সঙ্গে।

একটানা কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রমে সবচেয়ে বেশি ভুগছে ওয়ালডেন। রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে। তার চেয়ে বয়স বেশি হলেও, ডক্টর কোলরিজকে দেখে মনে হচ্ছে পার্কে বেড়াতে বেরিয়েছেন। শাহানা যথেষ্ট ক্লান্ত, তবে কিছু বলছে না।

'আর পারছি না!' বলে দাঁড়িয়ে পড়ল ওয়ালডেন। 'আমার বিশ্রাম দরকার।'

দেয়ালে হেলান দিলেন কোলরিজ। 'উচিত হবে হাল ছেড়ে না দিয়ে হাঁটতে থাকা।'

'ভোটে হারবেন আপনি,' বলল শাহানা। 'বিশ্রাম না দিলে পা দুটো মনে হচ্ছে ভেঙে যাবে।'

বস্তার মত মেঝেতে কাত হলো ওরা তিনজন, একা শুধু রানা দাঁড়িয়ে থাকল।

'কোন ধারণা আছে, আর কত দূর?' জিজ্ঞেস করল শাহানা।

'আরও দুটো লেভেল উঠতে পারলে,' কমপিউটারে চোখ রেখে বলল রানা, 'এক ঘণ্টার ভেতরে এখানে পৌঁছাব।'

'এখানে মানে কোথায়?'

'সম্ভবত টেলুরাইড শহরের ঠিক নীচে কোথাও।'

'তার মানে ওটা জনসন ক্লেইম। একটা ভাঙা শাফট আছে, কাছাকাছি জায়গা থেকে গনডালাগুলো পাহাড়ের ওপর দিয়ে রওনা হয়, পৌঁছায় মাউন্টেন ভিলেজ নামে গ্রামটার স্কি ঢালে। তবে একটা সমস্যা আছে।' হার্ড হ্যাট খুলে মাথা চুলকাচ্ছে ওয়ালডেন।

'কী?'

'দা নিউ ওয়ান্ডার হোটেল এখন বসে আছে সরাসরি মাইনটার প্রবেশ পথের মাথায়।'

নিঃশব্দে হাসছে, রানা বলল, 'আপনার কথা সত্যি হলে ডিনারের বিলটা আমি দেব।'

আবার রওনা হয়ে দু'মিনিট চুপচাপ হাঁটল ওরা।

রানার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, পুরুষদের চেয়ে কানে বেশি শোনে মেয়েরা। অনেক মেয়েই অভিযোগ করে, ওর টিভি একটু জোরে চলে। ওর সন্দেহ যে অমূলক নয় সেটা শাহানার কথা শুনে বোঝা গেল।

সে বলল, 'আমি একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজ পাচ্ছি।'

হেসে ফেলল ওয়ালডেন। 'হোন্ডা, নাকি হারলি-ডেভিডসন?'

'না, আমি সিরিয়াস,' জোর দিয়ে বলল শাহানা। 'শব্দটা ঠিক একটা মোটরসাইকেলের মত।'

এই সময় কী যেন একটা রানাও শুনতে পেল। ভুরু কুঁচকে ওয়ালডেনের দিকে তাকাল ও। 'স্থানীয় কিছু ছোকরা মজা করার জন্যে পুরানো খনিতে মোটরসাইকেল চালায় না তো?'

মাথা নাড়ল মাইনার। 'সবাই জানে প্রতিটা খনি অসংখ্য মরণ ফাঁদের সমষ্টি।'

আওয়াজটা এখন সবাই শুনতে পাচ্ছে।

'কোত্থেকে আসছে তা হলে?' জানতে চাইল শাহানা।

'এখনও আসা-যাওয়া করা যায় এমন একটা মাইন থেকে। একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারবেন আমরা যে টানেলে আছি সেটায় কেউ আসবে কীভাবে।'

'অদ্ভুত একটা কাকতালীয় ব্যাপার,' বলল রানা, টানেল বরাবর দূরে চলে গেছে দৃষ্টি। এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করছে ও। কেন? কান পেতে রয়েছে, ক্রমশ জোরাল হচ্ছে আওয়াজটা। তারপর টানেলের দূর প্রান্তে আলো পড়তে দেখা গেল।

মোটরসাইকেল একটা, না কয়েকটা, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে যে বা যারাই আসুক, রানা হুমকি হিসেবেই দেখবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সাবধানের মার নেই।

ঘুরল রানা, নিঃশব্দ পায়ে ডক্টর কোলরিজ আর ওয়ালডেনকে পাশ কাটাল। মোটরসাইকেলের হেডলাইট ছুটে আসছে, মগ্ন হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে সবাই। কিছুটা সামনে এগিয়ে টানেলের দেয়ালে তৈরি একটা অন্ধকার ফাটলের ভিতর গা ঢাকা দিল রানা। একা শুধু শাহানা লক্ষ করল ব্যাপারটা।

মোটরসাইকেল আরোহীরা তিনজন। তাদের বাইকের সামনে এক ঝাঁক হ্যালাজেন আলো ক্লান্ত দলটাকে অন্ধ করে দিল। চোখে

হাত তুলল তারা, মুখ ঘুরিয়ে নিল। বাইকগুলোর ইঞ্জিন নিস্তেজ হলো। দু'জন আগন্তুক সিট থেকে নেমে কয়েক পা এগোল, পিছনের উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল তাদের দেহরেখা। মাথায় কালো চকচকে হেলমেট, পরনে চেস্ট প্রোটেক্টর-এর উপর টু-পিস জার্সি–যেন ভিন গ্রহ থেকে আসা এলিয়েন। বুটগুলো হাঁটুর দিকে অর্ধেক পথ উঠে এসেছে। হাতে পরেছে কালো চামড়ার দস্তানা। তৃতীয় বাইকার নিজের সিটে বসে থাকল, বাকি দু'জন এগিয়ে এসে হেলমেটের ভাইজর তুলল।

শাহানা উত্তেজিত। 'ভাবতেও পারবেন না আপনাদের দেখে কী খুশি হয়েছি আমরা,' আবেগে গলাটা কেঁপে গেল তার।

'তোমাদের সাহায্য আরও আগে পেলে আরও বেশি খুশি হতাম,' বললেন ডক্টর কোলরিজ।

'এত দূর আসতে পেরেছ, সেজন্যে তোমাদের প্রশংসা না করে পারা যায় না,' ডানদিকের লোকটা বলল, কণ্ঠস্বরে অহেতুক কর্কশ আর হিংস্র ভাব। 'আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমিনিস চেম্বারেই ডুবে মরবে তোমরা।'

'আমিনিস?' প্রশ্ন করল শাহানা, বিস্মিত।

'জানতে পারি আপনারা কোত্থেকে আসছেন?' জিজ্ঞেস করল ওয়ালডেন।

'সেটার কোন গুরুত্ব নেই,' বলল বাইকার লোকটা, যেন ক্লাসরুমে কোন ছাত্রকে ধমক দিল।

'আপনারা জানতেন পাথর ধস আর বন্যায় আটকা পড়েছিলাম আমরা?'

'জানতাম।' বিচ্ছিরি শব্দে হেসে উঠল বাইকার।

'অথচ কিছু করেননি?' ওয়ালডেনের চোখে-মুখে অবিশ্বাস। 'ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

ডানপিটে অ্যাডভেঞ্চারার নয়, ভাবল রানা। কথাবার্তা আর ভাবসাবই বলে দিচ্ছে প্রফেশনাল খুনি ওরা। সঙ্গে প্রচুর অস্ত্রও

আছে। কারণটা জানা নেই, তবে এটুকু পরিষ্কার যে মাইন থেকে ওদেরকে জীবিত ফিরতে দিতে চায় না লোকগুলো।

খাপ থেকে ছুরিটা বের করে হাতে নিল রানা। এটাই ওর একমাত্র অস্ত্র। বড় করে শ্বাস নিল কয়েকটা, আড়ষ্টতা দূর করার জন্য আঙুলগুলো বারকয়েক নাড়ল। কিছু করলে এখনই, পরে আর সময় পাওয়া যাবে না।

'আরেকটু হলে ডুবে মরছিলাম আমরা,' শুরু করল শাহানা, ভাবছে রানার প্ল্যানটা আসলে কী...নাকি স্রেফ একটা কাপুরুষ, ভয় পেয়ে লুকিয়েছে?

'জানি আমরা। সেটাই তো আমাদের প্ল্যান ছিল।'

'প্ল্যান? কী প্ল্যান?'

'তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলার,' হাসতে হাসতে বলল বাইকার।

সবাই হতভম্ব। কারও মুখে কথা নেই।

'ইচ্ছে শক্তির জোরে এখনও বেঁচে আছ তোমরা। তবে সেটা কোন ব্যাপার নয়। মরতে তোমাদেরকে হবেই।'

'ডিনামাইটের বিস্ফোরণ,' বিড়বিড় করল ওয়ালডেন। 'তোমাদের কাজ?'

'নয়তো কাদের?' উৎসাহের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল বাইকার। 'হ্যাঁ, আমরাই ফাটাই ওগুলো।'

সন্ত্রস্ত হরিণীর মত লাগছে শাহানাকে। তবে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারছে সে। লোকগুলো জানে না তাদের পিছনে আমাদের একজন লুকিয়ে আছে।

ডক্টর কোলরিজ আর ওয়ালডেনের ধারণা রানা এখনও তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে।

'কী কারণে আমাদেরকে আপনারা খুন করতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করল শাহানা, গলার আওয়াজ কাঁপছে। 'আমরা আপনাদের কী করেছি?'

'খুলি আর লিপি দেখে ফেলেছ তোমরা।'

একাধারে আতঙ্ক আর রাগে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওয়ালডেনকে। 'তাতে কী হলো?' জানতে চাইল সে।

'তোমাদের আবিষ্কার এই মাইনের বাইরে জানাজানি হওয়া চলবে না।'

'আমরা অন্যায় কিছু করিনি,' বললেন ডক্টর কোলরিজ, আশ্চর্য শান্ত। 'আমরা বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক বিস্ময় পরীক্ষা করছি। এ কারণে খুন হয়ে যাচ্ছি, এটা কোন পাগলও বিশ্বাস করবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল বাইকার। 'হে-হে,' যেন কৌতুক করছে সে, 'আমরা হুকুমের দাস মাত্র।'

'তোমরা জানলে কীভাবে আমরা চেম্বারে ঢুকেছি?' জিজ্ঞেস করল ওয়ালডেন।

'আমাদেরকে খবর দেয়া হয়েছে। এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।'

'কিন্তু কে খবর দিল? ওখানে আমাদের ঢোকার ব্যাপারটা মাত্র পাঁচজন মানুষ জানে।'

'আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি,' ঘোঁত ঘোঁত করে বলল দ্বিতীয় বাইকার। 'এসো কাজটা শেষ করি, তারপর লাশগুলো কাছাকাছি শাফটে ফেলে কেটে পড়ি।'

'এ স্রেফ পাগলামি,' বিড়বিড় করলেন কোলরিজ, কণ্ঠস্বরে কোন রকম আবেগ নেই।

পাথরের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এল রানা। বাইকের এগজস্ট থেকে মৃদু আওয়াজ বেরুচ্ছে, ওর পায়ের শব্দ চাপা পড়ে যাবে। কথাবার্তায় মন রয়েছে, বাইকে বসা তৃতীয় লোকটা পিঠের কাছে রানার উপস্থিতি টেরই পেল না।

এই মুহূর্তে রানার সমস্যা হলো, শত্রু যত জঘন্য চরিত্রের লোকই হোক, পিছন থেকে তাকে ছুরি মারা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। হেলমেটের নীচে, লোকটার ঘাড়ে মারল ও, তবে উল্টো করে ধরা

ছুরি দিয়ে। হাতলটা বেশ মোটা আর ভারি, ঠিকমত লাগাতে পারলে শত্রুর মারা যাবারই কথা; তবে রানা শুধু অজ্ঞান করার জন্য মেরেছে।

নিজের সিটে নিঃশব্দে ঢলে পড়ল বাইকার, জ্ঞান হারিয়ে কাত হলো রানার গায়ে। ঝুঁকে তাকে ধরল রানা, বাইক সহ ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল ওর-কার্ট ট্র্যাকের উপর। বাইকটার ইঞ্জিন এখনও অলস আওয়াজ করছে।

দ্রুত হাত চালাল রানা, বাইকারের চেস্ট প্রটেক্টর সরিয়ে দিয়ে বগলের তলায় আটকান শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করে আনল পিস্তল–প্যারা-অর্ডন্যান্স ১০+১ রাউন্ড, .৪৫-ক্যালিবার অটোমেটিক। ওর ডানদিকে দাঁড়ানো বাইকারের দিকে তাক করল অস্ত্রটা, তারপর টেনে ধরল হ্যামার। এর আগে পি-১০ ব্যবহার করেনি ও, তবে অনুভবের সাহায্যে বুঝল নুমা ভেহিকেলে রাখা ওর কোল্ট .৪৫-এর মতই এটা, ম্যাগাজিন পুরোপুরি ভর্তি।

বাইকগুলোর আলোয় ভেসে যাচ্ছে খুনি দু'জন। নিজেদের পিছনে রানার উপস্থিতি এখনও টের পায়নি তারা। তবে ডক্টর কোলরিজ হঠাৎ দেখে ফেললেন ওকে। বিস্মিত হয়ে বললেন তিনি, 'আপনি ওদিকে গেলেন কখন?'

'কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি?' জানতে চাইল প্রথম বাইকার।

তার পিছন থেকে শান্ত স্বরে জবাব দিল রানা, 'এই যে, আমার সঙ্গে।'

এক ঝটকায় যে যার অস্ত্র বের করে একযোগে ঘুরল তারা মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে।

রানার দুই হাতে ধরা অস্ত্রটা সামনে লম্বা করা, হাঁটু দুটো সামান্য বাঁকান, অ্যাকশন মুভিতে যেমনটি দেখা যায়। ওর প্রথম গুলি ডানদিকে দাঁড়ান বাইকারের গলায় লাগল। চুল পরিমাণ সরে গেল পি-১০, দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানল রানা। বাম দিকের বাইকার বুকে খেল গুলিটা, ঠিক যে মুহূর্তে তার নিজের অস্ত্র আলোর

সামনে দাঁড়ান রানার দেহরেখায় লক্ষ্যস্থির করছে। রানা ভাবতে পারেনি এভাবে চোখের পলকে রিয়্যাক্ট করবে তারা। গুলি করতে যদি আর মাত্র এক সেকেন্ড দেরি হত, এই মুহূর্তে রানারই লাশ পড়ে থাকত গ্র্যানিটের মেঝেতে।

গুলির আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে ওদের কাছে। হয়তো দশ সেকেন্ড, কিংবা বিশ সেকেন্ড, কারও মুখ থেকেই কোন শব্দ বেরুল না–শাহানা, কোলরিজ আর ওয়ালডেন বিস্ফারিত চোখে তাদের পায়ের কাছে পড়ে থাকা লাশ দুটো দেখছে।

'আল্লাহর দোহাই লাগে, কেউ বলবেন এ-সব কী হচ্ছে এখানে?' বলল শাহানা, গলায় জোর নেই। তারপর রানার দিকে মুখ তুলল সে। 'আপনি ওদেরকে খুন করলেন?'

'হ্যাঁ, তা না হলে আপনাদের লাশ পড়ে থাকত এখানে,' বলল রানা, তার কাঁধে মৃদু চাপড় দিল।

এগিয়ে এসে ঝুঁকল ওয়ালডেন, লাশগুলো খুঁটিয়ে দেখছে। 'কারা এরা?'

'সেটা নিশ্চয় একটা রহস্য,' বললেন কোলরিজ। 'তবে পুলিশই সব তদন্ত করে বের করবে।' ঝট করে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'আমি আপনার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে চাই, মিস্টার...' হঠাৎ স্থির হয়ে গেলেন, চোখে-মুখে বিস্ময়। 'কী আশ্চর্য, যিনি আমার প্রাণ বাঁচালেন, আমি তাঁর নামটা পর্যন্ত জানি না!'

'ওঁর নাম মাসুদ রানা,' বলল শাহানা।

'মনে হয় না এত বড় ঋণ কোনদিন শোধ করার সুযোগ পাব আমরা...' চেহারা দেখে মনে হলো, যতটা না স্বস্তি বোধ করছেন তারচেয়ে বেশি যন্ত্রণায় ভুগছেন ডক্টর কোলরিজ।

'সত্যি, অসম্ভব কৃতজ্ঞ বোধ করছি,' বলল ওয়ালডেন, রানার পিঠে হাত চাপড়াল।

'এখানে আসার জন্যে কোন্ মাইনটায় ঢুকতে হয়েছিল ওদেরকে?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিল সে, 'খুব সম্ভব প্যারাডাইস মাইন।'

'এর অর্থ, ডিনামাইটের সাহায্যে পাথর ধস ঘটিয়ে নিজেদেরকেও তারা ফাঁদে ফেলে দিয়েছিল–জেনেশুনে,' বললেন কোলরিজ।

মাথা নাড়ল রানা। 'জেনেশুনে নয়। তারা জানত অন্য একটা রুট ধরে সারফেসে ফিরে যেতে পারবে। মারাত্মক ভুলটা করেছে পরিমাণে খুব বেশি ডিনামাইট ব্যবহার করে। ধারণা করতে পারেনি মাটি থরথর করে কেঁপে উঠবে, ফলে ভেঙে পড়বে টানেল, খুলে যাবে আন্ডারগ্রাউন্ড ফাটলের মুখ। ওগুলো খুলে যাওয়াতেই তো পানি উঠে এসেছে।'

'মাইনের ভিতর পথ হারিয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘোরাফেরা করেছে তারা,' বললেন কোলরিজ। 'তারপর আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে।'

'প্রশ্ন হলো, কে তাদেরকে পাঠিয়েছে?' বলল রানা।

'ওই লোককে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে,' অজ্ঞান বাইকারের দিকে হাত তুলে বলল ওয়ালডেন। 'ভাল কথা, ওকে নিয়ে কী করব আমরা?'

'হাত-পা বাঁধার মত রশি নেই, কাজেই তার বুট জোড়া খুলে নেব,' বলল রানা। 'খালি পায়ে মাইনের টানেল ধরে বেশি দূর কেউ যেতে পারে না।'

'আপনি ব্যাটাকে ফেলে রেখে যেতে চান?'

'অচল একটা শরীরকে বয়ে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না। শেরিফকে খবর দেব আমরা, তিনিই ডেপুটি পাঠিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন। আপনারা কেউ বাইক চালাতে জানেন?'

ওয়ালডেন জানে। জানে শাহানাও, কলেজে পড়ার সময়

হপ্তায় একদিন বাবার মোটরসাইকেল নিয়ে বেড়াতে বেরুত।

'আপনি?' ডক্টর কোলরিজকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না–চড়িনি, চড়তে চাইও না। কেন জানতে চাইছেন?'

'খুনিদের সুজুকি তিনটে ব্যবহার করব আমরা।'

চওড়া হাসি হেসে ওয়ালডেন বলল, 'আমি রাজি।'

'আমি শেরিফ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই,' বললেন কোলরিজ। 'আপনারা যান।'

'কিন্তু আমাদের একটা দায়িত্ব আছে, ডক্টর কোলরিজ। একজন খুনির সঙ্গে আপনাকে একা রেখে যেতে চাই না।'

দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন কোলরিজ। 'চিন্তা করবেন না, নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি। তা ছাড়া, বাইকের সামনে হোক আর পিছনে, চড়তে না হলেই আমি খুশি হই।'

'আপনার ইচ্ছে।' হার মানল রানা। ঝুঁকে লাশ দুটোর আগ্নেয়াস্ত্র কুড়িয়ে নিল ও। একটা পি-১০ বাড়িয়ে ধরল কোলরিজের দিকে। 'খুনিটার কাছ থেকে অন্তত বিশ ফুট দূরে থাকবেন।' ডাইভ লাইটটাও দিল তাকে। 'শেরিফের লোকজন না আসা পর্যন্ত ব্যাটারি শেষ হবে না।'

খানিক ইতস্তত করে অস্ত্রটা নিলেন ডক্টর কোলরিজ। 'একজন মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষকে আমি খুন করতে পারব কি না সন্দেহ আছে আমার,' প্রতিবাদের সুরে বললেন তিনি, তবে তাঁর কণ্ঠস্বরে ঠাণ্ডা হিম আর ধারাল একটা ভাব ফুটল।

'এদেরকে মানুষ বলে ধরে নিলে ভুল করবেন। এরা একটা মেয়েকে জবাই করে হাত পর্যন্ত ধোবে না, আইসক্রিম খেতে বসে যাবে।'

বাইকগুলোর ব্রেক, থ্রটল কলাম ইত্যাদি কীভাবে কাজ করে দেখে নিতে এক মিনিটের বেশি লাগল না ওদের। ডক্টর কোলরিজের উদ্দেশে হাত নেড়ে সগর্জনে রওনা হলো রানা। ওর পিছনে থাকল শাহানা আর ওয়ালডেন।

মিনিট দশেক সাবধানে এগিয়ে মাত্র তিন মাইল পার হলো ওরা, তবে একটা লিফট শাফটে চড়ে অন্য একটা মাইনের আপার লেভেলে উঠে এসেছে, রানার ডিরেকশনাল কমপিউটারে সেটার নাম দেখা গেল 'দ্য সিটিজেন'। টানেলের একটা তেমাথায় এসে বাইক থামাল ও, খুদে মনিটর দেখছে।

'আমরা কি পথ হারিয়েছি?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইল শাহানা।

'বাঁ দিকের টানেল ধরে আর দুশো গজ এগোলে নিউ ওয়ান্ডার হোটেলের নীচে পৌঁছাব আমরা।'

'জনসন ক্লেইমে ঢোকার পথটা প্রায় একশো বছর ধরে চাপা পড়ে আছে,' বলল ওয়ালডেন। 'ওই পথ দিয়ে বেরুনো অসম্ভব।'

'দেখতে অসুবিধে কী,' বলে বাইক ছেড়ে দিল রানা। বাকি দুজন পিছু নিল। দু'মিনিট পর আবার থামল সবাই। সামনে ইটের পাঁচিল পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে।

'ঘুরুন, মিস্টার রানা,' বলল ওয়ালডেন। 'বেরুনোর অন্য পথ খুঁজতে হবে।'

মনে হলো তার কথা যেন শুনতে পায়নি রানা। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে ইটের পাঁচিলটা ছুঁলো ও। 'আপনারা বাইক নিয়ে সাইড টানেলে ঢুকে পড়ুন,' বলে নিজের বাইক নিয়ে পিছু হটতে শুরু করল।

মিনিট খানেক পিছু হটার পর থামল রানা। তারপর স্পিড বাড়িয়ে ইটের দেয়ালটার দিকে ছুটে গেল।

সাইড টানেল থেকে উঁকি দিয়ে ওয়ালডেন আন্দাজ করল, রানার বাইক ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটছে। ইটের দেয়াল যখন আর বিশ গজ দূরে, হ্যান্ড কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়ে সিটের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, তারপর মাথার উপর হাত তুলে ছাদ ঢাকা টিম্বারের কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল।

সবেগে ছুটছে বাইক। সংঘর্ষের আওয়াজে কেঁপে উঠল

টানেলের পাথুরে গা। ইটের দেয়াল বিস্ফোরিত হয়েছে, ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছে মোটর বাইকটা। ধুলোর মেঘ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেল।

টিম্বারের কিনারা ছেড়ে দিয়ে ঝুপ করে নীচে পড়ল রানা, তারপর ছুটল সদ্য ভাঙা দেয়ালটার দিকে। এরই মধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছে ওয়ালডেন, আলগা ইট সরিয়ে বাইকের তৈরি গর্তটাকে আরও বড় করছে। তারপর সে তার মাইনার ল্যাম্পের আলো ফেলল ভিতরে। কয়েক সেকেন্ড পর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। 'আমরা বোধহয় খুব বড় একটা বিপদে জড়িয়ে পড়েছি।'

'কেন, কী হয়েছে?' জানতে চাইল শাহানা। 'এ পথ দিয়েও বেরুতে পারব না?'

'বেরুতে পারব,' বলল ওয়ালডেন। 'তবে খরচটা খুব বেশি পড়ে যাবে।'

'খরচ?'

হেঁটে এসে ফাঁকটায় মাথা গলিয়ে ভিতরে তাকাল রানা। 'ওহ্, গড, নো!' গুঙিয়ে উঠল ও।

'কী ব্যাপার?' ধৈর্য হারিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল শাহানা।

'মোটরসাইকেল,' বলল রানা। 'রেস্তোরাঁর ওয়াইন সেলারে বিধ্বস্ত হয়েছে ওটা। পুরানো মদের এক-দেড়শো বোতল গুঁড়িয়ে গেছে। মদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে মেঝেতে।'

# সাত

পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে ওরা তিনজন খুব বেশি সময় নিল না, কিন্তু শেরিফ চাক রেগান ওদের কথা সহজে বিশ্বাস করতে রাজি না হওয়ায় ঘণ্টা খানেক সময় অযথা নষ্ট হলো। অবশেষে বন্দি খুনি আর তার দুই সঙ্গীর লাশ দেখতে চাইল সে।

শাহানাকে হোটেলের একটা কামরায় তুলে দিয়ে রওনা হলো ওরা।

রানার হিসাবে হোটেল থেকে জায়গাটার দূরত্ব হবে ছয়শো গজ। শেরিফের সঙ্গে একজন ডেপুটি আছে, তার কাছ থেকে একটা টর্চ চেয়ে নিল ও, কয়েক শো ফুট পর পর একবার করে জ্বেলে সামনেটা দেখে নিচ্ছে। অন্ধকারের উপরও কড়া নজর রাখছে ও, ডক্টর কোলরিজের কাছে রেখে যাওয়া ডাইভ লাইটটা জ্বললে যাতে দেখতে পায়।

এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়ার কথা। চিন্তাটা মাথায় আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। আলোটা একবার জ্বালল, তারপরই নিভিয়ে ফেলল। সামনে গাঢ় অন্ধকার। 'আমরা পৌঁছে গেছি,' ওয়ালডেনকে বলল ও।

'তা কী করে সম্ভব!' ওয়ালডেন বিস্মিত। 'তা হলে তো ডক্টর কোলরিজ আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে, আলো দেখে...চিৎকার করতেন বা সংকেত দিতেন...' কথা থেমে গেল তার।

'কী যেন ঠিক নেই।' টানেলের একটা দেয়ালের ফাঁকে আলো ফেলল রানা। 'বাইকাররা আসছে দেখে এই ফাঁকটায়

আমি লুকিয়ে ছিলাম।'

ওর পাশে এসে দাঁড়াল শেরিফ রেগান। 'আমরা থেমেছি কেন?'

'শুনে যা-ই মনে হোক,' জবাব দিল রানা, 'তারা গায়েব হয়ে গেছে।'

'মানে?'

'যিশুর কিরে, যিশুর মায়ের কিরে,' আপন মনে বিড়বিড় করছে ওয়ালডেন। 'দুটো লাশ, একটা অজ্ঞান দেহ আর ডক্টর কোলরিজকে ঠিক এই জায়গায় রেখে গেছি আমরা। ডক্টরের হাতে পিস্তল আছে...'

মেঝেতে হাঁটু গাড়ল রানা, ধীরে ধীরে একশো আশি ডিগ্রি ঘোরাচ্ছে টর্চের আলোটাকে, চোখ দুটো জমিন আর ওর-কার ট্র্যাকের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখছে।

'মিস্টার রানা,' শুরু করল ওয়ালডেন, তবে রানা হাত নাড়তে চুপ করে গেল।

রানা ভাবছে, ডক্টর কোলরিজ আর খুনিটা যদি চলে গিয়ে থাকে, নিজেদের উপস্থিতির ক্ষুদ্র কিছু নমুনা নিশ্চয়ই ফেলে যাবে। তা ছাড়া, খুনিদের খুন করার জন্য পি-১০ ব্যবহার করেছিল ও, অস্ত্রটা থেকে ইজেক্ট হওয়া শেল কেসিংও পড়ে থাকার কথা এখানে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

রানার ঘাড়ের পিছনটা সড়সড় করছে।

হঠাৎ চোখের কোণে ধরা পড়ল জিনিসটা। কালো একটা তার, আঠারো ইঞ্চি দূরে, এত পাতলা যে গায়ে টর্চের আলো লাগলেও ছায়া পড়েনি।

তারটাকে অনুসরণ করল টর্চের আলো। রেইল ট্র্যাক টপকাল। দেয়াল বেয়ে উঠছে। ওভারহেড টিম্বারে আটকানো কালো ক্যানভাসের বান্ডিলে গিয়ে ঢুকেছে।

'শেরিফ,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনার নিশ্চয় বম্ব

ডিজপোজাল ট্রেনিং নেয়া আছে।'

'আর্মিতে ডেমোলিশন এক্সপার্ট ছিলাম। কেন জানতে চাইছেন, মিস্টার রানা?'

হাত তুলে তারটা দেখাল রানা। 'ওখানে ওটা একটা বুবি ট্র্যাপ। খুনিরা আমাদেরকে যমের বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করে রেখে গেছে।'

ক্যানভাসের কালো বান্ডিলটা কাছ থেকে ভাল করে পরীক্ষা করল শেরিফ রেগান। মাথা ঝাঁকাল সে। 'ইয়েস, মিস্টার রানা। আপনি ঠিকই ধরেছেন। এখানে আপনাদের শত্রু আছে।'

'তারা আপনারও শত্রু, শেরিফ। কারণ তারা জানত আমাদের সঙ্গে আপনারাও ডক্টর কোলরিজের কাছে আসছেন।'

'প্রফেসর কোথায়?' জানতে চাইল ওয়ালডেন। 'তিনি বা খুনিটা কোথায় গেল?'

'দুটো সম্ভাবনার কথা ভাবছি আমি,' বলল রানা। 'জ্ঞান ফিরে পেয়ে ডক্টর কোলরিজকে কাবু করে ফেলে খুনি। তার হাতে মারা গেছেন ভদ্রলোক। লাশটা কাছাকাছি কোন শাফটে ফেলে দেয়া হয়েছে। তারপর বিস্ফোরক ফিট করে আরেকটা টানেল ধরে পালিয়েছে খুনি।'

'মিস্টার রানা, আপনার উচিত রূপকথা লেখা।'

'তা হলে বুবি ট্র্যাপটার একটা ব্যাখ্যা দিন।'

'আমরা এখনও জানি না বান্ডিলটায় সত্যি বিস্ফোরক আছে কিনা।'

সবাইকে নিয়ে পঞ্চাশ গজ পিছিয়ে এল রানা। তারপর ট্র্যাকের উপর দিয়ে একটা ওর কার ঠেলে দিল। ঢালু লাইন ধরে দ্রুত ছুটল কার। ওই লাইনের উপর দিয়েও দেয়ালের দিকে গেছে কালো তারটা।

বিশ সেকেন্ড পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে প্রায় ছিটকে পড়ার অবস্থা হলো ওদের। ধুলোর আলোড়িত মেঘটা পাশ কাটিয়ে গেল

ওদেরকে। কয়েক টন পাথর ধসে পড়ল টানেলের ভিতর।

শেরিফের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল ওয়ালডেন। 'আপনার সন্দেহ দূর হয়েছে?'

রানার দিকে ফিরল শেরিফ। 'তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটা ব্যাপার একদম ভুলে গেছেন,' বলল সে।

'কী?'

'ডক্টর কোলরিজ। ওই যে পাথর ধস হলো, তিনি হয়তো ওটার ওদিকে কোথাও বেঁচে আছেন। এমনকী যদি মারাও গিয়ে থাকেন, তাঁর লাশ উদ্ধার করার কোন উপায় রইল না।'

'সেটা সময়ের অপচয়,' সংক্ষেপে মন্তব্য করল রানা।

'আপনি মাত্র একটা সম্ভাবনার কথা বলেছেন,' মিস্টার রানা, মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল শেরিফ। 'দ্বিতীয়টার কথা বলবেন না?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ডক্টর কোলরিজ,' মৃদুকণ্ঠে বলল ও, 'মারা যাননি।'

'আপনি বলতে চাইছেন তৃতীয় খুনিটা তাঁকে খুন করেনি?' জিজ্ঞেস করল ওয়ালডেন।

'নিজের বস্‌কে কেন সে খুন করতে যাবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'বস্?'

নিঃশব্দে একটু হেসে জোর দিয়ে বলল রানা, 'ডক্টর কোলরিজ খুনিদেরই একজন।'

ওয়ালডেনের স্ত্রী আমান্ডা খুব যত্ন করে ডিনার খাওয়াল ওদেরকে। তার আগে, মাইনের ভিতর কী ঘটেছে শোনার পর, 'আপনি আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন, এই ঋণ কী করে শোধ করব,' বলে সাদরে রানাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

'আমি আসলে চিট করেছি,' মুখে স্মিত, ট্রেডমার্ক হাসিটা

নিয়ে বলল রানা। 'আপনার স্বামীকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেকে আমার বাঁচাতে হয়েছে।'

'এ স্রেফ আপনার বিনয়।'

বিব্রত বোধ করে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, এটা দেখে বিস্মিত হলো শাহানা। সে বলল, 'এই ভদ্রলোক একা শুধু আপনার স্বামীকেই বাঁচাননি।'

ডিনারের পর কিচেন হয়ে বাড়ির পিছনের বাগানে চলে এল ওরা, কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা কামরায় বসে গল্প করার সময় ওয়ালডেন বলল, 'ডক্টর কোলরিজ সম্পর্কে আপনার ধারণা আমি মেনে নিতে পারছি না, মিস্টার রানা। আমার মনে হচ্ছে, তৃতীয় লোকটার হাতে খুন হয়েছেন তিনি।'

শাহানা বলল, 'আমিও আপনার সঙ্গে একমত। একজন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী কখনও এ-ধরনের কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারেন না।'

'কোলরিজের সঙ্গে আজই তো আপনার প্রথম দেখা?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, তবে তাঁর খ্যাতি সম্পর্কে জানা আছে আমার।'

'কী করে বুঝলেন ওই লোকটা ডক্টর কোলরিজের ভূমিকায় অভিনয় করছিল না?'

'ঠিক আছে,' বলল ওয়ালডেন, 'ধরে নেয়া যাক লোকটা জাল, উন্মাদ বাইকারদের সঙ্গে কাজ করছিল। তা হলে এটা ব্যাখ্যা করবেন কীভাবে যে আপনি হাজির না হলে আমাদের সঙ্গে সে-ও নির্ঘাত ডুবে মারা যেত?'

'ঠিক,' বলল শাহানা। 'খুনিরা তাকেও যদি মেরে ফেলার চেষ্টা করে থাকে, তা হলে সে তাদের দলের লোক হতে পারে না।'

'তার সঙ্গীরা ব্যাপারটা লেজে-গোবরে করে ফেলেছিল। তারা ডেমোলিশন এক্সপার্ট হতে পারে, কিন্তু ওয়ালডেনের মত

প্রফেশনাল হার্ডরক মাইনার নয়। ছাদ ধসিয়ে দিয়ে একটা টানেল ব্লক করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু বেশি বিস্ফোরক ব্যবহার করায় এমন কিছু জায়গার পাথর ভেঙে পড়ে, যে পাথরগুলো একটা আন্ডারওয়াটার নদীকে আটকে রেখেছিল।

'হিসেব গোলমাল করে ফেলায় প্ল্যানটা ভেস্তে যায় তাদের। বসকে উদ্ধার করার জন্যে ভেঙে পড়া জায়গাটাকে ঘুরে আসার আগেই শাফট আর কালো খুলির চেম্বার ডুবে যায়।'

'টানেলের ছাদ ভেঙে ফেলতে চাইল কেন?' প্রশ্ন করল ওয়ালডেন। 'তাতে কী লাভ হয়েছে তাদের?'

'তারা পারফেক্ট মার্ডার চাইছিল,' বলল রানা। 'তাদের ইচ্ছে ছিল মাথায় পাথর ঠুকে আপনাদের দু'জনের মগজ বের করবে, তারপর ভাঙা টানেলের আবর্জনার নীচে ঢুকিয়ে রাখবে লাশগুলো। পরে যদি পাওয়া যায় ওগুলো, সবাই মাইনিং অ্যাক্সিডেন্ট বলে রায় দেবে।'

'কিন্তু কেন মারবে আমাদেরকে?' জিজ্ঞেস করল শাহানা, চোখেমুখে অবিশ্বাস। 'কী উদ্দেশ্যে?'

'কারণ আপনারা একটা হুমকি।'

'মিস্টার ওয়ালডেন আর আমি হুমকি?' হতভম্ব দেখাল শাহানাকে। 'কার জন্যে?'

'টাকা-পয়সা আর গোপন স্বার্থ আছে এমন কোন অর্গানাইজেশন বা দলের জন্যে, যারা চাইছে না কালো খুলিটাসহ ওই চেম্বারের কথা জানাজানি হয়ে যাক।'

'বড় মাপের একটা আর্কিওলজিকাল আবিষ্কার কী কারণে কেউ চেপে রাখতে চাইবে?'

'কেন চাইবে জানি না। তবে আমার ধারণা, এটা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এরকম বড় মাপের আবিষ্কারে আরও অনেক লাশ পড়েছে।'

'আরিজোনা স্টেট ভার্সিটির ডক্টর ক্লিফ ময়নিহানের কথা মনে

পড়ে যাচ্ছে আমার,' বলল শাহানা, ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে। 'তাঁর নেতৃত্বে একটা আর্কিওলজিকাল এক্সপিডিশনে এ-ধরনের রহস্যময় কাণ্ড ঘটেছে। চিলির মাউন্ট লামকার-এ একটা কেইভ এক্সপ্লোর করার সময় কয়েকজন ছাত্রসহ খুন হন তিনি।'

'মৃত্যুর কারণ কী ছিল?'

'তাঁরা ঠাণ্ডায় জমে মারা যান,' বলল শাহানা। 'ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত, অন্তত লাশগুলো উদ্ধার করার পর রেসকিউ টিমের রিপোর্টে তাই বলা হয়। আবহাওয়া ঠিক ছিল, ঝড়-টড় ওঠেনি, টেমপারেচার ছিল ফ্রিজিং পয়েন্টের ঠিক নীচে। কেন ময়নিহান আর তাঁর ছাত্ররা হাইপথারমিয়ায় আক্রান্ত হলো, তদন্ত করে তার কারণ বের করা যায়নি।'

'ওই কেইভে আর্কিওলজিকাল কী জিনিস ছিল?' জানতে চাইল রানা।

'নিশ্চিতভাবে কেউ ব্যাপারটা জানে না। নিউ ইয়র্কের দু'জন সফল ট্যাক্স অ্যাটর্নি, অ্যামেচার মাউন্টেইন ক্লাইম্বার, চূড়া থেকে নামার সময় কেইভটা দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢোকে। তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায় কেইভের ভেতরে প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট নিপুণভাবে সাজানো ছিল। এই বর্ণনা দেয়ার কিছুক্ষণ পরেই নিহত হয় তারা।'

রানার দৃষ্টি অপলক হয়ে উঠল। 'তারাও মারা গেল?'

'বাড়ি ফেরার পথে, সান্টিয়াগো এয়ারপোর্টে টেক-অফ করার সময়, তাঁদের প্রাইভেট প্লেনটা ক্র্যাশ করে।'

'দেখা যাচ্ছে বিরাট রহস্য!'

'কিন্তু কেইভে তল্লাশী চালিয়ে কিছুই পাওয়া যায়নি,' বলল শাহানা। 'হয় অ্যাটর্নিরা অতিরঞ্জিত করেছিলেন, নয়তো...'

'নয়তো আর্টিফ্যাক্টগুলো কেউ সরিয়ে ফেলেছে,' শাহানার হয়ে রানাই শেষ করল বাক্যটা।

'আমি ভাবছি অ্যাটর্নিরা কালো কোন খুলি পেয়েছিলেন কিনা,'

মৃদুকণ্ঠে বলল ওয়ালডেন।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সেটা কোনদিন জানা যাবে না।'

'কালো খুলির চেম্বারে যে নোট নিয়েছিলেন, সব ঠিক আছে তো?' শাহানাকে জিজ্ঞেস করল ওয়ালডেন।

'মাইনে সাঁতরাবার সময় পাতাগুলো ভিজে গিয়েছিল, হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নিয়েছি। তবে লিপিগুলোর কী অর্থ জিজ্ঞেস করলে আমি কিছু বলতে পারব না। পরিচিত কোন রাইটিং ফর্ম-এর সঙ্গে সংকেতগুলো মেলে না।'

'তা হলে কি ওগুলোর অর্থ করা যাবে না?' জানতে চাইল রানা।

'সেটা কমপিউটার ল্যাবে বসে ভাল করে পরীক্ষা করার পর বলতে পারব।'

'তবে বলে রাখি, আমি ছাড়া ওই চেম্বারে বহু বছর কেউ ঢোকেনি,' জোর দিয়ে বলল ওয়ালডেন। 'আশপাশের পাথরে খোঁড়াখুঁড়ির কোন দাগ নেই।'

চোখ থেকে চুল সরাল শাহানা। 'ধাঁধাটা হলো, কী উদ্দেশ্যে কে ওটা বানায়।'

'এবং কখন,' জুড়ে দিল রানা। 'ওই কালো খুলির চেম্বার আর খুনিরা কীভাবে যেন এক সুতোয় বাঁধা।'

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস শিস দিয়ে ক্যানিয়নের মাথায় উঠে এল, কাঁচ দিয়ে মোড়া কামরার জানালাগুলোকে ঝলমল শব্দে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। ঠাণ্ডায় শিউরে উঠল শাহানা। 'যাই, কোটটা নিয়ে আসি।'

ঘাড় ফিরিয়ে বাড়ির দিকে তাকাল ওয়ালডেন। 'কে জানে আমান্ড কী করছে...'

লাফ দিয়ে রানাকে সিধে হতে দেখে থেমে গেল সে। বিদ্যুৎগতিতে নড়াচড়ায় এতটুকু বিরতি না দিয়ে মাইনারকে কাঠের টেবিলের নীচে ঠেলে দিল রানা, তারপর শাহানাকে ফেলে

দিল মেঝেতে, নিজের শরীর দিয়ে দ্রুত ঢেকে ফেলল তাকে।

বাগানের ভিতর, বাড়ির ডান পাশেও, ছায়ার ভিতর আরও গাঢ় ছায়ামূর্তির নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে। পরমুহূর্তে কাছাকাছি একটা গাঢ় ছায়া থেকে দুটো গুলির আওয়াজ হলো।

দম ফুরিয়ে যাওয়ায় রানার শরীরের নীচে হাঁপাচ্ছে শাহানা।

'ধরেছি ব্যাটাকে!' রানার পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর, আশ্বস্ত করার সুরে বলল কথাটা।

শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে শাহানার উপর থেকে নামল রানা। নিজে সিধে হলো, তারপর দাঁড়াতে সাহায্য করল তাকে। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল শাহানা।

টেবিলের তলা থেকে ওয়ালডেনকেও বের করল রানা, সাহায্য করল দাঁড়াতে।

'গুলির আওয়াজ...ওই কণ্ঠস্বর?' ফিসফিস করল ওয়ালডেন, এখনও আচ্ছন্ন বোধ করছে।

'চিন্তার কিছু নেই,' অভয় দিয়ে বলল রানা। 'পসি আমাদের দলে।'

'আমান্ডা, আমার বা-বাচ্চারা,' নার্ভাস হয়ে পড়ায় তোতলাচ্ছে ওয়ালডেন, ঘুরে বাড়ির দিকে ছুটল।

'বাথটাবে, নিরাপদে আছে,' বলল রানা, খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলল।

'কীভাবে–?'

'কারণ আমিই ওদেরকে ওখানে লুকাতে বলে দিয়েছি।'

তেজী ষাঁড়ের মত শক্ত-সমর্থ এক লোক। বাড়িটাকে ঘিরে থাকা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। পরনে হুডসহ আর্কটিক হোয়াইট জাম্প সুট। তুষারের উপর দিয়ে একটা দেহকে টেনে আনছে সে, যাকে টেনে আনছে তার পরনে নিনজা সুট, মুখটা স্কি মাস্কে ঢাকা।

আকাশে এখনও অল্প যে আলো আছে তাতে পরিষ্কার দেখা

গেল, সাদায় মোড়া শক্ত-সমর্থ লোকটার মাথায় কোঁকড়ানো চুল, মুখে শব্দহীন ঝকঝকে হাসি। দেহটার একটা পা ধরে টেনে আনছে সে, দশ কেজি ওজনের আলুর বস্তার মত অনায়াস ভঙ্গিতে।

'কোনও সমস্যা?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল রানা, কাঁচের ঘর থেকে বাগানে বেরিয়ে এসে তুষারের উপর দাঁড়াল।

'নাহ্,' জবাব দিল আগন্তুক। 'সাপের মত চুপিসাড়ে ঢুকতে চেয়েছিল, কল্পনাও করেনি অ্যামবুশের সামনে পড়তে হবে।'

মুখটা রক্তশূন্য লাগছে, শাহানা জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার রানা, এটা আপনার প্ল্যান?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এই খুনিরা হলো...' পায়ের কাছে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখার জন্য থামল ও '...ফ্যানাটিক। ওই রহস্যময় চেম্বারে যারা ঢুকেছে তাদের মেরে ফেলতে চাওয়ার কী কারণ আমি জানি না। যাই হোক, ওদের প্ল্যান ভণ্ডুল করে দেয়ায় তালিকায় আমার নামটা এক নম্বরে রাখে ওরা। ওদের দুটো ভয়-চেম্বারে ফিরে গিয়ে কালো খুলিটা নিয়ে আসতে চাইব আমি, আর শাহানা প্রাচীন লিপির অর্থ বের করে ফেলবে। জানতাম খুনিদের একজন পালিয়েছে, ধরে নিয়েছিলাম আড়াল থেকে খবর আর নজর রাখছে সে, সুযোগ মত ছোবল মারবে। কাজেই টোপ ফেলে অপেক্ষা করছিলাম।'

'এর মধ্যে শেরিফের থাকা উচিত ছিল না?' জানতে চাইল শাহানা।

'সম্ভবত এই মুহূর্তে আপনার হোটেল কামরা থেকে এই ফ্যানাটিকের সঙ্গীকে গ্রেফতার করছেন শেরিফ রেগান। আপনার নোটবুক আর ক্যামেরা চুরি করতে ওখানে ঢোকার কথা তার।'

'এই ভদ্রলোক কে, ওঁকে তো শেরিফের কেউ বলে মনে হচ্ছে না,' বলল ওয়ালডেন, হাত তুলল তেজী ঘোড়ার মত আগন্তুকের দিকে।

সহাস্যে আগন্তুকের বৃষস্কন্ধে একটা হাত তুলে দিল রানা। 'এ আমার অতি পুরানো আর প্রিয় বন্ধু, ববি মুরল্যান্ড। ওই তো আততায়ীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে। নুমায় আছে ও।'

করমর্দন আর কুশলাদি বিনিময়ের পালা দ্রুত শেষ হলো।

'গুলি খেল কে?' বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সে আর আমি; দু'জন একসঙ্গে গুলি করি আমরা,' বলল মুরল্যান্ড, নিতম্বের কাছে সামান্য ছেঁড়া জাম্পসুটটা দেখাল। 'তার বুলেট আমার চামড়া ছুঁতে ছুঁতেও ছোঁয়নি। আর আমার বুলেট তার ডান ফুসফুসে ঢুকেছে।'

'তুমি ভাগ্যবান।'

'কী জানি।' কাঁধ ঝাঁকাল মুরল্যান্ড। 'আমার লক্ষ্য স্থির ছিল, ওরটা ছিল না।'

'লোকটা কি এখনও বেঁচে আছে?'

'বোধহয়। তবে এ জীবনে আর ম্যারাথনে নাম লেখাতে হবে না।'

'ওহ্, ডিয়ার গড!' অকস্মাৎ প্রায় আঁতকে উঠল শাহানা। ঝুঁকে তুষারের উপর পড়ে থাকা লোকটাকে দেখছিল সে, ঝট করে সিধে হলো। 'ইনি তো দেখছি ডক্টর কোলরিজ!'

'না, শাহানা,' নরম সুরে বলল রানা। 'এ লোক ডক্টর কোলরিজ নয়। আপনাকে আগেও বলেছি, আসল কোলরিজ সম্ভবত মারা গেছেন। এই ইতর প্রাণীটি আমাদেরকে খুন করার দায়িত্ব পেয়েছে এই জন্যে যে একমাত্র সে-ই আমাদেরকে চেনে।'

রূঢ় বাস্তবতা হজম করতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল শাহানা। তারপর আবার লোকটার দিকে ঝুঁকল সে। 'ডক্টর কোলরিজকে তোমরা খুন করলে কেন?'

খুনির মুখ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, সন্দেহ নেই ফুসফুস জখম হয়েছে। 'খুন করা হয়নি, দণ্ড দেয়া হয়েছে,' ফিসফিস করল সে।

'একটা হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল, কাজেই আমাদের বিচারে তাকে সাজা পেতে হয়েছে–ঠিক সেভাবে তোমাদেরকেও সাজা পেতে হবে।'

'তোমার স্পর্ধা তো কম নয়,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। 'মানুষ খুন করে সেটাকে ন্যায্য বলে চালাবার চেষ্টা করছ!'

'আমাদের নিউ ডেসটিনি-র সেটাই নীতি।'

'নিউ ডেসটিনি? সেটা আবার কী?'

'ফোর্থ এমপায়ার। তবে সেটা দেখার সুযোগ হবে না, তার আগেই তোমরা মারা যাবে।' লোকটার চেহারা আর কণ্ঠস্বরে কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই, আছে শুধু প্রকৃত পরিস্থিতির সহজ বর্ণনা। খুনির বাচনভঙ্গিতে মৃদু ইউরোপিয়ান টান আছে।

'চেম্বার, কালো খুলি–এগুলোর তাৎপর্য কী?'

'অতীতের একটা বার্তা।' এই প্রথম ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল। 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রহস্য–সবচেয়ে গোপন বিষয়। তোমরা কেউ কোনদিনও এর বেশি কিছু জানতে পারবে না।'

'জানো তো বিচারে তোমার যাবজ্জীবন হবে?'

সামান্য মাথা নাড়ল লোকটা। 'বিচার হওয়া পর্যন্ত আমি টিকব না।'

'চিকিৎসা দিয়ে তোমাকে সুস্থ করে তোলা হবে।'

'না, তুমি ভুল করছ, মিস্টার রানা। এরপর আর আমাকে জেরা করার সুযোগ থাকবে না। মরেও আমি শান্তি পাব এ-কথা জেনে যে তোমরাও খুব শিগ্‌গির আমার সঙ্গে যোগ দিচ্ছ।'

কী ঘটতে যাচ্ছে রানা তা বুঝতে পারার আগেই জিভের ডগা দিয়ে মাটী থেকে একটা নকল দাঁত খসিয়ে গিলে ফেলল লোকটা। ওরা শুধু তাকে বড় করে ঢোক গিলতে দেখল। রানা ধারণা করল নকল দাঁতটা আসলে একটা ক্যাপসুল। তবে ক্যাপসুলটা না ভেঙেই গিলেছে খুনি। ওটায় যদি বিষ থাকে,

ক্যাপসুল গলে যাওয়ার পর সেই বিষ কাজ শুরু করবে। 'সায়ানাইড, মিস্টার রানা। ষাট বছর আগে হারমান গোয়েরিং খেয়েছিলেন, জিনিসটা এখনও সেই আগের মতই কাজ করে।' শেষ কথাটা তার মুখের কাছে কান নামিয়ে এনে শুনতে হলো রানাকে।

হঠাৎ খুনির চোখ দুটো স্থির আর দৃষ্টিহীন হয়ে গেল।

'মারা গেল?' ফিসফিস করল শাহানা।

'এরইমধ্যে বোধহয় ভূতও হয়ে গেছে,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা।

'হায় কপাল।' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মুরল্যান্ড। 'এ দুঃখ রাখি কোথায় যে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ শকুনকে দান করতে পারলাম না।'

হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে আছে শাহানা। 'আপনি আসলে কে বলুন তো?'

চোখ তুলে তাকাল রানা। 'হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন?'

'কারণ আছে। আপনার আচরণ স্বাভাবিক নয়।'

'মানে?'

'আপনি জানতেন,' শান্ত গলায় বলল শাহানা। 'কেউ লক্ষ না করলেও আমি করেছি–ওকে দেয়া পিস্তল থেকে আপনি বুলেট সরিয়ে নিয়েছিলেন।'

'আমাদের তিনজনকেই খুন করত লোকটা,' বিড়বিড় করে বলল ওয়ালডেন। 'আপনি তাকে সন্দেহ করলেন কীভাবে?'

'ঠিক সন্দেহ নয়, আন্দাজ,' জবাব দিল রানা। 'খুব বেশি হিসেবি আর ঠাণ্ডা লাগছিল লোকটাকে আমার। জাল ডক্টর কোলরিজের আচরণ দেখে আমার মনে হয়নি তার জীবন কোন রকম ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।'

পাশেই, কিচেনে, টেলিফোন বেজে উঠল। সেদিকে ছুটল ওয়ালডেন। দেড় মিনিট পর ফিরে এল আবার। 'শেরিফ রেগান,'

রিপোর্ট করল সে। 'ডক্টর শাহানার হোটেলে একটা বন্দুক যুদ্ধে শেরিফের দু'জন ডেপুটি মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে। সশস্ত্র প্রতিপক্ষের পরিচয় জানা যায়নি, গুলি খেয়ে মারা গেছে সে।'

'হুম।' গম্ভীর হলো রানা।

'এখন কি আমার বেরিয়ে আসাটা নিরাপদ?' নিচু গলায় জানতে চাইল আমান্ডা ওয়ালডেন। কিচেনের দোরগোড়া থেকে উঁকি দিচ্ছে সে, তুষারের উপর পড়ে থাকা লাশটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

তার দিকে হেঁটে এল রানা, একটা হাত ধরে বলল, 'সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

ওয়ালডেন এক হাতে স্ত্রীকে জড়াল। 'বাচ্চারা কেমন আছে?'

'তারা তো সেই কখন থেকে ঘুমিয়ে কাদা।'

'ছাদ ভেঙে পড়ায় টানেলে ঢোকার পথ চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে,' স্ত্রীকে বলল ওয়ালডেন। 'মাইনিং ব্যবসাটা এবার বোধহয় ছাড়তেই হলো।'

'এ নিয়ে আমার কোন দুর্ভাবনা নেই,' বলল আমান্ডা, হাসিটা বড় হচ্ছে মুখে। 'তুমি রীতিমত ধনী মানুষ, ম্যাক ওয়ালডেন। এবার আমাদের লাইফস্টাইল বদল করার সময় হয়েছে।'

'এমনিতেও এর বিকল্প নেই,' পরামর্শ দিল রানা, সাইরেনের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল বাড়ির সামনের রাস্তায় শেরিফের গাড়ি আর অ্যামবুলেন্স পৌঁছাল। 'এই খুনিদের পরিচয় আর উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত টেলুরাইড ছেড়ে অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে আপনাদেরকে।'

স্বামীর দিকে তাকাল আমান্ডা, তবে দৃষ্টি যেন বহুদূরে কোথাও চলে গেছে। 'ছোট একটা হোটেল, পাম গাছের সারি দিয়ে ঘেরা, মনে পড়ে? কাবো সান লুকাসের সৈকতে?'

মাথা ঝাঁকাল ওয়ালডেন। 'ঠিক আছে, চলো তা হলে,

ওখানেই যাই।'

রানার বাহু স্পর্শ করল শাহানা। ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হাসল রানা। 'বলতে পারেন, আমি কোথায় লুকাব? নরম গলায় জিজ্ঞেস করল শাহানা। 'আমি আমার অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার স্রেফ ঝেড়ে ফেলে দিতে পারি না। ভার্সিটির বিশেষ একটা জায়গায় পৌঁছাতে প্রচণ্ড খাটতে হয়েছে আমাকে।'

'ক্লাসরুম বা রিসার্চ ল্যাবে ফিরে গেলে দু'পয়সাও দাম থাকবে না আপনার জীবনের,' বলল রানা। 'যতক্ষণ না আমরা জানতে পারছি ওরা আসলে কারা, কী চায়।'

'কিন্তু আমি প্রাচীন ভাষা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ, আর আপনি নুমার...সম্ভবত একজন বিজ্ঞানী। ধাওয়া করে খুনি ধরা তো আমাদের কাজ নয়।'

'না। আমি বিজ্ঞানী নই,' বলল রানা। 'নুমায় আমার পদটিকে স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর বলা হলেও, এটা একটা অনারারি পদ, মাঝে মাঝে প্রয়োজনে ওরা আমাকে ডাকে ওদের বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করতে।'

'দেশ? জাতীয়তা?'

'দেশীয় পরিচয় বাংলাদেশী। জাতিতে বাঙালী। আপনি?'

'এদেশেই আমার জন্ম, কাজেই আমি আমেরিকান,' বলল শাহানা। 'আমার বাবা সাজিদ চৌধুরী বাংলাদেশী হলেও, মা শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান। ডিভোর্স হয়ে যাবার পর দু'জনেই মারা গেছেন।'

'সত্যি দুঃখিত,' বলে মুহূর্তের জন্য শাহানার কবজিটা একবার স্পর্শ করল রানা।

'অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা যাচ্ছে খুনিদের ধাওয়া করা আপনার কাজের মধ্যেই পড়ে। কোন ধারণা আছে, ব্যাপারটা আসলে কী?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জটিল কোন ষড়যন্ত্র, কিংবা কোন ম্যাকিয়াভেলিয়ান চক্রান্ত–এধরনের খুন-খারাবিকে ছাড়িয়ে আরও বিকট চেহারা নিতে পারে। প্রাচীন লিপি আর কালো খুলিটার

গভীর তাৎপর্য আছে, এটা বোঝার জন্যে সাইকিক গিফট থাকার দরকার নেই।'

শেরিফ রেগানকে আসতে দেখে রিপোর্ট করার জন্য তার দিকে এগিয়ে গেল মুরল্যান্ড। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ফাঁকা একটা জায়গায় হেঁটে এসে রাতের নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকাল রানা। ওয়ালডেনের বাড়িটা দশ হাজার ফুট উপরে হওয়ায় আলোকিত কার্পেটের মত ঝুলে থাকা ছায়াপথটাকে অসম্ভব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ও ভাবল, কী চাইছে শয়তানগুলো? তাদের নিউ ডেসটিনির মানে কী?

ঠাণ্ডা মাথায় একটা সিদ্ধান্ত নিল রানা। কাল সকালের প্রথম কাজ, কালো অবসিডিয়ান খুলিটা সংগ্রহ করার জন্য মাইনে ঢুকবে ও।

বুবি ট্র্যাপ বিস্ফোরিত হওয়ায় টানেলের ছাদ ধসে পড়েছে, কাজেই বাকানির মাইনের ভিতর দিয়ে প্রথমে যে পথ অনুসরণ করেছিল রানা সেটা ধরেই রওনা হলো ওদের দলটা।

দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে রানা, সঙ্গে রয়েছে মুরল্যান্ড, ওয়ালডেন, শেরিফ রেগান আর তার নতুন এক ডেপুটি। রানার ডিরেকশনাল কমপিউটারের সহায়তা নিয়ে দলটা খুব তাড়াতাড়িই পানি ভর্তি একটা শাফটে পৌঁছে গেল, এটার নীচের টানেলটাই প্যারাডাইস মাইনের দিকে চলে গেছে।

ওয়ালডেন তার তিন পরিচিত লোককে নিয়ে এসেছে, ডাইভিং ইকুইপমেন্ট বহন করছে তারা। রানা আর মুরল্যান্ড কাপড়চোপড় খুলে একটা ব্যাগে ভরল, পরে নিল ভালকানাইজড্ রাবার ড্রাই সুট–হুড, গ্লাভ আর ট্র্যাকশান বুট।

মুরল্যান্ডের বাঁ হাতে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা ডিকমপ্রেশন কমপিউটার রয়েছে। দু'জনেই ওরা মার্ক টু ফুল ফেস মাস্ক পরল, সঙ্গে বিল্ট-ইন আন্ডারওয়াটার কমিউনিকেশন সিস্টেম।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'যেন আমার মাথার ভেতর রয়েছ তুমি।'

ব্যাকপ্যাকের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকান একজোড়া করে এয়ার ট্যাংক নিয়েছে ওরা, সঙ্গে আরও আছে একটা করে রিজার্ভ ট্যাংক। সব মিলিয়ে দশটা এয়ার ট্যাংক, বাকি চারটে ওয়ালডেন আর তার লোকেরা মুরল্যান্ডের কমপিউটার নির্ধারিত গভীরতায় নামিয়ে দেবে ডিকমপ্রেশন-এর জন্য থামার সময়। ওদের দু'জনের সঙ্গে ডাইভ নাইফ ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই।

'যাওয়া যায়, কী বলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আছি তোমার পিছনে,' জবাব দিল মুরল্যান্ড।

শাফটের ভিতর, পানির সারফেসে, ডাইভ লাইটের আলো ফেলল রানা। কিনারা থেকে পাঁচ ফুট নীচে ঝপাৎ করে নেমে এল ও। ডুব দিয়ে পা ছুঁড়ল, দ্রুত নেমে যাচ্ছে নীচে। একটু পরেই আবার বিস্ফোরিত হলো পানির সারফেস। রানাকে অনুসরণ করছে মুরল্যান্ড।

শাফটের তলায়, গ্যালারিতে পৌঁছাল ওরা, দেখতে পাচ্ছে ওর-কার্ট ট্র্যাক ওদের দিকে উঠে আসছে। ডেপথ গজ চেক করল রানা। দৃষ্টিসীমা একশো ছিয়াশি ফুট। মুরল্যান্ডের জন্য অপেক্ষা করছে ও।

'এখান থেকে কত দূর?' পাশে এসে জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'নব্বুই থেকে একশো গজ।' হাত তুলে দেখাল রানা। 'এই তো, টানেলটা যেখানে বাঁক নিয়েছে।'

কয়েক মিনিট পর। বাঁকটা ঘুরছে, হঠাৎ হাত উঁচু করে মুরল্যান্ডকে বাধা দিল রানা 'আলো নেভাও!' নির্দেশ দিল তাগাদার সুরে। নিজের আলো আগেই নিভিয়ে ফেলেছে।

আলো নিভিয়ে অন্ধকারে তাকাল মুরল্যান্ড। সামনে একটা নিস্তেজ আভা দেখা যাচ্ছে পানির ভিতর। 'সম্ভবত পোচার রয়েছে ওদিকে।'

*

চেম্বারের ভিতর দু'জন ডাইভার নিষ্ঠা আর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে। দেয়ালে খোদাই করা প্রাচীন লিপির ফটো তুলছে তারা। স্ট্যান্ড-এর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একজোড়া আন্ডারওয়াটার ফ্লাডলাইট, পানিতে ডোবা চেম্বারটাকে হলিউডি স্টেজ-এর মত উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করে রেখেছে। রানা তাকিয়ে আছে মেঝের ফাটলে চোখ রেখে, তবে শরীরটা ছায়ার ভিতর, যাতে চেম্বারের ডাইভাররা ওর ফেস মাস্কের প্লেট থেকে প্রতিফলিত আলো দেখতে না পায়।

'অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ফটো তুলছে ওরা,' বিড়বিড় করল রানা। 'লিপিতে যাই থাকুক, সেটার জন্যে খুন করতে বা খুন হতে বাধছে না ওদের।'

'ব্যাটাদের কমিউনিকেশনের ফ্রিকোয়েন্সি নিশ্চয়ই আলাদা, তা না হলে আমাদের কথা শুনতে পেত।'

'হয়তো পাচ্ছেও, প্ল্যান করেছে আমরা ভেতরে ঢুকলে ধরবে।'

'আমরা কি ওদেরকে শেষ করব?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড। 'নাকি জ্যান্ত ধরতে চাও?'

'জ্যান্ত।'

'কঠিন।'

ব্যস্ত ডাইভারদের দিকে চোখ রেখে রানা বলল, 'আমি একটা সুযোগ দেখতে পাচ্ছি।'

'আমাকে উদ্বেগের মধ্যে রেখো না।' হাত থেকে গ্লাভ খুলে ফেলল মুরল্যান্ড।

'খেয়াল করো, ডাইভ নাইফগুলো পায়ের নীচের দিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে রেখেছে।'

মাস্কের ভিতর প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে উঁচু হলো মুরল্যান্ডের ভুরু। 'তা তো আমরাও রেখেছি।'

'হ্যাঁ, তবে আমরা তো আর পেছন থেকে আক্রান্ত হতে যাচ্ছি না।'

নক্ষত্রের মানচিত্র আর প্রাচীন লিপির ফটো তোলা শেষ করল ডাইভাররা। একজন বড় একটা ব্যাগে ইকুইপমেন্টগুলো ভরছে, আরেকজন চেম্বারের কোণে ডিনামাইট বসাচ্ছে।

তারপর প্রথম লোকটা মেঝের ফাঁক গলে নীচে নেমে এল। ছোঁ দিয়ে তার ঠোঁটের মাঝখান থেকে ব্রিদিং রেগুলেটারের মাউথপিসটা খুলে নিল মুরল্যান্ড। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল বাতাসের সরবরাহ। লোকটার উন্মুক্ত ঘাড়টা এক হাতে চেপে ধরল সে, চাপ বাড়াতে থাকল যতক্ষণ না জ্ঞান হারিয়ে নিথর হয়ে গেল।

'আমারটা কুপোকাত,' ভারি গলায় বিড় বিড় করল মুরল্যান্ড।

জবাব দেওয়ার ঝামেলায় গেল না রানা। ফিন লাগানো পা দুটো সবেগে ছুঁড়ে ফাঁক গলে উঠে পড়ল চেম্বারে। দ্বিতীয় লোকটা কিছুই সন্দেহ করেনি, যত্নের সঙ্গে বিস্ফোরকে একটা টাইমার ফিট করছে সে। তার ডান পাশ দিয়ে এগিয়ে এসে মুরল্যান্ডের কায়দাটাই পুনরাবৃত্তি করল রানা–ছোঁ দিয়ে ছিনিয়ে নিল মাউথপিস, শক্ত হাতে চেপে ধরল গলাটা।

দু'মিনিট পর ফাঁক গলে অর্ধেকটা উঠে এল মুরল্যান্ড।

'তোমার লোকটার খবর কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওভারহেড লাইটিং সিস্টেম থেকে ইলেকট্রিক্যাল কর্ড নিয়ে বেঁধেছি ব্যাটাকে। কিছুটা কর্ড এখনও আছে, বললে তোমারটাকেও বাঁধতে পারি।'

'ওদের ছুরি আর অন্য যে-সব অস্ত্র পাও বের করে নাও। ডাইভ মাস্ক খুলে রাখো, জ্ঞান ফেরার পর সব যেন ঝাপসা দেখতে পায়।'

দ্বিতীয় ডাইভারকে কর্ড দিয়ে বেঁধে নীচে নামিয়ে নিয়ে গেল

মুরল্যান্ড। ওয়েট বেল্ট থেকে বড় একটা নাইলন ব্যাগ টেনে নিল রানা। মুখ তুলে কালো খুলিটার দিকে তাকাল ও। খালি অক্ষিকোটরের ভিতর থেকে ওটা যেন একদৃষ্টে দেখছে ওকে। নিজের অজান্তেই প্রশ্নটা চলে এল মনে–খুলিটার সঙ্গে অতীতের কোনও অভিশাপও চলে আসেনি তো? গোপন কী তথ্য ধারণ করে আছে ওটা?

সেটা পরীক্ষা করে বলতে পারবে বিশেষজ্ঞরা, আর তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই জিনিসটা নিয়ে যাচ্ছে ও।

খুলিটা ব্যাগে ভরল রানা। তারপর ক্যামেরাটা ভরল আরেকটা ব্যাগে। ব্যাগের মুখ বন্ধ করার সময় ভাবল, পানির নীচে সহজেই নাড়াচাড়া করা গেল, তবে পানি থেকে তোলার পর দশ পাউন্ডের কম হবে না ওটার ওজন।

বন্দিদের পিছনে নিয়ে শাফট থেকে উঠে আসছে ওরা। ওয়ালডেনের ফেলা রশির মই বেয়ে প্রথমে উঠে এল রানা, খুলি আর ক্যামেরা ভরা ব্যাগ দুটো ধরিয়ে দিল শেরিফ রেগানের বাড়ানো হাতে। টানেলের মেঝেতে উঠে পিঠ থেকে এয়ারট্যাংক নামাল, ফেস মাস্ক খুলল, তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল এক মিনিট।

'ওয়েলকাম হোম,' শেরিফ বলল। 'এত সময় লাগল কেন বলুন তো? দশ মিনিট দেরি করেছেন।'

'আপনার জেলখানায় ঢুকতে চায়, এরকম আরও দুই প্রার্থীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

শাফটের নীচ থেকে মাথা তুলল মুরল্যান্ড, একজন বন্দিকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে।

তিন মিনিট পর দেখা গেল, জ্ঞান ফিরে পাওয়া দুই বন্দির সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে জেরা করছে শেরিফ। লোক দু'জন চোখে-মুখে আক্রোশ নিয়ে তাকিয়ে আছে, একটা প্রশ্নেরও জবাব দিচ্ছে না।

ঝুঁকে প্রথম বন্দির মাথা আর চিবুক থেকে ডাইভ হুড খুলে নিল রানা। এক সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ও। 'আচ্ছা! তুমি! সেই বাইকার! তোমার ঘাড় কেমন আছে, হে?'

মুখ তুলল বন্দি, পাগলা কুত্তার মত দাঁত বের করে আছে। 'থোক!' করে থুথু ছুঁড়ল সে। মাথাটা সরিয়ে নেওয়ায় লাগল না রানাকে।

এই সময় একটা চিৎকার ভেসে এল। তারপর শোনা গেল ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। টানেল ধরে কে যেন ছুটে আসছে। কয়েক সেকেন্ড পর সবাই ওরা দেখতে পেল লোকটাকে। শেরিফের একজন ডেপুটি। বার কয়েক হোঁচট খেয়ে ওদের সামনে থামল সে। এত বেশি ঝুঁকল, সমান্তরাল রেখায় চলে এল মাথা আর নিতম্ব। হোটেলের ওয়াইন সেলার থেকে ছুটে আসায় দম ফুরিয়ে গেছে তার।

'কী ব্যাপার, মাইক?' তাগাদা দিল শেরিফ। 'বলে ফেলো!'

'লাশগুলো,' ডেপুটি মাইক হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। 'মর্গের লাশগুলো!'

মাইকের কাঁধ ধরে ধীরে ধীরে তাকে সিধে করল শেরিফ। 'লাশগুলো...কী?'

'ওগুলোকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'মানে? কী বলছ!'

'করোনার বলছেন, গায়েব হয়ে গেছে। মর্গ থেকে কেউ সরিয়ে ফেলেছে ওগুলোকে।'

# আট

২০০৫। ওকুমা বে, অ্যান্টার্কটিকা।

পোলার হোয়াইট, আট হাজার টন রিসার্চ আইসব্রেকার। চোখে বিনকিউলার তুলে রস সাগরের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে ক্যাপটেন ফার্দিনান্দ কক। এবার শীত আসার দেড় মাস আগেই সাগরে বরফ জমতে শুরু করেছে, কোথাও কোথাও তা দুই ফুট পুরু। পায়ের নীচে থরথর করে কাঁপছে জাহাজটা, প্রকাণ্ড বো বরফ ভেঙে পথ করে নিচ্ছে।

১৯৮১ সালে তৈরি, পোলার হোয়াইট একাধারে আইসব্রেকার ও রিসার্চ শিপ। ১৪৫ ফুট লম্বা, ২৭ ফুট চওড়া। আট হাজার টন ওজন হলেও, আইসব্রেকার হিসাবে ছোটই – মাত্র তিন ফুট পুরু বরফ ভেঙে পথ করে নিতে পারে জাহাজটা।

কোলের উপর ক্যামেরা আর নোটবুক নিয়ে ব্রিজের একটা চেয়ারে বসে রয়েছে গ্লোরিয়া ফ্যাশন। সাংবাদিক সে, বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে নিয়মিত লেখে। পোলার হোয়াইটের ক্যাপটেন অ্যান্টার্কটিকায় আসার পথে উরুগুয়ে থেকে তুলে নিয়েছে তাকে।

'আপনাদের প্ল্যানটা কী? সাগরের বরফ স্টাডি করার জন্যে বিজ্ঞানীদের একটা টিমকে প্যাক-এ নামিয়ে দেবেন?'

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপটেন কক। 'সেটাই রুটিন। গ্লেসিয়োলজিস্টরা নমুনা সংগ্রহ করে জাহাজের ল্যাবে পরীক্ষা করেন।'

'বরফ কমে যাচ্ছে, এটা কি সত্যি?'

'দক্ষিণ মেরুর অটামে, মার্চ থেকে মে পর্যন্ত, মহাদেশটার চারদিকের সমুদ্র জমে বরফ হতে শুরু করে। সেটা এক সময় অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দ্বিগুণ আকার পায়। বলা উচিত পেত। এখন সি আইস আকারেও অত বড় হয় না, তেমন পুরুও নয়।'

ওকুমা বে-র দিকে তাকিয়ে ফ্যাশন বলল, 'দক্ষিণে ওটা কী পাহাড়?'

'রকেফেলার মাউন্টেইন।'

'ভারি সুন্দর।' তুষার ঢাকা চূড়ার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল ফ্যাশন। কয়েক সেকেন্ড পর আবার বলল, 'আপনার বিনকিউলারটা একবার··· প্লিজ ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

চোখে বিনকিউলার তুলে এক ঝাঁক বড় আকারের দালানের দিকে তাকাল ফ্যাশন, রোদ লাগায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। দুই মাইল দক্ষিণে, টাওয়ার সদৃশ একটা কাঠামোর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দালানগুলো। ওগুলোর পিছনে একটা এয়ারফিল্ড দেখতে পাচ্ছে। আরও রয়েছে কংক্রিটের তৈরি একটা জেটি, নেমে গেছে বে-তে। জেটিতে বড় একটা কার্গো শিপ নোঙর ফেলেছে। ওভারহেড ক্রেনের সাহায্যে মাল খালাসের কাজ চলছে। 'পাহাড়টার গোড়ায় ওটা কি একটা রিসার্চ স্টেশন?'

সেদিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন জবাব দিল, 'না। ওটা একটা মাইনিং ফ্যাসিলিটি। বিরাট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, হেড অফিস আর্জেন্টিনায়। সাগর থেকে মিনারেল সংগ্রহ করছে ওরা।'

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল ফ্যাশন। 'আমার তো মনে হয় না সেটা লাভজনক হবে।'

'আমাদের রেসিডেন্ট জিয়োলজিস্ট জেরোম টাই বলছিল ওরা নাকি সাগরের পানি থেকে সোনা আর অন্যান্য মূল্যবান খনিজ পদার্থ বের করার নতুন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে।'

'আশ্চর্য, কথাটা আমার কানে আসেনি।'

'ওদের অপারেশন খুব গোপনে চালান হয়। আমরা এখন যেখানে আছি তার চেয়ে একটু বেশি এগোলেই ওদের সিকিউরিটি বোট ছুটে এসে পিছু হটার জন্যে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। গুজব হলো, কাজটা তারা নতুন একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে করছে–সেটাকে বলা হয় ন্যানোটেকনোলজি।'

'কিন্তু দুর্গম অ্যান্টার্কটিকায় কেন? কোন উপকূলে বা পোর্ট সিটিতে নয় কেন, যেখানে পরিবহনের সুযোগ-সুবিধে আছে?'

'টাই বলছিল ফ্রিজিং টেমপারেচার সাগরের লবণকে গভীরে নেমে যেতে বাধ্য করে, তাতে খুব ভাল ফল দেয় নিষ্কাশন পদ্ধতি...' থেমে গেল ক্যাপটেন, বো-র সামনের আইস প্যাক খুঁটিয়ে দেখছে। 'মাফ করবেন, মিস ফ্যাশন...সরাসরি সামনে একটা আইসবার্গকে এগিয়ে আসতে দেখছি আমি।'

ওটার খাড়া পাঁচিল সাগর থেকে একশো ফুটেরও বেশি উঁচু। ঝকঝকে নীল আকাশ আর গোলাপি একটা সূর্যের বিপরীতে ধবধবে সাদা বরফের সচল পাহাড়টা যেন মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদের স্পর্শে কলুষিত হয়নি।

ক্যাপটেন কক হেলমসম্যানকে নির্দেশ দিল, 'সাবধানে পাশ কাটাও ওটাকে।'

হেলমসম্যান দক্ষ হাতে তিনশো গজ দূর থেকে আইসবার্গকে পাশ কাটাচ্ছে। নিরাপদ দূরত্ব, তা সত্ত্বেও যথেষ্ট কাছে–ক্রু আর বিজ্ঞানীরা ডেকে উঠে এসে আকাশ ছোঁয়া বরফের টাওয়ারটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

অকস্মাৎ আইসবার্গটার পিছন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল আরেকটা জলযানকে। ওটা একটা সাবমেরিন, বুঝতে পেরে হকচকিয়ে গেল ক্যাপটেন কক। পানির উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে আসছে সেটা। আসছে সরাসরি পোলার হোয়াইটের দিকে।

ক্যাপটেন নির্দেশ দেওয়ার আগেই রিয়্যাক্ট করল

হেলমসম্যান। সংঘর্ষ এড়াবার জন্য ডিজেল ইঞ্জিনকে 'ফুল রিভার্স'-এ চালাল সে। তার সিদ্ধান্তে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারলে হোয়াইট স্টার লাইনার টাইটানিককে হয়তো রক্ষা করা সম্ভব হত।

ব্রিজ আর ডেকে দাঁড়ানো সবাই যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। জাহাজ দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে। সাবমেরিনের খোলের দিকে তাক করা ছিল বো, এখন সেটা ওটার লেজে তাক করা। সংঘর্ষ বোধহয় এড়ানো সম্ভব হবে না।

বিড় বিড় করছে হেলমসম্যান, 'ঘোরো, লক্ষ্মী! ঘোরো, ঘোরো!'

সবাই হতবিহ্বল হলেও, একজনকে দেখা গেল ব্যতিক্রম। সঙ্গে ক্যামেরা রয়েছে, গ্লোরিয়া ফ্যাশন একের পর এক ছবি তুলছে সাবমেরিনটার। রেঞ্জ ফাইন্ডারের সাহায্যে সাবটার ডেকে কোন ক্রু দেখল না সে, কনিং টাওয়ারের উপরও কোন অফিসার দাঁড়িয়ে নেই। লেন্স বদলের জন্য থেমেছে ফ্যাশন, দেখল সাবমেরিনটা আইস প্যাকের ভিতর নিজের বো ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ডুব মারবে।

তবে এখনও পরস্পরের দিকে এগোচ্ছে জাহাজ আর সাবমেরিন। ক্যাপটেন কক নিশ্চিত ছিল, আইসব্রেকারের বো সাবমেরিনের প্রেশার হাল গুঁড়িয়ে দেবে। তবে সাবটা অকস্মাৎ দ্রুতগতি পাওয়ায় আর পোলার হোয়াইট তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরতে সমর্থ হওয়ায় অল্পের জন্য হয়তো দুর্ঘটনাটা এড়ানো যাবে।

ছুটে স্টারবোর্ড ব্রিজ উইং-এ বেরিয়ে এল ক্যাপটেন। নীচে তাকিয়ে দেখল সারফেস ভেঙে পানির গভীরে নেমে যাচ্ছে সাবটা, ঠিক পরমুহূর্তেই সেটার উপর চলে এল জাহাজের বো। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেরি হলে সংঘর্ষটা এড়ানো যেত না।

'মাই গড!' পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল হেলমসম্যান। 'বড় বাঁচা বেঁচে গেলাম!'

'সাবমেরিন?' চোখ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে বিড়বিড় করল ফ্যাশন। 'কোত্থেকে এল? কোন্ দেশী?'

'আমি কোন মার্কিং দেখিনি,' বলল হেলমসম্যান।

'অত্যন্ত পুরানো,' বলল ক্যাপটেন, আরও কী যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল। হেলমসম্যানকে নির্দেশ দিল, 'স্টারবোর্ড বো-র দিকে একটা আইস রিজ দেখছ? বিজ্ঞানীদের ওখানে নামাব আমরা। কেবিনে আছি আমি।'

নিজের কেবিনে ঢুকে বই-পত্রে ঠাসা বুক শেলফের সামনে দাঁড়াল ক্যাপটেন কক। সাগর অভিযান আর নৌ-যানের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ থাকায় নিয়মিত পড়াশোনা করে সে। পুরানো সাবমেরিনটাকে দেখে চিনতে পেরেছে, ধারণা আছে কোন্ বই খুললে বিশদ জানা যাবে।

শুধু তথ্য নয়, সাবমেরিনটার ছবিও পাওয়া গেল। নীচের ক্যাপশনে লেখা: ইউ-২০১৫। এই একটা ছবির কথাই জানা যায়। দুটো টোয়েন্টি-ওয়ান ইলেকট্রো বোট-এর একটা এটা, সার্ভিস দিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। দ্রুতগামী একটা ভেসেল, পানির তলায় অনির্দিষ্টকাল থাকতে পারে, ফুয়েল নিতে সারফেসে ওঠে দুনিয়ার প্রায় অর্ধেকটা ঘুরে আসার পর।

ক্যাপশনে আরও বলা হয়েছে, ট-২০১৫-কে শেষবার দেখা গেছে ডেনমার্কের উপকূলে, তারপর অ্যান্টার্কটিকার ওদিকে কোথাও গায়েব হয়ে যায়।

সব জানার পরও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ক্যাপটেন ককের। ছাপান্ন বছর পর নাৎসিদের একটা সাবমেরিন পোলার হোয়াইটকে ডুবিয়ে দিতে যাচ্ছিল? লোকে শুনলে তাকে পাগল বলবে না?

ঢাকায়, বিসিআই হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করে, প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে তার বর্ণনা দিল রানা। তারপর অবসিডিয়ান

খুলি, নিউ ডেসটিনি আর ফোর্থ এমপায়ার সম্পর্কে নিজের ধারণা কী তা-ও ব্যাখ্যা করল। সবশেষে জানতে চাইল, 'সার, এখন আপনি কী বলেন? কী করব আমি?'

অপরপ্রান্তে দীর্ঘ সাত সেকেন্ডের বিরতি। তারপর স্বভাবসুলভ গম্ভীর গলায় বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান বললেন, 'প্রতিপক্ষ খুবই শক্ত মনে হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর হলো অদৃশ্য একটা শক্তির অস্তিত্ব আমরা অস্পষ্টভাবে টের পাচ্ছি, সন্দেহ হচ্ছে এরা তারাই কিনা। ঠিক আছে, নুমা যদি ব্যাপারটা কী নেড়েচেড়ে দেখতে চায়, তুমি ওদের সঙ্গে থাকতে পার। তবে আমি বিসিআইকে জড়াতে চাই না।'

'কেন, সার?'

'আমার আশঙ্কা যদি সত্যি হয়,' রাহাত খান বললেন, 'ওদেরকে সামলাবার ক্ষমতা বিসিআই বা বাংলাদেশের নেই, দরকার নিদেনপক্ষে একটা সুপারপাওয়ার। আর সম্ভাব্য যে সুপারপাওয়ারের সঙ্গে তোমাকে কাজ করতে হবে বলে ধারণা করছি, বিসিআইকে আমি তার সঙ্গেও জড়াতে চাই না। গুড লাক, রানা।'

যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

নুমার চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন আর এফবিআই ডিরেক্টর এডউইন শার্প-এর সঙ্গে দীর্ঘ একটা টেলি-কনফারেন্স হলো রানার। ওঁদের দু'জনের অনুরোধে সশরীরে ওয়াশিংটনে উপস্থিত হয়ে প্যারাডাইস মাইনে যা-যা ঘটেছে প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে ইনভেস্টিগেটরদের ব্রিফ করবে ও। ওঁদেরকে জানিয়ে রাখল, ওর সঙ্গে মুরল্যান্ড আর ডক্টর শাহানাও যাচ্ছে।

রানার সঙ্গে দ্বিতীয় বার যোগাযোগ করে এফবিআই চিফ জানালেন, ফিলাডেলফিয়ার স্কুল বোর্ডিং থেকে ডক্টর শাহানার মেয়েকে ওয়াশিংটনের ঠিক বাইরে একটা সেফহাউসে নিয়ে আসা

হয়েছে। ডক্টর শাহানা এখানে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।

রানাকে আরও জানান হলো, ম্যাক আর আমান্ডা ওয়ালডেনকেও, বাচ্চাদের সহ, হাওয়াই-এর গোপন একটা অবস্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শাহানা আর মুরল্যান্ডকে নিয়ে প্লেনে চড়ল রানা। এসকর্ট করে ওদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল শেরিফ রেগান ও তার দুই ডেপুটি।

'আপনি শিওর তো, আমার মেয়ে সত্যিই নিরাপদে আছে?' রানার পাশের সিট থেকে ফিসফিস করল শাহানা, ওদের প্লেন এইমাত্র আকাশে উঠেছে।

তার একটা হাতে মৃদু চাপ দিল রানা। 'সম্পূর্ণ নিরাপদে আছে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আপনি তাকে হাসতে দেখবেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল শাহানা। 'বাকি জীবন ধাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছি, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

'সেরকম কিছু ঘটবে না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'উন্মাদগুলো গ্রেফতার হলেই তাদের অবাস্তব চতুর্থ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে, সবাই তখন আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারব।'

মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল শাহানা, চাকাগুলো রানওয়ে থেকে ওঠার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার দৃষ্টি লক্ষ করে রানা বলল, 'যে-কোন জায়গায়, যে-কোন পরিস্থিতিতে ঘুমাতে পারে মুরল্যান্ড–বেড়ালের মত।' শাহানার দিকে চেয়ে হাসল ও। 'আপনারও ঘুম দরকার।'

'এত উত্তেজিত হয়ে আছি যে ঘুম আসবে না,' শাহানা লক্ষ করল, ওর হাতটা এখনও ছাড়েনি রানা। 'আমি বরং লিপিগুলো নিয়ে খানিক মাথা ঘামাই।'

'পেছনের কেবিনে কমপিউটার ফ্যাসিলিটি আছে,' বলল

রানা। 'প্রয়োজনে সাহায্য নিতে পারেন।'

'আমার নোটগুলোকে ডিস্কে ভরার জন্যে কি ওখানে স্ক্যানার আছে?'

'থাকার তো কথা।'

শাহানার চোখ-মুখ থেকে ক্লান্তির সমস্ত ছাপ মুছে গেল। 'তা হলে তো বিরাট উপকার হবে। জানেন, পানিতে ডুবে আমার সমস্ত ফিল্ম নষ্ট হয়ে গেছে।'

ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট বের করল রানা, শাহানার কোলের উপর ফেলল সেটা। 'চেম্বারের কমপ্লিট ফটো সার্ভে।'

প্যাকেট খুলে ফিল্মের ছয়টা ক্যানিস্টার পেল শাহানা। 'কী আশ্চর্য! এ-সব আপনি কোত্থেকে পেলেন?'

'ফোর্থ এমপায়ার-এর সৌজন্যে,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'চেম্বারে ফটো তোলা শেষ করেছে ওরা, এই সময় আমি আর মুরল্যান্ড ঢুকে পড়ি ওখানে। নুমার ফটো ল্যাবে পৌঁছেই রোলগুলো ডেভলপ করাব আমি।'

'ধন্যবাদ।' উৎফুল্ল হয়ে উঠল শাহানা, রানার হাতটা একবার ছুঁয়ে দিয়ে সিট ছাড়ল সে, দ্রুত পায়ে কমপিউটার কেবিনের দিকে চলে গেল।

রানাও উঠল, গ্যালিতে এসে রিফ্রিজারেটার থেকে একটা সফট্ ড্রিঙ্কের ক্যান বের করল। নুমার কোনও জাহাজ বা প্লেনে অ্যালকোহলিক বেভারেজ রাখার নিয়ম নেই।

ফেরার পথে খালি একটা সিটের উপর স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো কাঠের বাক্সটার উপর চোখ পড়তে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। চেম্বার থেকে বের করে আনার পর কালো অবসিডিয়ান খুলিটাকে পারতপক্ষে চোখের আড়াল হতে দেয়নি। প্যাসেজের উল্টোদিকের একটা সিটে বসে স্যাটেলাইট টেলিফোনের অ্যান্টেনা টেনে লম্বা করল ও, তারপর মেমোরিতে

রাখা একটা সংখ্যা টিপল।

দশবার রিঙ হবার পর গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'বলছি।'

'বিউ মরটন।'

'রানা!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল বিউ মরটন, গলার আওয়াজ চিনতে পেরেছে। 'তুমি রিঙ করেছ জানলে আরও আগে ধরতাম।'

'আর নিজের চরিত্র ভেঙে বেরিয়ে আসতে? বিশ্বাস করি না।'

ছবিটা পরিষ্কার ভাসছে রানার চোখের সামনে–সিল্ক পা'জামায় মোড়া পুরো চারশো পাউন্ড ওজনের প্রকাণ্ড একটা শরীর নিয়ে পাহাড়ের মত উঁচু বই-পুস্তকের মাঝখানে ডুবে আছে মানুষটা। প্রাচীন নৌ-পথ আর নৌ-যান সম্পর্কে এত পড়াশোনা দুনিয়ার আর কারও আছে কিনা সন্দেহ। মানুষ আর সাগর সম্পর্কে সচল এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যায় তাকে।

'কোত্থেকে বলছ?' জানতে চাইল মরটন।

'রকি মাউন্টেনের পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপর থেকে।'

'তারমানে প্লেনে রয়েছ। কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার হলো, তোমার ঘাড়ে একটা রিসার্চ প্রজেক্ট চাপাতে চাইছি।'

'শোনা যাক বিষয়টা কী।'

রহস্যময় চেম্বার আর দেয়ালের সংকেতগুলোর কথা সংক্ষেপে বলল রানা। মন দিয়ে শুনল মরটন, মাঝেমধ্যে দু'একটা প্রশ্ন করল। সবশেষে জানতে চাইল, 'ঠিক কী ভাবছ তুমি?'

'প্রি-কলম্বিয়ান কনট্যাক্ট সম্পর্কে অনেক ফাইল আছে তোমার কাছে।'

'গোটা একটা কামরা ভর্তি ডাটা। কলম্বাসের বহু আগে যে-সব নাবিক উত্তর, মধ্য আর দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিল তাদের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়, থিওরি ইত্যাদি।'

'এমন কোন প্রাচীন নাবিকদের গল্প জানো যারা অন্যান্য মহাদেশের গভীরে ঢুকে আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বার তৈরি করেছিল? তৈরি করেছিল শুধুমাত্র...পরে যারা আসবে তাদেরকে একটা মেসেজ দেয়ার জন্যে? রেকর্ড করা ইতিহাসে এ-ধরনের কিছু পাওয়া যায়?'

'এই মুহূর্তে সেরকম কিছু মনে পড়ছে না। প্রাচীন ইউরোপ-আফ্রিকার নাবিক আর আমেরিকা মহাদেশের লোকজনের মধ্যে যে-সব ব্যবসা-বাণিজ্য হয়েছে তার বেশ কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। মনে করা হয় ব্রোঞ্জ বানাবার জন্যে কপার আর টিন মাইনিং শুরু হয় এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে।'

'কোথায়?'

'মিনেসোটা, মিশিগান, উইসকনসিন।'

'কথাটা কি সত্যি?'

'আমি অন্তত তাই বিশ্বাস করি,' বলল মরটন। 'প্রাচীনকালে মাইনিং করা হয় সীসার জন্যে কেনটাকিতে, সারপেন্টাইনের জন্যে পেনসিলভ্যানিয়ায় আর অভ্রের জন্যে নর্থ ক্যারোলিনায়। যিশুর জন্মের বহু শতাব্দী আগে পর্যন্ত কাজ হয়েছে ওই সব মাইনে। তারপর...গভীর রহস্য। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেই সব অজ্ঞাতপরিচয় মাইনাররা গায়েব হয়ে যায়, যে যেখানে ছিল সেখানেই ফেলে যায় যন্ত্রপাতি সহ অন্যান্য আর্টিফ্যাক্ট–সে-সবের মধ্যে ছিল পাথুরে ভাস্কর্য, বেদি আর ডলমেন। ডলমেন হলো বড় আকৃতির প্রাগৈতিহাসিক স্টোন স্ল্যাব, দুই বা ততোধিক খাড়া পাথরের অবলম্বন দিয়ে সাজানো।'

'ওগুলো রেড ইন্ডিয়ানরা তৈরি করতে পারে না?'

'পারে, তবে আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা পাথুরে ভাস্কর্য খুব কমই বানিয়েছে। পাথর দিয়ে মনুমেন্ট বানিয়েছে আরও কম। মাইনিং ইঞ্জিনিয়াররা প্রাচীন মাইন পরীক্ষা করে জানতে পেরেছেন ওগুলো থেকে সাতশো মিলিয়ন পাউন্ড তামা তুলে চালান দেয়া হয়েছে।

কেউ বিশ্বাস করে না কাজটা ইন্ডিয়ানদের, কারণ আর্কিওলজিস্টরা সব মিলিয়ে মাত্র কয়েক শো পাউন্ড তামা খুঁজে পেয়েছেন। প্রাচীন ইন্ডিয়ানরা খনিজ পদার্থ খুব কমই ব্যবহার করত।'

'প্রাচীন লিপি খোদাই করা দেয়াল সহ কোন চেম্বারের খোঁজ তা হলে জানা নেই তোমার?'

'না, জানা নেই,' ধীরে ধীরে জবাব দিল মরটন। 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাইনররা পটারি বা লিপির নমুনা খুব কমই রেখে গেছে। লোগোগ্রাফ আর পিকটোগ্রাফ যা পাওয়া যায়, পাঠযোগ্য নয়। সেগুলোকে আমরা ঈজিপশিয়ান, ফ্যানিশন, নর্সমেন বা আরও প্রাচীন কোন জাতির বলে আন্দাজ করতে পারি মাত্র।

'দক্ষিণ-পশ্চিমে কেলটিক মাইনের অস্তিত্ব রয়েছে, আর শতাব্দীর শুরুতেই আরিজোনায় দাবি করা হয় টাকসান-এ রোমান আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেছে। কাজেই কে বলতে পারে? আর্কিওলজিস্টরা বেশিরভাগই প্রি-কলম্বিয়ান কনট্যাক্ট-এর পক্ষে থাকতে চায় না। ডিফিউজানের বিরোধী তাঁরা।'

'ডিফিউজান–মানে, এক জাতির সঙ্গে আরেক জাতির যোগাযোগ ঘটলে যে সাংস্কৃতিক প্রভাব ছড়ায়।'

'হ্যাঁ।'

'কেন এই বিরোধিতা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বিশেষ করে যেখানে ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়ে গেছে?'

'আর্কিওলজিস্টরা শক্ত ধাতুতে গড়া মানুষ,' জবাব দিল মরটন। 'তাঁদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে। যেহেতু প্রাচীন আমেরিকান কালচার খেলনায় ছাড়া চাকার ব্যবহার জানত না, তাই তারা ডিফিউজানে বিশ্বাসী নয়।'

'চাকার ওই ব্যাপারটার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। কর্টেজ আর স্পানিয়ার্ডরা না আসা পর্যন্ত আমেরিকায় ঘোড়া বা ষাঁড় ছিল না। এমন কী আমার মত একজন লেম্যানও জানে যে

তিন চাকা লাগান ঠেলাগাড়ির ধারণা চিন থেকে ইউরোপ পৌঁছাতে ছয় শো বছর লেগে যায়।'

'কী আর বলতে পারি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মরটন।

'তবে তোমার লাইব্রেরিতে আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বার খুঁজবে তুমি, দেয়ালে দুর্বোধ্য সংকেত খোদাই করা, হয়তো চার হাজার বছরের বা আরও বেশি দিনের পুরানো?'

'চেষ্টার ত্রুটি করব না, রানা।'

'ধন্যবাদ।'

'তোমার এই রহস্যময় চেম্বার সম্পর্কে আর কিছু আমাকে বলার নেই তো?' জানতে চাইল মরটন।

'ওখানে একটা আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেছে।'

'তুমি আমার কাছে চেপে যাচ্ছ। কী ধরনের আর্টিফ্যাক্ট?'

'একটা লাইফ-সাইজ হিউম্যান স্কাল। নিখাদ অবসিডিয়ান থেকে চেঁছে তৈরি করা হয়েছে।'

তথ্যটা হজম করার জন্য কিছুটা সময় নিল মরটন। অবশেষে বলল সে, 'ওটার তাৎপর্য সম্পর্কে কোন ধারণা আছে তোমার?'

'না, স্পষ্ট কোন ধারণাই নেই,' জানাল রানা। 'শুধু এটুকু বলতে পারি যে আধুনিক টুলস আর কাটিং ইকুইপমেন্ট না থাকায় এত বড় একটা অবসিডিয়ানকে কেটে নির্দিষ্ট একটা আকৃতি দিতে, তারপর পালিশ করতে অন্তত দশ প্রজন্ম সময় লেগেছে।'

'একদম ঠিক। অবসিডিয়ান হলো ভলক্যানিক গ্লাস, তৈরি হয় তরল লাভা দ্রুত ঠাণ্ডা হবার সময়। বহু হাজার বছর ধরে মানুষ এই কাঁচ দিয়ে তীরের মাথা, ছুরি, বল্লমের ডগা ইত্যাদি তৈরি করছে। অবসিডিয়ান অসম্ভব ভঙ্গুর। দেড়শো বছর ধরে নিষ্ঠা আর ধৈর্য নিয়ে এ-ধরনের একটা শিল্পকর্ম তৈরি করা সাধারণ কোন ব্যাপার নয়, বিশেষ করে কোথাও ফাটল না ধরিয়ে।'

সিটে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা কাঠের বাক্সটার দিকে তাকাল রানা। 'দুঃখিত, জিনিসটা তোমাকে দেখাতে পারছি না।'

'তার কোন প্রয়োজন নেই। এরইমধ্যে জানি আমি কেমন দেখতে ওটা।'

সন্দেহ জাগল রানার মনে। নিজের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সময় ভিক্টিমকে নিয়ে খেলার একটা প্রবণতা আছে মরটনের। তার ফাঁদে পা না দিয়ে কোন উপায় নেই রানার। 'জিনিসটার সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে নিজের চোখ দিয়ে ওটাকে দেখতে হবে তোমাকে।'

'আমি কি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, রানা,' জিজ্ঞেস করল বিউ মরটন, কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম নিরীহ ভাব, 'আমি জানি ওরকম খুলি আরেকটা কোথায় আছে?'

অ্যান্ড্রু এয়ার ফোর্স বেসে ল্যান্ড করল ওদের প্লেন। নুমার এয়ারক্রাফট অ্যান্ড ট্র্যান্সপোর্টেশন বিল্ডিংটা বেস-এর উত্তর-পুব প্রান্তে। ওটার সামনে এফবিআই-এর দু'জন সিকিউরিটি গার্ড নুমার একটা ভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করছে, শাহানাকে সেফ হাউসে পৌঁছে দেবে তারা। তারপর চলে যাবে মুরল্যান্ডের বাড়ি ভার্জিনিয়ায়।

'আপনি আমাদের সঙ্গে আসছেন না?' ভ্যানে চড়ার আগে রানাকে জিজ্ঞেস করল শাহানা। একটু কি বিষণ্ন আর অসহায় দেখাল তাকে?

'না, এক বন্ধু আমাকে তুলে নিতে আসছে।' মৃদু হেসে শাহানার হাতটা একবার ধরল রানা।

'আবার কখন দেখা হচ্ছে আমাদের?'

'শিগ্‌গির,' বলল রানা। 'নিশ্চিত থাকুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।' মৃদু চাপ দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিল ও। ভ্যানে উঠে পড়ল শাহানা, বেস-এর মেইন গেট দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো রানাকে। তারপর দেখা গেল সবুজ আর রুপালি রঙের একটা রোলস রয়েস সিলভার ডন

এসে থামল প্লেনের পাশে। ড্রাইভারের দরজা খুলে নীচে নামল বেঞ্জামিন মাইলস, বিউ মরটনের শোফার।

সামনে এসে ভক্তির সঙ্গে মাথা নত করল সে, 'আ প্লেজার, সার, আবার দেখা পেলাম আপনার।'

'সব ভাল তো, বেঞ্জ?' বলে বেঞ্জামিনের খুলে ধরা ব্যাক ডোর দিয়ে রোলস রয়েসের ভিতর ঢুকে প্রকাণ্ডদেহী বিউ মরটনের পাশে বসল রানা।

গাড়ি ছেড়ে দিল বেঞ্জামিন।

নিজেদের সামনে একটা ট্রে টেনে এনে তাতে একটা পিকনিক বাস্কেট রাখল মরটন। 'ব্রেকফাস্টটা সেরে নাও—তোমার যা যা পছন্দ সবই পাবে বাস্কেটে।'

'আমার শুধু কফি চলবে, খানিকটা ব্র্যান্ডি মেশাতে পারো। ব্রেকফস্ট আমরা প্লেনেই সেরেছি।'

বেস থেকে বেরিয়ে এসে পটোম্যাক নদী পেরুল ওদের গাড়ি, স্প্রিঙফিল্ডে পৌঁছে দক্ষিণে বাঁক নিল।

'তোমার দ্বিতীয় অবসিডিয়ান খুলিটা ঠিক কোথায় বলো তো?' কফির কাপে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'ওটার মালিক বারবারা ফ্লেচার-ট্যাফোর্ড নামে অতি সজ্জন এক বৃদ্ধা। তাঁর গ্রেট গ্র্যান্ডমাদার পান ওটা, অ্যান্টার্কটিকার কঠিন বরফে তাঁর স্বামীর হোয়েলিং শিপ আটকা পড়ার সময়।

'রীতিমত রোমাঞ্চকর একটা কাহিনি। আইস প্যাকে একদিন হারিয়ে যান লিলিয়ানা ফ্লেচার। তাঁর স্বামী মরিস ফ্লেচার, হোয়েলিং শিপ সি হর্স-এর ক্যাপটেন, উদ্ধার করেন তাঁকে—ঠিক ওই সময় তাঁরা একটা পরিত্যক্ত ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়াম্যান সেইলিং শিপ আবিষ্কার করেন।

'জাহাজটায় চড়ে তল্লাশী চালান তাঁরা। ক্রু আর প্যাসেঞ্জারদের লাশ পান। স্টোররুমে পাওয়া যায় আশ্চর্য সব জিনিস সহ কালো একটা অবসিডিয়ান খুলি। খুলিটা ছাড়া বাকি

সব ফেলে আসতে বাধ্য হন তাঁরা, কারণ আইস প্যাক ভাঙতে শুরু করায় তাড়াতাড়ি জাহাজে ফেরাটা অত্যন্ত জরুরি ছিল।'

গাড়ির বাইরে তাকিয়ে ভার্জিনিয়ার খেত-খামার দেখছে রানা। 'দুটো খুলি যদি হুবহু একই রকম দেখতে হয়, মার্কিং ছাড়া জানার কোন উপায় নেই কারা ওগুলো কী উদ্দেশ্যে তৈরি করেছিল।'

'আমি কিন্তু ফ্লেচার-ট্যাফোর্ডের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করেছি খুলি দুটো মিলিয়ে দেখার জন্যে নয়,' বলল মরটন।

'তা হলে কী জন্যে?'

'ফ্লেচার ফ্যামিলির কাছে মরিস ফ্লেচারের তিমি শিকারের সময়কার কিছু চিঠি আর কাগজ-পত্র আছে, দশ বছর ধরে সেগুলো আমি কেনার ব্যর্থ চেষ্টা করছি। কাগজগুলোর মধ্যে ইন্ডিয়াম্যানের লগবুকও আছে। আশা করছি মিসেস ফ্লেচার-ট্যাফোর্ড তোমার খুলিটা দেখার পর তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাবেন, কাগজগুলো এবার বেচতে রাজি হবেন।'

নিজের চিন্তায় ডুবে গেল রানা। সারা দুনিয়ায় এরকম আর ক'টা খুলি লুকিয়ে আছে কে জানে!

বারবারা ফ্লেচার-ট্যাফোর্ডের সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। তবে শরীরটা এখনও খটখটে, মধু মাখানো অমায়িক হাসিটা সারাক্ষণ লেগে আছে মুখে। মরটনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন, পরিচয় করিয়ে দিতে তার বন্ধুর উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন। পথ দেখিয়ে ওদেরকে লাইব্রেরিতে এনে বসালেন। তারপর দু'জনের হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে মরটনকে বললেন, 'তো, বিউ, ফোনে কথাটা একবার বলেছি, তবু আরেকবার মনে করিয়ে দিতে চাই—এখনও আমি আমার ফ্যামিলি ট্রেজার বিক্রি করতে রাজি নই।'

'স্বীকার করছি আশাটা আমি ত্যাগ করিনি,' বলল মরটন,

'তবে বন্ধু রানাকে নিয়ে এসেছি অন্য কারণে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'তোমার বাক্সে কি আছে মিসেস ফ্লেচার-ট্যাফোর্ডকে দেখাবে নাকি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' কাঠের বাক্সটার ঢাকনি খুলছে রানা, প্যান্ডোরা মাইন থেকে পাওয়া কালো অবসিডিয়ান খুলিটা আছে ওটার ভিতর।

'বারবারা,' মরটনকে বললেন ফ্লেচার। 'আমার কুমারী আর বৈবাহিক মিলে একগাদা নাম।'

রানা কিছু বলছে না, ওর দৃষ্টি আটকে আছে ছয় ফুট উঁচু একটা শো-কেসের মাথায়–একই রকম আরেকটা অবসিডিয়ান খুলি রয়েছে সেখানে।

ধীরে ধীরে, যেন একটা ঘোরের ভিতর, কাঠের বাক্সটা খুলে ফেলল রানা। নিজেদের খুলিটা বের করে হেঁটে এল ও, শো-কেসের মাথার উপর রাখল ওটা, প্রথমটার পাশে।

'ওহ্ মাই!' হাঁপিয়ে উঠলেন বারবারা। 'স্বপ্নেও ভাবিনি যে আরেকটা আছে।'

'আমিও ভাবিনি,' বলল রানা। 'সব দিক থেকে হুবহু একই রকম মনে হচ্ছে, যেন একই ছাঁচ থেকে বেরিয়েছে।'

'বলুন, বারবারা,' অনুরোধ করল মরটন, চুমুক দিল চায়ের কাপে। 'খুলিটা সম্পর্কে আপনার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার কী ধরনের ভূতের গল্প রেখে গেছেন?'

বারবারা এমনভাবে তাকালেন, মরটন যেন বোকার মত একটা প্রশ্ন করেছে। 'আমার মত তুমিও জানো বরফে জমাট বেঁধে যাওয়া দ্য বোম্বে নামে একটা জাহাজে পাওয়া যায় ওটা। ভারতের বোম্বে পোর্ট থেকে লিভারপুলে আসছিল দ্য বোম্বে। সাঁইত্রিশজন আরোহী আর চল্লিশজন ক্রু ছিল। কার্গোয় ছিল চা, মশলা, চিনামাটির পাত্র আর সিল্ক। আমার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার একটা স্টোররুমে খুলিটা পান, সেখানে প্রাচীন আরও অনেক

আর্টিফ্যাক্ট ছিল।'

'কোনও সূত্র পাওয়া গিয়েছিল কি, এ-সব বোম্বেতে কীভাবে এল?'

'আমি এটুকু জানি, খুলি বা আর্টিফ্যাক্টগুলো বোম্বে বন্দর থেকে জাহাজটায় তোলা হয়নি। ওগুলো প্যাসেঞ্জার আর ক্রুরা একটা নির্জন দ্বীপে আবিষ্কার করে–যাত্রাপথে ওই দ্বীপে পানি পাবার আশায় নোঙর ফেলেছিল তারা। বিশদ বিবরণ লগবুকে ছিল।'

'ছিল?' ব্যাখ্যা চাইল রানা।

'ক্যাপটেন ফ্লেচার ওটা নিজের কাছে রাখেননি। মারা যাবার আগে বোম্বের ক্যাপটেন লিখে রেখে গিয়েছিলেন, লগবুকটা যেন জাহাজের মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে আমার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার কুরিয়ারের মাধ্যমে লিভারপুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেটা।'

রানার মনে হলো একটা কানাগলির শেষ মাথায় এসে পাঁচিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। 'বোম্বের মালিক কি আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করার জন্যে অ্যান্টার্কটিকায় কাউকে পাঠিয়েছিল?'

'ইতিমধ্যে জাহাজ কোম্পানির মালিকানা বদল হয়ে গিয়েছিল। লগটা পেয়ে নতুন মালিক দ্য বোম্বে আর আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করার জন্যে দুটো জাহাজ পাঠিয়েছিল। কিন্তু জাহাজ বা ক্রুরা কেউ ফিরে আসেনি।'

'তার মানে সমস্ত রেকর্ড হারিয়ে গেছে,' হতাশ হয়ে বলল রানা।

বারবারার চোখ দুটো একটু বড় হলো। 'তা তো আমি বলিনি।'

'তা হলে...'

'আমার গ্রেট-গ্র্যান্ডমাদার অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন বৃদ্ধা। 'স্বামী লগবুকটা লন্ডনে পাঠাবার

আগে নিজের হাতে ওটা কপি করেন তিনি।'

কালো মেঘের আড়াল থেকে যেন সূর্যকে উঁকি দিতে দেখল রানা। 'ওটায় কি একবার চোখ বুলাতে পারি, প্লিজ?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না বারবারা। ধীর পায়ে হেঁটে এসে দেয়ালে আটকানো একটা ফটোর সামনে দাঁড়ালেন তিনি। ফটোয় এক লোককে শিরদাঁড়া খাড়া করে একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে, মুখটা প্রায় ঢাকা পড়ে আছে ঘন দাড়িতে। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মহিলা, লোকটার কাঁধে একটা হাত রেখে। দু'জনের পরনেই ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিচ্ছদ।

'ক্যাপটেন মরিস ফ্লেচার আর লিলিয়ানা ফ্লেচার,' বিড়বিড় করলেন বারবারা। 'বিউ মরটন, মনে হচ্ছে এতদিনে সময় হয়েছে। শুধু আবেগের বশে বহু বছর হলো ওঁদের চিঠি আর কাগজ-পত্র আটকে রেখেছি আমি। এখন মনে হচ্ছে সবাই পড়ুক, সবাই জানুক। কালেকশনটা তুমিই পাচ্ছ, তোমার বলা দামেই।'

প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে চেয়ার থেকে যেন মরটন নয়, একজন অ্যাথলেট উঠে এসে আলিঙ্গন করল বৃদ্ধাকে। 'থ্যাঙ্ক ইউ, ডিয়ার লেডি। কথা দিচ্ছি সবই সযত্নে রক্ষা করা হবে, ভবিষ্যতে হিস্টোরিয়ানরা যাতে স্টাডি করার সুযোগ পান।'

বারবারা এগিয়ে এসে শো-কেসের সামনে, রানার পাশে দাঁড়ালেন। 'আর তোমাকে, মিস্টার রানা, আমার অবসিডিয়ান খুলিটা গিফট করছি আমি। তা, এখন যখন হুবহু একই রকম দুটো পেলে, ওগুলোকে নিয়ে কী করতে চাও তুমি?'

'মিউজিয়ামে পাঠাব।' বলল রানা। 'তবে তার আগে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হবে–দেখা যাক কবে তৈরি জানা যায় কিনা, কিংবা প্রাচীন কোন সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক আছে কিনা।'

'আমি তোমাদের সাফল্য কামনা করি।'

ওয়াশিংটনে ফেরার পথে ইন্ডিয়াম্যান দ্য বোম্বের লগবুক থেকে

কপি করা এন্ট্রিগুলো পড়ছে রানা।

একসময় জানতে চাইল মরটন, 'ইন্টারেস্টিং কিছু পাচ্ছ?'

চামড়ায় মোড়া নোটবুক থেকে চোখ তুলল রানা। 'পাচ্ছি না মানে! দ্য বোম্বের ক্রুরা খুলিটা যেখানে পেয়েছিল সেই জায়গার লোকেশান সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়াও আরও অনেক...অনেক কিছু জানা যাচ্ছে।'

পুরানো একটা বাগানবাড়ির সামনে এসে থামল রোলস রয়েস। এটাই রানার ঠিকানা, ওয়াশিংটনের কাছাকাছি নির্জন একটা এলাকা। বাগানের গেটের কাছে দোতলা বাড়িটার চেহারা দেখে মনে হবে বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত। মরচে ধরা করোগেটেড পাঁচিলকে রাজ্যের আগাছা ঘিরে রেখেছে। জানালাগুলোয় কাঠের ভারী তক্তা বসিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

দরজা খুলে বেঞ্জামিন নীচে নামতেই সশস্ত্র দু'জন লোক যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হলো। পরনে ক্যামোফ্লাজ ফেটিগ, হাতে অটোমেটিক রাইফেল। একজন গাড়ির জানালায় কাঁধ ঠেকিয়ে হেলান দিল; আরেকজন বেঞ্জামিনের সামনে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

'দু'জনের একজন মাসুদ রানা হলে ভাল,' প্রথম লোকটা বলল, ঝুঁকে ব্যাকসিটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'আমি রানা।'

ওর মুখটা খুঁটিয়ে দেল গার্ড। 'আইডি, সার।' অনুরোধ নয়, নির্দেশ।

নুমার পরিচয়-পত্রটার ভাঁজ খুলে দেখাল রানা। উত্তরে হাতের অস্ত্র উঁচু করে হাসল গার্ড। 'অসুবিধের জন্যে দুঃখিত, সার, তবে আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, আপনাকে আর আপনার সম্পত্তিকে রক্ষা করতে হবে।'

রানা আন্দাজ করল স্বল্প পরিচিত ফেডারেল প্রোটেকটিভ

সিকিউরিটি এজেন্সির লোক এরা। হুমকির মধ্যে আছে, এমন নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য বিশেষ ধরনের ট্রেনিং নেওয়া আছে এই এজেন্সির লোকদের। 'ধন্যবাদ তোমাদেরকে,' বলল রানা।

'বাকি দু'জন, সার?'

'ফ্রেন্ড।'

রানার হাতে ছোট একটা রিমোট অ্যালার্ম ধরিয়ে দিল গার্ড। 'প্লিজ, য়তক্ষণ বাড়িতে থাকবেন, এটা সঙ্গে রাখতে ভুলবেন না। বিপদের সামান্য আভাস পেলেও ট্র্যান্সমিট বাটনে চাপ দেবেন। বিশ সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা।'

গার্ডরা চলে যেতে ট্রাঙ্ক খুলল বেঞ্জামিন, ঝুঁকে ব্যাগটা বের করে নিল রানা। বাগানবাড়ির চারদিকের জমিন আর খালি মাঠের উপর চোখ বুলাল ও। গার্ডদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না, যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে তারা।

'বেঞ্জামিনকে নিয়ে নুমা হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছি আমি, তোমার অবসিডিয়ান খুলি দুটো কাকে দেব বলে দাও।'

মরটনের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'খুব সাবধানে সাততলায় নিয়ে যাবে, কেমন? চার্জে আছে ববি রুপার্ট নামে একজন সায়েনটিস্ট, তার হাতে দেবে।'

নিঃশব্দে হাসল মরটন। 'খেয়াল রাখব হাত থেকে যাতে পড়ে না যায়।'

'গুড বাই, মরটন। ধন্যবাদ।'

ওখানে দাঁড়িয়ে রোলস রয়েসকে দূরে মিলিয়ে যেতে দেখল রানা। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা পুরানো একটা লাইটপোস্টের দিকে তাকাল, মাথায় খুদে একটা সিকিউরিটি ক্যামেরা রয়েছে। গার্ড দু'জনের রেকর্ড করা গতিবিধি দেখলে ওর কৌতূহল মিটবে, জানা যাবে কোথায় লুকিয়েছে তারা।

ছোট একটা রিমোট বের করে বাগানবাড়ির সবগুলো অ্যালার্ম

সিস্টেম অচল করে দিল রানা, তারপর যেন পঞ্চাশ বছর ধরে বন্ধ পড়ে আছে এমন একটা দরজা খুলে পা ফেলল ভিতরে, ব্যাগটা কাঁধে ঝুলছে। ভিতরে এতটুকু ধুলো নেই, তবে অন্ধকার। দরজা লাগিয়ে দিয়ে আলোর সুইচ টিপল ও, সঙ্গে সঙ্গে আলোর বন্যা বয়ে গেল বিরাট হলওয়ের ভিতর।

হলওয়ের মেঝেটা চকচকে সাদা এপোক্সি দিয়ে পেইন্ট করা। এখানে এক সময় গোটা কয়েক অ্যান্টিক কার রাখা হত। সে-সব রানা বিক্রি করে দিলেও, ওগুলোকে পাহারা দিত হাইডা ইন্ডিয়ানদের যে লম্বা বহুবর্ণ টোটেম পোল, সেটা এখনও মেঝের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

চারদিকে চোখ বুলাল রানা। সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে উপরের ফ্লোরে, নিজের অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এল।

আধঘণ্টা পর। শাওয়ার সেরে বাথরুম থেকে বেরুল রানা, লিভিং রুমের সোফায় বসে পানীয় ভর্তি গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে, এই সময় মিষ্টি টুংটাং বেল বেজে উঠে জানিয়ে দিল সদর দরজায় কেউ এসেছে।

দুটো বুক-শেলফের মাঝখানে চারটে টিভি মনিটর রয়েছে, সেগুলোর একটায় নুমার ডেপুটি ডিরেক্টার জর্জ রেডক্লিফকে দেখতে পেল রানা। রিমোটের একটা বোতাম টিপে বলল ও, 'চলে আসুন, মিস্টার রেডক্লিফ। আমি ওপরে।'

সিঁড়ি বেয়ে অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এলেন রেডক্লিফ। খাড়া রোমান নাক নিয়ে ছোটখাট একজন মানুষ, চোখে হর্ন-রিমড্ চশমা পরেন, মিষ্টভাষী নিপাট ভদ্রলোক। এই মুহূর্তে তাঁকে কেমন আচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। 'ক্যামোফ্লেজ গিয়ার পরা দু'জন লোক, হাতে অটোমেটিক রাইফেল, বলে কিনা নিজেকে আপনার বন্ধু বলে প্রমাণ করতে না পারলে কপালে খারাবি আছে!'

'আইডিয়াটা অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের।'

'আমি জানি একটা সিকিউরিটি এজেন্সি ভাড়া করেছেন তিনি, কিন্তু জানতাম না স্রেফ বাতাস থেকে বেরিয়ে আসার জাদু জানে তারা।'

'সত্যিই, আমারও পিলে চমকে দিয়েছিল প্রায়,' বলল রানা।

'গোটা ব্যাপারটাকে হাস্যকর বললেও কম বলা হয়,' বললেন রেডক্লিফ। 'এত বড় প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর যিনি, যাদের সার্ভিস এ-দেশের প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত মাঝে-মধ্যে নিতে হয়, তাকে প্রোটেকশন দেয়ার জন্য...'

'বিশেষ একটা কারণে,' তাঁকে বাধা দিয়ে বলল রানা, 'রানা এজেন্সিকে ব্যাপারটার সঙ্গে জড়াচ্ছি না আমরা।' সুপার পাওয়ার আমেরিকার প্রতি বা তাদের সম্রাটের প্রতি বিদ্বেষ আছে, এটা তো আর রেডক্লিফকে বলা যায় না।

'টেলুরাইডের ঘটনা সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়েছে আমাকে,' বললেন রেডক্লিফ, একটা চেয়ারে ডুবে গেলেন। 'অনেকের ধারণা, আপনার জীবনের নাকি আর এক পয়সাও দাম নেই।'

কিচেন থেকে রেডক্লিফের জন্য বরফ দেওয়া চা নিয়ে এল রানা। 'কবেই বা ছিল? আর ফোর্থ এমপায়ারের এই জোকাররা তো উঠে পড়ে লেগেছে আমাকে কবরে শোয়াবার জন্যে। অন্তত চেষ্টার কোনও ত্রুটি করবে না তারা।'

'একটু খোঁজ-খবর করেছি আমি,' থেমে বরফ দেওয়া চায়ের কাপ এক চুমুকে অর্ধেকটাই খালি করে ফেললেন রেডক্লিফ। 'সিআইএ-র কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা হলো...'

'ডোমেস্টিক ক্রাইমে সিআইএ আগ্রহী হতে যাবে কেন?'

'প্যান্ডোরা মাইনে আপনারা যে-সব ফ্যানাটিক খুনির সামনে পড়েছিলেন, সিআইএ কর্মকর্তাদের ধারণা তারা আন্তর্জাতিক ক্রাইম সিন্ডিকেটের লোকও হতে পারে।'

'টেরোরিস্ট?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়লেন রেডক্লিফ। 'ধর্মীয় ফ্যানাটিক নয়। তারপরও

তাদের এজেন্ডা একটা অতি গোপন ব্যাপার। দুনিয়ার কোনও ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিই এখন পর্যন্ত অর্গানাইজেশনটার ভেতরে ঢুকতে পারেনি। এজেন্সিগুলো শুধু জানে যে ওটার অস্তিত্ব আছে। কোত্থেকে পরিচালনা করা হয়, কে নিয়ন্ত্রণ করে–কারও কাছে কোন সূত্র নেই। তাদের খুনিরা উদয় হয়–টেলুরাইডে যেমন হয়েছে–লোকজনকে খুন করে, তারপর গায়েব হয়ে যায়।'

'খুন ছাড়া আর কী ক্রাইম করে তারা?'

'সেটাও একটা রহস্য।'

চোখ সরু করল রানা। 'মোটিভ নেই, এমন একটা ক্রাইম সিন্ডিকেটের কথা কে কবে শুনেছে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন রেডক্লিফ। 'জানি উদ্ভট শোনাচ্ছে, তবে এখনও তাদের মোটিভ সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে পারেনি।'

'টেলুরাইডে ইন্টারোগেট করার মত দু'জনকে পাওয়া গেছে।'

রেডক্লিফের ভুরু উঁচু হলো। 'আপনি জানেন না?'

'কী জানব?'

'রেগান নামে একজন শেরিফ টেলুরাইড থেকে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে ফোন করেছিলেন–এই তো ঘণ্টাখানেক আগে। বন্দিরা মারা গেছে।'

'ড্যাম!' হাতের তালুতে ঘুসি মারল রানা। 'শেরিফকে আমি বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলাম সায়ানাইড পিলের খোঁজে সার্চ করতে হবে ওদেরকে।'

'বিষের মত সাধারণ কিছু নয়।' মাথা নাড়লেন রেডক্লিফ। 'শেরিফ রেগান জানিয়েছেন, তাদের সেলের ভেতর একটা বোমা পাচার করা হয়। ওই বোমার বিস্ফোরণেই মারা গেছে বন্দিরা, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একজন ডেপুটি সহ।'

তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা, 'মানুষ খুন এদের কাছে দেখা যাচ্ছে কোন ব্যাপারই নয়।'

'না, নয়।'

'নুমার পরবর্তী পদক্ষেপটা কী হবে?' জানতে চাইল রানা।

'একটা ব্যাপার তো অবভিয়াস,' বললেন রেডক্লিফ। 'এই গ্রুপটার সঙ্গে আর কারও চেয়ে আপনারই সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ ঘটেছে–শুধু তাই নয়, তারপরও বেঁচে আছেন আপনি। হাই লেভেল অফিসাররা আপনার সঙ্গে কাল সকাল আটটায় কথা বলতে চান। নিন, এই কাগজটায় ঠিকানা আছে। খোলা একটা গ্যারেজ দেখে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়বেন, তারপর অপেক্ষা করবেন।'

'কে কে আসছে?'

'তা জানি না। তবে এটুকু জানি, জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর কোনও আপত্তি নেই, মাসুদ রানা যদি ইচ্ছে করেন, যোগ দিতে পারেন মিটিঙে।' হাতের কাপে শেষ একটা চুমুক দিয়ে চেয়ার ছাড়লেন রেডক্লিফ, ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন ব্যালকনিতে, ঝুঁকে বিরাট হলওয়ের সাদা মেঝের দিকে তাকালেন। 'ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং।'

'কোন্ ব্যাপারটা?'

'খুনিদের আপনি ফোর্থ এমপায়ারের লোক বললেন।'

'ওটা তাদেরই বলা কথা, আমার নয়।'

'নাৎসিরা তাদের অশুভ স্বপ্নরাজ্যকে থার্ড রাইখ বলত।'

'নাৎসিরা প্রায় সবাই মারা গেছে, ভাগ্যকে ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'তাদের সঙ্গে থার্ড রাইখও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

মাথা নাড়লেন রেডক্লিফ। 'থার্ড রাইখের ইংরেজি হলো থার্ড এমপায়ার...'

টান টান হলো রানা। 'আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না ওরা নিও নাৎসির একটা গ্রুপ?'

রেডক্লিফ কিছু বলার আগেই 'হুউশ' করে অত্যন্ত জোরাল, তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা গেল, যেন একটা জেট ফাইটার তার

আফটারবার্নার ব্যবহার করছে; পরমুহূর্তে কান ফাটানো কর্কশ ধাতব শব্দ হলো, সেই সঙ্গে কমলা রঙের একটা শিখা হলওয়ের ভিতর দিয়ে ছুটে এসে শেষ মাথার পাঁচিল ভেদ করে বেরিয়ে গেল। দু'সেকেন্ড পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বাড়িটা, তীব্র ঝাঁকি দিয়ে গেল রট-আয়রন ব্যালকনিটাকে। ধাতব ছাদ থেকে ধুলো উড়ছে। বিস্ফোরণের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর ভৌতিক একটা নীরবতা নেমে এল।

পরমুহূর্তে শোনা গেল রাইফেলের একটানা গুলির শব্দ। একটু পর আরেকটা অটোমেটিক রাইফেল গর্জে উঠল। রানা ও রেডক্লিফ দু'জনেই ওরা ব্যালকনির রেইলিং আঁকড়ে ধরে পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে আছে।

প্রথমে মুখ খুলল রানা। 'বাস্টার্ড!'

'কী ঘটল বলুন তো, মিস্টার রানা?' রেডক্লিফ হতভম্ব।

'মরুক শালারা! আমাদের লক্ষ্য করে মিসাইল ছুঁড়েছে। এখনও আমরা বেঁচে আছি কেন জানেন? জোরাল কোনও বাধা পায়নি বলে ওটা ফাটেনি। একদিকের পাতলা করোগেটেড দেয়াল ভেদ করে ভেতরে ঢোকে ওঅরহেডটা, ডিটোনেটর সহই আরেক দিকের দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, তারপর ধাক্কা খেয়েছে কোনও স্ট্রাকচারাল বিমের সঙ্গে।'

নীচের দরজা দড়াম করে খুলে গেল। ছুটে বাড়ির ভিতর ঢুকল গার্ড দু'জন। প্যাঁচানো সিঁড়ির গোড়ায় থামল তারা। 'আপনারা জখম হয়েছেন কেউ, সার?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'না,' বলল রানা। 'কোত্থেকে এল ওটা?'

'হেলিকপ্টার থেকে, লোকটার হাতে একটা লঞ্চার ছিল,' জবাব দিল গার্ড। 'ওটাকে এত কাছে আসতে দেয়ার জন্যে দুঃখিত, সার। আসলে মার্কিং দেখিয়ে বোকা বানানো হয়েছে আমাদেরকে। কপ্টারের গায়ে স্থানীয় একটা টিভি কোম্পানির নাম লেখা ছিল। তবে গুলি করে ওটাকে ফেলে দিয়েছি আমরা।

নদীতে পড়েছে।'

'তারপর?' জানতে চাইল রানা।

'আমাদের লোক গেছে ওদের ধরে আনতে।'

'তা পারবে না,' বলল রানা। 'বড়জোর দু'-তিনটে লাশ পাবে।' এবার গরম কফির জন্য পারকোলেটর প্লাগ-ইন করল রানা। বসবার ইঙ্গিত করল রেডক্লিফকে।

দৌড়ে বেরিয়ে গেল গার্ড দুজন। ফিরে এল পনেরো মিনিট পরেই। হাঁপাচ্ছে।

'দুটো লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, সার। কপ্টারের পাইলট আর গানারের।'

'হুম, ভেরি গুড।'

গার্ডরা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর নুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফকে রানা বলল, 'ফোর্থরাইখ, ফোর্থ এমপায়ার, পরিচয় যা-ই হোক, অত্যন্ত গুরুতর একটা ভুল করে বসেছে তারা।'

'ওহ্?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ, কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছেন নিজের কাঁপা-কাঁপা হাত দুটোর দিকে, ওগুলো যেন অন্য কারও। 'কী সেই ভুল?'

বাগানবাড়ির পাঁচিলে তৈরি হাঁ করা গর্ত দুটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। ওর কালো দুই চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি অশুভ কীসের যেন একটা আভাস দিচ্ছে। ওর চোখের এই ভাবটা আগেও অন্তত তিন কী চারবার লক্ষ করেছেন রেডক্লিফ; নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলেন তিনি।

'এখন পর্যন্ত মন্দ লোকগুলোই শুধু মজা করে গেল,' বলল রানা, ঠোঁটের চারপাশ মোচড় খেয়ে ক্রূর একটা নিঃশব্দ হাসি ফুটল। 'এবার আমাদের পালা।'

# নয়

'চারদিকে এত গাছপালা, আশপাশে কোনও দালান নেই, রাস্তায় নেই কোন গাড়ি বা পথিক–এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মুরল্যান্ড। 'ঠিকানাটা লেখার সময় কিছু ভুল করোনি তো?'

সকাল ঠিক ন'টায় নিজের চেরোকি জিপে রানাকে ওর ভাড়া করা বাগানবাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়েছে মুরল্যান্ড। পাঁচ মিনিট হলো উইসকনসিন অ্যাভিনিউ থেকে ছোট একটা আবাসিক এলাকায় ঢুকেছে ওরা, জায়গাটা ন্যাভাল অবজারভেটরির কাছাকাছি। এরপর প্রথমে ডানে বাঁক নিয়ে একটা সাইড রোডে ঢুকেছে, তারপর বাঁয়ে ঘুরে পৌঁছেছে এই নো-ম্যানস ল্যান্ডে।

'কোথাও কিছু নেই কথাটা ঠিক নয়,' বন্ধুকে বলল রানা। 'নাক বরাবর সামনে তাকাও, গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা ধূসর রঙের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। নিশ্চই ওটাই হবে।'

একতলা একটা বাড়ি। আশপাশে কোন লোকজন বা পাহারা নেই। বড় একটা গ্যারেজ দেখা যাচ্ছে, খোলা। রানার নির্দেশে জিপ নিয়ে সেটার ভিতর ঢুকে পড়ল মুরল্যান্ড। 'এরপর কী?'

যেন তার প্রশ্নের জবাবেই, গ্যারেজের দরজা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর ওদের জিপটাকে নিয়ে গ্যারেজের মেঝে নীচে নামতে শুরু করল–এটা আসলে একটা এলিভেটর, ওরা আন্ডারগ্রাউন্ডে নেমে যাচ্ছে।

প্রায় একশো ফুট নিঃশব্দে নামার পর থামল এলিভেটর।

দরজা খুলে গেল, সাদা নরম আলোয় কয়েকটা গাড়ি দেখতে পেল ওরা। এটা একটা আন্ডারগাউন্ড পার্কিং লট। দুটো ক্রাইসলার লিমাজিন রয়েছে, গায়ে 'নুমা' লেখা, ওগুলোর মাঝখানে নিজের চেরোকি জিপ পার্ক করল মুরল্যান্ড।

ধাতব দোরগোড়ায় একজন মেরিন গার্ড দাঁড়িয়ে। আস্তিনের স্ট্রিপ দেখে বোঝা গেল সার্জেন্ট সে। দু'পা এগিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। 'আপনারা নিশ্চয়ই মাসুদ রানা আর ববি মুরল্যান্ড। আপনাদেরই সবার শেষে পৌঁছাবার কথা।'

'আমাদের আইডি দেখতে চাইবেন না?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

হাসল গার্ড। 'আপনাদের ফটো দেখেছি আমি।' দেয়ালে হাত তুলে একটা বোতামে চাপ দিল সে। ধাতব দরজা খুলে যেতে ভিতরে ছোট প্যাসেজ দেখা গেল, আরেকটা ধাতব দরজায় পৌঁছে থেমেছে। 'ওই দরজার সামনে অপেক্ষা করবেন, প্লিজ। উল্টোদিকের গার্ড সিকিউরিটি ক্যামেরার সাহায্যে আপনাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবে।'

সিকিউরিটির সমস্ত ঝামেলা মিটিয়ে একটা কনফারেন্স রুমে বেরিয়ে এল রানা, পাশে মুরল্যান্ড। প্রথমেই দৃষ্টি কাড়ল বিশ ফুট লম্বা কিডনি আকৃতির একটা টেবিল। এরই মধ্যে বেশ ক'টা চেয়ারে মানুষজন বসেছেন। রানা আর মুরল্যান্ডকে এগিয়ে আসতে দেখে কেউ তাঁরা দাঁড়ালেন না।

'ওয়েলকাম, বয়েজ,' বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, নুমার ডিরেক্টর। বয়সে প্রৌঢ় হয়েও, অ্যাথলেটিক শরীর তাঁর। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। গাছের উপর এক চোখ খুলে শুয়ে থাকা লেপার্ড বলা হয় তাঁকে—জানেন আগে হোক বা পরে খাবার আপনা থেকেই হাজির হবে তাঁর সামনে। ইঙ্গিতে বাঁ পাশের ভদ্রলোককে দেখালেন তিনি। 'রানা, তুমি বোধহয় জিম প্যাটারসনকে চেন না—এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট।'

মাথায় একরাশ কোঁকড়ান পাকা চুল, পরনে বিজনেস সুট, চশমার উপর দিয়ে তাকাল ওদের দিকে, চেয়ার ছেড়ে সামান্য একটু উঁচু হয়ে হাত বাড়াল রানার দিকে। 'আপনার সম্পর্কে শুনেছি, মিস্টার রানা।'

হ্যান্ডশেক করার সময় রানা ভাবল, তারমানে আমার ফাইলটা পড়া আছে। এরপর সিআইএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর রিচার্ড স্টাব-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো ওকে।

টেবিলের এক ধারে মাথা নিচু করে কী যেন লিখছেন রেডক্লিফ, মুখ তুলে তাকাবার ঝামেলায় গেলেন না।

এগিয়ে এসে ডক্টর শাহানা সাজিদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা, নরম সুরে বলল, 'দেখলেন, কত তাড়াতাড়ি আবার দেখা হয়ে গেল?'

'কেউ কথা রাখলে ভাল লাগে,' রানার হাতে নরম চাপড় দিল শাহানা, লোকজনের তাকিয়ে থাকাটা গ্রাহ্য করছে না। 'আসুন, আপনি আমার পাশে বসুন। এত সব প্রভাবশালী সরকারী কর্মকর্তাদের মাঝখানে রীতিমত বিচলিত বোধ করছি আমি।'

'যদি জানতেন,' খেদ প্রকাশ করার সুরে বলল মুরল্যান্ড, 'ওঁরা যদি বাঘ হন, ইনি হলেন ঘোগ!'

'খুলি আর আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বার সম্পর্কে ডক্টর শাহানা আমাদেরকে ব্রিফ করেছেন,' ওরা বসার পর বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'এখন টেলুরাইড থেকে প্লেনে করে পাঠানো লাশগুলোর ফরেনসিক এগজামিনেশন রিপোর্ট শুনব আমরা। মিস্টার প্যাটারসন।'

এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট ধীরে ধীরে শুরু করল, 'খুব বেশি কিছু নয়। দাঁত পরীক্ষা করে তাদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে জানা গেছে দাঁতগুলোর চিকিৎসা করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ডেন্টিস্টরা।'

রানাকে সন্দিহান দেখাল। 'আপনারা বিভিন্ন দেশের ডেন্টাল

টেকনিক আলাদা করতে পারেন?'

'ভাল একজন ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট, যিনি ডেন্টাল্ রেকর্ড দেখে পরিচয় বের করতে দক্ষ, মাঝে-মধ্যে এ-ও বলে দিতে পারেন যে দাঁতের গর্তগুলো কোন শহরে ভরাট করা গেছে।'

'লোকগুলো তা হলে বিদেশী ছিল,' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড।

সিআইএ কর্মকর্তা স্টাব নোট নিচ্ছেন। বললেন, 'মিস্টার রানা, শুনলাম টেলুরাইডে আপনারা যে খুনিদের ধরেছেন, নিজেদেরকে তারা ফোর্থ এমপায়ার-এর সদস্য বলে উল্লেখ করেছে।'

'আরেকটা শব্দ ব্যবহার করেছে তারা–নিউ ডেসটিনি।'

'থার্ড রাইখের পরবর্তী ধাপ ফোর্থ এমপায়ার হতে পারে?'

'সম্ভব।'

'আমাকে ঠিক স্মার্ট বলা যায় না,' সবিনয়ে বলল মুরল্যান্ড। 'বোধহয় সেজন্যেই আমি বুঝতে পারছি না দুনিয়া-জোড়া এতটা শক্তিশালী নেটওঅর্ক নিয়ে বছরের পর বছর অপারেট করছে একটা অর্গানাইজেশন, খুন-খারাবি করছে, অথচ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলো জানে না কারা তারা, কী তাদের উদ্দেশ্য!'

'স্বীকার না করে উপায় নেই, পিছিয়ে আছি আমরা,' জিম প্যাটারসন বলল। 'আসলে যে ক্রাইমের মোটিভ নেই সেটার তদন্ত করা অত্যন্ত কঠিন।'

মাথা ঝাঁকালেন সিআইএ কর্মকর্তা। 'এই লোকগুলোর সঙ্গে যাদেরই কোন বিরোধ বেধেছে, মারা পড়েছে তারা সবাই। ব্যতিক্রম শুধু আপনারা,' বললেন তিনি। 'মিস্টার রানা আর ডক্টর শাহানাকে ধন্যবাদ দিতে হয়–এখন আমাদের ফলো করার মত একটা ট্রেইল আছে।'

'পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া কয়েকটা দাঁত ট্রেইল হিসেবে খুবই অস্পষ্ট,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'তা ঠিক,' বললেন রিচার্ড স্টাব। 'তবে মোটিভ নেই এ-কথা

বলা যায় না। প্যান্ডোরা মাইনের প্রাচীন লিপি পড়তে দিতে এতটাই আপত্তি তাদের, নিরীহ মানুষকে খুন তো করছেই, ধরা পড়লে নিজেরাও আত্মহত্যা করছে–সন্দেহ কী, নিশ্চয়ই খুব জোরাল কোনও মোটিভ আছেই আছে।'

'ভয়ঙ্কর কিছু, কিংবা লোভনীয় কিছু হয়তো বলা হয়েছে খোদাই করা প্রাচীন ওই লিপিতে,' বলল রানা। 'তা না হলে ওগুলোর অর্থ গোপন রাখার জন্যে লোকগুলো এতটা মরিয়া হয়ে উঠত না।'

'যতই মারিয়া হোক, তাদের খুশি হবার মত কিছু ঘটেনি,' বললেন রেডক্লিফ। 'পেশাদার ছয়জন খুনিকে হারিয়েছে তারা, লিপির ফটোও নিজেদের কাছে রাখতে পারেনি।'

গম্ভীর হলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'যতই অসাধারণ হোক, একটা আর্কিওলজিকাল আবিষ্কার এতগুলো মানুষের প্রাণ কেড়ে নেবে, সত্যি ভাবা যায় না।'

'এটা শুধুই অসাধারণ একটা আবিষ্কার নয়,' দ্রুত বলল শাহানা। 'আমার ধারণা, শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আর্কিওলজিকাল আবিষ্কার হতে চলেছে এটা।'

আসলে শাহানারও ধারণা নেই যে শতাব্দী নয়, কয়েক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ আর্কিওলজিকাল আবিষ্কার হতে যাচ্ছে ওই খুলি আর চেম্বার।

'সংকেতগুলো সম্পর্কে কিছু বলবেন, শাহানা?' জানতে চাইল রানা।

'আপাতত এটুকু বলতে পারি যে ওগুলো অ্যালফাবেটিক। অর্থাৎ প্রতিটি সংকেত একটা করে আওয়াজের প্রতিনিধিত্ব করছে। উদাহরণ দিই: ইংলিশ বর্ণমালায় ব্যবহার হচ্ছে ছাব্বিশটা সংকেত। চেম্বারের সংকেতগুলো থেকে ত্রিশটা বর্ণ পাচ্ছি আমরা, সঙ্গে রয়েছে বারোটা সংখ্যা। এই সংখ্যাগুলো অনুবাদ করে অত্যন্ত উন্নতমানের অ্যাডভান্সড ম্যাথমেটিক্যাল সিস্টেম পেয়েছি আমি।

'যে জনগোষ্ঠীই এগুলো ব্যবহার করে থাকুক, তারা শূন্য আবিষ্কার করেছিল। শুধু তাই নয়, আধুনিক মানুষ যে ক'টা সংকেতের সাহায্যে হিসেব করে, তারাও সেই একই সংখ্যক সংকেতের সাহায্যে হিসেব কষত। ওগুলোকে কমপিউটারে ভরে প্রোগ্রাম তৈরি না করা পর্যন্ত এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

'অবসিডিয়ান খুলিটা কি...' সিআইএ কর্মকর্তা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিল রানা।

'খুলিগুলো।'

রানার দিকে অদ্ভুতদৃষ্টিতে তাকাল শাহানা। 'গুলো?'

রানার দিকে সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে।

'বন্ধু বিউ মরটনকে ধন্যবাদ, আরেকটা খুলি পাওয়া গেছে,' বলল রানা। 'দুটোই নুমার কেমিক্যাল ল্যাবে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষা করার জন্যে। প্রচলিত পদ্ধতিতে অবসিডিয়ানের "বয়স" নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তবে ইন্সট্রুমেন্টের সাহায্যে স্টাডি করলে যারা ওই খুলি তৈরি করেছে তাদের সম্পর্কে কিছু জানা যেতে পারে।'

'আপনি জানেন, কোত্থেকে এল ওটা?' কৌতূহলে মরে যাচ্ছে শাহানা।

সংক্ষেপে পরিত্যক্ত জাহাজ দ্য বোম্বে আর হোয়েলার মরিস ফ্লেচারের স্ত্রী লিলিয়ানার গল্পটা শোনাল ওদেরকে রানা। বারবারা ফ্লেচারের সঙ্গে ওর দেখা হওয়ার কথাটাও জানাল।

মন দিয়ে শুনছেন নুমার ডিরেক্টর। রানা থামতেই জানতে চাইলেন, 'ভদ্রমহিলা কি বলতে পেরেছেন বোম্বের ক্রু আর প্যাসেঞ্জাররা কোত্থেকে পেয়েছিল খুলিটা?'

যতটুকু জানে, ধীরে ধীরে বলে গেল রানা। বোম্বের লগবুকে লেখা হয়েছে ভারত থেকে রওনা হয়ে ইংল্যান্ডে যাচ্ছিল জাহাজটা। পথে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। দুই হপ্তা পর আবার শান্ত হয় প্রকৃতি। ক্রুরা দেখল তাদের পানির অনেকগুলো ব্যারেল ফেটে বা

ভেঙে গেছে। খাবার পানি না থাকায় মারাত্মক সঙ্কটে পড়ল তারা। ক্যাপটেন তখন চার্ট দেখে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণে, সাবঅ্যান্টার্কটিক এলাকায় এক সারিতে মাথা তুলে থাকা জনবসতিহীন দ্বীপগুলোর একটায় নোঙর ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। এখন ক্রোজেট আয়ল্যান্ডস্ নামে পরিচিত দ্বীপগুলোর মালিক ফ্রান্স। বোম্বের নাবিক নোঙর ফেলেছিল সেইন্ট পল নামে ছোট একটা দ্বীপে। দ্বীপটার মাঝখানে একটা আগ্নেয়গিরি আছে।

ক্রুরা মেরামত করা ব্যারেলে ঝর্ণার পানি ভরার কাজে ব্যস্ত ছিল। ব্রিটিশ আর্মির একজন কর্নেল বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শিকারে। দ্বীপটায় এলিফ্যান্ট-সিল আর পেঙ্গুইন ছাড়া শিকার করার মত কিছু ছিল না। কিন্তু কর্নেলের বিশ্বাস, চারপেয়ে হিংস্র জন্তু প্রচুর পাওয়া যাবে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এক হাজার ফুটের মত উঠে পড়ল তারা। হঠাৎ একটা ফুটপাথ চোখে পড়ল, পাথর বসিয়ে তৈরি, কালের আঁচড়ে মসৃণ হয়ে আছে। ফুটপাথ ধরে এগোল তারা। কিছু দূর যাবার পর সামনে পড়ল পাহাড়ের গায়ে খিলান আকৃতির একটা ফাঁক। ভিতরে ঢুকে একটা প্যাসেজ দেখতে পেল তারা, পাহাড়ের গভীরে চলে গেছে।

'ওই ফাঁক বা প্রবেশপথ তারপর আর কেউ খুঁজে পেয়েছে কিনা সন্দেহ,' রানা থামতে মন্তব্য করলেন জর্জ রেডক্লিফ।

'আমাদের কমপিউটার জাদুকর ল্যারি কিংকে দিয়ে খবর নিয়েছি,' বলল রানা। 'উনিশশো আটাত্তর সালে ওখানে একটা আনম্যানড ওয়েদার স্টেশন বসানো হয়, মনিটর করা হয় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। দ্বীপটা এখনও জনবসতিহীন।'

সিআইএ কর্মকর্তা রিচার্ড স্টাব প্রবল আগ্রহে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েছেন। 'তারপর কী হলো?'

কর্নেল তার এক বন্ধুকে পাঠিয়ে জাহাজ থেকে একটা লণ্ঠন আনাল। সেটা জ্বেলে ভিতরে ঢুকল তারা। ঢালু একটা প্যাসেজ পাওয়া গেল, পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে, লম্বায় প্রায় একশো

ফুট হবে, থেমেছে ছোট একটা চেম্বারে। চেম্বারের ভিতর কয়েক ডজন প্রাচীন আর অদ্ভুতদর্শন ভাস্কর্য দেখতে পায় তারা। সিলিং আর দেয়ালে খোদাই করা রয়েছে দুর্বোধ্য প্রাচীন লিপি।

'লিপিগুলো তারা নকল করে?' জিজ্ঞেস করল শাহানা।

'ক্যাপটেনের লগে কোন সংকেত পাওয়া যায়নি,' বলল রানা। 'প্রসঙ্গটা লিলিয়ানা ফ্লেচার তাঁর ডায়েরিতে অল্প কথায় সেরেছেন। তবে একটা ড্রইং পাওয়া গেছে, তাতে শুধু চেম্বারে ঢোকার মুখটা দেখানো হয়েছে।'

'ভাস্কর্যগুলো সম্পর্কে...'

'লিলিয়ানা রুপোর একটা পাত্রই শুধু চিনতে পারেন।' বলল রানা। 'বাকিগুলো ব্রোঞ্জ আর মাটির তৈরি অচেনা সব জীব-জন্তুর স্কাল্পচার। তাঁদের ইচ্ছে ছিল দ্য বোম্বের স্টোররুমে পাওয়া আর্টিফ্যাক্টগুলো নিজেদের জাহাজে নিয়ে আসবেন, কিন্তু আইসপ্যাক হঠাৎ ভাঙতে শুরু করায় প্রাণ হাতে করে পালিয়ে আসতে হয় তাঁদেরকে। সঙ্গে শুধু অবসিডিয়ান খুলিটা নিতে পেরেছিলেন।'

'আরেকটা চেম্বার, এটার সঙ্গে আবার আর্টিফ্যাক্ট আছে,' বলল শাহানা। 'কে জানে সারা দুনিয়ায় এরকম আরও কত চেম্বার লুকিয়ে আছে।'

'আমাদের হাতে এখন তা হলে দুটো কাজ।' চেয়ারে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'একটা দল অ্যান্টার্কটিকায় যাও বোম্বের খোঁজে। আরেক দল যাও সেইন্ট পল দ্বীপে, দেখো চেম্বারটা খুঁজে পাও কিনা। রানা, তোমার অভিজ্ঞতা যেহেতু বেশি, তাই আমি চাই অ্যান্টার্কটিকা এক্সপিডিশনে তুমি নেতৃত্ব দেবে। মুরল্যান্ড যাক সেইন্ট পলে।'

'ওকে, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা।

'ইতিমধ্যে,' বলল প্যাটারসন, 'এফবিআই চারদিকে এজেন্ট পাঠিয়ে জানতে চেষ্টা করুক খুনিরা কোনও

অর্গানাইজেশনের লোক কিনা।'

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার,' বললেন রিচার্ড স্টাব। 'এটা সিআইএ-র প্রায়োরিটি কেস নয়। তবু বিভিন্ন ঘটনার যোগসূত্র খুঁজে বের করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমরা।'

'জানা দরকার সুন্দরী লেডি ডক্টর শাহানা কী করবেন,' মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন অ্যাডমিরাল।

মিষ্টি করে হেসে শাহানা বলল, 'আমার কাজ লিপির অর্থ বের করা।'

'ল্যারি কিং-এর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' শাহানাকে বললেন জর্জ হ্যামিলটন। 'আপনি স্বচ্ছন্দে নুমার কমপিউটার ফ্যাসিলিটিতে বসে কাজ করবেন।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শাহানা। 'ভার্সিটিতে যেতে পারছি না, তাই খুব চিন্তায় ছিলাম। ধন্যবাদ, মিস্টার হ্যামিলটন।'

মুচকি হেসে রানা বলল, 'কিংকে আমি অনুরোধ করব, ভিনাসকে যেন আপনার হাতে তুলে দেয়।'

'ভিনাস?'

'কিং-এর সর্বশেষ খেলনা,' বলল রানা। 'একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কমপিউটার সিস্টেম, ভিজুয়াল হলোগ্র্যাফিক ইমেজ হিসেবে ধরা দেয় চোখে।'

বড় করে শ্বাস টানল শাহানা। 'টেকনিকাল সব রকম সহযোগিতাই দরকার হবে আমাদের।'

'মাফ করবেন, আপনিই কি ল্যারি কিং?' উৎসাহের আতিশয্যে নুমার বিশাল কমপিউটার নেটওঅর্কের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে একাই এখানে পৌঁছেছে শাহানা, নুমা বিল্ডিঙের দশতলার একেবারে শেষ প্রান্তে। পেনসিলভ্যানিয়া ভার্সিটির কমপিউটার উইজার্ডদের অকুণ্ঠচিত্তে বলতে শুনেছে সে, সমুদ্র-সংক্রান্ত যে-কোন তথ্য পেতে হলে নুমার কমপিউটার সেন্টারে গেলেই হবে।

ঘোড়ার খুর আকৃতির কনসোল সামনে নিয়ে বসে আছে কমপিউটার জাদুকর, কালো মানিক ল্যারি কিং। প্রশ্নটা শুনে ঘাড় বাঁকা করে দরজার দিকে তাকাল সে। 'হ্যাঁ, আমিই। আপনি নিশ্চয়ই ডক্টর শাহানা। অ্যাডমিরাল বলছিলেন আজ সকালে আপনি আসতে পারেন।' নিজের পাশের খালি চেয়ারটা দেখাল সে। 'চলে আসুন, প্লিজ। বসুন।'

'আপনার কাজে বাধা দিলাম না তো?' চেয়ারটায় বসে বলল শাহানা।

'না। চা দিতে বলি?'

'না, ধন্যবাদ। আমরা কি এখনই কাজ শুরু করতে পারব?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'চেম্বারের ফটোগুলো কি আপনার কাছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিং। 'ফটো-প্রসেসিং ল্যাব থেকে কাল রাতে পাঠানো হয়েছে। স্ক্যান করে ভিনাসের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি।'

'রানা আপনার ভিনাসের কথা বলেছে আমাকে। তাকে আমি অ্যাকশনে দেখার অপেক্ষায় আছি।'

'আপনি যদি কনসোল ঘুরে সামনের ওই প্ল্যাটফর্মের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান, ভিনাসের ইউনিক ট্যালেন্ট দেখাতে পারি আপনাকে।'

চেয়ার ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল শাহানা, কিং-এর দিকে মুখ করে। হঠাৎ করেই তার চোখের সামনে কমপিউটার জাদুকরের গোটা আকৃতি ঝাপসা হয়ে এল, তারপর একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝাপসা একটা ভাব ঘিরে রেখেছে তাকে। তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করল দেয়াল আর সিলিং। অকস্মাৎ শাহানা বুঝতে পারল, প্যান্ডোরা মাইনে পাওয়া সেই চেম্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। কিন্তু তা যেহেতু সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই সেটার হুবহু নকল এটা। হলোগ্র্যাফিক দৃষ্টিভ্রম, নিজেকে বোঝাল শাহানা। কিন্তু দৃশ্যটা এত বাস্তব, বিশেষ করে দেয়ালে খোদাই

করা লিপিগুলো প্রতিটি এতই আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছে যে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে চোখে।

'দিস ইজ ফ্যানট্যাসটিক!' বিড়বিড় করল শাহানা।

'ফটোগ্রাফের সমস্ত সংকেত নিজের মেমোরিতে প্রোগ্রাম করে রেখেছে ভিনাস। আমাদের মুভি স্ক্রিন্ থাকলেও, ভাবলাম লিপিগুলোকে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে ঠিক সেভাবে দেখতে পেলে পড়তে সুবিধে হবে আপনার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বলল শাহানা, উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। 'পুরোটা চোখের সামনে থাকলে বিরাট সাহায্য পাব। ধন্যবাদ! আপনাকেও, ভিনাসকেও।'

'ফিরে এসে বসুন এখানে, ভিনাসের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই,' কৃত্রিম চেম্বারের পিছন থেকে ভেসে এল কমপিউটার জাদুকরের কণ্ঠস্বর। 'তারপর আমরা কাজ শুরু করব।'

চেম্বারটা এত বেশি বাস্তব দেখাচ্ছে, শাহানা বলতে যাচ্ছিল, 'এখান থেকে বেরুব কীভাবে?' তবে সাহস করে চেম্বারের দেয়ালের ভিতর দিয়ে হেঁটে একটা ভূতের মত বাইরে বেরিয়ে এল সে, কনসোলের সামনে এসে কিং-এর পাশে বসল।

'ভিনাস,' ডাকল কিং, 'এসো, ডক্টর শাহানার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

'হাউ ডু ইউ ডু,' নরম, মিষ্টি একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে এল শাহানার কানে।

'ভিনাস কি ভয়েস-অ্যাকটিভেটেড?'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল কিং। 'কোন বোতাম টিপতে হবে না একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেভাবে কথা বলেন, ওর সঙ্গেও সেভাবে বলুন।'

চারদিকে একবার তাকাল শাহানা। 'মাইক্রোফোন আছে কি?'

'ছয়টা. তবে এত ছোট যে চোখে পড়বে না।'

নরম সুরে ডাকল শাহানা, 'ভিনাস?'

প্ল্যাটফর্মের সামনে বিরাট একটা মনিটরে সুন্দরী এক মেয়ের মুখ ফুটে উঠল। 'হ্যালো, ডক্টর শাহানা সাজিদ। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'প্লিজ, আমাকে শুধু শাহানা বলো।'

'এখন থেকে তাই বলব।'

'ভিনাস,' নড়েচড়ে বসে কাজের কথা পাড়ল কিং, 'তোমার সিস্টেমে স্ক্যান করা হয়েছিল কিছু সংকেত, সেগুলো কি বিশ্লেষণ করেছ?'

'করেছি।'

'ওগুলো ডিসাইফার বা ইংরেজি বর্ণমালায় রূপান্তর করতে পারবে?'

'এটা যদিও আমার প্রাথমিক বিশ্লেষণ, তবু বলতে হয় সাফল্য পেয়েছি। চেম্বারের সিলিঙের সংকেতগুলো আসলে নক্ষত্রমণ্ডলের একটা চার্ট।'

'ব্যাখ্যা করো।'

'এটাকে আমি একটা সফিসটিকেটেড কোঅর্ডিনেট সিস্টেম হিসেবে দেখছি, যেটা অ্যাস্ট্রনমিতে ব্যবহার করা হয় মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ে। আমার ধারণা প্রাচীন কোনও যুগে, দুনিয়ার বিশেষ একটা অংশের আকাশে দৃশ্যমান কোনও নক্ষত্র-রাজির কৌণিক দূরত্বে পরিবর্তন উল্লেখ করা হয়েছে এখানে।'

'অর্থাৎ পৃথিবীর ঘোরার মধ্যে বিচ্যুতি থাকায়, দেখে মনে হয় তারাগুলো জায়গা বদল করেছে?'

'হ্যাঁ, সায়েন্টিফিক টার্ম হলো প্রিসেশান অ্যান্ড নুটেইশন,' লেকচার দিচ্ছে ভিনাস। 'ঘোরার কারণে পৃথিবী যেহেতু বিষুবরেখার চারপাশে ফুলে ওঠে, সূর্য আর চাঁদের অভিকর্ষ সবচেয়ে বেশি থাকে ওখানে, ফলে দুনিয়ার ঘূর্ণায়মান অক্ষে সামান্য কম্পন সৃষ্টি হয়। এটা তুমি ঘুরন্ত লাটিমেও দেখেছ,

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে। এটাকেই বলে প্রিসেশান–অয়নচলন–মহাশূন্যে মোচার মত একটা আকৃতি ট্রেস করে প্রতি ২৫,৮০০ বছরে একবার। আর নুটেইশন, কিংবা মাথা ঝাঁকানো হলো সামান্য অথচ অনিয়মিত একটা নড়াচড়া, যেটা সিলেসটিয়াল পোলকে সুষ্ঠু অয়নচলন বৃত্ত থেকে প্রতি ১৮.৬ বছরে ১০ সেকেন্ড সরিয়ে দেয়।'

'আমি জানি দূর ভবিষ্যতের কোন এক সময়,' বলল শাহানা, 'ধ্রুবতারা হিসেবে নর্থ স্টারকে পাওয়া যাবে না।'

'ঠিক তাই,' সমর্থন করে বলল ভিনাস। 'ধ্রুবতারা সরে যাবে, তবে নর্থ পোলের ওপর আরেকটা তারা চলে আসবে, এই ধরো আনুমানিক ৩৪৫ বছরের মধ্যে। যিশুর সময়ের একশো বছর আগে, ভারনল ইকুইনক্স...মাফ করবে, তুমি জানো ভারনল ইকুইনক্স কাকে বলে?'

'কলেজে পড়া অ্যাস্ট্রনমি যদি ভুলে গিয়ে না থাকি,' বলল শাহানা, 'ভারনাল ইকুইনক্স হলো সূর্যের মেষ রাশিতে সংক্রমণ। বসন্তকালে সূর্য যেখানে খ-বিষুবরেখাকে ভাগ করে দক্ষিণ থেকে উত্তরে এগোয়; বিষুবরেখা থেকে কৌণিক দূরত্ব মাপার জন্যে একটা নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।'

'ভুল বললে,' অভিযোগ করল ভিনাস। 'ওটা যিশুর সময়ের আগের ঘটনা, মেষ রাশির ভেতর দিয়ে পরিক্রমণ করত সূর্য। প্রিসেশান-এর কারণে সূর্য এখন মীন রাশি অতিক্রম করে, অগ্রসর হয় কুম্ভ রাশির দিকে।'

'তুমি বোধহয় বলতে চাইছ,' বলল শাহানা, বুকের ভিতর আশ্চর্য একটা উল্লাস অনুভব করছে, 'চেম্বারের সিলিঙে নক্ষত্রের মত সংকেতগুলো অতীত স্টার সিস্টেমের কোঅর্ডিনেটস ডিসপ্লে করছে।'

'পড়ে তাই আমি বুঝেছি,' গম্ভীর সুরে বলল ভিনাস।

'এরকম নির্ভুল হিসাব করার মত সায়েন্টিফিক নলেজ কি ছিল

তাদের–প্রাচীন ওই সব মানুষদের?'

'চেম্বারের সিলিঙে যারা মহাকাশের মানচিত্র তৈরি করেছে তারা নির্ভুল হিসাব করে দেখিয়েছে ছায়াপথ স্থির; ঘুরছে সূর্য, চাঁদ আর গ্রহগুলো। মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে গ্রহগুলোর নির্দিষ্ট কক্ষপথ আছে, আছে প্লুটোরও, যেটা কিনা মাত্র গত শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছিল প্রোসিডন, সিরিয়াস ইত্যাদি তারা স্থির অবস্থানে থাকছে, অথচ বাকি সব নক্ষত্রপুঞ্জ কয়েক হাজার বছরে সামান্য হলেও একটু নড়ে। এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না, এই প্রাচীন গোষ্ঠীর লোকজন আকাশ সম্পর্কে প্রায় আমাদের মতই সবকিছু জানত।'

কিং-এর দিকে তাকাল শাহানা। 'চেম্বারে খোদাই করা স্টার কোঅর্ডিনেটস ভিনাস যদি ডিসাইফার করতে পারে, আমরা হয়তো তখন জানতে পারব কতকাল আগে ওগুলো খোদাই করা হয়েছে।'

'চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।'

'নাম্বারিং সিস্টেমের ছোট একটা অংশ ডিসাইফার করেছি আমি,' বলল শাহানা। 'তা কি তোমার সাহায্যে আসবে, ভিনাস?'

'কষ্টটুকু তুমি না করলেও পারতে। নাম্বারিং সিস্টেমের ব্যাখ্যা এরইমধ্যে তৈরি করে ফেলেছি আমি। ব্যাপারটা এত সহজ, বোঝা যায় এর পিছনে বুদ্ধি আর দক্ষতার অবদান আছে। আমি ধৈর্য ধরতে পারছি না, ইচ্ছে হচ্ছে এখনই খোদাই লিপিগুলোতে বাইট ঢুকিয়ে অর্থ বের করে ফেলি।'

'ভিনাস?'

'বলো, কিং।'

'নক্ষত্রের মানচিত্রে মন দাও তুমি, লিপিগুলো আপাতত থাক।'

'তুমি আমাকে পাঁচটা পর্যন্ত সময় দিতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল ভিনাস। 'আশা করি এর মধ্যে আমি বের করে ফেলব কী

আছে ওটার মধ্যে।'

'যত খুশি সময় নিতে পার তুমি,' বলল কিং।

'কয়েক বছর লাগার কথা এমন একটা প্রজেক্টের জন্যে ভিনাসের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় দরকার?' শাহানার চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছাপ।

'ভিনাস ইউনিক একটা কমপিউটার সিস্টেম,' বলে মুচকি একটু হাসল কিং। 'আক্ষরিক অর্থেই অসাধ্যসাধন করতে পারে।'

'অপেক্ষার সময়টা অপচয় না করে, দেয়ালের সংকেত বিশ্লেষণ করলে হয় না?' জানতে চাইল শাহানা।

মাথা ঝাঁকাল কিং। 'খুব ভাল হয়।'

'চেম্বারের হলোগ্র্যাফিক ইমেজটা আবার আপনি তৈরি করতে পারবেন, প্লিজ?'

'চাহিবা মাত্র পাওয়া যাইবে,' সকৌতুকে বলল কিং, কী বোর্ডে একটা কমান্ড টাইপ করল দ্রুত। সঙ্গে সঙ্গে চেম্বারের ভিতরকার দেয়ালের ইমেজ আবার ফুটে উঠল।

'অচেনা বর্ণমালায় সাজানো কোন লেখার অর্থ উদ্ধার করার প্রথম কৌশল, ব্যঞ্জনবর্ণকে স্বরবর্ণ থেকে আলাদা করে ফেলা। ওগুলো আইডিয়া কিংবা বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করছে বলে মনে হচ্ছে না, তাই আমি ধরে নিচ্ছি সংকেতগুলো বর্ণমালা, আর ওগুলো শব্দের ধ্বনিকে রেকর্ড করে রেখেছে।'

'তার আগে বলুন, প্রথম বর্ণমালা কোত্থেকে, কীভাবে এল,' জানতে চাইল কিং।

'নিরেট প্রমাণের সত্যি-সত্যিই ভারি অভাব, তবে বেশিরভাগ এপিগ্র্যাফিস্টের বিশ্বাস, প্রথম প্রাচীন বর্ণমালার প্রচলন শুরু হয় যিশুর জন্মের ১৫০০ থেকে ১৭০০ বছর আগে জর্দান নদী আর ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে কেইনান এবং উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার ফ্যানিশন-এ। অনেক পরে গ্রহণ করে গ্রিকরা, উন্নতিও ঘটায়।'

'কোত্থেকে শুরু করব আমরা?'

'অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন,' বলল শাহানা, নোটবুক খুলে চোখ বুলাচ্ছে। 'চেম্বারে পাওয়া লিপির সঙ্গে প্রাচীন অন্য কোনও লিপির বিন্দুমাত্র মিল খুঁজে পাইনি আমি। এটা খুবই আশ্চর্যজনক। হয়তো অস্পষ্ট একটু মিল আছে কেলটিক অগাম অ্যালফাবেট-এর সঙ্গে, তবে সেটার কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না।'

'আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম।' শাহানার হাতে লাঠির মত একটা শাফট ধরিয়ে দিল কিং, একদিকের মাথায় খুদে ক্যামেরা বসানো। 'ভিনাস তো এরই মধ্যে সংকেতগুলোকে একটা কোডে রূপান্তর করেছে। ক্যালকুলেশানে আমার তরফ থেকে আপনি যদি কোন সাহায্য পেতে চান, ক্যামেরাটা শুধু সংকেত আর ওগুলোর সিকোয়েন্সের দিকে তাক করবেন, অমনি আমি একটা ডিসাইফার প্রোগ্রাম চালু করে দেব।'

'গুড,' বলল শাহানা। 'প্রথমে আলাদা সঙ্কেতগুলোর একটা তালিকা বানাই, তারপর গুণি প্রতিটি কতবার ব্যবহার করা হয়েছে। সবশেষে দেখব ওগুলোকে শব্দে পরিণত করা যায় কিনা।'

'যেমন THE আর AND।'

'আজকাল যে-সব শব্দ না হলে চলে না, বেশিরভাগ প্রাচীন লিপিতে ছিলই না সেগুলো। ব্যঞ্জনবর্ণ ধরার আগে দেখতে চাই স্বরবর্ণগুলোকে চিহ্নিত করতে পারি কিনা।'

বিরতি-বিশ্রাম ছাড়াই সারাটা দিন কাজ করল ওরা। নুমা ভবনের ভিতরেই রেস্তোরাঁ আছে, সেখান থেকে স্যান্ডউইচ আর সফট ড্রিঙ্কস আনাল কিং। শাহানার হতাশা ক্রমশ শুধু বাড়ছেই। সঙ্কেতগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে ডিসাইফার করা পানির মত সহজ, অথচ পাঁচটার সময় দেখা গেল জট ছাড়িয়ে অর্থ বের করার ক্ষেত্রে প্রায় কিছুই করতে পারেনি সে। 'নাম্বারিং সিস্টেম যেখানে এত সহজে ভাঙা গেল, সেখানে অ্যালফাবেট এত কঠিন লাগছে কেন?' বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করছে সে।

'আমরা আবার কাল বসলে কেমন হয়?' জানতে চাইল কিং।

'আমি ক্লান্ত নই।'

'ক্লান্ত আমিও নই,' বলল কিং। 'তবে কালকের দৃষ্টিটা হবে নতুন। তা ছাড়া, ভিনাসের ঘুম দরকার নেই। রাতে আমি তাকে লিপির পিছনে লাগিয়ে দেব। আশা করি, সকালের মধ্যে কিছু একটা আইডিয়া নিশ্চয়ই দিতে পারবে সে।'

'দেখা যাচ্ছে তর্কে আমি হারব।'

'যাবার আগে ভিনাসকে ডেকে জেনে নেয়া যাক স্টার সিস্টেম সম্পর্কে কী বলার আছে তার।'

'ও, হ্যাঁ।'

একটা ট্র্যান্সমিট বাটনে চাপ দিল কিং। 'ভিনাস, আছ নাকি?'

মনিটরে ভিনাসের অসন্তুষ্ট চেহারা ফুটে উঠল। 'আমার কাছে ফিরতে এত দেরি করলে কেন তোমরা? আমি প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।'

'দুঃখিত, ভিনাস,' জবাব দিল কিং। 'আমরা একটু ব্যস্ত ছিলাম।'

'প্রজেক্টটায় মাত্র কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করেছ তুমি,' বলল শাহানা। 'এরইমধ্যে হাল ছেড়ে দিলে?'

'আরে কী বলে! হাল ছেড়ে দিলাম কখন?' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল ভিনাস। 'আমি তোমাদের সমস্যার সমাধান বের করে ফেলেছি।'

'তা হলে শুরু করো,' নির্দেশ দিল কিং। 'প্রথমে বলো তোমার উপসংহার কী।'

'তুমি নিশ্চয়ই আশা করোনি গ্রহ-তারাদের গতিবিধির হিসেবটা আমি নিজে করব?'

'এটা তোমার প্রজেক্ট, ভিনাস।'

'কী কারণে আমি আমার চিপসকে খাটাব, কাজটা করাবার জন্যে হাতের কাছেই যখন আরেকটা কমপিউটার রয়েছে?'

'প্লিজ, ভিনাস, কী আবিষ্কার করেছ বলো আমাদেরকে।'

'প্রথম কথা হলো. মহাকাশে ভাসমান যে-কোনও বস্তুর কোঅর্ডিনেশান পেতে হলে জটিল জ্যামিতিক পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। অ্যাজিমাথ, অ্যাসেনশান, ডেকলিনেইশান ইত্যাদি কীভাবে নির্ধারণ করেছি তার বর্ণনা দিয়ে আমি তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন করব না। আমার সমস্যা ছিল চেম্বারের দেয়ালে খোদাই করা কোঅর্ডিনেটস কোথায় মাপজোক করা হয়েছে জানা। অঙ্ক কষে অরিজিনাল সাইটগুলো বের করে ফেলি আমি, যেখানে বসে অবজারভাররা চাক্ষুষ করেছিল–অল্প কয়েক মাইলের ভেতরে কোথাও। সনাক্ত করতে পারি সেইসব তারাগুলোকেও, পার্থক্য পরিমাপের জন্যে যেগুলোকে দীর্ঘ বহু বছর ধরে ব্যবহার করেছে তারা। কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের বলয়ে তিনটে তারা সচল। লুব্ধক, বসে আছে কালপুরুষের গোড়ালির কাছে, অটল। এসব সংখ্যা হাতে নিয়ে ন্যাশনাল সায়েন্স সেন্টারের অ্যাস্ট্রমিট্রি কমপিউটারে টোকা দিই আমি।'

'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, ভিনাস,' তিরস্কার করল নুমার কালোমানিক ল্যারি কিং। 'এভাবে তুমি অন্য কোন কমপিউটার নেটওঅর্কে হানা দিতে পার না, ধরা পড়লে বিপদ হবে আমার।'

'এনএসমি-র কমপিউটার আমাকে খুব পছন্দ করে। সে কথা দিয়েছে, আমি যে এনকোয়েরি করেছি তার কোন প্রমাণ সে রাখবে না, সব মুছে ফেলবে।'

'হুম। আশা করি সে তার কথা রাখবে।'

'অ্যাস্ট্রমিট্রি,' আবার শুরু করল ভিনাস, 'কী জানো তো? অ্যাস্ট্রনমির সবচেয়ে পুরানো শাখা, কাজ হলো তারাদের গতিবিধি নির্ণয়।'

'বলে যাও।'

'প্রথমে বলি এনএসসি কমপিউটারকে কী কাজ দিই। চেম্বারটা যখন তৈরি হয়, ওই সময় কালপুরুষ আর লুব্ধকের যে

অবস্থান ছিল তার সঙ্গে ওগুলোর বর্তমান যুগের অবস্থানের পার্থক্য কতটুকু?'

'তুমি চেম্বার তৈরির তারিখ জেনেছ?' ফিসফিস করল শাহানা, দম বন্ধ করে আছে।

'জেনেছি।'

'চেম্বারটা ভুয়া কিছু নয়তো?' জিজ্ঞেস করল কিং, কী শুনতে হবে ভেবে ভয় পাচ্ছে।

'কলোরাডোর মাইনাররা ফার্স্ট-ক্লাস অ্যাস্ট্রনমার না হলে, নয়।'

'প্লিজ, ভিনাস,' মিনতি করল শাহানা। 'বলো! কবে তৈরি করা হয় চেম্বারটা? লিপিগুলোই বা কবে খোদাই করা হয় দেয়ালে?'

'তোমাকে মনে রাখতে হবে, আমার দেয়া হিসেব পুরোপুরি নিখুঁত হবে না, এক-দেড়শো বছর এদিক-ওদিক হতে পারে।'

'ওটা কয়েক শো বছরের পুরানো?'

'তুমি বিশ্বাস করবে,' ধীরে ধীরে কথা বলছে ভিনাস, ইচ্ছে করে বাড়িয়ে তুলছে উত্তেজনা। 'যদি বলি নয় হাজার বছর?'

'কী বলছ তুমি?'

'বলছি তোমার চেম্বারটা কলোরাডো পাথর ভেঙে তৈরি করা হয়েছে, এই ধরো, যিশুর জন্মের ৭১০০ বছর আগে।'

# দশ

যাওয়া-আসায় ২৪০০ মাইল পাড়ি দিতে হবে, কাজেই অন্তত চারবার রিফুয়েলিং ছাড়া কোন হেলিকপ্টারের পক্ষে কাজটা সম্ভব নয়। আর সাধারণ মাল্টি-ইঞ্জিন একটা প্লেন রিফুয়েলিং ছাড়া এই দূরত্ব পাড়ি দিতে পারলেও, আগ্নেয়গিরি থাকায় দ্বীপটার কোথাও ল্যান্ড করতে পারবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা, কেপ টাউন। হেলিকপ্টারের মতই উঠতে-নামতে পারে, এমন একটা প্লেনই চার্টার করেছে ববি মুরল্যান্ড: বেল-বোয়িং সিক্স-হানড্রেড-নাইন এগজিকিউটিভ টিল্ট-রোটর। জর্জ রেডক্লিফকে নিয়ে ভোর চারটের সময় টেক-অফ্ করল সে। ক্রোজেট দ্বীপপুঞ্জের হাজার মাইলের মধ্যে নুমার কোন রিসার্চ শিপ না থাকায় এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

ত্রিশ মিনিট পর ১২০০০ ফুটে উঠে দক্ষিণ-পুবে ঘুরে গেল টিল্ট-রোটর, নীচে ভারত মহাসাগর আদিগন্ত নীল আয়না।

রেডক্লিফের হাতে দুটো চার্ট ধরিয়ে দিল মুরল্যান্ড। 'আপনি নেভিগেট করুন।'

'সেইন্ট পল দ্বীপটা কত বড়?'

'আড়াই বর্গ মাইলের মত।'

তিন ঘণ্টা পর ভারত মহাসাগর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘন মেঘের আড়ালে। বাতাসের তীব্র আলোড়ন এড়াবার জন্য প্লেন নিয়ে আরও খানিক উপরে উঠে এল মুরল্যান্ড। তার বিস্ময়কর একটা যোগ্যতা হলো ঠিক দশ মিনিট ঘুমাতে পারা।

চোখ মেলে ইন্সট্রুমেন্ট চেক করবে, রেডক্লিফ বললে কোর্স অ্যাডজাস্ট করবে, তারপর আবার ঠিক দশ মিনিটের জন্য দিব্যি ঘুমিয়ে পড়বে।

টিল্ট-রোটর প্লেনে লেটেস্ট গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম আছে, কাজেই দ্বীপটাকে খুঁজে না পাওয়ার কোন ভয় নেই।

শেষবার চোখ মেলে ইন্সট্রুমেন্ট চেক করে মুরল্যান্ড বলল, 'সেইন্ট পল আর মাত্র পাঁচ মাইল সামনে, মিস্টার রেডক্লিফ।'

দ্বীপটার উপর উড়ে এসে চক্কর দিচ্ছে মুরল্যান্ড। সৈকত বা খোলা মাঠ বলে কিছু নেই। যেদিকেই তাকাচ্ছে ওরা, ৩৬০ ডিগ্রি খাড়া পাথুরে ঢাল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে রেডক্লিফ বললেন, 'দ্বীপ তো নয়, পাথরের স্তূপ। কোথায় ল্যান্ড করতে চাও, শুনি?'

'পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে, ওই কারনিসটায়,' বলে প্লেন নিয়ে নীচে নামতে শুরু করল মুরল্যান্ড—হেলিকপ্টারের মত খাড়াভাবে।

খুব বেশি হলে একশো ফুট লম্বা আর বিশ ফুট চওড়া হবে কারনিসটা। ওদের প্লেন যেন নধর একটা হাঁস, তা দেওয়ার জন্য ডিমের উপর আস্তে করে বসল। থ্রটল টেনে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুরল্যান্ড। 'নেমেছি।'

এক গাল হেসে রেডক্লিফ জানতে চাইলেন, 'সন্দেহ ছিল নাকি?'

'আমার এদিকে পাহাড়ের গা। আপনার ওদিকে?'

স্টারবোর্ড উইন্ডো দিয়ে এই প্রথম বাইরে তাকালেন রেডক্লিফ। তাঁর দিকের দরজা থেকে মাত্র চার ফুট দূরে কারনিসের কিনারা, ঝপ করে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা প্রায় আটশো ফুট নীচে। রক্তশূন্য চেহারা নিয়ে মুরল্যান্ডের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তোমরা যারা সারা বছর নানান অভিযানের মধ্যে থাকো, তাদের বেঁচে থাকাটা সত্যি মিরাকল।'

'আপনি বুঝতে পারছেন চেম্বারে পৌঁছাতে হলে কোন রুট

ধরে এগোতে হবে?'

'রানা জানিয়েছে জাহাজটার লগে লেখা ছিল, কর্নেল আর তার বন্ধুরা পাহাড়ের প্রায় অর্ধেকটা ওঠার পর ফুটপাথটা দেখতে পায়। আমরা প্রায় সেই লেভেলেই রয়েছি।'

'ঝরনাটা কোনদিকে?'

'দক্ষিণে। আমরা পশ্চিমে রয়েছি, ধারণা করছি আধমাইলটাক হাঁটলেই পাথর দিয়ে বাঁধানো ফুটপাথটা পেয়ে যাব।'

সারভাইভাল গিয়ার সহ ব্যাকপ্যাক নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। বৃষ্টির মধ্যে রেইনকোট পরতে হয়েছে ওদেরকে। সাবধানের মার নেই, বড় কয়েকটা বোল্ডারের সঙ্গে প্লেনটাকে বেঁধে রেখে এসেছে ওরা।

এক কারনিস থেকে আরেক কারনিসে, এই গুহা থেকে সেই গুহায়, এক ফাটল থেকে বেরিয়ে আরেক ফাটলে–দুপুর পর্যন্ত এভাবেই চলল। অবশেষে রেডক্লিফ খুঁজে পেলেন পাথর বসানো প্রাচীন ফুটপাথটা। তাঁর লম্বা করা হাত অনুসরণ করে তাকাল মুরল্যান্ড। 'ফুটপাথের ওপর ওগুলো কী বলুন তো?'

'এক ধরনের বাঁধাকপি,' বললেন রেডক্লিফ। 'এই কপি দিয়ে ঝাঁঝাল তেল হয়, রেঁধেও খাওয়া যায়।'

'কী আশ্চর্য! এরকম একটা নির্জন দ্বীপে বাঁধাকপি কীভাবে বংশ বিস্তার করে?'

'কৃতিত্বটা নিশ্চয়ই পরাগের। বাতাসের ধাক্কায় পানির ওপর দিয়ে দ্বীপে পৌঁছায়।'

ফুটপাথ ধরে কিছু দূর হাঁটার পর সামনে একটা বিরাট বোল্ডার পড়ল। 'চেম্বারটা বোধহয় এটার উল্টোদিকে,' বলল মুরল্যান্ড। 'ভাবছি কতক্ষণ লাগবে আমাদের। এখানে আমি সন্ধ্যার পর থাকতে চাই না।'

'চিন্তার কিছু নেই। গোলার্ধের যেদিকটায় রয়েছি, এখনও আমরা বারো ঘণ্টা দিনের আলো পাব।'

'এইমাত্র একটা কথা ভাবলাম আমি।'

'কী কথা?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

'দু'হাজার মাইলের মধ্যে মানুষ বলতে শুধু আমরা দু'জন।'

'ঠিক। তুমি যদি এই নির্জন দ্বীপে নিজেকে মানুষ বলে চালাতে চাও, মেনে নিতেই হবে আমাকে।'

হাসল মুরল্যান্ড। বলল, 'আমাকে বাদ দিলে থাকে মাত্র একজন। ভাবতে কেমন লাগছে? দারুণ রোমাঞ্চকর না?'

'সত্যিই ভয়ের ব্যাপার...রোমহর্ষক!'

বোল্ডারটাকে পাশ কাটিয়ে এসে ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে ওরা। পঞ্চাশ গজের মত ওঠার পরে ওদের সামনের ফুটপাথে আরেকটা বড় বোল্ডার দেখা গেল। ওটাকে পাশ কাটাতেই চোখে পড়ল চেম্বারে ঢোকার খিলান আকৃতির ফাঁক–ছয় ফুট মত উঁচু, চারফুট চওড়া।

'ঠিক যেমন বর্ণনা দিয়েছেন কর্নেল,' বলল মুরল্যান্ড।

'আমাদের কারও "ইউরেকা!" বলে চেঁচানো উচিত,' বললেন রেডক্লিফ, বৃষ্টি আর বাতাসের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি।

পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাক নামিয়ে রেইনকোট খুলে ফেলল ওরা। দু'ঢোক করে কফি খেয়ে ব্যাকপ্যাক থেকে টর্চ বের করল, তারপর সাবধানে পা ফেলে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আরও গভীরে রওনা হলো।

দেয়ালগুলো মসৃণ, মেঝে কোথাও উঁচু-নিচু নয়। হঠাৎ করে টানেলটা চৌকো একটা চেম্বারে পৌঁছেছে। টর্চের আলোয় কিছু হাড় দেখা যাচ্ছে। একজোড়া পা, কোমরের হাড়, পাঁজর আর মেরুদণ্ডের হাড়, লালচে চুলের আভাসসহ একটা খুলিও। ছেঁড়া কিছু কাপড়ের টুকরো এখনও হাড়ের সঙ্গে লেগে আছে।

'কে জানে বেচারা এখানে কীভাবে এল,' বিড়বিড় করলেন রেডক্লিফ।

চেম্বারের চারদিকে আলো ফেলল মুরল্যান্ড। আগুন জ্বালার

জন্য একটা গর্ত, কিছু অস্ত্র আর আসবাব দেখা গেল, সবই কাঠ আর লাভা পাথর দিয়ে হাতে তৈরি। একটা সিল মাছের চামড়া আর হাড়ের একটা স্তূপও রয়েছে উল্টোদিকের কোণে।

'যেন মনে হচ্ছে এই দ্বীপে আশ্রয় নেয়া একজন নাবিক, জাহাজডুবির শিকার।'

'অদ্ভুত না, কর্নেল এর কথা বলেনি?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'১৭৭৯ সালে বোম্বে নোঙর ফেলেছিল এখানে। এই লোকটা সম্ভবত তার পরে এখানে আসে।' দেয়ালে আলো ফেলে মুরল্যান্ড দেখল টেলুরাইড চেম্বারের মত এখানেও খোদাই করা লিপি রয়েছে। ছোট্ট একটা বেদির উপর আলো পড়ল, সন্দেহ নেই এটার উপর থেকেই অবসিডিয়ান খুলিটা তুলে নিয়ে যায় ব্রিটিশ কর্নেল। টর্চের আলোয় আরও দেখা গেল চেম্বারের একদিকের ছাদ ধসে পড়েছে, পাথরের স্তূপ ঢেকে রেখেছে সেদিকের পুরো দেয়াল।

'ভাবছি ওই স্তূপের ওদিকে কী আছে।'

'আরেকটা দেয়াল?'

মাথা চুলকালেন রেডক্লিফ। 'অসম্ভব নয়।'

ঝুঁকল মুরল্যান্ড, তিন-চার কেজি ওজনের একটা পাথর তুলল, একটু হেঁটে এসে ফাঁকা জায়গায় রাখল সেটাকে। 'নিন, শুরু করুন।'

এক ঘণ্টা বিরতিহীন খাটনির পর একটা প্যাসেজ বের করল ওরা, ক্রল করে ওপারে যাওয়া যাবে। আকারে ছোট হওয়ায় প্রথমে ঢুকলেন রেডক্লিফ।

প্যাসেজ হয়ে আরেকটা চেম্বারে ঢুকে সিধে হলো ওরা। এটার দেয়ালে কোন লিপি খোদাই করা না থাকলেও, সামনের দৃশ্যটা অভিভূত করে ফেলল ওদেরকে। মমি করা বিশটা মূর্তি, পাথর কেটে তৈরি করা চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে। দুটো

মূর্তি প্রবেশপথের দিকে মুখ করে আছে, তারা বসেছে উঁচু একটা মঞ্চে।

'এই জায়গাটা কী বলো তো?'

'আমরা একটা সমাধির ভেতরে রয়েছি,' ফিসফিস করল মুরল্যান্ড। 'অত্যন্ত প্রাচীন, অন্তত কাপড় দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

পরবর্তী পাঁচঘণ্টা ক্যামেরার সাহায্যে চেম্বার দুটোর প্রতি ইঞ্চির ছবি তুলল মুরল্যান্ড, আর চোখের সামনে যা কিছু দেখতে পেলেন, ছোট একটা টেপ-রেকর্ডারে তার বর্ণনা রেকর্ড করলেন রেডক্লিফ।

কাজটা শেষ হলো শেষ বিকেলে। গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে নিজেদের তৈরি প্যাসেজটা পাথর দিয়ে আবার বন্ধ করতে ভুলল না।

বৃষ্টি থেমে গেছে। ব্যাকপ্যাক পিঠে নিয়ে টিল্ট-রোটরের কাছে ফিরছে ওরা। ঢাল বেয়ে অনেকটা নামতে হলো, তবে শেষ পঞ্চাশ গজ চড়াই। প্লেন যখন মাত্র ত্রিশ গজ দূরে, হঠাৎ ওটা থেকে কমলা রঙের একটা শিখা লাফিয়ে উঠল আকাশে। বিস্ফোরণের আওয়াজটা পটকা ফাটার মত, যেন টিনের কৌটার ভিতর ফেটেছে।

দু'জনেই অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে প্লেনটাকে পুড়ে যেতে দেখছে।

'অসম্ভব নয়?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ। 'কোথাও কোন বোট নেই, জায়গা নেই আরেকটা প্লেন ল্যান্ড করার। প্লেনে বোমা রেখে পালিয়ে যাবে আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, এ স্রেফ সম্ভব নয়, মুরল্যান্ড।'

'বোমাটা প্লেনে রাখা হয়েছিল কেপ টাউনে, আমরা টেক-অফ করার আগে,' বলল মুরল্যান্ড, তার কণ্ঠস্বর বরফের মত। 'ফাটার ব্যবস্থা করা হয়েছিল রিটার্ন ট্রিপে।'

'আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেম্বারে...'

'অতক্ষণ ওখানে ছিলাম বলেই এখনও বেঁচে আছি। যারাই খুনি হোক, তারা ধরে নিয়েছিল আমরা এমন কিছু পাব না যে এক কি দু'ঘণ্টার বেশি থাকতে হবে ওখানে, তাই তারা চার ঘণ্টা এগিয়ে ডেটোনেটর সেট করেছিল।'

'জাহাজডুবির ওই নাবিকের পর চেম্বারটা কেউ দেখেছে বলে বিশ্বাস হয় না।'

'অন্তত টেলুরাইডের বন্ধুরা দেখেনি, দেখলে প্রথম চেম্বারটা নিশ্চয়ই ধ্বংস করত। আমরা যে সেইন্ট পলে আসছি এই ইনফরমেশনটা কেউ ফাঁস করে দিয়েছে, অর্থাৎ আমরাই পথ দেখিয়েছি তাদেরকে। এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র, প্রথম চেম্বারের লিপিগুলো পরীক্ষা করতে আসবে তারা।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন রেডক্লিফ। 'আমাদের বিপদ সম্পর্কে অ্যাডমিরালকে জানানো দরকার।'

'কোডে জানান,' পরামর্শ দিল মুরল্যান্ড। 'এরা ধুরন্ধর মক্কেল, মিস্টার রেডক্লিফ। স্যাটেলাইট আলাপে কান পেতে আছে। আমরা এতক্ষণে ভারত মহাসাগরের মাছেদের পেটে চলে গেছি, এটাই তাদেরকে ভাবতে দেয়া উচিত।'

স্যাটেলাইট ফোন বের করলেন রেডক্লিফ। 'অ্যাডমিরালের রেসকিউ পার্টির আগেই যদি তারা চলে আসে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'আসুন, পাথর ছোঁড়ায় অভ্যস্ত হয়ে নিই। অস্ত্র বলতে আর তো কিছু নেই আমাদের।'

অ্যান্টার্কটিকা।

নুমার রিসার্চ শিপ পোলার হোয়াইট বিজ্ঞানীদের নিয়ে ওয়েডেল সি থেকে বেরিয়ে আসছে, এই সময় ডিরেক্টর জর্জ হ্যামিলটনের একটা মেসেজ রিসিভ করল ক্যাপটেন ফার্দিনান্দ কক: 'নোঙর ফেলে অপেক্ষা করো, একজন প্যাসেঞ্জার আসছে।'

তিন দিন পর খুব সকালবেলা কুয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা হেলিকপ্টার। পোলার হোয়াইটের ল্যান্ডিং প্যাডে নামল ওটা। ব্রিফকেস আর শোল্ডার ব্যাগ নিয়ে কার্গো ডোর থেকে লাফ দিল এক লোক, ঘুরে পাইলটের উদ্দেশে হাত নাড়ল। রোটরের গতি বেড়ে গেল যান্ত্রিক ফড়িংটাকে নিয়ে আবার আকাশে উঠল পাইলট।

ইতিমধ্যে পোলার হোয়াইটের ব্রিজে পৌঁছে গেছে আগন্তুক। 'হাই, ফার্দি,' ক্যাপটেনকে বলল সে। 'অনেকদিন পর দেখা হলো, তাই না?'

'ওহ্ গড! রানা, তুমি! কোত্থেকে বলো তো?'

'নুমার প্লেনে করে একটা জাপানি রিসার্চ বেসের এয়ারস্ট্রিপে আসি, ওরা একটা হেলিকপ্টারে করে এখানে পৌঁছে দিল।'

'এই ঠাণ্ডা নরকে আসার কারণ?'

'উপকূল থেকে খানিক দূরে ছোট্ট একটা সার্চ প্রজেক্ট।'

'অ্যাডমিরালের মেসেজ পেয়েই বুঝে নিয়েছি, আস্তিনে কিছু লুকিয়ে রেখেছেন। আমাকে জানানইনি যে তুমি আসছ।'

'না জানাবার কারণ আছে।' চার্ট টেবিলে ব্রিফকেসটা রাখল রানা, খুলল, তারপর এক সেট কোঅর্ডিনেট লেখা একটা কাগজ দিল ক্যাপটেন কককে। 'এটা আমাদের গন্তব্য।'

কাগজটার উপর চোখ বুলিয়ে নটিকাল চার্ট দেখল ক্যাপটেন। 'স্টিফেনসন বে,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'কাছেই, কেম্প কোস্ট-এ, হবস দ্বীপ থেকে বেশি দূরে নয়। তবে তেমন কিছু নেই ওদিকটায়। একদম ফাঁকা জায়গা। কী খুঁজছ তুমি, রানা?'

'পরিত্যক্ত একটা জাহাজ।'

কয়লার মত কালো মেঘের নীচে স্টিফেনসন বে ভয়ালদর্শন বরফে মোড়া ধু-ধু সাগর। বাতাস কামড় দিচ্ছে ঈল মাছের সুচাল দাঁতের মত; রানা ভাবছে মহাদেশটার তীরে পৌঁছাতে হলে

কতটুকু শারীরিক ধকল পোহাতে হবে। তারপরই রক্তে আড্রেনালিনের মাত্রা বাড়তে শুরু করল, কারণ কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে একটা জাহাজ আবিষ্কার করেছে ও, ১৮৫৮ সালের পর থেকে যেটার ডেকে কারও পা পড়েনি।

এখনও কি আছে সেটা ওখানে, ভাবছে রানা, প্রায় দেড়শো বছর আগে লিলিয়ানা আর তার স্বামী যেমনটি দেখেছিল? না কি বরফের চাপে ভেঙে গেছে, এখন আর সেটার কোন অস্তিত্বই নেই?

ব্রিজে ফিরে এসে রানা দেখল চোখে বিনকিউলার তুলে আইসব্রেকারের পিছন দিকে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাপটেন কক। 'তিমি খুঁজছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ইউ-বোট,' শুকনো গলায় জবাব দিল কক।

রানা ধরে নিল ক্যাপটেন ঠাট্টা করছে। 'সাগরের এদিকটায় খুব বেশি সাবমেরিন আসার কথা নয়।'

'মাত্র একটা।' বিনকিউলারটা চোখে চেপে রেখেছে ক্যাপটেন। 'ইউ-২০১৫। দশ দিন আগে এই জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে যাচ্ছিল, সেই থেকে ওটা আমাদের পিছু ছাড়ছে না।'

এখনও রানা নিশ্চিত নয় ঠিক শুনেছে কিনা। 'তুমি সিরিয়াস, ফার্দি?'

অবশেষে গ্লাসজোড়া চোখ থেকে নামাল ক্যাপটেন। 'হ্যাঁ, সিরিয়াস।' এরপর কী ঘটেছিল, কীভাবে চিনতে পারল ইত্যাদি বলল রানাকে। 'জিজ্ঞেস কোরো না এত বছর ধরে ওটা টিকে আছে কীভাবে,' সবশেষে বলল সে। 'কিংবা আমাদের এই জাহাজকে কী কারণে অনুসরণ করছে। এ-সব প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই।'

ক্যাপটেন ককের সঙ্গে অন্তত চারটে প্রজেক্টে কাজ করেছে রানা, মানুষ হিসাবে অত্যন্ত দায়িত্ববান বলে জানে তাকে, যার

রেকর্ডে কালো কালির দাগ নেই। 'সত্যিই তো, এত বছর পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার নাৎসিদের একটা সাবমেরিন...'

'জানি কী ভাবছ তুমি,' রানাকে বাধা দিয়ে বলল কক। 'তবে আমি ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারব। জাহাজে একজন সাংবাদিক আছেন, গ্লোরিয়া ফ্যাশন। সংঘর্ষটা যখন ঘটতে যাচ্ছিল, তিনি তখন ওটার ফটো তুলেছেন।'

'হুম।' রানা চিন্তিত। ওর মাথার পিছনদিকে একটা সতর্কীকরণ আলো জ্বলে উঠেছে। যদিও, ফোর্থ এমপায়ারের খুনিদের সঙ্গে একটা অ্যান্টিক ইউ-বোটের সম্পর্ক আছে, এটা স্রেফ অবাস্তব বলে মনে হয়। 'অ্যাডমিরালকে ব্রিফ করো,' নির্দেশ দিল রানা। 'বলো আমাদের সাহায্য দরকার হতে পারে।'

'ওটাকে নিয়ে একটু লুকোচুরি খেলব?' জিজ্ঞেস করল কক।

মাথা নাড়ল রানা। 'ভৌতিক সাবকে অপেক্ষা করতে হবে, ফার্দি। দ্য বোম্বেকে খুঁজে বের করাটা আমাদের প্রথম কাজ।'

'ওটার নাম দ্য বোম্বে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। '১৭৭৯ সালে নিখোঁজ একটা ইস্ট ইন্ডিয়াম্যান।'

'তোমার ধারণা তীর বরাবর কোথাও বরফে আটকে আছে জাহাজটা?' ক্যাপটেনের গলায় সন্দেহ।

'হ্যাঁ।'

'নুমার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কী থাকতে পারে ওটায়?'

'প্রাচীন একটা ধাঁধার উত্তর।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ক্যাপটেন কক। 'আইস প্যাকের কতটা ভেতরে যেতে বলো তুমি?'

ক্যাপটেনের হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল রানা। 'পোলার হোয়াইটকে তুমি ঠিক এই পজিশনে নিয়ে যেতে পারলে খুশি হই আমি।'

কাগজটার উপর চোখ রেখে ক্যাপটেন বলল, 'এই অক্ষাংশ

আর দ্রাঘিমাংশে বহুদিন যাই না আমরা। তবে তুমি যখন বলছ, যতটা পারা যায় কাছাকাছি পৌঁছাবার চেষ্টা করব। জানতে পারি, এই সংখ্যাগুলো কোথায় পেয়েছ তুমি?'

'সি হর্স নামে একটা হোয়েল শিপের লগ থেকে। সি হর্সই বহু যুগ আগে ইস্ট ইন্ডিয়াম্যানকে আবিষ্কার করেছিল।'

পোলার হোয়াইট আইস প্যাকে ঢুকে পড়েছে। প্রথম এক মাইল এক ফুটের বেশি পুরু নয় বরফ। প্রকাণ্ড বো অনায়াসে বরফ ভেঙে এগিয়ে চলল। কিন্তু যতই তীরের দিকে এগোল জাহাজ ধীরে ধীরে ততই ফুলে উঠতে দেখা গেল প্যাককে–তিন থেকে চার ফুট পুরু। থামাও জাহাজ, পিছু হটো, তারপর আবার এগিয়ে বরফের গায়ে গুঁতো মারো। প্রতি ধাক্কায় পঞ্চাশ ফুটী ফাটল তৈরি হয়। ওইটুকু সহজেই এগোনো যায়, তারপর আবার পিছু হটে মারো ধাক্কা।

বরফে গুঁতো মারার দৃশ্যটা ক্যাপটেন কক দেখছে না। উঁচু একটা চেয়ারে বসে জাহাজের ডেপথ সাউন্ডার-এর স্ক্রিনে তাকিয়ে রয়েছে সে। যন্ত্রটা থেকে সনিক সিগনাল পাঠানো হয় সাগরের মেঝেতে। সেটা ফিরে এলে সি বেড আর জাহাজের মাঝখানের দূরত্ব মাপা যায়।

কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, চোখে বিনকিউলার। তটরেখার ঠিক পিছনে বরফের প্রাচীরগুলো দুশো ফুট উঁচু, তারপর বিস্তীর্ণ সমতল এলাকা, যেন চওড়া একটা মালভূমি। প্রাচীরগুলোর গোড়ায় চোখ বুলাচ্ছে রানা, দেখছে বরফে আটকা পড়া বোম্বের কোন আভাস পাওয়া যায় কিনা।

'মিস্টার রানা?'

ঘাড় ফেরাল রানা। শিশুসুলভ সরল হাসিতে উদ্ভাসিত একটা মুখ, শরীরটা নাদুসনুদুস। 'ইয়েস?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি কেনেথ হোপ, চিফ সায়েন্টিস্ট,' হেলেদুলে সামনে

এসে হাত বাড়ালেন ভদ্রলোক, 'এবং গ্লেসিয়োলজিস্ট। আপনার সঙ্গে আমিও যেতে চাইছি–স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে।'

'কাজটা বিপজ্জনক,' বলল রানা। 'আমি কাউকে সঙ্গে নিতে চাইছি না।'

'বরফ সম্পর্কে জানে, এমন একজন সঙ্গে থাকলে আপনার বিপদের ঝুঁকি ফিফটি পার্সেন্ট কমে যাবে।' হাসছেন হোপ। প্রকাণ্ড ভুঁড়িতে হাত বুলালেন। 'গায়ে জোরও আছে, প্রয়োজনে আপনাকে ঘাড়ে তুলে ফিরিয়ে আনতে পারব।'

হেসে ফেলল রানা।

'সাগরের তলা উঠে আসছে,' ঘোষণার সুরে বলল ক্যাপটেন। ইঞ্জিন রুমকে ডাকল সে। 'অল স্টপ, চিফ। আমরা আর সামনে যাব না।' রানার দিকে চোখ ফেরাল। 'তোমার দেয়া অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা।'

'ধন্যবাদ, ফার্দি। ১৮৫৮ সালের শীতে মোটামুটি এই স্পটেই আটকা পড়েছিল সি হর্স।'

ব্রিজ উইন্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে জাহাজ থেকে তীর পর্যন্ত বিছিয়ে থাকা বরফের দিকে তাকিয়ে আছেন কেনেথ হোপ। 'আমার হিসেবে দু'মাইল। চঞ্চল বাতাসে এটুকু ঘুরে আসা আমাদের শরীরের উপকারে লাগবে।'

ব্রিজে ঢুকে সোজা রানার দিকে এগিয়ে এল গ্লোরিয়া ফ্যাশন। 'শুনলাম আপনি মাসুদ রানা, নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর।'

মেয়েটির সপ্রতিভ ভাবটা ভাল লাগল রানার। মৃদু হাসল ও। 'আর আপনি নিশ্চয়ই গ্লোরিয়া ফ্যাশন। সম্ভবত আইস এক্সপিডিশন নিয়ে ফটো ফিচার লিখছেন।'

'ক্যাপটেনের কাছে আপনার সম্পর্কে শুনেছি আমি। এই কাজটা শেষ হলে আমি কি আপনার ইন্টারভিউ নিতে পারব?'

'দুঃখিত, আমি আসলে সময় পাব না,' এড়িয়ে গেল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল। 'আমরা বোধহয়

সাবমেরিনটাকে আইস ফিল্ডের কিনারায় ফেলে এসেছি।'

'হয় তাই,' বলল কক, 'তা না হলে ওটা আমাদেরকে বরফের তলা দিয়ে ফলো করছে।'

'স্বেচ্ছাসেবকরা আপনার জন্যে তৈরি,' রানাকে জানাল ফার্স্ট অফিসার।

গ্যাঙওয়ে নিচু করা হলো। একজন ক্রু তিনটে স্লেজ নামাল বরফে, তার মধ্যে একটায় রয়েছে তারপুলিনে ঢাকা বরফ কাটার টুলস। বাকি দুটোয় রয়েছে প্রচুর রশি, আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেলে বাঁধার কাজে লাগবে।

এক ফুট গভীর তুষারে দাঁড়িয়ে ক্যাপটেনের দিকে মুখ তুলল রানা। 'স্লেজ তিনটে কেন?'

ইঙ্গিতে এক লোককে দেখাল ক্যাপটেন। মানুষ না বলে তাকে দৈত্য বলাই ভাল। 'জাহাজের থার্ড অফিসারও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। ড্যান মারফি। ওকে দেখলে পোলার বেয়ারও জান নিয়ে পালাবে।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ,' কুচকুচে কালো দাড়ির ভিতর থেকে গুমগুম করে উঠল মারফি, নাভি পর্যন্ত নেমে এসেছে ওগুলো।

'মি টু!' বলল রানা। 'তবে আমার জানা মতে অ্যান্টার্কটিকায় কোন পোলার বিয়ার নেই।

'না থাকুক, আমি তো আছি!' চোখ গরম করে তাকাল ড্যান রানার দিকে। 'আমাকে সঙ্গে না নিলে কামড়ে দেব বলে দিচ্ছি! অন্য আরও কত রকম বিপদ আছে। আপনি একাই সব মজা লুটতে চান নাকি?'

রানা আর কিছু বলল না, মুচকি হেসে রওয়ানা হয়ে গেল।

বরফের মাঠ উঁচু-নিচু হলেও, প্রায় মসৃণই বলা যায়, কোন ঘটনা ছাড়াই দ্রুত এগোচ্ছে দলটা। কয়েকটা আইস-রিজ আর দুটো আইসবার্গ সামনে পড়ল, ফলে ঘুরে এগোতে হলো ওদেরকে।

পাখির পালকের মত নরম তুষারের উপর দিয়ে হাঁটতে ওদের কোন সমস্যা হচ্ছে না।

সবার সামনে রয়েছেন কেনেথ হোপ, এগোবার সময় বরফের মতিগতি বোঝার চেষ্টা করছেন, বিশেষ করে লক্ষ রাখছেন কোথাও কোন গর্ত বা ফাটল আছে কিনা। তিনি স্লেজের বোঝা বহন করছেন না, কারণ বরফ টেস্ট করার জন্য স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করার সুযোগ থাকা দরকার তাঁর। তারপর রয়েছে রানা, একজোড়া স্কির উপর; একটা স্লেজ টেনে আনছে, কাঁধের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকান। সবার পিছনে রয়েছে ড্যান মারফি, দুটো স্লেজকে এমনভাবে টেনে আনছে, যেন খেলনা ওগুলো।

অনেক আগেই দিগন্তে মেঘ জমেছিল, হঠাৎ সেটা উঠে এসে গোটা আকাশ ঢেকে দিতে শুরু করল। সেই সঙ্গে আরম্ভ হলো হালকা তুষারপাত।

আবহাওয়ার এই পরিবর্তন গ্রাহ্য না করে এগিয়ে চলেছে দলটা। অনেকটা দূরে, বরফ-মুক্ত হানসেন মাউন্টেইন দেখতে পাচ্ছে রানা। বরফের প্রাচীরগুলো আরও অনেক কাছে। সেগুলোর গোড়ায় চোখ বুলিয়ে জাহাজের কোন আকৃতি, কোন গাঢ় ছায়া, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা। তবু এগোচ্ছে। আর যতই এগোচ্ছে ততই উঁচু দেখাচ্ছে বরফ প্রাচীরগুলোকে।

এক ঘণ্টা পর বরফের পুরু চাদর পার হয়ে প্রাচীরগুলোর গোড়ায় পৌঁছাল দলটা। চোখে বিনকিউলার, জাহাজ থেকে ওদেরকে দেখছে ক্যাপটেন কক। স্যাটেলাইট ফোনটা তুলে একটা নম্বরে ডায়াল করল সে। অপরপ্রান্ত থেকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'তীরে পৌঁছে এই মাত্র সার্চ শুরু করল ওরা, অ্যাডমিরাল।'

'ধন্যবাদ, ফার্দি,' বললেন হ্যামিলটন। 'ফিরলে রিপোর্ট করবে আমাকে।'

'অন্য একটা ব্যাপার, অ্যাডমিরাল। এখানে অদ্ভুত এক

পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।' এরপর সংক্ষেপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ইউ-বোটের আকস্মিক আবির্ভাব আর উদ্ভট আচরণ সম্পর্কে জানাল। সে থামার পর অপরপ্রান্তে প্রত্যাশিত নীরবতা নেমে এল, ব্যাপারটা হজম করতে সময় নিচ্ছেন নুমা-র চিফ।

অবশেষে কঠিন সুরে বললেন তিনি, 'ঠিক আছে, যা করার করছি আমি।'

তিনজন তিন দিকে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ওরা, বদেভোঁয় ফিরে এসে কেনেথ হোপ দেখলেন একা শুধু ড্যান মারফি দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'নাহ্, বরফে এমন কিছু দেখলাম না যেটার সঙ্গে কোন জাহাজের মিল পাওয়া যায়।'

মাথা নাড়ল মারফি। 'আমিও হতাশ।' তার পকেটের ভিতর শিপ-টু শোর রেডিওটা ঘড় ঘড় করে উঠল। সেটটা বের করল সে। 'ইয়েস, ক্যাপটেন?'

'আকাশের অবস্থা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না,' বলল ক্যাপটেন কক। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে ফিরে এসো তোমরা।'

'ইয়েস, সার। একটু পরেই দেখা হবে।' রেডিওটা পকেটে ভরে রাখল মারফি, তারপর উত্তর দিকে তাকিয়ে বরফ ঢাকা প্রান্তর ছাড়া আর কিছু দেখল না। 'আপনি মিস্টার রানাকে কোথায় রেখে এলেন?'

হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করলেন হোপ। 'পাঁচিলে একটা ফাটল পেয়ে সেটার ভিতর ঢুকলেন তিনি। আমি ভেবেছি ভেতরটা দেখে বেরিয়ে আসবেন, পিছু নেবেন আমার। ঠিক আছে, দেখছি আমি।'

পায়ের ছাপ অনুসরণ করে বরফ প্রাচীরের কাছে ফিরে এলেন হোপ। কিন্তু এদিক সেদিক অনেক খুঁজেও ফাটলটা খুঁজে পাচ্ছেন না। তুষারপাত আর বাতাসের গতি বেড়ে

যাওয়ায় পায়ের ছাপ মুছে গেছে।

'এই যে, মিস্টার হোপ! এদিকে!'

রানার ডাকটা শুনতে পেলেও বরফ প্রাচীরের সাদা মুখ ছাড়া আর কিছুই প্রথমে তিনি দেখতে পেলেন না হোপ। তারপর দেয়ালের গায়ে, একটা ফাটলের ভিতর নীলচে-সবুজ পারকার আস্তিন নড়তে দেখলেন। দ্রুত সেদিকে এগোলেন তিনি।

ফাটলটার ভিতর উঁকি দিলেন হোপ। শেষ মাথায়, কাঠের একটা কাঠামোর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে আছে উজ্জ্বল হাসিতে। কাঠামোটা খুঁটিয়ে দেখলেন হোপ। পুরানো দিনের একটা সেইলিং শিপের পিছনের অংশ বলে মনে হচ্ছে।

খবর পেয়ে স্লেজগুলো নিয়ে ফাটলটার কাছে চলে এল মারফি। তার কাছ থেকে রেডিও সেটটা চেয়ে নিয়ে ক্যাপটেন কককে সুখবরটা দিল রানা, তারপর অভয় দিয়ে বলল ফাটলের ভিতর ঝড় ওদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

সময় নষ্ট না করে তিনজনই ওরা যন্ত্রপাতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বরফ ভাঙার কাজে। চৌত্রিশ মিনিট পর কাঠের ধাপ বেয়ে খানিকটা নামল মারফি, ঘোষণা করল, 'আমি একটা প্রবেশপথ পেয়েছি, জেন্টলমেন।'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কালো গর্তটার দিকে তাকাল রানা, তারপর কিনারায় বসে গর্তের ভিতর পা নামিয়ে দিল। চার ফুট নীচের ডেকে ঘষা খাচ্ছে বুট। সন্দেহ নেই জাহাজের গ্যালি এটা। উঁকি দিয়ে নীচে তাকাল ও।

কিছু দেখতে পাচ্ছেন?' হোপ উত্তেজিত।

'ধরুন মোড়া একটা স্টোভ,' জবাব দিল রানা। 'আপনারা আলো নিয়ে আসুন।'

আলো জ্বালা হলো। জায়গাটা দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গর্ত দিয়ে নীচে নামল ওরা। গ্যালিটাকে দেখে মনে হলো কখনও

ব্যবহার করা হয়নি। আভন-এর ফায়ার ডোর খুলল রানা, কিন্তু ভিতরে কোন ছাই দেখল না।

'শেলফগুলো সব খালি,' বলল মারফি। 'কাগজ, ক্যান, গ্লাস–সব মনে হয় খেয়ে ফেলেছে।'

'আমরা কি বিশেষ কিছু খুঁজছি?' জানতে চাইলেন হোপ।

'হোল্ডের ভিতর একটা স্টোররুম,' বলল রানা। 'ক্যাপটেনের কেবিনের নীচে।'

'তা হলে প্রথমে নীচে নামার প্যাসেজ খুঁজতে হবে।'

একটা দরজা দিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকল রানা। টেবিল-চেয়ারে এক ইঞ্চি পুরু বরফ জমেছে। ডাইনিং টেবিলের মাঝখানে টি সেট দেখা যাচ্ছে।

'এখানে কোন লাশ নেই,' ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন হোপ।

'সবাই তারা যে-যার কেবিনে মারা গেছে,' বলল রানা। 'অনাহার, স্কার্ভি আর হাইপথারমিয়ায়।'

'এখান থেকে কোথায় যাব আমরা?' মারফি জানতে চাইল।

ডাইনিং টেবিলের পাশের দরজাটা দেখাল রানা। 'বাইরে বেরুলেই একটা প্যাসেজওয়ে পাব, নীচের ডেকে নেমে গেছে।'

'দুশো বছরের পুরানো একটা জাহাজের কোথায় কী আছে তা আপনি জানলেন কীভাবে?'

'ইস্ট ইন্ডিয়াম্যানের ড্রইং আর পুরানো প্ল্যান স্টাডি করেছি।'

একটা মই বেয়ে নীচে নামল ওরা। ধাপগুলোয় বরফ জমে আছে। পথ দেখিয়ে ওদেরকে জাহাজের সামনের দিকটায় নিয়ে এল রানা। পাশ কাটাল পুরানো কামানটাকে, ঝকঝকে ভাব দেখে একদম নতুন লাগছে–লিলিয়ানা আর সি হর্সের ক্রুরা ঠিক যেভাবে রেখে গেছে।

শরীরের শিরায় শিরায় উত্তেজনা নিয়ে স্টোররুমের ভিতরে ঢুকল রানা, হাতের আলোটা চারদিকে ঘোরাল। ১৮৫৮ সালে

শেষবার যেমন দেখা গেছে প্যাকিং ক্রেটগুলো ঠিক তেমনই আছে। দুটো বাক্স ডেকে বসানো, ঢাকনি খোলা। দরজার পিছনে তামার একটা পাত্র কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। সি হর্সের লোকজন তাড়াহুড়ো করে চলে যাওয়ার সময় গড়িয়ে ওদিকে চলে গেছে ওটা।

বাক্স দুটো থেকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে মূর্তিগুলো বের করে বরফ মোড়া মেঝেতে রাখছে রানা। বেশিরভাগই সাধারণ পশুর মূর্তি–কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, সিংহ। তবে এমন কিছু জীব-জন্তুর স্কাল্পচারও রয়েছে, জীবনে কখনও দেখেনি ও। কিছু মূর্তি তামার, কিছু ব্রোঞ্জের।

মানুষের মূর্তিও আছে, বেশিরভাগ লম্বা আর ঢোলা পোশাক পরা মেয়েদের; তাদের পায়ে অদ্ভুতদর্শন জুতো, প্রায় সবার চুলই কোমর পর্যন্ত লম্বা।

বাক্সগুলোর একদম নীচে প্রচুর তামার চাকতি পাওয়া গেল। ডায়ামিটারে পাঁচ ইঞ্চি, আধ ইঞ্চি পুরু। চাকতিগুলোর দুই পিঠে ষাটটা সংকেত দেখা যাচ্ছে, এই সংকেতগুলোই প্যারাড়াইস মাইনের চেম্বারে দেখেছে বলে চিনতে পারল রানা। চাকতির মাঝখানে, একদিকে একটা পুরুষকে দেখা যাচ্ছে, আরেকদিকে এক মহিলাকে। লোকটার মাথায় টোপর আকৃতির হ্যাট, সেটা এক পাশে খানিকটা ভাঁজ করা। ধাতব একটা বর্ম পরে আছে বুকে, তার উপর ফতুয়া ধরনের পরিচ্ছদ। কোমরের নীচে স্কার্টটা খাটো, লোকটা বসে আছে একটা ঘোড়ার পিঠে, যেটার মাথায় একটা সিং। লোকটার হাতের চওড়া তলোয়ার মাথার উপর খাড়া করে ধরা, হাঁ করা একটা দৈত্যাকার গিরগিটির গলা কাটতে উদ্যত।

চাকতির উল্টোদিকে মহিলাটিও একই পোশাক পরে আছে, তবে তার শরীরে প্রচুর অলঙ্কার, দেখে মনে হলো ঝিনুক আর পুঁতির মালা। সে-ও এক শিং বিশিষ্ট একটা ঘোড়ার পিঠে বসে

আছে, তবে তলোয়ারের বদলে তার হাতে একটা বল্লম রয়েছে, আঘাত করতে যাচ্ছে একটা খড়্গদন্ত বাঘকে–ওটা এমন একটা পশু, কয়েক হাজার বছর আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অন্য কোনও সময়ে, অন্য কোনও জায়গায় চলে গেল রানার মনটা, অস্পষ্ট আর ঝাপসা, কিনারাগুলো কুয়াশা দিয়ে মোড়া। একটা চাকতি হাতে নিয়ে যারা এটা তৈরি করেছে, অনুভূতির সাহায্যে তাদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করল ও। কিন্তু কল্পনার রথে চড়ে অতীত অবলোকন ওর কাজ নয়। ও এখনকার আর এখানকার মানুষ। অতীত আর বর্তমানকে যে অদৃশ্য পাঁচিলটা আলাদা করে রখেছে সেটার ভিতর দিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই ওর।

রেডিও অন করে ক্যাপটেন ককের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। চব্বিশটা কাঠের বাক্স ভর্তি আর্টিফ্যাক্ট স্লেজে তোলা হয়েছে শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে। সব মিলিয়ে আটশো পাউন্ড ওজন দাঁড়িয়েছে, টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরও লোকজন দরকার, জানান হলো তাকে। উত্তরে ক্যাপটেন বলল, 'আবহাওয়া একটু শান্ত হলে রিলিফ পার্টি নিয়ে আমি নিজেই আসছি। ছবি তোলার জন্যে মিস ফ্যাশনকেও নিয়ে যাচ্ছি।'

তিন ঘণ্টা পর দলবল নিয়ে পৌঁছাল কক। রানা তাকে বোম্বের কেবিনগুলো ঘুরিয়ে দেখাল। ১৭৭৯ সালে ক্যাপটেন উইলিয়াম রস তাঁর ডেস্কে যেভাবে বসেছিলেন, আজও ঠিক তেমনি বসে আছেন।

হঠাৎ পোলার হোয়াইট থেকে ফার্স্ট অফিসার বার্ট নিওন যোগাযোগ করল ক্যাপটেন ককের সঙ্গে। মেসেজটা রিসিভ করে পোর্টেবল রেডিওটা পকেটে রেখে দিল কক। চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে খবর ভাল নয়। 'এখনই আমাদেরকে জাহাজে ফিরে যেতে হবে,' বলল সে।

'আরেকটা ঝড় আসছে বুঝি?' জানতে চাইল ফ্যাশন।

মাথা নাড়ল ক্যাপটেন কক। 'সেই ইউ-বোট,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'পোলার হোয়াইটের কাছাকাছিই বরফ ভেঙে মাথা তুলেছে ওটা।'

## এগারো

জাহাজের কাছে এসে বরফের উপর দিয়ে তাকাতে ওটার পিছনে তিমি আকৃতির কালো সাব-মেরিনটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা। আরও কিছু দূর এগোবার পর কনিং টাওয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকেও আলাদা করা গেল। খোলের ভিতর থেকে আরও কিছু খুদে মূর্তি উঠে এসে ডেক গান-এর চারধারে ভিড় জমাচ্ছে।

পোলার হোয়াইটের কাছ থেকে মাত্র সিকি মাইল দূরে মাথা তুলেছে ইউ-বোটটা।

পোর্টেবল রেডিও অন করে ফার্স্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করল ক্যাপটেন কক। 'ওয়াটারটাইট ডোরগুলো বন্ধ করে দাও। বিজ্ঞানী আর ক্রুদের নির্দেশ দাও লাইফ ভেস্ট পরতে হবে।'

'ইয়েস, সার।'

'তোমার ভৌতিক জাহাজ একটা মহামারীর মত,' রানাকে বলল কক। 'ওটার দুর্ভাগ্য সংক্রামক।'

'চেষ্টা করলে ভাল দিকও দেখতে পাবে,' জবাব দিল রানা। 'একটা সাবমেরিন বরফের ভেতর দিয়ে টর্পেডো ছুঁড়তে পারবে না।'

'তা ঠিক, তবে দেখছ না ওদের একটা ডেক গান রয়েছে।'

স্লেজের তৈরি পথ ধরে জাহাজে পৌঁছাতে এখনও আধ মাইল পাড়ি দিতে হবে ওদেরকে। রেডিও অন করে ফার্স্ট অফিসারকে জিজ্ঞেস করল ক্যাপটেন, 'ইউ-বোট যোগাযোগ করেছে?'

'না, সার। আমি কি যোগাযোগ করব?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল কক। 'না, এখনই নয়, তবে সারাক্ষণ কড়া নজর রাখো।'

'এর আগে যখন দেখা হয়েছিল, যোগাযোগ করেছিলে তুমি?' জানতে চাইল রানা।

'দু'বার,' বলল কক। 'কিন্তু পরিচয় জানাবার অনুরোধে সাড়া দেয়নি ওরা।' সাবমেরিনটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'সব শোনার পর কী বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন?'

'শুধু বললেন: দাঁড়াও, যা করার আমি করছি।'

'অ্যাডমিরাল যে প্রতিশ্রুতিই দিন না কেন, তুমি সেটা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে পারো,' বলল রানা। 'ফার্স্ট অফিসার নিওনকে বলো ইউ-বোটের কমান্ডারকে সাবধান করে দিক–রিসার্চ শিপ থেকে বরফের নীচে এক্সপ্লোসিভ আন্ডারওয়াটার ডিভাইস ফেলা হয়েছে। ঠিক যেখানে তারা মাথা তুলেছে, তার তলায়।'

'এ-ধরনের একটা মিথ্যে বলার উদ্দেশ্য?'

'সময়ক্ষেপণ,' বলল রানা। 'যাই করার কথা ভেবে থাকুন, অ্যাডমিরালকে সময় দেয়া দরকার।'

'বাতাসে নিশ্চয়ই কান পেতে আছে ওরা।'

'হ্যাঁ, আছে বলেই মনে করি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রেডিও অন করল ক্যাপটেন। 'নিওন, মন দিয়ে শোনো।' এরপর ফার্স্ট অফিসারকে ব্যাখ্যা করে বলল কী করতে হবে, প্রায় নিশ্চিতভাবে জানে সাবমেরিন থেকে তাদের এই কথাবার্তা শোনা হচ্ছে।

জবাবে ফার্স্ট অফিসার জানাল, 'বুঝেছি, সার। এখনই আমি ভেসেলটার সঙ্গে যোগাযোগ করে সাবধান করে দিচ্ছি।'

'আমরা মিনিট দশেক অপেক্ষা করব,' ক্যাপটেন রেডিও বন্ধ করার পর বলল রানা। 'তারপর প্রয়োজন হলে আরেকটা গল্প বানাব।'

'এসো, জোর কদমে হাঁটি,' তাগাদা দিল কক।

ফ্যাশনের দিকে ফিরল রানা। রীতিমত হাঁপাচ্ছে মেয়েটি। 'অন্তত আপনার ক্যামেরার ইকুইপমেন্টগুলো দিন আমাকে।'

মাথা নাড়ল ফ্যাশন। 'নিজের গিয়ার ফটোগ্রাফারকেই বইতে হবে। আমি ভাল থাকব, আপনারা এগিয়ে যান।'

'দুঃখিত,' বলল ক্যাপটেন। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে পৌঁছাতে চাই আমি।'

'তুমি এগোও,' বলল রানা। 'জাহাজের ওপর দেখা হবে।'

ছুটল ক্যাপটেন।

নিজের স্কিগুলো ফ্যাশনের পায়ে আটকে দিল রানা। বলল, 'আপনি যান, আমি একটু কাছ থেকে সাবমেরিনটাকে দেখে আসি।'

ফ্যাশনকে পাঠিয়ে দিয়ে একটা কোণাকোণি পথ ধরে এগোল রানা, থামল সাবমেরিনের পঞ্চাশ গজ সামনে। বরফের উপর দিয়ে ওটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ও। ডেক গানে দাঁড়ানো ক্রু আর কনিং টাওয়ার থেকে নীচের দিকে ঝুঁকে থাকা অফিসারদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। কেউই নাৎসিদের ইউনিফর্ম পরে নেই। সবার পরনে কালো সিঙ্গেল পিস, আঁটসাঁট শীতকালীন কাভারঅলস।

এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে রানা, ক্রুরা যাতে দেখতে পায় ওকে। রেডিও সেটটা পকেট থেকে বের করে ট্র্যান্সমিট বাটন অন করল ও। 'আমি ইউ-২০১৫-এর কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার নাম মাসুদ রানা। তোমরা আমাকে পোল্যার হোয়াইটের খানিক পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছ।' মেসেজটা হজম করার জন্য কয়েক মুহূর্ত সময় দিল রানা, তারপর আবার

বলল, 'আমি খুব ভালভাবেই তোমাদের পরিচয় জানি। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

রেডিও থেকে যান্ত্রিক গুঞ্জন বেরিয়ে আসছে। তারপর শান্ত, মার্জিত, চিকন একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'হ্যাঁ, মিস্টার রানা। ইউ-২০১৫-এর কমান্ডার কথা বলছি। বলো, কীভাবে আমি তোমার সাহায্যে আসতে পারি?'

'তুমি আমার নাম জেনেছ, কমান্ডার। এবার তোমার নামটা আমাকে জানাও।'

'সেটা জানার কোন দরকার নেই তোমার।'

'হ্যাঁ,' শান্ত গলায় বলল রানা, 'ব্যাপারটা মেলে। তোমরা নিউ ডেসটিনির লোকেরা, নাকি বলব ফোর্থ এমপায়ারের সদস্যরা, গোপনীয়তা নিয়ে অসম্ভব বাড়াবাড়ি করো। তবে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই, কথা দিচ্ছি তোমাদের সম্পর্কে একটা কথাও কাউকে বলব না, শুধু যদি বাতিল লোহার স্তূপটাকে নিয়ে এখান থেকে এখনই বিদায় নাও।'

ব্যাপারটা স্রেফ আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া, তার বেশি কিছু নয়; তবে দীর্ঘ নীরবতা রানাকে জানিয়ে দিচ্ছে ঢিলটা বোধহয় জায়গামতই লেগেছে।

পুরো এক মিনিট পর ইউ-বোটের কমান্ডার মুখ খুলল। 'ও, আচ্ছা, তুমি তা হলে সেই নাছোড়বান্দা লোকটা। মাসুদ রানা।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, ঠিক বোতামটায় চাপ দিতে পেরেছে বুঝতে পেরে উল্লাস বোধ করছে। 'ধারণা করতে পারিনি আমার নামটা এত তাড়াতাড়ি এতদূর পৌঁছে যাবে।'

'দেখতে পাচ্ছি কলোরাডো থেকে নিজেও তুমি এতদূর, এই অ্যান্টার্কটিকায় আসতে মোটেও সময় নষ্ট করোনি।'

'তোমার কয়েকজন বন্ধুর লাশের ব্যবস্থা করতে হলো, তা না হলে আরও আগে পৌঁছাতাম।'

'তুমি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছ, মিস্টার রানা?'

আলাপটা বিপজ্জনক হয়ে উঠলেও, সময় পাওয়ার জন্য ইউ-বোটের কমান্ডারকে আরও একটু খোঁচাবে রানা। 'না, আমি শুধু চাইছি নিজের উদ্ভট আচরণ ব্যাখ্যা করবে তুমি। তোমার তো অসহায় নিরস্ত্র একটা ওশোন রিসার্চ শিপে হামলা চালাবার বদলে উত্তর আটলান্টিকের বাণিজ্যিক জাহাজে টর্পেডো ছোঁড়া উচিত।'

'১৯৪৫ সালের এপ্রিল থেকে শত্রুভাব সম্পূর্ণ পরিহার করেছি আমরা।'

কনিংটাওয়ারের সামনের অংশে বসানো, ওর দিকে তাক করা মেশিন গানটাকে ভাল চোখে দেখছে না রানা। বুঝতে পারছে সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, নিশ্চিতভাবে জানে ইউ-বোটটার উদ্দেশ্য ক্রু আর বিজ্ঞানীদের সহ পোলার হোয়াইটকে ধ্বংস করা। 'তা হলে ফোর্থ রাইখ-এর সূচনা করলে কবে থেকে?'

'এই আলোচনা চালিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন দেখছি না আমি, মিস্টার রানা,' নীরস, বেসুরো কণ্ঠস্বর ভেসে এল রেডিও থেকে। 'গুডবাই।'

এরপর কী ঘটবে বোঝাবার জন্য রানার চোখে পিন দিয়ে খোঁচা মারার দরকার নেই। মেশিন গান যখন গর্জে উঠল, সেই একই মুহূর্তে রানাও ডাইভ দিয়ে বরফের নিচু একটা পাঁচিলের গোড়ায় পড়ল। বাতাসে শিস কেটে ছুটে এল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, চারদিকের বরফের গায়ে অদ্ভুত শব্দে গাঁথছে। নিচু পাঁচিলের আড়ালে, একটু ডেবে থাকা জায়গায় শুয়ে আছে রানা। মাত্র হাত দশেক লম্বা পাঁচিল, নড়াচড়ার জায়গা কম। নুমার নীলচে-সবুজ আর্কটিক গিয়ার পরে থাকায় এই প্রথম মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। সাদার বিপরীতে উজ্জ্বল রঙ আদর্শ টার্গেটে পরিণত করবে ওকে।

শুয়ে থাকার এই জায়গা থেকে মুখ তুললে পোলার হোয়াইটের সুপারস্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছে রানা। কত কাছে, অথচ কত দূরে। আর্কটিক সুট খুলে ফেলছে ও। এক সময় পরনে

শুধু উলেন সোয়েটার আর প্যান্ট থাকল। দৌড়াবার জন্য বুট জোড়া একটা বাধা, কাজেই ওগুলোও খুলল, পায়ে থাকল শুধু থারমাল মোজা। ইতিমধ্যে বুলেট বৃষ্টি থেমেছে, মেশিন গানার সম্ভবত ভাবছে তার গুলি রানাকে লেগেছে কিনা।

বেশ খানিকটা তুষার তুলে মাথায় চাপড় দিল রানা, কালো চুল যাতে পরিষ্কার চেনা না যায়। এরপর পাঁচিলের কিনারা দিয়ে উঁকি মারল। নিজের অস্ত্রের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে ডেক গানার, মেশিন গানার তার অস্ত্রের পিছনে তৈরি। তবে ইউ-বোটের কমান্ডার চোখে বিনকিউলার তুলে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু পরেই কমান্ডারকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল রানা, হাত তুলে জাহাজটা দেখাচ্ছে। সিধে হলো ডেক গানার, ক্যাপটেনের নির্দেশ অনুসারে ডেক গানটা ঘোরাল রিসার্চ-শিপের দিকে।

বড় করে একটা শ্বাস টেনে ছুটল রানা। নিজেকে আঠারো বছরের একজন তরুণ হিসেবে কল্পনা করছে, দুই পা থেকে পেতে চাইছে ওই বয়েসের ক্ষিপ্রতা। আঁকাবাঁকা একটা পথ তৈরি করে ছুটছে ও। এবড়োখেবড়ো বরফ মোজা ভেদ করে পায়ের চামড়া আর মাংস কেটে ফেলছে, তবু থামছে না ও, গ্রাহ্য করছে না ব্যথাটাকে।

তীরবেগে ত্রিশ গজ পেরিয়ে এল রানা। এতক্ষণে টের পেয়ে মেশিন গান ঘুরিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করল গানার। তবে শেলগুলো উপর দিয়ে ছুটে গেল, পড়ল ওর পিছনে। ভুল শুধরে নিয়ে লোকটা আবার যখন ট্রিগার টানল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পোলার হোয়াইটের আড়াল পেয়ে গেছে রানা, এক সেকেন্ড পরেই ঝাঁক-ঝাঁক বুলেট ওর পিছনে ইস্পাতের গায়ে মাথা কুটতে শুরু করল, ক্ষিপ্ত মৌমাছির মত কুচিকুচি করছে পেইন্ট।

জাহাজটাকে আড়াল হিসাবে পেয়ে ছোটার গতি কমিয়ে আনল রানা, দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। গ্যাঙওয়ে তুলে

নেওয়া হয়েছে, ক্যাপটেন ককের নির্দেশে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে পূর্ণগতিতে সামনে এগোল জাহাজ, তবে একপাশে ঝুলছে রশির একটা মই। গতি বাড়ছে জাহাজের, ওটার পাশে থাকার জন্য রানাও ছুটছে; তারপর ছোঁ দিয়ে মইটা ধরে ঝুলে পড়ল, ঠিক তখনই প্রকাণ্ড একটা বরফের টুকরো মোজা পরা পায়ের তলা দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল।

রেইলিঙের কাছে পৌঁছাল রানা, এই সময় থার্ড অফিসার মারফির প্রকাণ্ড হাত দুটো নেমে এসে ধরল ওকে, অনায়াস ভঙ্গিতে মই থেকে তুলে জাহাজের ডেকে নামাল। 'ওয়েলকাম ব্যাক,' গাল ভরা হাসির সঙ্গে বলল সে।

'ধন্যবাদ, মারফি।' হাঁপাচ্ছে রানা।

'ক্যাপটেন আপনার জন্যে ব্রিজে অপেক্ষা করছেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ডেক ধরে এগোল রানা। সামনেই একটা মই দেখা যাচ্ছে, সোজা উঠে গেছে জাহাজের ব্রিজে।

'মিস্টার রানা।'

ঘুরল রানা। 'ইয়েস?'

রানার রেখে যাওয়া রক্তাক্ত পদচিহ্নের দিকে ইঙ্গিত করল মারফি। 'আপনার বোধহয় জাহাজের ডাক্তারকে পা দুটো একবার দেখানো উচিত।'

'হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি পারি। থ্যাঙ্কিউ।'

ব্রিজ উইং-এ দাঁড়িয়ে ইউ-বোটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাপটেন। ওটার কালো খোল বরফের মাঝখানে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ভাসছে। মই বেয়ে রানা উঠে আসছে বুঝতে পেরে ঘাড় ফেরাল সে। 'বিপদের মুখেই পড়েছিলে।'

'নিশ্চয়ই খারাপ কিছু বলে ফেলেছি।'

'হ্যাঁ, শুনলাম তোমাদের আলাপটা।'

'কমান্ডার কি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে?'

মাথা নাড়ল কক। 'কোন সাড়া-শব্দ নেই।'

'বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারবে?'

'না। যেমন সন্দেহ হয়েছিল, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন জ্যাম করে রেখেছে ওরা।'

সাবটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'ভাবছি কীসের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'তার জায়গায় আমি হলে, পোলার হোয়াইট ঘুরে খোলা সাগরের দিকে রওনা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম। গুলি করার জন্যে তখন সে আমাদেরকে আড়াআড়িভাবে পাবে।'

'সেক্ষেত্রে,' গম্ভীর সুরে বলল রানা, 'তার আর বেশি দেরি নেই।' পরমুহূর্তে ডেক গানের ব্যারেল থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখল ও, বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে আইসব্রেকারের পিছনের বরফ অকস্মাৎ উথলে উঠল।

'একটুর জন্যে লাগেনি,' বলল বার্ট নিওন, কন্ট্রোল কনসোলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চোখে-মুখে ঘোর লাগা একটা ভাব, ব্রিজের দরজায় এসে থামল ফ্যাশন। 'ওরা আমাদেরকে গুলি করছে কেন?' হাতে ক্যামেরা।

'নীচে যান!' ধমকে উঠল ক্যাপটেন। 'আমি চাই ননএসেনশিয়াল ক্রু, বিজ্ঞানী আর প্যাসেঞ্জাররা নীচে থাকবে, পোর্টসাইডে।'

ক্যাপটেনের নির্দেশ মেনে নিয়ে নীচে যাওয়ার আগে দ্রুত ইউ-বোটের কয়েকটা ছবি তুলল ফ্যাশন।

আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটল, তবে এটার আওয়াজ অন্য রকম। শেলটা স্টার্ন-এর দিকে হেলিকপ্টার প্যাডে আঘাত করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ধূমায়িত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সেটা। খানিক পরে আবার একটা শেল বাতাস চিরে ছুটে এল, কান ফাটানো আওয়াজের সঙ্গে ফাটল জাহাজের চিমনিতে লেগে। ওটা এমনভাবে ভাঙল, যেন অ্যালুমিনিয়ামের একটা কৌটায় কুড়াল

মারা হয়েছে। পোলার হোয়াইট কেঁপে উঠল, ইতস্তত করল, তারপর গা ঝাড়া দিয়ে আবার এগোল নিজের পথে।

'দূরত্ব বাড়ছে,' জানাল মারফি।

'রেঞ্জের বাইরে বেরুতে আরও অনেকটা সময় লাগবে,' বলল রানা। 'তারপরও পানির নীচে ডুব দিয়ে পিছু নিতে পারবে ওরা।'

আবার গর্জে উঠল সাবের মেশিন গান। শেলগুলো আইসব্রেকারের বো-র উপর সেলাইয়ের ফোঁড়ের মত একটা নকশা তৈরি করে উঠে এল ফরওয়ার্ড সুপারস্ট্রাকচার ধরে ব্রিজের গ্লাস উইন্ডোয়, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল সেটাকে। ব্রিজের ভিতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে শেলগুলো, ডেক থেকে তিন ফুটের বেশি উঁচু প্রতিটি জিনিসকে টুকরো টুকরো করছে। রানার সঙ্গে ক্যাপটেন কক আর মারফি ডাইভ দিয়ে পড়েছে ডেকে। তবে এক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেছে নিওনের। কাঁধটাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। দ্বিতীয় বুলেটটা উড়িয়ে নিয়ে গেল একদিকের গোটা চোয়াল। ওখানেই মারা গেল সে।

মেশিন গান থামতেই ইউ-বোটের ডেক গান আবার গর্জে উঠল। ব্রিজের ঠিক সামনে, মেস রুমে লাগল শেলটা, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বাল্কহেড ভেঙে গেল, বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল পোলার হোয়াইট। ব্রিজের সবাই কাপড়ের তৈরি পুতুলের মত গড়িয়ে গেল ডেক বরাবর।

ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। শরীরের বহু জায়গায় ছড়ে গেছে, ভাঙা কাঁচ লেগে কেটেওছে। ঝাঁঝাল ধোঁয়া ঢুকছে নাকে, কানের ভিতর ভোঁ-ভোঁ করছে। হোঁচট খেয়ে ক্যাপটেনের দিকে এগোল, হাঁটু গাড়ল তার পাশে। বিস্ফোরণের ফলে চার্ট টেবিলের সঙ্গে বাড়ি খেয়েছে তার বুক, ভেঙে গেছে তিন-চারটে পাঁজরের হাড়। এয়ার ড্রামে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। প্যান্টের একটা পা-ও ভিজে যাচ্ছে রক্তে। তাকিয়ে রয়েছে সে, তবে চোখ দুটো যেন কাঁচের তৈরি। 'আমার জাহাজ,' নরম গলায় বিড়বিড় করল সে। 'শালারা

আমার জাহাজটা...'

'নড়বে না,' নির্দেশ দিল রানা। 'তোমার শরীরের ভেতরও জখম হয়ে থাকতে পারে।'

'কী ঘটছে ওপরে?' অবশিষ্ট একমাত্র স্পিকার থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ইঞ্জিন রুম থেকে বেরিয়ে আসা যান্ত্রিক গর্জনের ভিতর সেটা কোন রকমে শোনা গেল।

'রানা, ফোনটা ধরো, প্লিজ,' কাতর সুরে বলল ক্যাপটেন।

ছোঁ দিয়ে জাহাজের ফোনটা তুলে নিল রানা। 'একটা সাবমেরিন হামলা করেছে আমাদের। রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে যেতে হলে আপনার ইঞ্জিনের সবটুকু পাওয়ার দরকার, তা না হলে জাহাজটাকে বাতিল লোহা বানিয়ে ফেলবে ওরা।'

'নীচে আমাদের ক্ষতি হয়েছে, জখমও হয়েছে কয়েকজন।'

'আরও হবে,' ঝাঁঝাল সুরে বলল রানা, 'যদি না ফুল স্পিড ধরে রাখেন আপনি।'

'বার্ট,' গুঙিয়ে উঠে ডাকল ক্যাপটেন কক। 'বার্ট কোথায়?'

ফার্স্ট অফিসার নিজের রক্তের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, উদ্‌ভ্রান্ত মারফি ঝুঁকে আছে তার উপর। 'বার্টের কথা ভুলে যাও,' ক্যাপটেনকে বলল রানা। 'তোমার নেক্সট ইন কমান্ড কে?'

'সেকেন্ড অফিসার ছুটিতে গেছে। মারফিকে ডাকো।'

প্রকাণ্ডদেহী থার্ড অফিসারকে ডাকল রানা। 'ক্যাপটেন আপনাকে ডাকছে।'

'আমরা কি পুরোপুরি ঘুরে গেছি?'

মাথা ঝাঁকাল মারফি। 'ইয়েস, সার। আইস ফিল্ড থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা, কোর্স জিরো-ফাইভ-জিরো।'

যেন সম্মোহিত হয়ে ইউ-বোটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, চোখের পাতা না ফেলে অপেক্ষা করছে ডেক গান থেকে পরবর্তী শেল কখন বেরুবে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। হঠাৎ দেখল বরফের উপর দিয়ে ছুটে আসছে মৃত্যুদূত।

স্টারবোর্ড সাইডের লাইফ বোটে আঘাত করল শেলটা। বড় একটা লঞ্চ ওটা, ষাটজন লোক ধরে, সহস্র টুকরো হয়ে গেল। আবার গর্জে উঠল ডেক গান। একই পথ ধরে ছুটে এল দ্বিতীয় শেলটাও। এবার লাইফ বোটকে পেল না, বিস্ফোরিত হলো বাল্কহেডে লেগে, আইসব্রেকারের ডেক থেকে প্রায় আলাদা করে ফেলল গ্যালিকে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল জাহাজ। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল ওদিকটায়, ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি।

তিন-চারজন নাবিকের সাহায্য নিয়ে আহতদের নামিয়ে নিয়ে গেল জাহাজের মেইল নার্স আর ডাক্তার। ক্যাপটেন কক অবশ্য ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করে ব্রিজেই থেকে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে নিওনের লাশটাও নিয়ে গেল তারা।

ব্রিজের কেউ এখনও ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারেনি, আহত আইসব্রেকারের দিকে ছুটে এল আরেকটা শেল। এটা লাগল সরাসরি বো-তে। থরথর করে কেঁপে উঠল জাহাজ। নোঙরের চেইন খড়কুটোর মত উড়ে গেল। আগুন আর ধোঁয়া কিছুটা কমতে দেখা গেল বো প্রায় নেই বললেই চলে। তারপরও ছুটে চলেছে পোলার হোয়াইট।

ইউ-বোট আর জাহাজের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। কনিং টাওয়ারের মেশিন গান আর বিশেষ কাজে না আসায় শান্ত হয়ে গেছে। তবে ব্যবধানটা যথেষ্ট দ্রুত বড় হচ্ছে না। ইউ-বোটের ক্রুরা যখন বুঝতে পারল খানিকটা হলেও সম্ভাবনা আছে আইসব্রেকার তাদের রেঞ্জের বাইরে চলে যেতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে লোড আর ফায়ার করার গতি বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেল। রাউন্ডগুলো পনেরো সেকেন্ড পর পর আসছে, তবে সবগুলো জাহাজে লাগছে না। গতি বেড়ে যাওয়াতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সংখ্যাও বাড়ল। একটা এত বেশি উপর দিয়ে ছুটে এল যে জাহাজের রাডার আর রেডিও মাস্টও রক্ষা পেল না।

হামলাটা এমন অকস্মাৎ শুরু হয়, তারপর ধ্বংসের মাত্রা দ্রুত এত মারাত্মক হয়ে ওঠে, আত্মসমর্পণ করে জাহাজের সবার প্রাণ বাঁচাবার কথা বিবেচনার সময়ই পায়নি ক্যাপটেন কক। রানার মাথাতেও আত্মসমর্পণের কথাটা একবারও আসেনি। পরিষ্কার জানে ও, ফোর্থ এম্পায়ার ওদের একজনকেও প্রাণ নিয়ে পালাবার সুযোগ দেবে না। তাদের উদ্দেশ্য সবাইকে মেরে ফেলা, তারপর আইসব্রেকারসহ সবার লাশ ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত সাগরের হাজার ফুট নীচে ডুবিয়ে দেওয়া।

'আর সিকি মাইল,' বলল রানা, নানা রকম কর্কশ আওয়াজ আর হইচই ওর কণ্ঠস্বরকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। 'তা হলেই নাগালের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারি আমরা।'

'স্টেডি,' নির্দেশ দিল ক্যাপটেন কক, ব্যথা সহ্য করার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে আছে, চেষ্টা করছে উঠে বসার, পিঠটা ঠেকে আছে চার্ট টেবিলে।

'ইলেকট্রিক কন্ট্রোল গুঁড়িয়ে গেছে,' জানাল মারফি। 'রাডার জ্যাম হয়ে এক জায়গায় আটকে আছে, কাজ করছে না। ভয় হচ্ছে আমরা বোধহয় ঘুরে আবার সাবমেরিনটার দিকে ফিরে যাচ্ছি।'

'হতাহত?' জানতে চাইল ক্যাপটেন।

'আমি যতটুকু জানি, বিজ্ঞানী আর বেশিরভাগ ক্রু ভাল আছে,' বলল রানা। 'জাহাজের যে অংশে ওরা ছিল সেদিকটা এখনও অক্ষত।'

আকাশ আবার চিরে গেল। আর্মার ভেদী শেল খোল ভেঙে ইঞ্জিন রুমে ঢুকে পড়ল, ইলেকট্রিক্যাল কেবল্ আর ফুয়েল লাইন ছিন্নভিন্ন করে আরেক দিক দিয়ে বেরুল বিস্ফোরিত না হয়েই।

ইঞ্জিন রুমে ক্রুরা আহত হয়নি কেউ, তবে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে: বিরাট আকারের ডিজেল ইঞ্জিনগুলো শক্তি হারিয়ে থেমে গেল।

'শেষ শেলটা ফুয়েল লাইন ছিঁড়ে ফেলেছে,' স্পিকার থেকে চিফ-ইঞ্জিনিয়ারের চিৎকার ভেসে এল।

'মেরামত করতে পারবেন?' মরিয়া হয়ে জানতে চাইল মারফি।

'পারব।'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'দুই কি তিন ঘণ্টা।'

রানার দিকে তাকাল মারফি। রানা তাকাল ইউ-বোটের দিকে।

'আমাদের কপাল ফেটেছে,' বলল মারফি।

'সেরকমই মনে হচ্ছে,' রানার কণ্ঠস্বর থমথমে। 'ওখানে বসে একের পর এক শেল ছুঁড়বে ওরা, যতক্ষণ না শুধু একটা গর্ত থাকে বরফে। জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দেয়া উচিত আপনার, মারফি। বরফের মাঠ পেরিয়ে কিছু লোক হয়তো মেইনল্যান্ডে পৌঁছাতে পারবে, সাহায্য না আসা পর্যন্ত মাথা গুঁজবে কোনও বরফের গুহায়।'

চিবুক থেকে রক্তের একটা ধারা মুছে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপটেন। 'মারফি, প্লিজ, জাহাজের ফোনটা আমাকে দাও।'

মন খারাপ করে ব্রিজ উইং-এ বেরিয়ে এল রানা। চারদিকে সব ভেঙেচুরে একাকার হয়ে আছে। ইউ-বোটের দিকে চোখ তুলতেই ডেক গানের মাজল ঝলসে উঠতে দেখল। রাডার মাস্ট আর ভাঙা চিমনির মাঝখান দিয়ে তীক্ষ্ণ শব্দে ছুটল শেলটা, একশো গজ সামনের বরফে পড়ে বিস্ফোরিত হলো। সামান্য ক্ষণের একটু স্বস্তি, জানে রানা।

পরমুহূর্তে চোখের কোণে কীসের যেন একটা ঝলক ধরা পড়ল। ঝট করে ইউ-বোটকে ছাড়িয়ে দূরে চলে গেল দৃষ্টি। হঠাৎ পরম স্বস্তি বোধ করায় ফুসফুস প্রায় খালি করে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। সাদা ধোঁয়ার খুদে একটা রেখা দেখতে পেয়েছে ও

নীল আকাশের গায়ে।

দশ মাইল দূরে, বরফের মাঠ থেকে আকাশে উঠেছে একটা সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল, দিগন্তের উপর ধনুক আকৃতির পথ তৈরি করে যতটুকু ওঠার উঠল, তারপর অবিচল একটা ভঙ্গি নিয়ে নামতে শুরু করল ইউ-বোটের দিকে। এইমাত্র সাবটা বরফের মধ্যে ভাসছিল, পরক্ষণে কমলার সঙ্গে লাল আর হলুদ অগ্নিশিখা ঢেকে ফেলল ওটাকে। শিখাটা ব্যাঙের ছাতার আকৃতি নিয়ে মেঘলা আকাশ ছুঁতে চাইছে।

ইউ-বোটের খোল দু'ভাগ হয়ে গেছে। পিছনের আর সামনের অংশ স্বাধীনভাবে খাড়া হচ্ছে আকাশের দিকে। মাঝখানে আগুন আর ধোঁয়ার প্রচণ্ড আলোড়ন। তারপর প্রায় চোখের পলকে স্যাঁৎ করে পানির তলায় সেঁধিয়ে গেল সাবমেরিনটা।

'পোলার হোয়াইট, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' স্পিকার থেকে ভেসে এল একটা অচেনা কণ্ঠস্বর।

ছোঁ দিয়ে রেডিও ফোনটা তুলল মারফি। 'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বিপদের বন্ধু।'

'চার্লস উইলসন বলছি, ইউনাইটেড স্টেটস নিউক্লিয়ার অ্যাটাক বোট র‍্যাফেল থেকে। আরও আগে পৌঁছাতে পারিনি বলে দুঃখিত।'

'এক্ষেত্রে বেটার লেইট দ্যান নেভার বলা চলে,' জবাব দিল মারফি। 'লোন হিসেবে আপনার ড্যামেজ-কন্ট্রোল ক্রু দিতে পারেন কয়েকজন? এদিকে আমাদের বেহাল অবস্থা।'

'বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা।'

'শ্যাম্পেন আর ক্যাভিয়ার অপেক্ষা করছে।'

স্যাটেলাইট ফোনের রিসিভার তুলল রানা কানে, নুমা হেডকোয়ার্টারের নাম্বারে ডায়াল করার সময় সেইন্ট পল দ্বীপটার কথা ভাবছে, এখান থেকে পনেরোশো মাইল দূরেও নয় সেটা।

# বারো

'একশো ষাট ফুট গভীর,' বলল মারফি, তাকিয়ে আছে বরফের মাঝখানে তৈরি ভীতিকর গর্তটার দিকে; বিধ্বস্ত ইউ-বোটের সলিল সমাধি চিহ্নিত করছে ওটা। 'আপনি যাবেনই, নাকি আরেকবার ভেবে দেখবেন?'

'নেভির ড্যামেজ-কন্ট্রোল টিম আমাদের ইঞ্জিন রুম আর ব্রিজ মেরামত করতে আরও দু'ঘণ্টা সময় নেবে,' বলল রানা। 'আর যেহেতু জাহাজে আর্কটিক ডাইভিং ইকুইপমেন্ট রয়েছে, সাবটার খোল ইনভেস্টিগেট করার এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে পারি না।'

'কী পাবেন বলে আশা করছেন?' জিজ্ঞেস করল ফ্যাশন, জাহাজের ক্রুদের ছোট একটা দলের সঙ্গে সে-ও রানার সঙ্গী হয়ে এখানে নেমে এসেছে।

'লগবুক, কাগজ-পত্র, রিপোর্ট—যে-কোন ধরনের লেখা থেকে জানা যেতে পারে কার নির্দেশে চলছিল ইউ-বোটটা, কোন্ গোপন লোকেশন থেকে রওনা হয়।'

'১৯৪৫ সালের নাৎসি জার্মানি থেকে,' মৃদু হেসে বলল মারফি।

বরফে বসে সুইস ফিন পরছে রানা। 'ঠিক আছে, কিন্তু গত ছাপান্ন বছর কোথায় ছিল ওটা?'

কাঁধ ঝাঁকাল মারফি, রানার আন্ডারওয়াটার কমিউনিকেশন সিস্টেম টেস্ট করছে। 'আমার কথা ঠিকমত শুনতে পাচ্ছেন?'

'কানের পরদা ফেটে গেল...আওয়াজ কমান।'

'এবার হয়েছে?'

'চলে,' গর্তটার একেবারে কাছে অপারেশন তাঁবু ফেলা হয়েছে, সেখানে সেট করা স্পিকার থেকে বেরিয়ে এল রানার কণ্ঠস্বর।

'আবারও বলছি, আপনার কিন্তু একা যাওয়া উচিত হচ্ছে না,' বলল মারফি।

'আরেকজন ডাইভার আমার পথে স্রেফ বাধা সৃষ্টি করবে। তা ছাড়া, ভয় নেই, আর্কটিক বরফের নীচে আগেও বেশ কয়েকবার নেমেছি আমি, এটা আমার নতুন কোন অভিজ্ঞতা নয়।'

হিটারের তাপে গরম হয়ে থাকা তাঁবুতে দাঁড়িয়ে হট ওয়াটার সুটটা পরে নিল রানা। এটার বাইরে আর ভিতরে অনেকগুলো টিউব আছে, সেগুলোর ভিতর দিয়ে সারাক্ষণ গরম পানি প্রবাহিত হওয়ায় ঠাণ্ডায় ওকে কষ্ট পেতে হবে না। সুটের ভিতর হিটার আর পাম্প আছে; ওগুলোর সঙ্গে লিভার থাকায় পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে রানা।

এরপর ওয়ায়ারলেস কমিউনিকেশন ইউনিট সহ ফুল ফেস মাস্ক পরল ও। এয়ার ট্যাঙ্কটা আগেই স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে নিয়েছে পিঠে। আন্ডারওয়াটার ডাইভ লাইট চেক করে ডাইভ দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল।

'গুড লাক,' চিৎকার করে বলল ফ্যাশন, হুড আর ফেস মাস্কের ভিতর রানার কানে যাতে পৌঁছায় আওয়াজটা। গর্তটার কিনারায় রানা বসতে ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

সবার উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা, তারপর একটা গড়ান দিয়ে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল, ফিন পরা পা দিয়ে ঠেলে বরফ সরাচ্ছে। ডুব দিল, দশ ফুট নীচে নেমে পরীক্ষা করল সুটের হিটিং সিস্টেম ঠিকমত কাজ করছে কিনা।

আইস প্যাক তিন ফুটের কিছু বেশি পুরু, সেটার নীচে সম্পূর্ণ

অন্যরকম একটা জগৎ দেখতে পাচ্ছে রানা। উপরদিকে তাকাতে বরফের তলাটাকে অচেনা কোন গ্রহের সারফেস বলে মনে হলো। নীচের দিকটা বিশাল একটা সবুজ গহ্বর, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। ধীরে ধীরে সেদিকে নামতে শুরু করল ও।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে দেখে ডাইভ লাইট জ্বালল রানা। ভেঙে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে ইউ-বোট। কনিং টাওয়ারের নীচের অংশ মিসাইলের আঘাতে বিস্ফোরিত হয়েছে। টাওয়ারও খোল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক গাদা আবর্জনার মাঝখানে পড়ে রয়েছে। কিল-এর সঙ্গে স্টার্নটাকে এক করে রেখেছে শুধু প্রপেলার শাফটগুলো। বো সেকশন দুমড়ে-মুচড়ে গেছে, পলিমাটিতে খাড়া হয়ে রয়েছে সেটা। সাগরের নরম তলায় এরই মধ্যে শতকরা বিশ ভাগ ডেবে গেছে বিধ্বস্ত ইউ-বোটের ভাঙা অংশগুলো।

ভেসেলটার ভিতর সঙ্গে সঙ্গে না ঢুকে ছড়িয়ে থাকা আবর্জনার মধ্যে মিনিট দশেক ঘুরে বেড়াল রানা, এটা-সেটা পরীক্ষা করছে। ওঅরহেডের ডিজাইন করা হয়েছে খুব বড় আকারের কোন টার্গেট ধ্বংস করার জন্য, ফলে সাবমেরিনটাকে সমুদ্রগামী জলযান হিসেবে প্রায় চেনাই যায় না। পাইপ, ভালভ আর খোলের বিধ্বস্ত ইস্পাতের প্লেট এমনভাবে পড়ে আছে, যেন দৈত্যাকার কোন হাত ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে। শরীরের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাশ কাটিয়ে সাঁতরাচ্ছে রানা।

যেখানে টাওয়ারটা ছিল সেখানে এখন মুখ ব্যাদান করে আছে বড় একটা গর্ত, সেটার ভিতর দিয়ে অবশিষ্ট খোলে ঢুকল রানা। ডাইভিং কন্ট্রোলের নীচে দুটো মৃতদেহ রয়েছে। সার্চ করে কিছুই পাওয়া গেল না। এটা স্বাভাবিক নয়, ইউ-বোট ক্রুদের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন জিনিসই নেই কেন?

সরু একটা প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে রানা। দু'পাশের কামরাগুলো পরীক্ষা করছে। সব খালি। ড্রয়ার আর ক্লজিটে

তল্লাশি চালিয়েও কোন ধরনের ডকুমেন্ট পেল না।

সময় শেষ হয়ে আসছে, কাজেই ক্যাপটেনের কোয়ার্টারে ঢুকে দ্রুত কাজ সারছে রানা। চিঠি খুঁজছে ও। রিপোর্ট, এমনকী ডায়েরি হলেও চলবে। কিন্তু কিছুই নেই। আশ্চর্য, সাবমেরিনে লগবুকেরও কোন অস্তিত্ব নেই।

হঠাৎ, বিনা নোটিশে, কাঁধে কারও হাত অনুভব করল রানা। জমে বরফ হয়ে গেল ও। অকস্মাৎ লাফাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড। স্পর্শটা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার মত নয়, অনেকটা যেন ওর ঘাড় আর বাহুর মাঝখানে বিশ্রাম নিচ্ছে হাতটা। অত্যন্ত ফরসা একটা হাত। ভৌতিক আতঙ্ক পঙ্গু করে দেয় মানুষকে, অনেকে জ্ঞান হারায়। তবে বরফের তৈরি মূর্তির মত স্থির হয়ে আছে রানা। নিজেকে একটা কথাই বোঝাল, ভূত বলে কিছু নেই। তারপর ধীরে ধীরে, সাবধানে, ডাইভ লাইটটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিল, ডান হাত দিয়ে খাপ থেকে বের করল ছুরি। হাতলটা শক্ত করে ধরে ঝট্ করে ঘুরল ও, মুখোমুখি হলো অজানা বিপদের।

ভূত দেখার মত চমকে উঠল রানা।

মেয়েটি সুন্দরী। বড় বড় নীল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, তবে সে চোখে দৃষ্টি নেই। ওর কাঁধ ছুঁয়েছিল যে হাতটা, এখনও লম্বা করে বাড়ানো সেটা, যেন হাতছানি দিচ্ছে। ছিঁড়ে কয়েক ফালি হয়ে যাওয়া কালো জাম্প সুট পরে আছে, ফোর্থ এমপায়ারের অনেকের পরনেই দেখা গেছে এটা। ছেঁড়া জাম্পসুটের ভিতরে ক্ষত দেখা যাচ্ছে, ওগুলোর কিনারায় ঝুলছে চর্বি আর মাংস। কনুইয়ের কাছ থেকে দ্বিতীয় হাতটা নেই। শোল্ডার স্ট্র্যাপে কয়েকটা ব্যাজ দেখা যাচ্ছে, তবে ওগুলোর তাৎপর্য জানা নেই রানার।

সোনালি চুল তার। সার্চ করে কিছুই পেল না রানা। বেল্ট থেকে নাইলন কর্ডের একটা প্রান্ত টেনে নিয়ে লাশটার পায়ের

সঙ্গে বাঁধল ও। তারপর রওনা হলো সারফেসের দিকে।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা, তারপর এক হাতে ধূমায়িত কফির কাপ নিয়ে ওয়াশিংটনের একটা নাম্বারে ডায়াল করল, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলবে।

'একটা লাশ, বলছ?' পোলার হোয়াইট আক্রান্ত হওয়ার পর কী কী ঘটেছে রানার মুখ থেকে সব শোনার পর বললেন নুমা চিফ। 'ইউ-বোটের এক মহিলা অফিসার?'

'হ্যাঁ। এগ্‌জামিনেশান, আইডেনটিফিকেশান ইত্যাদির জন্যে প্রথম সুযোগেই ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেব।'

'বিদেশী হলে কাজটা সহজ হবে না।'

'আমার বিশ্বাস তার ইতিহাস ঠিকই বেরিয়ে আসবে।'

'বোম্বে থেকে পাওয়া আর্টিফ্যাক্ট, রানা? হামলায় ওগুলোর ক্ষতি হয়নি তো?'

'না, অক্ষত আছে।'

'সব শুনে মনে হলো অল্পের জন্যে বেঁচে গেছ তোমরা।'

'তবে সবাই নয়। মারা গেছে তিনজন, আহত হয়েছে বারোজন। র‍্যাফেল সময় মত না পৌঁছালে এই মুহূর্তে ইউ-বোটের বদলে পোলার হোয়াইটই বরফের তলায় শুয়ে থাকত।'

'ডাটা ফাইলের সাহায্যে ইউ-২০১৫ ইনভেস্টিগেট করেছে আমাদের ল্যারি কিং,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'সাবটা একটা রহস্যই। রেকর্ড বলছে ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে ডেনমার্কের কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। সে যাই হোক, কিছু গবেষকের বিশ্বাস যুদ্ধের সময় অক্ষত থাকে ওটা, আর্জেন্টিনা আর উরুগুয়ের মাঝখানে রিয়ো দা লা প্লাটা নামে এক জায়গায় ডুবে যায় ওটা। তবে কোন প্রমাণ নেই।'

'তারমানে ওটার ভাগ্য সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না।'

'না। আমরা শুধু জানি ১৯৪৪ সালে তৈরি করা হয়, একই

বছর সাগরে পাঠানো হয়। তবে কখনও কোনও যুদ্ধে অংশ নেয়নি।'

'যুদ্ধ না করালে জার্মানরা ওটাকে কী কাজে ব্যবহার করত?'

'ওটা ছিল জার্মানির নতুন যুগের ইলেকট্রোডিজাইন, বলা হত অন্য যে-কোন দেশের সাবমেরিনের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। গতি ছিল প্রায় সব ভেসেলের চেয়ে বেশি, মাসের পর মাস ডুবে থাকতে পারত, পানির তলা দিয়ে পাড়ি দিতে পারত বহু দূরের পথ। পুরানো জার্মান ডকুমেন্ট ঘেঁটে ল্যারি আরও জানতে পেরেছে–নিউ ডেসটিনি অপারেশন নামে একটা প্রজেক্টের অংশ করা হয় ওটাকে।'

'শব্দ দুটো আবার ফিরে এসেছে,' বলল রানা। 'নিউ ডেসটিনি।'

'যুদ্ধ চলার সময় টপ নাৎসি লিডাররা একটা প্ল্যান তৈরি করেছিল, আর্জেন্টিনার পেরন সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, নাৎসিদের সংগ্রহ করা বিপুল সম্পদ নিয়ে কী করা হবে। অন্যান্য সাবমেরিন যখন মিত্র পক্ষের জাহাজ ডোবাতে ব্যস্ত, ইউ-২০১৫ তখন জার্মানি আর আর্জেন্টিনার মধ্যে আসা-যাওয়া করছে, মিশন ছিল ইউরোপ থেকে চুরি করা কয়েক শো মিলিয়ন ডলারের সোনা, রুপো, প্ল্যাটিনাম, ডায়মন্ড আর শিল্পকর্ম পাচার করা। নাৎসি লিডার আর তাদের অনেক পরিবারও ট্রেজার কার্গোর সঙ্গে চলে আসে আর্জেন্টিনায়, নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তার ভেতর প্রত্যন্ত পাটাগুনিয়া উপকূলে নামানো হয় তাদেরকে।'

'যুদ্ধ শেষ হবার আগেই শুরু হয়ে যায় এ-সব?'

'হ্যাঁ, চলতে থাকে তিক্ততায় ভরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'গুজবটা ছিল, অপারেশন নিউ ডেসটিনি মারটিন বোরম্যানের ব্রেনচাইল্ড। যতই ফ্যান্যাটিকাল হোক, বোঝার মত এটুকু বুদ্ধি তার ঘটে ছিল যে থার্ড রাইখ ভেঙে পড়েছে, ছাই হয়ে যাচ্ছে পুড়ে। তার সবচেয়ে অ্যামবিশাস প্ল্যান ছিল গোপনে

হিটলারকে আন্দেজে নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখা। কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়ে যায় হিটলার বার্লিনে, নিজের বাঙ্কারে মরতে চাওয়ায়।'

'সম্পদ আর লোকজন একা শুধু ইউ-২০১৫ দক্ষিণ আমেরিকায় পাচার করছিল?'

'না, অন্তত আরও বারোটা ছিল। যুদ্ধের পর সবগুলোরই হিসেব পাওয়া গেছে। কয়েকটাকে মিত্রপক্ষের প্লেন আর যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেয়, বাকিগুলো হয় কোনও নিরপেক্ষ দেশে চলে যায়, নয়তো ক্রুরাই স্বেচ্ছায় ডুবিয়ে দেয়।'

'বুড়ো নাৎসিরা আর্জেন্টিনায় আশ্রয় পায়,' বলল রানা। 'তাদের ছাইয়ের ভেতর থেকে সংগঠন গড়ে তোলা, দুনিয়া শাসন করার নতুন কৌশল উদ্ভাবন সম্ভব।'

'এখন তো প্রায় কেউই তারা বেঁচে নেই। যারা উঁচু পদে ছিল তাদের এখন বয়স হবার কথা নব্বুইয়েরও বেশি।'

'রহস্য আরও জট পাকাচ্ছে,' বলল রানা। 'বুড়ো একদল নাৎসিদের ভূত ইউ-২০১৫-কে কোত্থেকে পেল আর কেনই বা একটা রিসার্চ শিপকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে সেটাকে ব্যবহার করতে গেল?'

'ঠিক যে কারণে তারা টেলুরাইডে খুন করতে চেয়েছে তোমাকে, সেইন্ট পল দ্বীপে খুন করতে চেয়েছে মুরল্যান্ড আর মিস্টার রেডক্লিফকে।'

'ওদের কথা আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল আমার,' বলল রানা। 'আর্টিফ্যাক্টসহ চেম্বারটা কি পেয়েছে ওরা?'

'পেয়েছে,' জানালেন নুমা চিফ। 'তবে কেপ টাউনে ফেরার আগে বোমায় উড়ে গেছে ওদের প্লেন, একটুর জন্যে বেঁচে গেছে ওরা। শুধু তাই নয়, পরে একটা হেলিকপ্টার আর ছয়জন সশস্ত্র লোককে পাঠানো হয়েছিল দ্বীপটায়, ওদেরকে মেরে চেম্বারের সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট লুঠ করার জন্যে। উল্টে মিস্টার রেডক্লিফ আর মুরল্যান্ডের হাতে মারা পড়েছে তারা। রেডক্লিফ পাঁজরে গুলি

খেয়েছেন, তবে সেরে উঠবেন।'

'ওরা কি এখনও দ্বীপটায়?'

'শুধু মুরল্যান্ড। এক ঘণ্টা হলো একটা ব্রিটিশ ফ্রিগেটের কপ্টার গিয়ে তুলে এনেছে রেডক্লিফকে। কিছুক্ষণের মধ্যে কেপ টাউনে পৌঁছে যাবেন, ওখানকার একটা হাসপাতালে তাঁর অপারেশন হবে।'

'হুম।' একমুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা। 'ফোর্থ এমপায়ারের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস সত্যি অবাক করছে আমাকে, অ্যাডমিরাল। ইউ-বোট হামলা শুরুর আগে ওদের ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলি আমি। আমার নাম শুনে সে জিজ্ঞেস করল, এত তাড়াতাড়ি কীভাবে আমি কলোরাডো থেকে অ্যান্টার্কটিকায় চলে এলাম। সাবধান, অ্যাডমিরাল। কথাটা বলতে ভাল লাগছে না, তবে আমার সন্দেহ নুমা অফিসের ভেতরে বা আশপাশে কোথাও একজন ইনফরমার আছে।'

'বলছ যখন, দেখব আমি,' বললেন হ্যামিলটন, চিন্তাটা রাগিয়ে দিচ্ছে তাঁকে। 'ইতিমধ্যে ডক্টর শাহানাকে সেইন্ট পল দ্বীপে পাঠাচ্ছি আমি, ওখানকার চেম্বারে পাওয়া আর্টিফ্যাক্টগুলো পরীক্ষা করবেন। আমি পরিবহনের ব্যবস্থা করছি, তার সঙ্গে তোমার যাতে দেখা হয়–তোমাকে দেখতে হবে আর্টিফ্যাক্টগুলো কীভাবে নুমা হেডকোয়ার্টারে আনা যায়।'

'কাজটা কি ঠিক হবে, অ্যাডমিরাল?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'দ্বীপটার মালিক ফ্রান্স না?'

'তারা না জানলে ব্যথা পাবে কীভাবে?'

এদিকে চুপ করে আছে রানা।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নুমা চিফ বললেন, 'বুঝেছি, তোমার নৈতিকতায় বাধছে। ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, পরীক্ষা করা হয়ে গেলে ফ্রান্সকে জানান হবে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার হ্যামিলটন,' বলল রানা।

'তোমার মাথায় আর কিছু আছে, রানা, মাই সান?'

'শাহানা আর কিং খোদাই করা লিপি নিয়ে কিছু করতে পেরেছে কিনা জানেন?'

'ব্রেক থ্রু ঘটেছে নাম্বারিং সিস্টেমে। চেম্বারের সিলিঙে নক্ষত্রের যে পজিশন খোদাই করা আছে, বিশ্লেষণ করে কম্পিউটার বলছে ওগুলো নয় হাজার বছরের পুরানো।'

ঠিক শুনেছে কিনা নিশ্চিত নয় রানা। 'আপনি কি নয় হাজার বললেন?'

'ল্যারির হিসেবে চেম্বারটা বানানো হয় যিশুর জন্মের ৭১০০ বছর আগে।'

রানা স্তম্ভিত। 'তারমানে কি আপনি বলতে চাইছেন সুমেরিয়ান বা ঈজিপশিয়ানদের চেয়ে চার হাজার বছর আগে উন্নত একটা সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল?'

'আমাকে তো সেরকমই ধারণা দেয়া হচ্ছে।'

'প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা নিয়ে নতুন করে বই লিখতে হলে আর্কিওলজিস্টরা বিশেষ খুশি হবে বলে মনে হয় না।'

'ল্যারি আর ডক্টর শাহানা অ্যালফাবেটিক লিপির অর্থও বের করতে পারছে,' জানালেন অ্যাডমিরাল। 'তরজমা থেকে যেন একটা রিপোর্ট বেরিয়ে আসছে, বর্ণনা দেয়া হয়েছে দুনিয়া জোড়া একটা বিপর্যয়ের।'

'অচেনা একটা প্রাচীন সভ্যতা কোন মহা বিপর্যয়ের কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? অ্যাডমিরাল, যেন মনে হচ্ছে আটলান্টিস নিয়ে আলোচনা করছি আমরা?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। হঠাৎ যেন লাইন ছেড়ে সরে গেছেন কোথাও। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আটলান্টিস।' নামটা এমন সুরে পুনরাবৃত্তি করলেন, ওটা যেন পবিত্র কিছু। 'শুনতে যতই আশ্চর্য লাগুক, তোমার কথাটা উড়িয়ে দিতে পারছি না, রানা।'

# তেরো

২০০৫। বুয়েনাস আইরিস, আর্জেন্টিনা।

শহরের গোটা একটা পাড়া জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুদৃশ্য টিয়াট্রো কোলন অপেরা হাউস। মনোমুগ্ধকর ফ্রেঞ্চ আর্ট ডেকো, ইটালিয়ান রেনেসাঁ আর গ্রিক ক্লাসিক সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে তৈরি এখানকার স্টেজে পা পড়েছে প্রখ্যাত রুশ ব্যালেরিনা অ্যানা পাভলভা-র। এর পডিয়ামে দাঁড়িয়ে অর্কেস্ট্রা কনডাক্ট করেছেন আরটুরা টাস্কানিনি। বিখ্যাত গায়কদের মধ্যে এনরিকো কারুসো থেকে শুরু করে কাল্যাস পর্যন্ত সবাই এখানে গেয়েছেন।

অপেরা শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগেই হাউসের সব ক'টা সিট দখল হয়ে গেছে, শুধু স্টেজের ডানদিকের একটা বক্স সিট বাদে। আজকের অপেরা মন্টেভার্ডি-র লেখা দ্য কারনেইশান অভ পপেয়া। রোমের গৌরবময় দিনে রোমান সম্রাট নিরোর রক্ষিতা ছিল পপেয়া।

হাউসলাইট ম্লান হয়ে আসার আগে চারজনের একটা দল ঝলমলে স্রোতের মত অবাধে হেঁটে এসে ঢুকে পড়ল খালি বক্সটায়, মেরুন রঙের ভেলভেটে মোড়া চেয়ারে বসল কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে। তাদের মধ্যে পুরুষ মাত্র একজন।

তিন তরুণীকে সুন্দরী বললে কিছুই বলা হয় না। এ শুধু চোখ ধাঁধানো রূপ নয়, নয় মাতাল করা যৌবনাবেদন, তাদের সৌন্দর্যের মধ্যে রয়েছে ক্লাসিকাল অর্থে যেটাকে বলা হয় আভিজাত্যের চরম প্রকাশ।

পরদার বাইরে, দেখা যাচ্ছে না, সুট পরা দু'জন বডিগার্ড সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বক্সের ভিতর কাস্তের মত বাঁকা হয়ে বসেছে তারা, সিল্ক পরিচ্ছদের গুণে হলুদ, নীল, সবুজ আর লাল স্যাফায়ার বলে মনে হচ্ছে তাদেরকে।

পুরুষটিকে স্বাস্থ্যবান বললে কিছুই বলা হয় না। কোমরটা তার খুবই সরু, নিতম্ব চওড়া আর নিরেটদর্শন, কাঁধ দুটো বুনো ষাঁড়ের সঙ্গে বদলে নেওয়া যাবে। চৌকো মুখ তার, তীরের মত সোজা নাক, মাথা ভর্তি জঙ্গলের মত সোনালি চুল। খুব লম্বা সে, ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি। তার দুই বোনও পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির কম নয়।

হিউগো হারমান বিশাল ধনী আর অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর ব্যক্তি। পঁচিশটা পরিবারকে নিয়ে গঠিত বৃহৎ এক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের চিফ এগজিকিউটিভ সে, যে সাম্রাজের বিস্তার চিন থেকে শুরু করে ভারত হয়ে আফ্রিকা ও ইউরোপে পৌঁছেছে, সেখান থেকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার দেশে দেশে। তাদের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ আন্দাজ করা হয় একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ব্যবসার যে শাখাটি সায়েন্টিফিক আর হাই-টেকনোলজি প্রোগ্রাম তৈরি করে সেটার নাম ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড।

এই পঁচিশটা ডেসটিনি পরিবার কিছু নিয়ম খুব কঠোরভাবে মেনে চলে। যেমন, ডেসটিনির বাইরে কেউ বিয়ে করবে না, এমন কী এই বৃত্তের বাইরে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশাও নিষিদ্ধ। ফলে এদের সম্পর্কে নানান রকম গুজব শোনা গেলেও, আর্জেন্টিনার অধিবাসীদের কাছে এরা প্রত্যেকে এক একটা রহস্য। বাইরের কারও সঙ্গে এদের বন্ধুত্ব হয় না। ডেসটিনি পরিবারগুচ্ছের খোলস ভেঙে ভিতরে ঢোকার ক্ষমতা না কোনও সিলেব্রিটির হয়েছে, না কোনও প্রভাবশালী সরকারী কর্মকর্তার।

হিউগো হারমান তার এক বোন আর দুই বন্ধু পত্নীকে নিয়ে অপেরার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হওয়ায় সন্দেহ নেই সমাজের বিশেষ একটা মহলে নানারকম গসিপের জন্ম দেবে।

ডান দিকে বসা বন্ধু পত্নী ডোরিন সিলসিয়া একটু কাত হয়ে হারমানের কানে ফিসফিস করল, 'কী কারণে আজ হঠাৎ তুমি আমাদের জন্যে এই টরচারের ব্যবস্থা করলে?'

'কারণ, ডোরিন, সমাজের সঙ্গে মাঝে মধ্যে তাল না মেলালে সরকার আর পাবলিক অনেক আজেবাজে কথা ভাববে–আমরা সব রহস্যময় চরিত্র, ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছি, এই সব মনে করবে। আমরা যে ভিনগ্রহের বাসিন্দা নই, গোপনে আমরাই দেশটাকে চালাচ্ছি না, এ-সব জানাবার জন্যেও মাঝেমধ্যে নিজেদের চেহারা দেখানো দরকার।'

'আমাদের উচিত ছিল অ্যান্টার্কটিকা থেকে কার্লা না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।'

'ঠিক বলেছ,' ডান দিক থেকে ফিসফিস করল হারমানের বোন অ্যানাবেল। 'এই চরম একঘেয়ে ব্যাপারগুলো আমাদের মধ্যে একমাত্র সে-ই উপভোগ করে।'

কার্লা হলো হিউগো আর অ্যানাবেলের আরেক বোন।

অ্যাক্ট থ্রি শুরু হয়েছে মাত্র, এই সময় একজন বডিগার্ড বক্সের পিছনে ঢুকে হিউগোর কানে ফিসফিস করে কিছু বলল।

প্রথমে চমকাল হিউগো, তারপর আড়ষ্ট হয়ে গেল। হাসি হাসি মুখ হঠাৎ এত বদলে গেছে, বাচ্চারা কেউ দেখলে ভয়ে কেঁদে ফেলবে।

'বোনেরা,' উপস্থিত এক বোন আর দুই বন্ধু পত্নীকে বলল সে। 'হঠাৎ একটা ইমার্জেন্সি দেখা দেয়ায় আমাকে উঠতে হচ্ছে। তোমরা থাকো। প্লাজা গ্রিল-এ একটা প্রাইভেট রুম রিজার্ভ করেছি আমি. শো শেষ হলে ডিনার খাওয়ার জন্যে। তোমরা চলে

যেয়ো, আমি ওখানে পৌঁছাতে চেষ্টা করব।'

তিন তরুণীই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সবাই তারা উদ্বিগ্ন, তবে কেউই অস্থির নয়। 'ব্যাপারটা কী নিয়ে, আমাদেরকে বলা যায়?' জানতে চাইল ডোরিন।

'আমরা জানতে চাই,' বলল অ্যানাবেল।

'আমি জানলে তোমরাও জানবে,' কথা দিল হিউগো। 'ঠিক আছে, এনজয় ইওরসেল্ফ।'

হিউগো হারমানকে নিয়ে কালো রঙের একটা মার্সিডিজ-বেঞ্জ ৬০০ ছুটে চলেছে প্লাজা ফ্রানসিয়া ধরে। খানিক পর বিখ্যাত রেকোলেটা সিমেট্রিকে পাশ কাটাল শোফার, ভিতরে কম করেও সাত হাজার স্ট্যাচু রয়েছে। ইভা পেরন-এরও সমাধি আছে এখানে। বিদেশী পর্যটকরা তার এপিটাফ পড়ে মুগ্ধ না হয়ে পারে না: 'আমার জন্যে কেঁদো না, আর্জেন্টিনাবাসী, আমি তোমাদের খুব কাছেই আছি।'

সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে, এমন কয়েকটা গেট পেরুল শোফার, পাশ কাটাল রট আয়রনের একটা বেড়াকে, তারপর বৃত্তাকার ড্রাইভ ধরে খানিকদূর এগিয়ে থামল গত শতাব্দীর প্রকাণ্ড একটা অট্টালিকার সামনে। এই ভবনটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান দূতাবাস ছিল। যুদ্ধের চার বছর পর জার্মান সরকার তার কূটনীতিকদের পালার্মো চিকো নামে একটা এনক্লেইভে সরিয়ে নেয়। সেই থেকে অট্টালিকাটি ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের করপোরেট হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিশাল দালানের সম্পূর্ণ মেঝে মার্বেল পাথরের। সারি সারি স্তম্ভগুলোও তাই, এমন কী প্রশস্ত সিঁড়িটাও। দোতলায় অফিস স্পেস। সিঁড়ির দিকে না গিয়ে একটা দেয়ালে লুকানো ছোট্ট এলিভেটরে ঢুকল হিউগো। সেটা তাকে নিঃশব্দে পৌঁছে দিল

বিরাট একটা কনফারেন্স রুমে।

এখানে পঁচিশটা পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য উপস্থিত, তারা বসেছে ষাট ফুট লম্বা টিকউড কনফারেন্স টেবিলে।

হিউগোকে দেখে দাঁড়াল সবাই, অভ্যর্থনা জানাল। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সেই ডেসটিনি সাম্রাজ্যের প্রধান উপদেষ্টা এবং ডিরেক্টর হিসেবে সসম্মানে গ্রহণ করা হয়েছে তাকে।

'দেরি করার জন্যে দুঃখিত, বন্ধুরা, তবে ট্রাজেডির খবরটা শুনেই চলে এসেছি আমি।' এরপর কয়েক পা এগিয়ে এসে পক্বকেশ এক বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করল হিউগো। 'কথাটা কি সত্যি, বাবা, ইউ-২০১৫কে হারিয়েছি আমরা, হারিয়েছি কার্লাকেও?'

হুইপ হারমান বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'সত্যি। তোমার বোন, ফ্রাঙ্কের ছেলে ফ্রেডারিক, ওদের সঙ্গে ক্রুদের সবাই এখন অ্যান্টার্কটিকার একটা সাগরে শুয়ে আছে।'

'ফ্রেডারিক?' প্রশ্ন করল হিউগো হারমান। 'অপেরায় এ-খবর তো পাঠানো হয়নি যে ফ্রেডারিকও মারা গেছে। তুমি এই ব্যাপারটা ঠিক জানো?'

'এই একটু আগেই ওয়াশিংটনে পাঠানো নুমার স্যাটেলাইট ট্র্যান্সমিশন ইন্টারসেপ্ট করেছি আমরা,' টেবিলের মাঝামাঝি জায়গায় বসা দীর্ঘদেহী ব্রায়ান ইকো বলল, রাগে লাল হয়ে আছে চোখ-মুখ। 'ওটা থেকেই সব জানা গেছে। ওখানে আমাদের কাজটা ছিল আমিনিস আর্টিফ্যাক্ট যারা দেখেছে তাদের জড় উপড়ে ফেলা; আমাদের ইউ-বোট যখন নুমার রিসার্চ শিপে ফায়ার করছিল, হঠাৎ সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন এসে মিসাইল ছোঁড়ে। আমাদের লোকজন সহ ইউ-বোট ধ্বংস হয়ে গেছে। রিপোর্টে কারও বাঁচার কথা বলা হয়নি।'

'মারাত্মক একটা ক্ষতি,' ভারী কণ্ঠে বিড়বিড় করল হিউগো। 'দুই পরিবারের দু'জন সদস্য, ঐতিহাসিক ইউ-২০১৫ সহ। আমরা যেন ভুলে না যাই যে যুদ্ধের পর আমাদের দাদু-নানুরা

আর ডেসটিনি সাম্রাজ্যের প্রথম সারির নেতারা ওই সাবমেরিনে চড়েই জার্মানি থেকে এই দেশে চলে এসেছিলেন।'

'শুধু কি তাই,' বলল বার্ন, হিউগোর সমবয়েসী বন্ধু, 'এতগুলো বছর ধরে কী সার্ভিসটাই না দিয়েছে ওটা।'

নারী-পুরুষ সবাই মন খারাপ করে বসে আছে টেবিলে। পরিষ্কার বোঝা যায় এরা এমন একটা দল যাদের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা নেই। গত ষাট বছর ধরে ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড একের পর এক শুধু সাফল্যই অর্জন করেছে। প্রতিটি প্রজেক্ট, প্রতিটি অপারেশনের জন্য কঠোর শৃংখলার মধ্যে প্ল্যান করা হয়। খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় বিবেচনায় থাকে। ধরে নেওয়া হয় সমস্যা হবেই, হলে তার সমাধানও করা হয়। অবহেলা আর অযোগ্যতার স্রেফ অস্তিত্বই নেই। ডেসটিনি পরিবার এতদিন অপরাজেয় ছিল। নিজেদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, এরকম একটা পরিস্থিতিকে প্রায় অসম্ভব বলে মনে করে তারা।

টেবিলের মাথায় একটা চেয়ারে বসল হিউগো। 'গত দু'হপ্তায় ক'জনকে হারিয়েছি আমরা, পরিবারের সদস্য আর ভক্ত-অনুসারীদের নিয়ে?'

ব্রায়ান ইকো, অ্যানাবেল হারমানের স্বামী, একটা ফাইল খুলে পড়ল। 'সাতজন এজেন্ট কলোরাডোয়, সাতজন সেইন্ট পল আইল্যান্ডে, সাতচল্লিশ জন ইউ-২০১৫ ক্রু, তারপর কার্লা আর ফ্রেড।'

'দশদিনেরও কম সময়ের মধ্যে সাতষট্টিজন দক্ষ অনুসারী আর দু'জন পারিবারিক রত্নকে হারিয়েছি আমরা,' গুস্তাফ স্ট্রে গম্ভীর সুরে বলল। 'এ সম্ভব বলে ভাবতে পারছি না।'

'আরও অসম্ভব মনে হয় যখন জানতে পারি এর জন্যে কারা দায়ী,' খেঁকিয়ে উঠল অটার গ্রাফ। 'একদল অ্যাকাডেমিক ওশনোগ্রাফার, যারা মেরুদণ্ডহীন জেলিফিশ ছাড়া কিছুই নয়।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল হিউগো। 'দেখো

অটার, তোমাকে আমি মনে করিয়ে দিতে পারি ওই মেরুদণ্ডহীন জেলিফিশরাই আমাদের সেরা বারোজন এজেন্টকে খুন করেছে–এর মধ্যে ওই দু'জনকে ধরছি না, মুখ খোলার ভয়ে যাদেরকে আমরাই দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।'

'মেরিন সায়েনটিস্ট আর ইঞ্জিনিয়াররা প্রফেশনাল কিলার নয়,' বলল গুস্তাফ। 'ওয়াশিংটনে নুমার ভেতর আমাদের যে লোক আছে সে একটা তালিকা পাঠিয়েছে আমার কাছে। কলোরাডো আর সেইন্ট পলে আমাদের লোকজনকে খুন করার জন্যে যারা দায়ী তাদের নাম আছে তালিকাটায়।

'এই লোকগুলোকে সাধারণ ভাবলে মারাত্মক ভুল করা হবে। যে-যার ক্ষেত্রে এরা সবাই অত্যন্ত যোগ্য আর দক্ষ।'

থেমে টেবিলের চারদিকে কিছু ফটোগ্রাফ বিলি করল সে। 'প্রথম ছবিটা নুমার চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের। মার্কিন সরকারী মহল তাকে মান্য করে চলে, অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব।'

'মহাসাগরকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের একটা সম্মেলনে তার সঙ্গে মার্সেই-এ একবার দেখা হয় আমার,' বলল হিউগো। 'প্রতিপক্ষ হিসেবে তাকে ছোট করে দেখার উপায় নেই।'

'পরের ছবিটা জর্জ রেডক্লিফের। নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর।'

'ছোটখাট, গুরুত্বহীন একজন লোক বলে মনে হয়,' বলল ডেসটিনি পরিবারের কর্পোরেট অ্যাটর্নি ট্যাফোর্ড উলফ। 'এই লোক মানুষ খুন করে?'

'নিজের হাতে খুন করতে হবে কেন,' বলল গুস্তাফ। 'যতটুকু জানা গেছে সেইন্ট পল দ্বীপে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্যে এই লোকটা আর নুমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর দায়ী।'

'পরের ছবিটা অ্যাসিস্ট্যান্ট স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টরের,' বলল গুস্তাফ। 'এর নাম ববি মুরল্যান্ড। আমেরিকান এয়ার ফোর্স

অ্যাকাডেমির একজন গ্র্যাজুয়েট। অত্যন্ত শক্ত মক্কেল। তার রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনে পেশাদার খুনির মতই মানুষ মারতে পারে।'

'আর শেষ ফটোটা?' অটার নরম সুরে জানতে চাইল।

'নাম মাসুদ রানা, বাংলাদেশে জন্ম, এসপিওনাজ এজেন্ট। আমাদের ইউ-বোট ডোবার সময় অ্যান্টার্কটিকায় ছিল সে।'

'খুব বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল,' শান্ত রাগের সঙ্গে বলল অটার। 'ভুল হয়েছে, আমাদের উচিত ছিল কোনও আধুনিক সারফেস শিপ ব্যবহার করা।'

'প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টায় ছিল ওটা,' বলল হিউগো। 'তবে চেষ্টাটা বিফলে গেছে।'

টেবিলে দুম করে একটা ঘুসি মারল ব্রায়ান। 'আমরা প্রতিশোধ নেব। এই লোকগুলোকে মরতে হবে।'

'আমাদের কারও অনুমোদন ছাড়াই মাসুদ রানাকে খুন করার হুকুম দিয়েছিলে তুমি,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল হিউগো। 'সেটা ব্যর্থ হয়েছে। শোনো, প্রতিশোধ নেয়ার বিলাসিতা আমাদের পোষাবে না। কারুরই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমাদের একটা শেডিউল আছে। সস্তা প্রতিশোধ যেন আমাদেরকে দিক্‌ভ্রান্ত না করে।'

'এটাকে সস্তা বলার কী কারণ আমি বুঝতে পারছি না,' বলল ব্রায়ান। 'এই চারজন লোক আমাদের পারিবারিক সদস্য আর অনুসারীদের মৃত্যুর জন্যে সরাসরি দায়ী। বিনা শাস্তিতে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া যায় না।'

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ব্রায়ানের দিকে তাকাল হিউগো। 'তুমি কি জানো না, ব্রায়ান, নিউ ডেসটিনি প্রজেক্ট যখন চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সে উঠবে তখন এমনিতেই এদের সবার বীভৎস মৃত্যু হবে?'

'হিউগো ঠিক বলছে,' বলল গুস্তাফ। 'আমাদের মূল লক্ষ্য থেকে আমরা সরে যেতে পারি না, তা সে পরিবারের যত বড়

ক্ষতিই হয়ে যাক।'

'ব্যাপারটা মিটে গেল,' দৃঢ়কণ্ঠে জানাল হিউগো। 'আমরা হাতের কাজে মন দেব, শোককে গ্রহণ করব শিক্ষা হিসেবে।'

নড়েচড়ে বসে অটার বলল, 'কলোরাডো আর সেইন্ট পলের চেম্বার বাইরের লোকজনরা আবিষ্কার করে ফেলেছে, তাই না? এখন তা হলে সময় আর টাকা খরচ করে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের অস্তিত্ব গোপন রাখতে চাওয়ার আর কোন মানে হয় না, কী বলো?'

'না, কোন মানে নেই,' বলল ব্রায়ান। 'খোদাই করা লিপি এখন নুমার অফিসারদের হাতে। ওগুলোর অর্থ বের করবে তারা। মহা বিপর্যয় সম্পর্কে আমিনিস ওয়ার্নিং ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা দুনিয়াকে জানিয়ে দেবে। অর্থাৎ আমাদের কাজটা ওরাই করবে এখন।'

থমথমে চেহারা নিয়ে টেবিলের সারফেসে তাকিয়ে আছে হিউগো। 'উদ্বেগের বিষয় হলো সময়ের আগেই, অর্থাৎ নিউ ডেসটিনি প্রজেক্ট লঞ্চ করার আগেই ব্যাপারটা বেরিয়ে আসছে। গোটা ব্যাপারটা আমরা যে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছি, সেটাও ফাঁস হয়ে যাবে, ফলে আমাদের দিকে আঙুল তুলবে ওরা।'

'সেক্ষেত্রে পানি ঘোলা করব আমরা, ইনভেস্টিগেটররা যাতে আমাদের কৌশল ধরতে না পারে।'

টেবিলের ওদিক থেকে হিউগোর দিকে তাকাল ব্রায়ান। 'ভ্যালহ্যালা-য় ওরা যারা রয়েছে তারা কি টাইমটেবিল এগিয়ে আনতে পারবে?'

'বিপদটা যদি ব্যাখ্যা করে বোঝাই ওদেরকে, তা হলে হয়তো লঞ্চ ডেট অন্তত দশ দিন এগিয়ে আনতে পারবে বলে মনে হয়।'

'দশদিন,' হিসহিস করে পুনরাবৃত্তি করল ব্রাডফোর্ড নামে এক শক্ত-সমর্থ তরুণ। 'মাত্র দশ দিনের মধ্যে জরাজীর্ণ, পচা দুর্গন্ধময় পুরানো দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর ছাই থেকে মাথা তুলবে

নতুন আরেক পৃথিবী–ফোর্থ এমপায়ার।'

ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে মাথা ঝাঁকাল হিউগো হারমান। 'আমাদের এই ক'টা পরিবার সেই ১৯৪৫ সাল থেকে সতর্কতার সঙ্গে প্ল্যান করে আসছে, মানবসভ্যতাকে আগামী দশ হাজার বছরের জন্যে সম্পূর্ণ বদলে দেব আমরা।'

## চোদ্দ

রানা আর শাহানা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলো দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে। শাহানার সঙ্গে একজন প্যাথলজিস্ট/আর্কিওলজিস্ট রয়েছেন, নাম ডক্টর শেফার্ড গুডম্যান; ভদ্রলোক প্রাচীন মমি সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। একটা টিল্ট-রোটর প্লেনে চড়ে সবাই ওরা সেইন্ট পল আইল্যান্ডে পৌঁছাল।

আবার হামলা হতে পারে, সে-কথা ভেবে দ্বীপে ওদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। রানা দেখল ইউএস নেভির একটা ডেস্ট্রয়ার নোঙর ফেলেছে দ্বীপে। দুটো গান বোট দ্বীপটাকে ঘিরে টহল দিচ্ছে সারাক্ষণ। নেভিরই একজন গাইড ওদেরকে পাহাড়ী টানেলে পৌঁছে দিয়ে গেল।

খিলান আকৃতির ফাঁকটার কাছে পৌঁছেছে ওরা, এই সময় ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মুরল্যান্ড। শাহানা অবাক হয়ে দেখল দুই বন্ধু নিঃশব্দে আলিঙ্গন করল পরস্পরকে। ওদের চোখে এত বেশি আবেগ রয়েছে, পানি দেখতে পেলেও আশ্চর্য হত না সে।

'বেঁচে আছ দেখে খুশি, দোস্ত,' সহাস্যে বলল রানা।

'তুমি বেঁচে থাকায় আরও বেশি খুশি আমি,' মিটিমিটি হেসে

জবাব দিল মুরল্যান্ড। তারপর মাথা চুলকাল সে। 'শুনলাম তুমি নাকি বরফের বল ছুঁড়ে একটা ইউ-বোটকে ডুবিয়ে দিয়েছ?'

হেসে উঠল রানা। 'বড় বেশি অতিরঞ্জিত। আমরা শুধু ঘুসি দেখিয়েছি আর গাল পেড়েছি, যতক্ষণ না নেভি পৌঁছায়।'

'ডক্টর শাহানা।' আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল মুরল্যান্ড, তারপর শাহানার দস্তানা পরা হাতে একটা চুমো খেল। 'এরকম একটা নিরানন্দ পরিবেশকে উজ্জ্বল করার জন্যে আপনাকেই আমাদের দরকার।'

শাহানা মিষ্টি হেসে বলল, 'মাই প্লেজার।'

আর্কিওলজিস্ট শেফার্ড গুডম্যানের সঙ্গে মুরল্যান্ডের পরিচয় করিয়ে দিল রানা। 'মিস্টার রেডক্লিফ আর তোমার পাওয়া মমিগুলো পরীক্ষা করবেন উনি, ববি।'

'শুনলাম আপনারা নাকি বিরাট কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন,' হ্যান্ডশেক করার সময় বললেন গুডম্যান। একহারা গড়ন তাঁর, কথা বললেন নরম সুরে। কথা বলার সময় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েন।

'আসুন, ভিতরে ঢুকে নিজেই দেখুন।'

পথ দেখাল মুরল্যান্ড। টানেলের ভিতর দিয়ে আউটার চেম্বারে ঢুকল ওরা। পাথুরে দেয়াল ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে দেখে আঁতকে উঠল শাহানা। 'এ কী! খোদাই করা লিপি কিছুই তো পড়া যাবে না। এ অবস্থা হলো কীভাবে?'

'শত্রুরা একটা হেলিকপ্টারে চড়ে এসেছিল,' বলল মুরল্যান্ড। 'পাইলট ভাবল টানেলের ভেতর দিয়ে একটা রকেট ছুঁড়লে মন্দ হয় না।'

'তোমরা নিশ্চয়ই তখন এখানে ছিলে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

নিঃশব্দে হাসল মুরল্যান্ড। 'না, ছিলাম না। এটার পিছনে আরেকটা টানেল আছে, অন্য একটা চেম্বারে যাওয়া যায়।

ওদিকটায় অনেক আগে ছাদ ধসে পড়েছিল, সেই পাথরের স্তূপ আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।'

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু অ্যাডমিরাল যে বললেন হেলিকপ্টারসহ ওদের ছয়জনকে খতম করেছ তোমরা? সেটা কীভাবে?'

'আমরা টানেলের ভেতর মারা গেছি ধরে নিয়ে বিশ মিনিট চক্কর দেয়ার পর পাহাড়ের কারনিসে নামল হেলিকপ্টারটা,' বলল মুরল্যান্ড। 'ততক্ষণে আমরা টানেল থেকে বেরিয়ে এসেছি, পাহাড়ের আরও খানিক ওপরে উঠে সুযোগের অপেক্ষায় আছি। যেই দেখলাম কপ্টার কারনিসে নামল, অমনি ওপর থেকে একের পর এক বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিলাম। একেকটা কম করেও আধ মণ। দশ-বারোটা পাথর সরাসরি রোটর আর ইঞ্জিনে গিয়ে লাগল। আরোহীরা কেউ কেউ বেরুতে পারল, তবে তাদেরকেও ছাড়েনি পাথরগুলো, একেবারে ভর্তা বানিয়ে দিয়েছে। তাদেরই একজন পাঁচ সেকেন্ড সময় পেয়েছিল এলোপাথাড়ি গুলি করার। মিস্টার রেডক্লিফকে লেগেছে একটা।'

বোঝা গেল এ-সব ব্যাপারে শাহানার কোন আগ্রহ নেই, কারণ মুরল্যান্ড থামতেই সে জিজ্ঞেস করল, 'খোদাই করা লিপিই যদি না থাকে, এখানে তা হলে আমরা এসেছি কেন?'

'এসেছেন, কারণ লিপির চেয়েও ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে দ্বিতীয় চেম্বারে। মমিগুলোর গায়ে খানিকটা ধুলোর প্রলেপ পড়েছে, তা ছাড়া বাকি সব ঠিক আছে–চিরকাল যেমন ছিল আজও খাড়াভাবে বসে আছে প্রত্যেকে।'

'কী বললেন? খাড়াভাবে বসে আছে?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন গুডম্যান। 'বেরিয়াল কেসে শোয়ানো নয় ওগুলো?'

'না, পাথরের চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে আছে তারা।'

'কাপড় দিয়ে জড়ানো?'

'না,' বলল মুরল্যান্ড। 'তারা যেন একটা মিটিঙে বসেছে।

গায়ে ফতুয়া, মাথায় হ্যাট, পায়ে বুট।'

ভারি অবাক হয়েছেন গুডম্যান। 'প্রাচীন মমি গজ দিয়ে শক্তভাবে জড়ানো থাকে। আর মাটির পাত্রে থাকে ভ্রূণের আকৃতি নিয়ে। দুইভাবে শুয়ে থাকতে দেখা যায়–মুখ ওপরে তুলে, অথবা নীচে নামিয়ে। আবার দাঁড়িয়েও থাকে। বসে থাকা মমির কথা আগে কখনও শুনিনি।'

'ভেতরে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, মমি ছাড়া আরও অন্যান্য আর্টিফ্যাক্ট পরীক্ষা করতে পারবেন আপনারা।'

দ্বিতীয় চেম্বারে যাওয়ার টানেলটা এখন খোলা, সেটা ধরে এগোবার সময় ওদেরকে আবর্জনা টপকাতে হলো না। চেম্বারের ভিতর ফ্লাডলাইটের আলো দিনের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল, মমি আর তাদের পরিচ্ছদ মনে হচ্ছে জলজ্যান্ত।

হন হন করে এগিয়ে গিয়ে প্রথম মমিটাকে পরীক্ষা করছেন গুডম্যান, প্রায় নাকে নাক ঠেকিয়ে। তাঁকে দেখে মনে হলো স্বর্গে ঢুকে হারিয়ে গেছেন। এক মমির কাছ থেকে আরেক মমির দিকে ছুটছেন, পরীক্ষা করছেন চামড়া, কান, নাক, ঠোঁট। হেডব্যান্ডসহ ম্যাগনিফাইং গ্লাস পরলেন চোখে। পাঁচ মিনিট পর হেডব্যান্ড খুলে ঘাড় ফেরালেন ওদের দিকে।

ওরা সবাই বিপুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

'প্রাচীন অসংখ্য মমি দেখেছি আমি,' নরম সুরে বললেন গুডম্যান। 'কিন্তু এতটা সুরক্ষিত মমি কোথাও আগে দেখিনি। এমন কী চোখের মণি পর্যন্ত অক্ষত রয়েছে, ফলে ওগুলোর রঙ দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'তা হলে ওগুলো হয়তো এক-দেড়শো বছরের পুরানো হবে।'

'কী করে তা বিশ্বাস করি! ফতুয়ার কাপড়, জুতোর স্টাইল, মাথার আবরণ যেভাবে কাটা হয়েছে–এ ধরনের কিছু কোথাও দেখা যায়নি, অন্তত ঐতিহাসিক রেকর্ডে কোথাও নেই। মমি করার পদ্ধতি তাদের যা-ই হোক, সেটা মিশরে পাওয়া মমিতে যে

পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তারচেয়ে বহুগুণে উন্নত। প্রাচীন মিশরীয়রা লাশের ভিতর থেকে অঙ্গ-প্রতঙ্গ বের করে নিত। মগজও বের করত নাক দিয়ে। কিন্তু এই মূর্তিগুলো বাইরে-ভেতরে একদম অক্ষত।'

'কলোরাডোয় যে খোদাই করা লিপি পাওয়া গেছে, বলা হচ্ছে যিশুর জন্মের নয় হাজার বছর আগের সেটা,' বলল শাহানা 'এ কি সম্ভব এই মমি আর আর্টিফ্যাক্টগুলোও সেই সময়কার?'

'ডেটিং টেকনোলজির সাহায্য না নিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়,' জবাব দিলেন গুডম্যান। 'কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না এগুলো কোন্ সময়কার। শুধু এটুকু বলতে পারি, এই লোকগুলো এমন এক প্রাচীন কালচারের প্রতিনিধিত্ব করে, যার ইতিহাস আমাদের কারও জানা নেই।'

'বোঝাই যাচ্ছে নৌ-বিদ্যায় খুব ভাল ছিল, তা না হলে নেতাদের রাখার জন্যে এই দ্বীপটা খুঁজে বের করতে পারত না, মন্তব্য করল রানা।

'কিন্তু এখানে কেন?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড। 'নিজেদের লাশ তারা মহাদেশের তীরে, সহজে যাওয়া যায় এমন কোন জায়গায় পোঁতেনি কেন?'

'অনুমান করি তারা চায়নি এগুলো কেউ খুঁজে পাক,' জবাব দিল শাহানা।

মমিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'আমি অতটা নিশ্চিত নই। আমার বরং মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার হোক, এটাই তারা আশা করেছে। তারা অন্যান্য আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারেও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বার্তা রেখে গেছে, একটার সঙ্গে আরেকটার হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব। আমি যতটুকু বুঝেছি, আপনি আর ল্যারি কিং নিশ্চিত হয়েছেন যে কলোরাডোর লিপি মৃতদের রাজ্য শাসন করে এমন সব ঈশ্বরদের উদ্দেশ্যে কোন মেসেজ নয়।'

'একটা পর্যায় পর্যন্ত তা ঠিক। তবে সবগুলো সংকেতের অর্থ

বের করতে আরও অনেক সময় লাগবে আমাদের। শুধু এটুকু জানা গেছে, ভবিষ্যৎ বিপর্যয় সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে।'

'কার ভবিষ্যৎ?' প্রশ্ন করল মুরল্যান্ড। 'এমন হতে পারে গত নয় হাজার বছরের কোন এক সময় বিপর্যয়টা ঘটে গেছে।'

'সময় সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানা বাকি আছে,' বলল শাহানা। 'মিস্টার কিং আর ভিনাস এটা নিয়ে এখনও কাজ করছে।' একটা দেয়ালের দিকে হেঁটে এল সে, পাথরের গায়ে খোদাই করা সংখ্যার মত কিছু একটার ওপর থেকে ধুলো ঝাড়ল। উত্তেজনায় বড় হয়ে উঠল তার চোখ। 'কলোরাডো আর এখানকার সংকেতের স্টাইল তো দেখছি এক নয়। এগুলো তো গ্লিফ, মানুষ আর পশুর আকৃতি ফুটিয়ে তুলেছে।'

একটু পরে সবাই ওরা কাজে হাত লাগাল। পালিশ করা পাথরে বহু শতাব্দীর, কিংবা হয়তো বহু সহস্রাব্দের ধুলো জমেছে। দেয়ালের চারকোণে শুরু করল ওরা, সরে আসছে পরস্পরের দিকে। এক সময় সমস্ত লিপি ফ্লাডলাইটের আলোয় পরিষ্কার ফুটে উঠল।

'কী বোঝা যাচ্ছে?' প্রশ্নটা বিশেষ কাউকে করেনি মুরল্যান্ড।

'সন্দেহ নেই একটা বন্দর,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'পাল আর বৈঠাসহ প্রাচীন জাহাজের বহরটা তো পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে, গ্রোয়েন দিয়ে ঘেরা। গ্রোয়েনের দুই প্রান্তে উঁচু টাওয়ার, সম্ভবত কোনও ধরনের লাইট হাউস।'

'হ্যাঁ,' বললেন গুডম্যান। 'ডকের আশপাশে দালান দেখতে পাচ্ছি আমি, ওগুলোর সামনে কয়েকটা জাহাজ নোঙর ফেলেছে।'

'বোধহয় কার্গো ওঠা-নামার কাজ চলছে,' বলল শাহানা, চোখে শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস। 'মূর্তিগুলো অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে খোদাই করা হয়েছে, সেজন্যেই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে এদের পরনেও ফতুয়া রয়েছে, মমিদের মত। একটা জাহাজ থেকে পশু নামানো হচ্ছে।'

শাহানার কাছাকাছি সরে এসে চোখ কুঁচকে গ্লিফগুলো দেখল মুরল্যান্ড। 'ইউনিকর্ন,' ঘোষণা করল সে। 'ওগুলো এক শিংওয়ালা সাদা ঘোড়া।'

'অবাস্তব,' বিড়বিড় করলেন গুডম্যান, চোখে অবিশ্বাস।

'কীভাবে বুঝলেন?' তাঁকে চ্যালেঞ্জ করল রানা। 'হয়তো নয় হাজার বছর আগে ইউনিকর্নের অস্তিত্ব ছিল।'

'হাড় বা ফসিল না পাওয়া পর্যন্ত অতীতের গুজব আর মিথ হয়েই থাকবে ওগুলো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রণে ভঙ্গ দিল রানা। ঘুরে পাথুরে চেয়ারগুলোর পিছনে চলে এল ও, তাকিয়ে আছে সেলাই করা পশুর চামড়ার দিকে। ওগুলো একদিকের দেয়াল ঢেকে রেখেছে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আচ্ছাদনের একটা প্রান্ত তুলে ভিতরে তাকাল ও। চেহারা দেখে মনে হলো বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে।

'সাবধান,' সতর্ক করে দিলেন গুডম্যান। 'অত্যন্ত ভঙ্গুর ওটা।'

তাঁর কথায় কান না দিয়ে দু'হাত দিয়ে ধরে আচ্ছাদনটা মাথার উপর গুটাল রানা।

'ওটা আপনার ধরা উচিত হয়নি,' চোখে-মুখে অস্বস্তি নিয়ে বললেন গুডম্যান। 'এগুলো অমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সামান্য ছোঁয়াতেই গুঁড়িয়ে যেতে পারে।'

'এটার নীচে যা আছে তা আরও বেশি অমূল্য,' ভারি গলায় বলল রানা। মুরল্যান্ডের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'ওদিক থেকে এক জোড়া বল্লম নিয়ে এসে আবরণটা ঠেক দিয়ে রাখো।'

চেহারা লালচে হয়ে উঠেছে, তাড়াতাড়ি মুরল্যান্ডকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন গুডম্যান। বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেয়ে অনুভব করলেন তিনি যেন একটা ট্র্যাক্টরকে থামাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁকে ঘষা দিয়ে পাশ কাটাল মুরল্যান্ড। তাঁর দিকে এমন কী আড়চোখে একবার তাকালও না। ছোঁ দিয়ে একজোড়া

অবসিডিয়ান বল্লম তুলে নিল সে, ওগুলোর ডগা চেম্বারের মেঝেতে বসাল, তারপর হাতলের দিকটা ব্যবহার করল চামড়ার আচ্ছাদনকে উঁচু করে রাখতে। এবার একজোড়া ফ্লাডলাইট অ্যাডজাস্ট করল রানা, যতক্ষণ না দেয়ালের গায়ে যথেষ্ট উজ্জ্বল হলো আলোটা

দম বন্ধ করে চারটে বড় আকারের বৃত্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছে শাহানা, পালিশ করা পাথরে খোদাই করা, প্রতিটির পরিধির ভিতর অদ্ভুত সব ডায়াগ্রাম কাটা হয়েছে। 'ওগুলো এক ধরনের গ্লিফ,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'মনে হচ্ছে ম্যাপ,' মুখ খুলল মুরল্যান্ড।

'কীসের ম্যাপ?'

সকৌতুক হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে 'চারভাবে দেখানো পৃথিবীর মানচিত্র।'

রানার কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে আছেন গুডম্যান, চশমাটা ঠিক মত বসিয়ে নিলেন নাকে। 'উদ্ভট। গ্লিফগুলোকে মোটেও আমার ম্যাপ বলে মনে হচ্ছে না। বড় বেশি বিশদ এগুলো। তা ছাড়া, আমার পরিচিত জিয়োগ্রাফির সঙ্গে এর কোনও মিল তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'তার কারণ আপনার মস্তিষ্ক নয় হাজার বছর আগের মহাদেশ আর সমুদ্রের তীর কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে না।'

'মিস্টার গুডম্যানের সঙ্গে আমাকেও একমত হতে হচ্ছে, বলল শাহানা। 'আমি শুধু ছোট কয়েকটা দ্বীপের সমষ্টি আর এবড়োখেবড়ো উপকূল রেখা দেখতে পাচ্ছি, ঘিরে রেখেছে বিশাল সাগরের ঢেউ খেলানো ইমেজ।'

'যেন একটা প্রজাপতি, প্লেনে আগুন লেগে যাওয়ায় তার ডানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে,' কৌতুক করল মুরল্যান্ড।

'আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন, রানা?' জানতে চাইল শাহানা।

'পৃথিবীর চারটে আলাদা দৃশ্য, নয় হাজার বছর আগে

অ্যান্টার্কটিকা থেকে যেমনটি দেখাত।'

'সমস্ত কৌতুক বাতিল,' বলল মুরল্যান্ড। 'তোমার কথাই ঠিক।'

পুরোটার উপর চোখ রাখার জন্য খানিক পিছিয়ে এসে তাকাল রানা। 'হ্যাঁ, এখন অন্যান্য মহাদেশগুলোও চিনতে পারছি আমি। তবে ওগুলো আলাদা পজিশনে রয়েছে। যেন মনে হচ্ছে পৃথিবী কাত হয়ে আছে।'

'আমার বোধগম্য হচ্ছে না এর মধ্যে অ্যান্টার্কটিকা কীভাবে ফিট করে,' জেদের সুরে বললেন গুডম্যান।

'আপনার চোখের সামনেই রয়েছে, দেখতে চেষ্টা করুন।'

শাহানা জানতে চাইল, 'আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে, রানা?'

'আমারও জানার খুব আগ্রহ হচ্ছে,' একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন গুডম্যান, 'কীভাবে আপনি এই উপসংহারে পৌঁছাচ্ছেন।'

শাহানার দিকে তাকাল রানা। 'আপনার ব্যাগে চক আছে, পাথরে খোদাই করা লিপি হাইলাইট করার জন্যে যেগুলো ব্যবহার করেন? জানতে চাইল ও।

হাসল শাহানা। 'চক ব্যবহারের দিন আর নেই। আমরা এখন ট্যালকম পাউডার পছন্দ করি।' পকেট হাতড়ে প্রথমে ছোট এক প্যাকেট টিস্যু বের করে রানাকে দিল সে। তারপর ব্যাগ থেকে বের করল ট্যালকম পাউডারের একটা কৌটা।

কিছু টিস্যু পানিতে ভিজিয়ে দেয়ালে খোদাই করা গ্লিফগুলো প্রথমে মুছল রানা, তারপর পাউডার ছড়াল। তিন মিনিট পর পিছিয়ে এল ও, হাতের কাজটা ভাল করে দেখল, তারপর ঘোষণার সুরে বলল, 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টল্‌মেন, আপনাদেরকে আমি অ্যান্টার্কটিক উপহার দিলাম।'

তিনজনই তারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পালিশ করা পাথরে সাদা পাউডার মাখাতে দেখেছে রানাকে, দেখেছে সেই পাউডার আবার

মুছে ফেলতেও। এখন জায়গাটা দেখতে অনেকটা দক্ষিণ মেরুর মত লাগছে বটে।

'এ-সবের কী মানে?' জানতে চাইল শাহানা, বিভ্রান্ত।

'মানে হলো,' ব্যাখ্যা করছে রানা, ইঙ্গিতে পাথরের চেয়ারে বসা মমিগুলোকে দেখাল, 'এই প্রাচীন মানুষগুলো আধুনিক মানুষের চেয়ে কয়েক হাজার বছর আগে অ্যান্টার্কটিকার ওপর হাঁটাহাঁটি করেছে। জলযান নিয়ে চারদিকে ঘুরেছে তারা, চার্ট তৈরি করেছে–কবে? বরফ আর তুষারে ঢাকা পড়ার আগে।'

'ননসেন্স!' সশব্দে নাক ঝাড়ার মত আওয়াজ করলেন গুডম্যান। 'এটা বিজ্ঞানসম্মতভাবেই প্রমাণিত যে মেরু প্রদেশের তিনভাগ বাদে সবটাই বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে আছে আজ বহু মিলিয়ন বছর ধরে।'

কয়েক সেকেন্ড কিছুই বলল না রানা। প্রাচীন মূর্তিগুলোর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও, ওগুলো যেন জ্যান্ত। পালা করে প্রতিটি মুখের দিকে তাকাচ্ছে, যেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টায়। অবশেষে ইঙ্গিতে আবার মমিগুলোকে দেখিয়ে বলল, 'উত্তর পাওয়া যাবে ওদের কাছ থেকে।'

লাঞ্চের পর একটা হাউন্ড পাপিকে কোলে নিয়ে নিজের অফিসে ফিরে এল কালোমানিক ল্যারি কিং। চেয়ারে বসে ভিনাসকে ডাকল সে। মনিটরে এসেই বলল ভিনাস, 'আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার অভ্যাসটা তোমার যাবে না?'

ইঙ্গিতে কুকুরছানাটা দেখাল কিং। 'রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনলাম, আমার ছোট মেয়েটা পালবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ভিনাসের চোখ-মুখ নরম হয়ে উঠল। 'ভারি সুন্দর একটা ছানা। তোমার মেয়েরা খুব মজা পাবে।'

'লিপি ডিসাইফারের কাজ এগিয়েছে?'

'সংকেতের অর্থ অনেকটাই জানতে পেরেছি, তবে সেগুলোকে

শব্দের সঙ্গে জুড়তে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। এই ঝামেলাটা শেষ হলে ইংরেজিতে রূপান্তর করা যাবে।'

'এ পর্যন্ত যেটুকু করেছ শোনাও।'

'আসলে বেশ অনেকটাই,' গর্বের সুরে বলল ভিনাস।

'আমি শুনছি।'

'৭০০০ বি.সি-র কাছাকাছি সময়ে প্রচণ্ড একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল দুনিয়াটা।'

'কোনও ধারণা করা যাচ্ছে কী ছিল সেটা?' জিজ্ঞেস করল কিং।

'হ্যাঁ। কলোরাডো চেম্বারের সিলিঙে মহাকাশের যে মানচিত্র পাওয়া গেছে সেটায় রেকর্ড করা আছে ওই বিপর্যয়ের ঘটনা,' ব্যাখ্যা করল ভিনাস। 'পুরোটা লেখা এখনও ডিসাইফার করিনি আমি, তবে মনে হচ্ছে একটা নয়, দুটো ধূমকেতু সৌরজগতের বাইরে থেকে এসে দুনিয়াজোড়া একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়েছিল।'

'ওগুলো অ্যাস্টোরয়েড ছিল না?' জিজ্ঞেস করল কিং। 'আমি অবশ্য অ্যাস্ট্রনমার নই, কিন্তু দুটো ধূমকেতু একসঙ্গে অরবিট করছে এমন কথা কখনও শুনিনি।'

'মহাকাশের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে লম্বা লেজসহ দুটো জিনিস পাশাপাশি ছুটে এসে আঘাত করছে পৃথিবীকে।'

হাত নামিয়ে কুকুরছানাটাকে আদর করছে কিং। 'দুটো ধূমকেতু একই সময়ে আঘাত করছে। যত ছোটই হোক, ধূমকেতু বলে কথা, নিশ্চয়ই বিরাট একটা ধাক্কা দিয়েছিল।'

'দুঃখিত, কিং,' বলল ভিনাস, 'আমি তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চাইনি। দুটোর মধ্যে মাত্র একটা আঘাত করে পৃথিবীতে। দ্বিতীয়টি সূর্যকে চক্কর দিয়ে গভীর মহাশূন্যে হারিয়ে যায়।'

'মানচিত্রে কি দেখানো হয়েছে কোথায় পড়েছিল ধূমকেতুটি?'

মাথা ঝাঁকাল ভিনাস। 'বিশ্লেষণে বেরিয়ে আসে জায়গাটা

কানাডার দিকে, সম্ভবত হাডসন বে-র ওদিকে কোথাও।'

'তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত, ভিনাস। তুমি তুখোড় একজন ডিটেকটিভ হতে পারবে।'

'এ ধরনের সাধারণ কেস মীমাংসা করা আমার জন্যে কোনও ব্যাপার নয়,' গর্বের সঙ্গে বলল ভিনাস।

'ঠিক আছে, সাত হাজার বি.সি-তে কানাডার কোন এক জায়গায় একটা কমেট আঘাত করায় দুনিয়া জুড়ে মহাবিপর্যয় শুরু হয়েছিল।'

'এটা শুধু প্রথম পর্ব। গল্পের শাঁস পরে আসবে–সেখানে মানুষজনের বর্ণনা আছে, বলা হয়েছে বিপদটা শুরু হবার আগে কেমন ছিল তাদের সভ্যতা, এবং পরবর্তীতে কী হলো।'

'কেন তারা আশঙ্কা করছিল আকাশ থেকে আরেকটা বিপদ আসছে?'

'আমি যতটুকু বুঝেছি, তারা হিসেব কষে জানতে পারে দ্বিতীয় ধূমকেতুটি ফিরে এসে ধ্বংসযজ্ঞটা সম্পূর্ণ করবে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর কিং জানতে চাইল, 'তুমি কি বোঝাতে চাইছ, ভিনাস, আটলান্টিস নামে সত্যি একটা সভ্যতা ছিল?'

'তা আমি বলিনি,' কণ্ঠস্বরে অস্বস্তি নিয়ে বলল ভিনাস। 'এখনও আমি জানি না প্রাচীন এই লোকগুলো নিজেদেরকে কী বলত। তবে জানি বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর কাছ থেকে আসা বর্ণনার সঙ্গে ক্ষীণ মিল আছে এদের। তিনি যে সংলাপ লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেটা তাঁর সময় থেকে দুশো বছর আগেকার, তাতে অংশ নিয়েছিলেন তাঁর একজন পূর্ব-পুরুষ গ্রিক রাষ্ট্রনায়ক সোলন, আর একজন ঈজিপশিয়ান প্রিস্ট। এটাই আটলান্টিস নামে কোন জায়গার প্রথম লিখিত বর্ণনা।'

'গল্পটা সবাই জানে,' বলল কিং। 'প্রিস্ট অস্ট্রেলিয়ার চেয়েও বড় একটা দ্বীপ-মহাদেশের কথা বলেছিলেন, পিলার্স অভ

হারকিউলিস কিংবা জিব্রাল্টার প্রণালীর পশ্চিমে আটলান্টিকের মাঝখান থেকে মাথাচাড়া দিয়েছিল। কয়েক হাজার বছর আগে ধ্বংস হয়ে যায় ওটা, মহা কোন সামুদ্রিক সুনামিতে। সব মিলিয়ে একটা রহস্যময় ধাঁধাই বলতে হয়, ঐতিহাসিকরা আজও কোন সমাধান দিতে পারেননি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি আটলান্টিস আসলে প্রাচীন কালের একটা সায়েন্স ফিকশন ছাড়া কিছু নয়।'

'তবে পুরোটাই বানানো, এমন না-ও হতে পারে।'

ভিনাসের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল কিং। 'কোথাও এমন কোন প্রমাণ নেই যে নয় হাজার বছর আগে আটলান্টিকের মাঝখানে একটা মহাদেশ হারিয়ে গিয়েছিল। যেটার অস্তিত্বই নেই সেটা আবার হারায় কীভাবে?'

'তা হলে তুমি বলতে চাইছ প্লেটো আটলান্টিসের যে ছবি এঁকেছেন সেটার কোন ভিত্তি নেই?'

'ছবি নয়, ভিনাস,' কমপিউটারকে লেকচার শোনাচ্ছে কিং। 'গল্পটা তিনি সংলাপের মাধ্যমে বলে গেছেন প্রাচীন গ্রিসে জনপ্রিয় ছিল এই মাধ্যম। তৃতীয় কোন পক্ষের ভাষ্য লেখকের দ্বারা পরিবেশিত হয়েছে, ব্যাপারটা এরকম নয়। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বিষয়টা নিয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করেছেন, লেখক তাঁদের সেই আলাপ নিজের লেখায় হুবহু তুলে দিয়েছেন। আর, হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি আটলান্টিস প্লেটোর নিজের একটা বানানো গল্পই। সকৌতুকে ভেবেছেন তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁর এই আইডিয়া ভালই খাবে, বিষয়টা নিয়ে বই লিখবে হাজার খানেক, তর্ক করবে বিরতিহীন।'

'তুমি খুব শক্ত মানুষ, কিং, বলল ভিনাস। 'ধরে নিচ্ছি বিখ্যাত সাইকিক এডগার কাইসি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেটা তুমি বিশ্বাস করো না?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল নুমার কমপিউটার জাদুকর। 'তিনি

বলছেন, আটলান্টিসকে তিনি ক্যারিবিয়ানে ডুবতে এবং উঠতে দেখেছেন। ওই এলাকায় উন্নত একটা সভ্যতা যদি থাকতই, ছড়ানো ছিটানো কয়েক শো দ্বীপে অবশ্যই তার সূত্র পাওয়া যেত। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রাচীন সংস্কৃতির কোন নিদর্শনই পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু বিমিনি-র ওদিকে প্রকাণ্ড পাথরের ব্লকগুলো, সাগরের তলায় রাস্তার মত দেখতে?'

'স্রেফ একটা জিয়োলজিক্যাল ফরমেশন, সাগরের অন্যান্য অংশেও দেখতে পাওয়া যাবে।'

'আর পাথরের স্তম্ভ, জ্যামাইকার ওদিকে সাগরের মেঝেতে যেগুলো পাওয়া গেছে?'

'এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে ওগুলো ছিল ড্রাই কংক্রিটের ব্যারেল, কার্গো হিসেবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কিন্তু জাহাজটা ডুবে যায়। তারপর কাঠের ব্যারেল ক্ষয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সত্যের মুখোমুখি হও, ভিনাস। আটলান্টিস একটা মিথ।'

'তুমি খুব একঘেয়ে, কিং।'

'আমি যা জানি তাই বলছি...'

'তোমার জানাটা সত্যি না-ও হতে পারে,' বাধা দিয়ে বলল ভিনাস। 'আমি কী জানছি সেটা বলি। প্রাচীন এই লিপিতে বিশাল কোনও সভ্যতার কথা বলা হয়নি। নৌ-বিদ্যায় উন্নত ছোটখাট একটা জাতি, মিশরীয়রা পিরামিড তৈরি করার চার হাজার বছর আগে জলপথে দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে, দুনিয়ার মানচিত্র তৈরি করেছে। সাগরকে তারা বশ করে। স্রোতকে ব্যবহার করতে শেখে। জ্যোতির্বিদ্যা আর গণিতে অনেক দূর এগিয়ে যায়, ফলে হয়ে ওঠে ওস্তাদ নাবিক। উপকূল এলাকায় অনেক শহর-বন্দর গড়ে তোলে, শুরু করে মাইনিং। ওই একই সহস্রাব্দের অন্য মানুষ যারা উঁচু জায়গা পছন্দ করত, ঘুরে বেড়াত এক দেশ থেকে আরেক দেশে, বিপর্যয়টা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু সাগরকে যারা বশ করেছিল তাদের কপাল খারাপ, দৈত্যাকার

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়, অস্তিত্বের এতটুকু প্রমাণ না রেখে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যায় তারা। তাদের বন্দরনগরীর অবশিষ্ট যদি থাকেও, সাগরের তলায় সম্ভবত একশো ফুট পলির নীচে পাওয়া যাবে।'

'কাল থেকে তুমি এত কিছু ডিসাইফার করেছ?' কিং বিস্মিত, সেটা গোপনও করছে না।

'বসে থাকা আমার কাজ নয়।'

'ভিনাস, তুমি সত্যি অতুলনীয়।'

'হতেই হবে, তোমার তৈরি না!'

'এমন সব তথ্য দিয়েছ তুমি, আমার হজম করতে কষ্ট হচ্ছে।'

'বাড়ি যাও, কিং। বউ-বচ্চাকে নিয়ে কোথাও থেকে বেড়িয়ে এসো। তারপর রাতে ভাল একটা ঘুম দাও। এদিকে আমিও আমার চিপগুলোকে একটু গরম করে নিই। তারপর, কাল সকালে তুমি যখন এই চেয়ারে এসে বসবে, সত্যিই এমন তথ্য দিতে পারব তোমাকে, আরও কুঁকড়ে যাবে তোমার বাবরি চুল।'

# পনেরো

সেইন্ট পল চেম্বারের মমি আর অদ্ভুতদর্শন মানচিত্রের ফটো তোলার পর মুরল্যান্ডের সঙ্গে কেপ টাউনে চলে গেল শাহানা। হাসপাতালে জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে দেখা করল ওরা, সফল অপারেশনের পর বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি। ওখান থেকে নুমার একটা এগজিকিউটিভ জেট ধরে ওয়াশিংটনে ফিরে যাবে ওরা।

ডক্টর গুডম্যানের সঙ্গে সেইন্ট পল দ্বীপে একা রয়ে গেছে মাসুদ রানা। দুজন মিলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মমি আর আর্টিফ্যাক্টগুলো প্যাক করে হেলিকপ্টারে তুলে দিল। কপ্টার ওগুলোকে পৌঁছে দেবে নুমার একটা ডিপ-সি রিসার্চ শিপে। মমিগুলো পাঠানো হচ্ছে স্ট্যানফোর্ড ভার্সিটিতে, সেখানে ওগুলো স্টাডি করবেন গুডম্যান।

তাঁকে বিদায় দিয়ে আরেকবার টানেলের ভিতর ঢুকল রানা, বলা যায় চুম্বকের মত একটা আকর্ষণ অনুভব করায় না ঢুকে পারল না। দ্বীপে এই মুহূর্তে ও আর হেলিকপ্টারসহ একজন পাইলট ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই।

খালি দ্বিতীয় চেম্বারের ভিতর দাঁড়িয়ে গ্লোবাল নটিক্যাল চার্টগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। ফ্লাডলাইট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, হাতের টর্চটা জ্বেলে রেখেছে ও।

হাজার হাজার বছর আগে এমন নিখুঁত মানচিত্র তৈরি করেছে, কারা তারা? কীভাবে অ্যান্টার্কটিকার মানচিত্র আঁকতে পারল, মহাদেশটা যখন বরফের পুরু চাদরে ঢাকা ছিল না? এমন কী হতে পারে যে কয়েক হাজার বছর আগে দক্ষিণ মেরুর আবহাওয়া উষ্ণ ছিল? ফলে মানুষ সেখানে বসবাস করতে পারত?

বরফবিহীন অ্যান্টার্কটিকাই একমাত্র অসঙ্গতি নয়। ব্যাপারটা কাউকে জানায়নি রানা, তবে অস্ট্রেলিয়া সহ অন্যান্য মহাদেশের পজিশন চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ওকে। ওগুলো যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। ওর মনে হয়েছে দুই আমেরিকা, ইউরোপ আর এশিয়া যেখানে থাকার কথা তারচেয়ে দুই হাজার মাইল উত্তরে রয়েছে ওগুলো। প্রাচীন এই মানুষগুলো নিখুঁত উপকূল রেখা আঁকতে পেরেছে, অথচ তারাই পৃথিবীর পিঠে মহাদেশগুলোকে বসাবার সময় প্রতিষ্ঠিত অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কেন?

কপ্টার স্টার্ট নেওয়ার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসতে চিন্তায়

বাধা পড়ল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও টর্চ নিভিয়ে দিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা।

পরদিন মাঝরাত। ওয়াশিংটনের ডালেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। দক্ষিণ আফ্রিকান এয়ার লাইন্সের একটা বোয়িং থেকে নামল রানা, সারাটা পথ অকাতরে ঘুমিয়েছে

টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে আসতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। রেলগাড়ির মত লম্বা, টকটকে লাল রঙের একটা রোলসরয়েস গাড়িটার পাশে ফ্যাশন মডেলের সাবলীল ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিয় বান্ধবী, কলোরাডো থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসসদস্যা লরেলি। 'হাই, রানা!'

'হাই!' হাতের ব্যাগটা গাড়ির ব্যাকসিটের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তাকে একটা চুমো খেল রানা, এক হাত দিয়ে কাঁধটা জড়িয়ে রেখেছে, ভাবল নিশ্চয়ই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিয়েছে লরেলি কখন পৌঁছাবে ওর ফ্লাইট।

বেশ কয়েক মুহূর্ত পর কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল রানা, হাঁপিয়ে উঠে লরেলি বলল, 'সাবধান, আমি ক্লিনটনের মত বিপদে পড়তে চাই না।'

'মহিলা রাজনীতিকদের অ্যাফেয়ার্স পাবলিক পছন্দ করে।'

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্টার বাটনে চাপ দিল লরেলি। 'ওটা তোমার ধারণা।' ঘুরে এসে পাশের সিটে বসল রানা।

'কোথায়, হে? তোমার বাগানবাড়িতে?'

'না, নুমা হেডকোয়ার্টারে একবার নামতে চাই,' বলল রানা। 'অফিসের কমপিউটার খুলে একটা প্রোগ্রামে চোখ বুলাব একবার।'

গাড়ি ছুটছে মাঝরাতের রাজধানীর রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা

'কংগ্রেসের নতুন কোন খবর থাকলে বলো,' এক সময় খোঁজ নিল রানা

'তোমার যেন তাতে কিছু আসে যায়,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জবাব দিল লরেলি। 'শুনলাম মিস্টার রেডক্লিফ আহত হয়েছেন?'

'মাসখানেক হাসপাতালে থাকতে হবে। ডাক্তাররা বলেছেন, তাঁকে নুমা বহাল তবিয়তেই ফেরত পাবে।'

'মুরল্যান্ড বলছিল অ্যান্টার্কটিকায় খুব কঠিন সময় পার করতে হয়েছে তোমাকে।'

'তুমি তো জানোই, বাড়িয়ে বলা ওর স্বভাব।' হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল রানা। 'আচ্ছা, তুমি না ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড রিলেশন্স কমিটিতে আছ?'

'আছি। কেন?'

'আর্জেন্টিনার বড় কোন কোম্পানির নাম বললে তুমি চিনবে?'

'বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়েছে ওখানে। ওদের ফাইন্যান্স আর ট্রেড মিনিস্টারের সঙ্গে মিটিং করেছি। কী ব্যাপার, রানা?'

'নিউ ডেসটিনি কিংবা ফোর্থ এমপায়ার করপরেশন নামে কোন আউটফিটের কথা জানো?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল লরেলি। 'ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজের সিইও-কে চিনি। চিনি মানে বুয়েনাস আইরিসে একবার পরিচয় হয়েছিল। নামটা...যদি ভুলে গিয়ে না থাকি, হিউগো হারমান।'

'সেটা কতদিন আগের কথা?'

'চার বছর।'

'তোমার দেখছি মানুষের নাম খুব মনে থাকে।'

'হিউগো হারমান সুদর্শন, সুপুরুষ, ফ্যাশনদুরস্ত ব্যক্তিত্ব—আ রিয়েল চারমার। মেয়েরা এ-ধরনের পুরুষকে ভোলে না।'

'এই যদি কেস হয়, তুমি আমার চারপাশে ঘুরঘুর করো কেন?'

ঘাড় ফিরিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকল লরেলি। 'মেয়েরা প্র্যাকটিকাল, কর্কশ আর সত্যিকার পুরুষদেরও পছন্দ করে।'

'ঠিক ধরেছ, আমি কর্কশ আর...,' শেষ শব্দটা উহ্য রেখে

লরেলির কাঁধে একটা হাত তুলে দিল রানা, তারপর মুখটা বাড়িয়ে ছোট্ট করে কামড় দিল তার কানের লতিতে।

মাথাটা সরিয়ে নিল লরেলি। 'আমি যখন ড্রাইভ করছি তখন নয়, প্লিজ।'

হিউগো হারমান, ভাবল রানা। জার্মান নাম। ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজে খোঁজ নিয়ে একবার দেখা দরকার।

নুমা হেডকোয়ার্টারের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং-এ নেমে গাড়ি থামাল লরেলি। 'তুমি চাও তোমার সঙ্গে যাই আমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে আমার,' বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা।

এলিভেটরে চড়ে মেইন লবিতে উঠে এল ও। সিকিউরিটি গার্ডরা চেনে ওকে, কাজের ব্যস্ততা না থাকায় টেবিলে বসে তাস খেলছে। রানা পাশ কাটিয়ে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে যেতেই ফিসফাস শুরু করল তারা; কিছুক্ষণ আগে সুন্দরী এক শ্বেতাঙ্গিনী তরুণী উঠেছে উপরে, তাকে কি তারা কেউ নামতে দেখেছে?

কর্মকর্তাদের অফিসগুলো নয় তলায়, আবার এলিভেটরে চড়ে সরাসরি দশতলায় উঠে এল রানা, দেখতে চায় এখনও কিং আছে কিনা।

যা ভেবেছে তাই, রাত জেগে কাজ করছে কিং।

চেম্বারে রানাকে ঢুকতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। 'আরে, তুমি!'

'আরে, তুমিও তো!'

'ডক্টর শাহানাও ছিলেন,' হেসে ফেলে বলল কিং। 'এইমাত্র ঘুমাতে গেলেন।'

'কী ব্যাপার বলো তো?'

'সর্বশেষ রিপোর্টের একটা কপি অ্যাডমিরালের ডেস্কে পাঠিয়ে দিয়েছি আজ রাত দশটায়, কাল সকালে তোমার কামরায় পৌঁছে

যাবে ওটা।' নুমায় রানার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টারের পদটা অনারারি আর অস্থায়ী হলেও, হেডকোয়ার্টারে ওর জন্য আলাদা একটা অফিস-কামরা রাখা হয়েছে।

মনিটরে তাকিয়ে ভিনাসকে দেখল রানা। 'বেশ। এখন একটা ধারণা দাও।'

'অকল্পনীয় একটা গল্প,' বলল কিং, প্রায় বিষণ্ন সুরে।

'আমিও তাই বলি,' সমর্থন করল ভিনাস

'এটা আমাদের ব্যক্তিগত আলাপ,' ঝাঁঝের সঙ্গে কথাটা বলে বোতাম টিপে মনিটর থেকে ভিনাসকে বিদায় করে দিল কিং। দাঁড়াল সে, আড়মোড়া ভাঙল। 'এ সত্যি অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য গল্প। সাগরকে জয় করা একটা জাতি। রেকর্ড করা ইতিহাসের আগে তারা ছিল। নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় একটা ধূমকেতু পৃথিবীতে আঘাত করায়। দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি কোণে বন্দরনগরী গড়ে তুলেছিল তারা। সবগুলোকে গ্রাস করে তিনশো থেকে পাঁচশো ফুটী জলোচ্ছ্বাস।'

'অ্যাডমিরালের সঙ্গে শেষ যখন কথা হয় আমার, আটলান্টিস কিংবদন্তিটাকে তিনি উড়িয়ে দেননি

'আটলান্টিকের মাঝখানে হারিয়ে যাওয়া মহাদেশ এই ছবির সঙ্গে মিলছে না,' জোর দিয়ে বলল কিং। 'তবে এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে নৌ-বিদ্যায় অসম্ভব উন্নত একটা জাতির অস্তিত্ব ছিল, তারা সবগুলো সমুদ্র আর সাগর পাড়ি দিয়েছে, মানচিত্র এঁকেছে সবগুলো মহাদেশের।' থেমে রানার দিকে তাকাল সে। 'বেরিয়াল চেম্বারের লিপি আর ওয়ার্ল্ড ম্যাপের যে ফটোগুলো ডক্টর শাহানা তুলেছেন, সব ল্যাবে পাঠিয়ে দিয়েছি। কমপিউটারে স্ক্যান করার জন্যে কাল সকালে পাব।'

'মহাদেশগুলো এখন যেখানে আছে, ওদের মানচিত্রে সেখানে দেখানো হয়নি।'

কিং-এর লালচে চোখ দুটোয় চিন্তার ছায়া পড়ল। 'আমি এ-ও

ভাবছি যে ধূমকেতু আছড়ে পড়ার চেয়ে বড় কোন বিপর্যয় ঘটেছিল কিনা। গত দশ বছর ধরে আমাদের লোকজন প্রচুর জিয়োলজিক্যাল ডাটা সংগ্রহ করেছে, সে-সব আমি স্ক্যান করেছি। সাগরের উন্মত্ত উত্থান-পতনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বরফযুগের সমাপ্তি ঘটে হঠাৎ করেই। নয় হাজার বছরের তুলনায় সি লেভেল এখন তিনশো ফুটেরও বেশি উঁচু।'

'আটলান্টিসের কিছু যদি অবশিষ্ট থাকেও, গভীর পানিতে ডুবে আছে।'

'শুধু পানি নয়, পলিরও নীচে।'

'এরা কি নিজেদেরকে আটলান্টিয়ান বলছে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার সন্দেহ আছে এই শব্দটির সঙ্গে ওরা পরিচিত ছিল কিনা,' বলল কিং। 'আটলান্টিস শব্দটা গ্রিক, মানে হলো অ্যাটলাস-এর মেয়ে। প্লেটোর কৃতিত্বেই এটা এত প্রচার পায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের আশ্চর্য একটা জগৎ হিসেবে। বাইবেলে যে মহাপ্লাবনের কথা বলা হয়েছে, কেউ কেউ তার আগের সভ্যতা বলেও মনে করে। কিন্তু সবই এতদিন ছিল অনুমান আর কল্পনা। এবারই প্রথম প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে সত্যি একটা আদি সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল

'প্লেটো তা হলে ভুলভাল কিছু বলে যাননি!'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল কিং

কিং-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলিভেটরে চড়ে নয়তলায় নামল রানা, নিজের অফিস কামরার দিকে এগোবার সময় দেখতে পেল নুমা চিফের চেম্বারে যাওয়ার প্যাসেজটার আলো সবচেয়ে কম মাত্রায় ম্লান করে রাখা হয়েছে। এত রাতে ওগুলোর না জ্বলারই কথা, তবে রানা ভাবল অনেক কারণেই জ্বালা হতে পারে তবু মনটা খুঁত-খুঁত করায় প্যাসেজে ঢুকে শেষ মাথায় চলে

এল ও। একটু ঠেলতেই খুলে গেল কাঁচের দরজাটা। সামনে অ্যান্টিরুম, তারপর জর্জ হ্যামিলটনের চেম্বার আর কনফারেন্স রুম।

অ্যান্টিরুমে ঢুকে অ্যাডমিরালের সেক্রেটারি পামেলার ডেস্কটাকে পাশ কাটাল রানা। চেম্বারের দোরগোড়ায় থেমে আলোর সুইচ খুঁজছে। হঠাৎ অন্ধকার চেম্বারের ভিতর থেকে ছুটে এল একটা ছায়ামূর্তি, কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে আছে শরীরটা।

বাধা দেওয়ার সময় পাওয়া গেল না, শেষ মুহূর্তে শরীরটাকে শুধু শক্ত করে নিতে পারল রানা। ওর পেটে প্রচণ্ড গুঁতো মারল মাথাটা, হু-উ-উ-স করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। দু'জনেই ভারসাম্য ফিরে পেতে ব্যস্ত, তারপরও প্রতিপক্ষকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল রানা। উন্মত্ত বিড়ালের মত ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ছায়ামূর্তি, রানাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটল।

এক হাতে পেট চেপে ধরে আছে, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে, সুইচটা খুঁজে পেয়ে আলো জ্বালল রানা। চট করে একবার অ্যাডমিরালের ডেস্কে চোখ বুলিয়েই বুঝে নিল কী নিয়ে গেছে আগন্তুক। নিজের ডেস্ক সব সময় পরিষ্কার রাখেন অ্যাডমিরাল, ওয়াটারগেট অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়ার আগে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফাইল আর কাগজপত্র অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে একটা দেরাজে ভরে রেখে যান। ডেস্কের সারফেস সম্পূর্ণ খালি দেখছে রানা। তারমানে কিং-এর পাঠান প্রাচীন নাবিকদের রিপোর্টটা খোয়া গেছে।

পেটের ভিতর শক্ত গিঁট বাঁধার অনুভূতি, প্যাসেজে বেরিয়ে এসে এলিভেটরের দিকে ছুটল রানা।

ওগুলোর সামনে এসে দেখল প্রথমটায় চড়ে নীচে নামছে চোর, এক ফ্লোর নীচে স্থির হয়ে আছে দ্বিতীয়টা। বোতামে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, বড় করে শ্বাস নিয়ে স্বাভাবিক হতে

চেষ্টা করছে। এলিভেটরের দরজা খুলে যেতে লাফ দিয়ে ভিতরে ঢুকল ও, বোতামে চাপ দিল নীচের পার্কিং লটে নামার জন্য। কোথাও না থেমে দ্রুত নামছে এলিভেটর।

দরজা ভাল করে খোলার আগেই লাফ দিয়ে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল রানা, ছুটে রোলসরয়েসের পাশে চলে আসার সময় দেখল এক জোড়া লাল টেইললাইট এগজিট র‍্যাম্পের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

টান দিয়ে রোলসরয়েসের দরজা খুলল রানা, লরেলিকে ড্রাইভিং সিট থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে স্টার্ট দিল ইঞ্জিন।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে দেখছে ওকে লরেলি। 'মনে হচ্ছে ইমার্জেন্সি?'

'এইমাত্র চলে গেল, লোকটাকে দেখেছ তুমি?' ক্লাচ দাবিয়ে গিয়ার দিল রানা।

'লোক কোথায়, লেদার প্যান্টসুটের ওপর দামী ফার কোট পরা একটা মেয়ে।'

লরেলির পক্ষে এ-সব লক্ষ করা সম্ভব, ভাবল রানা। চাপা গর্জন তুলে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে আসছে রোলসরয়েস। র‍্যাম্পে উঠে গার্ডহাউসের পাশে থামল রানা। ড্রাইভওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে রয়েছে গার্ড।

'কোন দিকে গেল গাড়িটা?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'চেষ্টা করেও থামাতে পারিনি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল গার্ড। 'দক্ষিণে ঘুরে পার্কওয়ের দিকে গেল। আমি কি পুলিশকে খবর দেব?'

'দেবে না?' ধমকাল রানা, রোলসরয়েসকে রাস্তায় নামিয়ে এনে ওয়াশিংটন মেমেরিয়াল পার্কওয়ের দিকে ছোটাল। 'কী গাড়ি?' লরেলিকে জিজ্ঞেস করল।

'কালো ক্রাইসলার, ৩০০ এম সিরিজ। ২৫৩ হর্সপাওয়ার ইঞ্জিন। আট সেকেন্ডে স্পিড ওঠে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল।'

'তুমি ওটার স্পেসিফিকেশন জানলে কীভাবে?' নিজেকে বোকা বোকা লাগছে রানার।

'আমার জানা উচিত, তাই জানি,' জবাব দিল লরেলি। 'ভুলে গেছ, ও-জিনিস আমারও একটা আছে?'

'ব্যস্ততার মধ্যে মনে পড়েনি।'

পার্কওয়েতে ঢুকে রোলসের স্পিড একশোয় তুলল রানা, ধীরে ধীরে আরও বাড়াচ্ছে। রাত দেড়টায় রাজধানীতে ট্রাফিক না থাকারই মত। চার মিনিট পর একটা বাঁক ঘুরল রানা, কালো চকচকে ক্রাইসলারটাকে তিনশো গজ সামনে দেখতে পেল, তবে দুটো গাড়ির মাঝখানে একটা ভ্যান আর তিনটে ট্যাক্সি রয়েছে।

ক্রাইসলার হঠাৎ বাঁক ঘুরে ঢুকে পড়ল ফ্রানসিস স্কট কি ব্রিজে। পটোম্যাক নদী পেরিয়ে প্রথমে বাঁ দিকে, তারপর ডানদিকে ঘুরল ওটা, চলে এল জর্জ টাউনের আবাসিক অংশে। বারবার বাঁক নিচ্ছে ড্রাইভার, প্রতিবাদে মুখর হয়ে রয়েছে টায়ারগুলো।

'জানে তুমি পিছু নিয়েছ,' বলল লরেলি, সামান্য উত্তেজনা বোধ করছে।

'স্মার্ট,' বলল রানা 'সোজা রাস্তা না ধরে সুযোগ পেলেই বাঁক নেয়ার কারণ হলো দূরত্ব বাড়ানো, যাতে এক সময় আমরা দেখতে না পাই কোনদিকে ঘুরল '

একে একে সাতটা ব্লক পার হয়ে এল ওরা, দুটো গাড়ির দূরত্ব আগের মতই আছে।

'ব্যাপারটার মধ্যে নতুনত্ব আছে,' বলল রানা, গম্ভীর চেহারা নিয়ে হুইল আঁকড়ে ধরে আছে।

'মানে?'

লরেলির দিকে একবার তাকিয়ে হাসল রানা 'যতদূর মনে পড়ছে, এই প্রথমবার আমি কাউকে ধাওয়া করছি। সাধারণত উল্টোটাই ঘটে।'

লরেলি জানে, এটা স্রেফ একটা কথার কথা। 'আরে, এই রাস্তা ধরে খানিক আগেও না একবার গেলাম?'

'হ্যাঁ

পরবর্তী বাঁক ঘুরে রানা দেখল হঠাৎ ক্রাইসলারের ব্রেক লাইট জ্বলে উঠেছে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে একটা টাউন হাউসের সামনে দাঁড়াল কালো গাড়িটা। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি গাছ দেখা যাচ্ছে, তবে ফুটপাথে হাঁটছে না কেউ। ক্রাইসলারের পাশে এসে থামল রানা, সামনের দরজা দিয়ে ঠিক যখন ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার

'যাক, বুদ্ধিমতীর মত রণে ভঙ্গ দিয়েছে,' বলল লরেলি, হাত তুলে ক্রাইসলারের হুডটা দেখাল। যেখানে রেডিয়েটার থাকার কথা সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে।

'সুযোগ-সুবিধে না থাকলে এখানে থামত না,' বলল রানা, অন্ধকার টাউন হাউসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'এরপর কী, শেরিফ? আমরা কি পসিকে ডাকব?'

গম্ভীর হয়ে লরেলির দিকে তাকাল রানা। 'না, গাড়ি থেকে নেমে দরজায় নক করবে তুমি।'

স্ট্রিটলাইটের আলোয় আতঙ্কিত দেখাল লরেলিকে। 'অসম্ভব, না!'

'জানতাম তুমি রাজি হবে না।' দরজা খুলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রানা। 'এই নাও, আমার গ্লোবাস্টার ফোন। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে না এলে পুলিশকে জানাবে, সতর্ক করবে অ্যাডমিরালকে। ছায়ার ভেতর সামান্য একটু শব্দ বা নড়াচড়া হলেই গাড়ি থেকে নেমে পড়বে–দ্রুত। বুঝতে পারছ?

'এখনই আমরা পুলিশ ডেকে সিঁদ কাটার কথাটা বলছি না কেন?'

'কারণ ওখানে প্রথমে আমি ঢুকতে চাই।'

'তুমি কি সশস্ত্র?'

'আশা করছি তোমার কাছ থেকে একটা কিছু পাব,' জবাব দিল রানা।

গ্লাভ বক্স খুলে একটা টর্চ বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল লরেলি। 'একটা কিছু।'

'উপায় কী, এটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। ধন্যবাদ।' গাড়ির দিকে ঝুঁকল রানা, চুমো খেল লরেলিকে, তারপর বাড়িটাকে ঘিরে থাকা অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

টর্চটা রানা ব্যবহার করছে না। শহর আর স্ট্রিটল্যাম্পের আলোর আভায় পথটা ভালই চিনে নিতে পারছে ও। সরু একটা পাথুরে সাইডওয়াক চলে গেছে বাড়িটার পিছন দিকে। গোটা বাড়ি অন্ধকার আর নিস্তব্ধ। যতটুকু বুঝতে পারছে, উঠানটার যত্ন নেয়া হয়। এদিক-সেদিক ফ্লাওয়ার বেড রয়েছে। উঠানের দুই পাশে উঁচু পাঁচিল, আইভি লতায় ঢাকা। দু'পাশের বাড়ি দুটোও অন্ধকার, বাসিন্দারা নিশ্চয় অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

নব্বুই ভাগ নিশ্চিত রানা, বাড়িটায় সিকিউরিটি সিস্টেম আছে। তবে রক্তপিপাসু কুকুর না থাকায় নিজের নড়াচড়া খুব একটা গোপন রাখার চেষ্টা করছে না। আশা করছে, চোর আর তার সঙ্গীরাই বেরিয়ে আসবে। শুধু তখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে, কোনদিকে লাফ দেবে।

পিছনের দরজার কাছে এসে সেটাকে হাঁ-হাঁ করতে দেখে বিস্মিত হলো রানা। হতাশ হয়ে ভাবল সদর দরজা দিয়ে ঢুকে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে চোর।

গ্যারেজের দিকে ছুটল রানা, সেটা চওড়া একটা গলির ভিতরে।

অকস্মাৎ রাতের নিস্তব্ধতা মোটরসাইকেল এগজস্টের গর্জনে চুরমার হয়ে গেল। টান দিয়ে গ্যারেজের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা। পুরানো আমলের পিছনের দরজা বাইরের দিকে খোলা দেখল ও। লেদার প্যান্ট, বুট আর কালো ফার কোট পরা

একটা ছায়ামূর্তি মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনকে জ্যান্ত করতে চাইছে ছুটন্ত রানা পিছন থেকে লাফ দিয়ে তার পিঠে পড়ল। তার গলার চারদিকে হাত পেঁচাল ও, তারপর তাকে নিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছে রানা, লরেলির অবজারভেশন ঠিকই ছিল। শরীরটা পুরুষদের মত ভারী নয়, শক্তও নয়। গ্যারেজের কংক্রিট মেঝেতে পড়েছে ওরা, উপরে রানা। মোটরসাইকেলটাও একপাশে কাত হয়ে পড়েছে। শেষ মুহূর্তে ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছিল, ফলে পুরো এক চক্কর ঘুরল ওটা, পিছনের হুইল আর টায়ার মেঝেতে লেগে কর্কশ আওয়াজ ছাড়ল। তারপর কিল সুইচ নিজে থেকেই বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। গতির ঝোঁক মোটরসাইকেলটাকে মেঝেতে পড়ে থাকা ওদের গায়ের উপর এনে ফেলল। সামনের টায়ার আঘাত করল রাইডারের মাথায়, হ্যান্ডেল বার বাড়ি মারল রানার নিতম্বে। ওর কোন হাড় ভাঙেনি, তবে বেশ খানিকটা চামড়া উঠে গেছে।

শরীরে ব্যথা নিয়ে উঠে বসল রানা। দরজার কাছে ফেলা টর্চটা এখনও জ্বলছে। ক্রল করে এগিয়ে এসে কুড়াল সেটা। তারপর মোটরসাইকেলের পাশে নিঃসাড় পড়ে থাকা রাইডারের দিকে তাক করল আলোটা।

মেয়েটি হেলমেট পরার সময় পায়নি। লম্বা সোনালি চুল সহ মাথাটা দেখতে পাচ্ছে রানা। এগিয়ে এসে তাকে ধরে চিৎ করল ও, আলোটা মুখে ফেলল।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা এতই প্রবল, রানার হাত থেকে টর্চটা পড়ে যাচ্ছিল।

ভুরুর উপরটা ফুলে উঠেছে মেয়েটির, তবে তাতে চেহারার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বেঁচে আছে সে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হতে পারে না, যতক্ষণ না শিরায় ঠাণ্ডা পানি প্রবেশ করানো

হচ্ছে। অথচ রানা অনুভব করল, ওর হৃৎপিণ্ড ওভারটাইম খেটে যে রক্ত পাম্প করছে তা যেন ফ্রিজিং পয়েন্টের দুই ডিগ্রি নীচে। হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না ও। গ্যারেজের পরিবেশে অকস্মাৎ ভৌতিক কী যেন একটা ঘটে গেছে।

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই রানার মনে, বরফের তলায় ডোবা ইউ-বোটে এই মেয়েটিই টোকা দিয়েছিল ওর কাঁধে।

## ষোলো

নুমা হেডকোয়ার্টার, কনফারেন্স রুম।

টেবিলের মাথায় নিজের চেয়ারে বসেছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। শাহানাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। চেয়ার ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে রানাকে অভ্যর্থনা জানালেন নুমা চিফ, হ্যান্ডশেক করার সময় একটা হাত রেখেছেন ওর কাঁধে। 'গুড টু সি ইউ।'

'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা, বহুবিধ দুর্লভ গুণের অধিকারী অ্যাডমিরালকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে ও।

শাহানার দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল 'বসুন, প্লিজ, ডক্টর। 'কিং আর আপনার কাছে আমার জন্যে কী আছে বলুন, শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমি।'

কিং আর মুরল্যান্ডকে কনফারেন্স রুমে ঢুকতে দেখা গেল। ওদের সঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর জেমস ডিনো রয়েছেন। ভদ্রলোক আস্তিনবিহীন সোয়েটার পরে আছেন। তাঁর এক হাতে একটা নিভে যাওয়া পাইপ, অপর হাতে বহন করছেন বেশ বড়

আকারের একটা প্লাস্টিক আইস চেস্ট।

আলোচনার শুরুতে অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন সবাই তারা কিং আর শাহানার রিপোর্টটা পড়েছে কিনা। মুরল্যান্ড ছাড়া বাকি সবাই নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল।

সে বলল, 'পড়তে ভালই লেগেছে, তবে সায়েন্স ফিকশন হিসেবে আইজ্যাক আসিমভ বা রে ব্র্যাডবেরির লেখার মত উন্নতমানের নয়।'

তার দিকে সরাসরি তাকাল কিং। 'আমি তোমাকে একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, এটা সায়েন্স ফিকশন নয়।'

'তোমরা জানতে পেরেছ এই জাতির লোক কী বলত নিজেদেরকে?' প্রশ্ন করল রানা। 'আটলান্টিস ছাড়া তাদের সভ্যতার অন্য কোন নাম ছিল?'

নিজের সামনে টেবিলে একটা ফাইল খুলল শাহানা, ভিতর থেকে টেনে নিল একটা নোটবুকের পাতা। পাতার উপর কিছু লেখা রয়েছে, চোখের সামনে তুলে দেখল। 'ডিসাইফারের পরে যতদূর ইংরেজি করা গেছে, সমুদ্র পাড়ি দিতে পারদর্শী এই সম্প্রদায় নিজেদের বন্দরনগরীকে আমিনিস বলত। উচ্চারণ এরকম হবে–AMEENEES।'

রানা বলল, 'শুনে মনে হচ্ছে গ্রিক।'

ঐতিহাসিক ভদ্রলোকের দিকে চুরুট তাক করলেন অ্যাডমিরাল, 'ডক্টর ডিনো, ধরে নিচ্ছি, অবসিডিয়ান খুলিটা আপনি পরীক্ষা করেছেন?'

'জী, করেছি।' সামনে ঝুঁকে আইস চেস্টটা খুললেন ডক্টর ডিনো, ভিতর থেকে সাবধানে বের করলেন কালো খুলিটা। কনফারেন্স টেবিলে সিল্ক মোড়া একটা বালিশ রয়েছে, তার মাঝখানে খাড়া করে রাখা হলো সেটাকে। ওভারহেড স্পটলাইটের আলোয় চকচকে অবসিডিয়ান ঝলমল করছে। 'আশ্চর্য একটা কাজ,' মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন। 'আমিনিস

শিল্পীরা অবসিডিয়ানের বড় একটা ব্লক নিয়ে শুরু করে। বিন্দুমাত্র খুঁত নেই, এমন একটা খণ্ড ছিল সেটা, সত্যিকার অর্থে বিরল। নব্বুই বা একশো বছরের দীর্ঘ একটা সময় নিয়ে মাথাটার আকৃতি দেয়া হয়েছে হাতের সাহায্যে, স্মুদিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে অবসিডিয়ান ডাস্ট।'

'ধাতব ছেনি দিয়ে কেন করা হয়নি কাজটা?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

মাথা নাড়লেন ডিনো। 'কোনও টুল ব্যবহার করা হয়নি। কোন আঁচড় বা খোঁচার দাগ পাওয়া যায়নি। অবসিডিয়ান অত্যন্ত কঠিন হলেও, ফাটল ধরার প্রবণতা খুব বেশি। সামান্য একটু ভুল, জায়গা মত না থেকে পিছলে গেল ছেনি, গোটা খুলি চুরমার হয়ে যাবে।'

'আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে এরকম একটা বানাতে কত সময় লাগবে?'

ক্ষীণ একটু হাসলেন ডক্টর ডিনো। 'হুবহু এরকম একটা বানানো টেকনিক্যালি অসম্ভবই বলা যায়। যতই এটা আমি স্টাডি করছি, ততই উপলব্ধি করছি এটার অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়।'

'গোড়ায় কোন মার্কিং আছে, যা দেখে উৎস বোঝা যায়?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'কোন মার্কিং নেই,' জবাব দিলেন ডক্টর ডিনো। 'তবে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখুন।' চরম সাবধানতার সঙ্গে মোচড় দেওয়ার একটা ভঙ্গি করলেন তিনি, যতক্ষণ খুলির উপরের অর্ধেকটা আলাদা হয়ে বেরিয়ে না এল। এরপর খুলির গর্তের ভিতর থেকে নিখুঁত আকৃতির একটা গ্লোব বের করে আনলেন। দু'হাতে ধরা গ্লোবটা বিশেষভাবে তৈরি একটা কুশনের উপর নামিয়ে রাখলেন তিনি। 'এ-ধরনের একটা হতবুদ্ধিকর জিনিস বানাতে কী রকম নৈপুণ্য আর দক্ষতা দরকার, আমার কল্পনাতে আসে না,' মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন। 'শুধু শক্তিশালী

ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে স্টাডি করার সময় খুলিটার চারধারে অতি সূক্ষ্ম রেখাটা দেখতে পাই আমি। খালি চোখে কেউ ওটা দেখতে পাবে না।'

'সত্যি অবিশ্বাস্য,' ঢোক গিলে বলল শাহানা।

'গ্লোবটা খোদাই করা?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, এটা একটা খোদাই করা সচিত্র ম্যাপ,' জবাব দিলেন ডক্টর ডিনো। 'আপনি যদি আরও ভালভাবে দেখতে চান, আমার কাছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে।' সেটা তিনি বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে।

রানার পরে অ্যাডমিরালও গ্লাসে চোখ রেখে গ্লোবটা পরীক্ষা করলেন।

ডক্টর ডিনো বললেন, 'চেম্বারে পাওয়া মানচিত্র আর গ্লোবে মহাদেশগুলোর অ্যালাইনমেন্ট পরীক্ষা করলে দেখা যাচ্ছে আজকের জিয়োগ্রাফির সঙ্গে মিলছে না।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'পার্থক্যটা আমিও লক্ষ করেছি।'

'তাতে কী প্রমাণ হয়?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, এখনও সন্দিহান। 'আদিম আর ভুলে ভরা?'

'আদিম? হ্যাঁ ভুলে ভরা? শুধু আধুনিক মানদণ্ডে। আমার অন্তত এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই প্রাচীন মানব গোষ্ঠী পৃথিবীর সবগুলো সাগরে ঘুরে বেড়িয়েছে, চার্ট তৈরি করেছে হাজার হাজার মাইল উপকূলরেখার। অবসিডিয়ান গ্লোবটা ভাল করে দেখুন, পরিষ্কার চিনতে পারবেন অস্ট্রেলিয়া, জাপান আর উত্তর আমেরিকার গ্রেট লেক। এই কৃতিত্ব এমন এক জাতিগোষ্ঠীর, যারা নয় হাজার বছর আগে পৃথিবীর বুকে বেঁচে ছিল।'

ডক্টর ডিনো থামতে শাহানা বলল, 'খোদাই করা লিপির সাহায্যে নিজেদের সি রুটের বর্ণনা দিয়ে গেছে তারা। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মিশিগানের সেইন্ট লরেন্স নদীতে

ঢুকেছিল; ওদিকের মাইন থেকে তামা সংগ্রহ করে তারা, বলিভিয়া আর ব্রিটিশ আইলস থেকে টিন। ওই টিন, তামা, সীসা আর জিঙ্ক মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করে, মানবসভ্যতাকে পাথর-যুগ থেকে তুলে আনে ব্রোঞ্জ যুগে।'

'সোনা?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'রুপো?'

'সোনা আর রুপোকে কাজের জিনিস বলে তারা মনে করেনি। অলঙ্কার আর শিল্পকর্মের জন্যে ব্যবহার হত তামা। তবে ফিরোজা আর উপলের খোঁজে সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে, ব্যবহার করত অলঙ্কারে। আর অবসিডিয়ান তো ছিলই। ভাল কথা, অবসিডিয়ান কিন্তু এখনও ওপেন-হার্ট সার্জারিতে ব্যবহার হচ্ছে, কারণ ধার খুব বেশি হওয়ায় ইস্পাতের চেয়ে টিস্যুর কম ক্ষতি করে এটা।'

'ফিরোজা আর উপল, বেরিয়াল চেম্বারের মমিতে দুটোই পাওয়া গেছে,' বলল মুরল্যান্ড।

'কালো উপল অস্ট্রেলিয়া থেকে সংগ্রহ করে তারা,' বলল রানা।

'দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে, এমন বিশটা দেশের বন্দরনগরী সনাক্ত করতে পেরেছি আমি,' বলে যাচ্ছে শাহানা। 'তার মধ্যে আছে মেক্সিকো, পেরু, ভারত, চিন, জাপান আর মিশর। এক কথায়, দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে বসবাস করেছে তারা।'

'গ্লোবটা বিশ্লেষণ করে আমিও সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি,' বললেন ডক্টর ডিনো।

'তারমানে তাদের দুনিয়া মেডিটেরেইনিয়ানকে ঘিরে গড়ে ওঠেনি, পরে গড়ে ওঠা অন্যান্য সভ্যতার মত?'

মাথা নাড়লেন ডিনো। 'আমিনিস যুগে মেডিটেরেইনিয়ান সাগরের সঙ্গে মেশেনি। নয় হাজার বছর আগে উর্বর উপত্যকা আর লেকের সমষ্টি ছিল ওই জায়গা, উত্তর থেকে ইউরোপিয়ান নদীগুলো পানি সরবরাহ করত, দক্ষিণ থেকে করত নীল নদ।

শুনে আশ্চর্য হবেন যে ওই সময় নর্থ সি ছিল শুকনো প্রান্তর, আর ব্রিটিশ আইলস ছিল ইউরোপের অংশ। বাল্টিক সাগরও ছিল সি লেভেলের ওপর চওড়া একটা উপত্যকা, গোবি আর সাহারা মরুভূমি ছিল না, ছিল বনভূমি।'

'কী হলো আমিনিসদের?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ আরও আগে কেন পাইনি আমরা?'

'৭০০০ বি.সি-র দিকে তাদের সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় পৃথিবীর বুকে একটা ধূমকেতু আছড়ে পড়ায়। তখন জিব্রালটার আর মরক্কোর মাঝখানে একটা ল্যান্ড ব্রিজ তৈরি হয়, আর মেডিটেরেইনিয়ান হয়ে ওঠে সাগর। তটরেখা ডুবে যায়, বদলে যায় চিরকালের জন্যে। মেঘ থেকে বৃষ্টির একটা ফোঁটা পড়তে যে সময় লাগে, সাগরপ্রেমী গোটা জাতি, তাদের বন্দরনগরী, সমস্ত শিক্ষা আর সংস্কৃতি সহ, পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে।'

'এত কিছু আপনারা ওই লিপি থেকে জানতে পেরেছেন?'

'আরও আছে, সার,' বলল কিং, একটু যেন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। 'তারা সেই আতঙ্ক আর ভোগান্তির কথা বিশদভাবে লিখে রেখে গেছে। ধূমকেতুর পতনটা ছিল আকস্মিক আর সর্বগ্রাসী লিপিতে বর্ণনা করা হয়েছে, পাহাড়গুলো ঝড়ে পড়া গাছের মত কাঁপতে শুরু করে। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনির মাত্রা এত প্রবল ছিল যে আজকের দিনে তা বিশ্বাস করা কঠিন। এক হাজার পারমাণবিক বোমার প্রচণ্ডতা নিয়ে বিস্ফোরিত হয় আগ্নেয়গিরি, আকাশে একশো মাইল পুরু ছাই ছড়িয়ে পড়ে। আজ যেটাকে আমরা প্যাসিফিক নর্থওয়েস্ট বলে চিনি, লাভার নদী সেটার বেশির ভাগই ডুবিয়ে দিয়েছিল হারিকেন-গতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আগুন, ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে আকাশ জলোচ্ছ্বাস, সম্ভবত তিন মাইল উঁচু, উঠে আসে জমি আর পাহাড়ে। দ্বীপগুলো চিরকালের

জন্যে ডুবে গেল পানির তলায়। বেশির ভাগ মনুষ, পশু-পাখি আর জলজ প্রাণী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়।'

'আমি জিয়োফিজিসিস্ট নই,' শান্ত ভাবে বললেন ডিনো। 'কিন্তু এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে একটা ধূমকেতুর আঘাতে দুনিয়া জুড়ে এত বড় একটা ধ্বংসকাণ্ড ঘটতে পারে।'

'ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে একটা কমেট কিংবা অ্যাস্টরয়ড ডাইনোসরকে নিশ্চিহ্ন করেনি?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'ধূমকেতুটা তা হলে প্রকাণ্ড ছিল,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'গ্রহাণু আর উল্কার মত ধূমকেতু পরিমাপ করা সম্ভব নয়,' বলল কিং। 'ওগুলো নিরেট, কিন্তু ধূমকেতু বরফ, গ্যাস আর পাথরের তৈরি।'

নোটবুকে চোখ না রেখেই প্রাচীন লিপি থেকে পাওয়া গল্পটা বলে যাচ্ছে শাহানা। 'কিছু মানুষ বেঁচে যায়। তারা আশ্রয় নেয় পাহাড় আর উঁচু জায়গায়। ধূমকেতু আঘাত হানার পর কয়েক বছর ধরে কালো মেঘে ঢাকা ছিল গোটা দুনিয়ার আকাশ। যুগ যুগ ধরে নেমে আসা ছাইয়ে ঢাকা পড়ে যায় সব। বেঁচে যাওয়া মানুষ গুহার ভেতর চাষবাস করেছে, আশ্রিত পশু মেরে জীবনধারণ করেছে।'

'প্রাচীন অন্যান্য সভ্যতাও এই মহা বিপর্যয়ের রেকর্ড করে রেখে গেছে,' বললেন ডিনো। 'মায়ানরা পাথরে খোদাই করে, ব্যাবিলনীয় প্রিস্টরা লিখিতভাবে। এমনকী উত্তর আমেরিকা জুড়ে ইন্ডিয়ানরাও সর্বগ্রাসী একটা প্লাবনের কথা বলে গেছে। অর্থাৎ খুব একটা সন্দেহ নেই যে ঘটনাটি ঘটেছিল।'

'আমিনিসদের ধন্যবাদ,' বলল কিং, 'এখন আনুমানিক একটা তারিখ পেয়েছি আমরা–৭১০০ বি.সি.।'

'ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যে সভ্যতা যত উন্নত হবে,' ডিনো মন্তব্য করছেন, 'তত সহজেই তার মৃত্যু হবে, এবং নিজের

প্রায় কিছুই অবশিষ্ট রেখে যাবে না। প্রাচীন সভ্যতার জ্ঞান শতকরা নব্বুই ভাগই হারিয়ে গেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর মানুষের ধ্বংসাত্মক আচরণের জন্যে।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যিশুর সাত হাজার বছর আগে যারা সবগুলো সমুদ্রকে জয় করেছিল, তাদের কাছ থেকে প্রায় কিছুই আমরা পেলাম না।'

'এসো সবাই আমরা মনে মনে প্রার্থনা করি,' আন্তরিক সুরে বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, 'আমাদের ভাগ্য যাতে ওদের মত না হয়।'

এক মিনিট পরে নীরবতা ভাঙল শাহানা। 'একসময় পরিবেশ কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল। বেঁচে থাকা আমিনিসরা নিজেদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাল, জ্ঞান আহরণে উদ্বুদ্ধ করল, এবং তাদেরকে এক গুরুদায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিল—আরেকটা মহা বিপর্যয়ের কথা বলে সাবধান করতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।'

'অবশেষে আমিনিসদের কপালে কী ঘটল?' জানতে চাইল রানা।

'কয়েক হাজার বছর পরের প্রজন্মের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চেম্বার তৈরি করল তারা, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নত হবে যে তাদের রেখে যাওয়া মেসেজের অর্থ বের করতে কোন সমস্যা হবে না।'

'মেসেজটা কী?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'পৃথিবীর চক্কর দেয়ার পথে দ্বিতীয় ধূমকেতুর ফিরে আসা, এবং নিশ্চিত সংঘর্ষ।'

'কী করে তারা এতটা নিশ্চিত হলো যে আউটার স্পেস থেকে কিছু একটা এসে সব ধ্বংস করে দেবেই?' অ্যাডমিরাল বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'খোদাই করা লিপির সাহায্যে ব্যাপারটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা

করা হয়েছে। একই সময়ে দুটো ধূমকেতু এসেছিল,' জবাব দিচ্ছে নুমার কালোমানিক। 'একটা পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে, আরেকটা পৃথিবীকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়।'

'তুমি বলতে চাইছ আমিনিসরা দ্বিতীয় ধূমকেতুর ফিরে আসার দিন-তারিখ গবেষণা করে বের করতে পেরেছিল?'

কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল শাহানা।

'আমিনিসরা শুধু সাগর জয় করেনি,' বলল কিং, 'চর্চার মাধ্যমে মহাশূন্য সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। অবিশ্বাস্য নিখুঁত ছিল তাদের নক্ষত্রের নড়াচড়া পরিমাপের পদ্ধতি। কাজটা তারা করেছে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্য ছাড়াই।'

'ঠিক আছে, ধরা যাক ধূমকেতুটা ফিরে আসবে,' বলল মুরল্যান্ড। 'কীভাবে বুঝল তারা, পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে আবার সেটা মহাশূন্যে ফিরে যাবে না? তাদের বিজ্ঞান কি এতটা সফিসটিকেটেড ছিল যে হিসাব করে বের করা গেছে নির্দিষ্ট একটা সময়ে ঠিক কোথায় থাকবে পৃথিবী, আর ধূমকেতুটিও ঠিক সেই সময়ে সেই জায়গায় এসে আঘাত করবে ওটাকে?'

'অবশ্যই,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল শাহানা। 'কলোরাডো চেম্বারের স্টার ম্যাপের সঙ্গে এখনকার অ্যাস্ট্রনমিকাল স্টার পজিশন মিলিয়েছি আমরা। দুই সময়ের নক্ষত্র কোনটা কোথায় ছিল, ওগুলোর পজিশন কমপিউট আর কমপেয়ার করেছি। এভাবে আমরাও একটা তারিখ বের করতে পেরেছি। আমিনিস ভাবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে মিলে গেছে সেটা, ব্যবধান এক ঘণ্টারও কম।

'মিশরীয়রা একটা ডাবল ক্যালেন্ডার চালু করেছিল, আজ আমরা যেটা ব্যবহার করি তারচেয়ে অনেক জটিল। মায়ানরা হিসেব করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, ৩৬৫.২৪২০ দিনে এক বছর অ্যাটমিক ক্লক ব্যবহার করে আমাদের হিসাব বলছে: ৩৬৫.২৪২৩। তারা শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিগ্রহ কোনটা

কোথায় থাকবে তার হিসেব বের করে ক্যালেন্ডারও তৈরি করেছিল। ব্যাবিলনীয়রা নক্ষত্র বৎসর নির্ধারণ করেছিল ৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, ১১ মিনিট। এখনকার হিসেব হলো–৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, ৯ মিনিট, ৯.৬ সেকেন্ড। দুই-মিনিটেরও কম ব্যবধান।' তথ্যগুলো হজম করার জন্য খানিক সময় দিল শাহানা, তারপর আবার শুরু করল, 'আমিনিসদের হিসেবে সূর্যকে ঘিরে ঘুরে আসতে যে সময় লাগত পৃথিবীর, আর আমাদের হিসেবে যে সময় লাগে, দুটোর মধ্যে পার্থক্য এক সেকেন্ডের দশ ভাগের দুই ভাগ।'

'এখন তা হলে আমাদের সবার মনের প্রশ্নটা হলো,' সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন অ্যাডমিরাল, 'আমিনিসরা ঠিক কখন ধূমকেতুটি ফিরে আসবে বলে জানিয়েছে?'

শাহানা আর কিং শান্তভাবে দৃষ্টি বিনিময় করল। কিং-ই কথা বলল প্রথমে। 'প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ঘেঁটে আমরা দেখলাম দ্বিতীয় কেয়ামতের কথা শুধু আমিনিসরাই বলে যায়নি। মায়ান, হোপি ইন্ডিয়ান, ঈজিপশিয়ান, চাইনিজ ছাড়াও অনেক প্রি-ক্রিশ্চিয়ান সভ্যতা নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে বলে গেছে ওই দিন দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। বিচলিত করছে যেটা, তারিখগুলো সব পরস্পরের এক বছরের মধ্যে।'

'ব্যাপারটা কাকতালীয়, নাকি এক কালচার আরেক কালচারের কাছ থেকে পেয়েছে?'

'কাকতালীয় না হবারই বেশি সম্ভাবনা,' বলল কিং।

'কাদের ভবিষ্যদ্বাণী সবচেয়ে নিখুঁত বলে মনে করছ তুমি?' জানতে চাইল রানা।

'আমিনিসদের, কারণ প্রথম মহা বিপর্যয়টা তারা দেখেছিল। তারা যে শুধু বছরটা জানিয়েছে, তা নয়, নির্দিষ্ট দিনটাও বলে গেছে।'

'কোনদিন সেটা?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

নিজের চেয়ারে খানিকটা ডুবে গেল শাহানা, যেন বাস্তবতা থেকে পালাবার চেষ্টায়।

কিং ইতস্তত করছে, পালা করে টেবিলে বসা মানুষগুলোর মুখ দেখছে। অবশেষে থেমে থেমে জবাব দিল সে, 'আমিনিসদের হিসেবে ধূমকেতুটা ফিরে এসে দুনিয়াটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কিছুদিন মানে? এ-বছরই?'

মাথা ঝাঁকাল কিং।

সামনের দিকে ঝুঁকলেন অ্যাডমিরাল। 'বলো কী! তুমি বলতে চাইছ কেয়ামত আর কদিন পরেই?'

থমথমে চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিং। 'ইয়েস, সার। ঠিক তাই বলছি আমি।'

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

# হারানো আটলান্টিস

## [দ্বিতীয় খণ্ড]

## কাজী আনোয়ার হোসেন

এ কি সত্যি, একেকটা জাহাজ ছয় হাজার ফুট লম্বা? সত্যি।
কিশোরী মেয়েকে নিয়ে ডক্টর শাহানা নাকি নিখোঁজ? হ্যাঁ।
আসলেই কি পৃথিবীকে ঝাঁকি দেওয়া সম্ভব? সম্ভব।
কীভাবে? খালি চোখে দেখা যায় না এমন
কোটি কোটি কাটিং মেশিন সরল একটা রেখা ধরে
রস আইস শেলফের চোদ্দশো মাইল বরফ কেটে
ফেলছে। ফলে একটা পোলার শিফট ঘটবে।
দুনিয়া হয়ে উঠবে বদ্ধ মাতাল।
এত দিক সামলাতে মাসুদ রানার নাকি কালঘাম
ছুটে যাচ্ছে? আরে, নাহ!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

# আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

**নৌশিন শারমিলী (লেনা)**

আরামবাগ, ঢাকা।

এইমাত্র মাসুদ রানার 'বেঈমান' বইটি শেষ করে চিঠিটি লিখছি। আমি মাসুদ রানার বই ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে পড়ছি। আমি যতগুলো বই পড়েছি সব-গুলোই বুঝেছি। মাসুদ রানা এখন আমার জীবনের একটি পার্ট। আমি মাসুদ রানার বই সারাজীবন পড়ব। মাসুদ রানার প্রায় ৩০০ বই দিয়ে আমার বুক-সেল্‌ফ ভরা। মাসুদ রানার সাহসের কথা ভাবলে খুব ভাল লাগে। মাসুদ রানার 'নীল দংশন' বইটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। আপনি আমার প্রিয় লেখক।

'সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে', আপনার কথাটি আসলে সত্যি। মাসুদের মত কারও সাথে দেখা করার খুব ইচ্ছে হয়। আমার একটি প্রশ্ন আছে। মাসুদ রানার প্রথম বই কোনটি?

★প্রথম বইটির নাম 'ধ্বংস-পাহাড়'। রানা ভাল লাগে, একথা জানানোয় আপনাকে ধন্যবাদ।

**মুহাম্মদ জহির রায়হান (রুবেল)**

প্রযত্নে: নিউ বুকস্, সল্টগোলা, ইমান মিস্ত্রির হাট, বন্দর-৪১০০, চট্টগ্রাম।

'সেবা' দিয়ে প্রতিনিয়ত পাঠকের সেবা করে যাচ্ছেন। ভাল থাকারই কথা। আমি মাসুদ রানার বই বেশি পড়ি। রানার বইগুলোর মধ্যে 'অগ্নিপুরুষ', 'নরপিশাচ', 'মরুকন্যা', 'দুর্গম গিরি' আমার অত্যন্ত প্রিয় বই। এগুলো আমার সংগ্রহে আছে। কিন্তু নসিব খারাপ, এই বইগুলো আমি একদিন হারাতে বসেছিলাম। তার আগে আমি একটা গল্প বলি। একবার এক ভিখারীনী তার ভিক্ষার বাটিটি হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে সে তার বাটির জন্য আল্লাহর কাছে

দোয়া করতেছিল এই বলে–'হে আল্লাহ আমার বাটিটি যদি কোন মেম্বার, চেয়ারম্যান কিংবা কোন মন্ত্রী পেয়ে থাকে তবে আমার আপসোস নাই। কিন্তু যেন কোন হুজুর বা মৌলভী না পায়। তুমি রহম করো।' তার এই ফরিয়াদ শুনে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করে, যদি কোন হুজুর বা মৌলভী তোমার বাটিটি পায় তা হলে কী হবে। তখন সে বলে, আমার বাটিটি যদি কোন মেম্বার, চেয়ারম্যান কিংবা মন্ত্রিয়ে পায় তবে শালিশ বা মামলা করে বাটিটি পেতে পারি, কিন্তু যদি কোন হুজুর বা মৌলভী বাটিটি পায় তা হলে সে এমন ফতোয়া দেবে যার দরুণ বাটিটি তার জন্য জায়েজ করে নিয়ে নেবে। ঘটনাটি শুনেছি গ্রামের বাড়ির এক ইমাম সাহেবের কাছে। দুর্ভাগ্যবশত আমিও একবার এরকম মৌলভীর খপ্পরে পড়েছিলাম। ঘটনাটি হচ্ছে এরকম: বেশ কিছুদিনের জন্য আমাদের বাসায় এক কম বয়সের মৌলভী বেড়াতে গিয়েছিল। তার কোন কাজ না থাকায় সে মাসুদ রানার বইগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল। আমার কপালটা মন্দ বলতে হবে, কারণ বইগুলো তার পছন্দ হয়ে গেছে। তখন সে বইগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলো এবং ফতোয়া দিতে লাগল যে, কোন কিছু কারও কাছে চেয়ে না পেলে তার থেকে কিনে নিতে হয় তার পরেও না পেলে চুরি করা জায়েজ আছে। সুতরাং আমি বুঝে গেছি শেষমেশ বইগুলো ফতোয়ার জালে আটকা পড়ল। উপায় না দেখে শেষে দোকান থেকে বইগুলো কিনে দিলাম। পাঠক বন্ধুদের বলছি বর্তমানে এ ধরনের ফতোয়াবাজ ব্যাপক। অতএব প্রতিটি ক্ষেত্রে সাবধান, যেন তাদের ফতোয়ার জালে না পড়েন। যদি পড়ে যান তবে মাসুদ রানাকে ডাকা ছাড়া উপায় থাকবে না। আমি আপনাদের বন্ধুত্ব কামনা করছি।

★ঠিকই বলেছেন। বাংলাদেশে ফতোয়াবাজদের দৌরাত্ম্য এখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ওরা এখন আইনের মাথায় পা রাখতে চায়।

**মোঃ সাজ্জাদ কবীর**

মুদিপাড়া, দিনাজপুর–৫২০০

এই মাত্র রানার নতুন বই 'শয়তানের দ্বীপ' পড়া শেষ করলাম। এক কথায় এ বইটি খুবই ভাল লেগেছে। আর এর প্রচ্ছদও কাহিনীর সাথে একেবারে মানানসই হয়েছে। এজন্যে রনবীর আহমেদ বিপ্লবকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, কাজী দা, একটা প্রশ্ন রইল: আপনার জন্মদিন কবে?

আমার জন্য দোয়া করবেন।

★দোয়া রইল। ধন্যবাদ পৌঁছে দিলাম। জন্ম: ১৯-৭-১৯৩৬ তারিখে।

**তাসজিদ আহমেদ রিজভী**

বাসা-৪৬, রোড-১২, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।

রানা সিরিজের বই আমার খুবই প্রিয়। রানা সিরিজের বই পড়ার ফলে আমার মনে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

অগ্নিপুরুষ বইয়ে রানাকে সি.আই.এ-র তাড়া খেয়ে পালাতে হয়েছিল। কারণ রানা সি.আই.এ-এর মিগ-৩১ চুরি করা বানচাল করে দিয়েছিল। আলোচ্য ঘটনাটি কোন বইয়ে পাওয়া যাবে?

★ঠিক আগের বই–চারিদিকে শত্রুতে।

**টুনি**
উত্তরতল্লা, নারায়ণগঞ্জ

কাজীদা কেমন আছেন? নিশ্চই ভাল আছেন রানা, কাঁচা পাকা ভ্রূ আর রানার অন্যান্য বন্ধু ও সোহানাকে নিয়ে। আমি ৫০-৬০ টি বই পড়েছি রানার। আমার সংগ্রহে আছে অনেকগুলো। আর কিছু পড়েছি ধার করে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে। কাজী দা, জানেন, আমি না সোহানার একটি বইও পড়িনি। রানার বই কিনেছি সেপ্টেম্বর মাসে ১০টি। তার মধ্যে 'শয়তানের দ্বীপ' বইটি আমার কাছে অনেক ভাল লেগেছে। আচ্ছা লোলির নাক কি প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়েছে? হলেই ভাল।

★রানা কথা দিলে আপ্রাণ চেষ্টা করে সে-কথা রাখার।

**কুয়াশা,** মোবাইল ০১৭৭৩৪৬৪৯৮
ইমেইল: Kuasha101@cellmail.net

মাসুদ রানা সিরিজের অতুলনীয়, সম্ভবত শ্রেষ্ঠ বই হচ্ছে 'অগ্নিপুরুষ'। যে সব পাঠক 'অগ্নিপুরুষ' পড়েননি তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না অগ্নিপুরুষ কি ধরনের বই। শেষে মাসুদ রানাকে আপনি কবর দিয়ে দেন। এবং কিছু পাঠক বিষয়টি বুঝতে না পেরে আপনাকে প্রশ্ন করেন। আপনি উত্তর দিলেন, 'মাফিয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রাহাত খানের বুদ্ধি এটা।' এবং এই কথায় আমার ধাঁধা লেগে যায়। কারণ রানা তো মাফিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলে, তাই না? তা হলে কবর দেওয়ার অভিনয় কেন?

বি.দ্র. অনেকে মো.না. এবং ইমেইল জানতে চেয়েছেন। তাই ঠিকানা ওগুলোই দিলাম।

★মাফিয়া বিভিন্ন ডনের নেতৃত্বাধীন আলাদা আলাদা কয়েকটা সন্ত্রাসী সংগঠন। একে কখনও সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যায় না। এক নেতা পদত্যাগ করলে বা মারা গেলে নেতৃত্ব চলে যায় পরেরজনের হাতে। লুবনার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত ওদের কয়েকটা গ্রুপের ডন বা চিফকে হত্যা করেছিল রানা। সেই সঙ্গে খুন হয়েছিল মাফিয়ার আরও অনেক লোক।

রানার ধ্বংসযজ্ঞের পর যারা নেতৃত্ব পেল, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা রানাকে খুঁজবে না?

**মোঃ ওমর ফারুক**
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

কাজীদা, শুরুতেই আমার সালাম এবং ভালবাসা নিবেন। রানা'র 'বিষচক্র', 'মরুকন্যা' ও 'রেড ড্রাগন'এর কাহিনীতে নতুনত্ব আছে।

কাজীদা, আমি রানার 'অগ্নিপুরুষ' বইটি আজও পেলাম না। পড়ার জন্য পাগল হয়ে আছি। আপনাদের স্টকে কি আছে? যদি থাকে তা হলে কী করে পেতে পারি? বইটি খুবই দরকার, প্লীজ। আমি সেবার রানা সিরিজের গ্রাহক। আমার গ্রাহক নং ঘক-১১২।

★গ্রাহকরা কেবল সদ্য প্রকাশিত বইগুলো পান। পুরনো বই পেতে চাইলে মানি অর্ডার করে বিশ টাকা পাঠান, যে-বই চাইবেন সেটা আপনার ঠিকানায় ভিপিপি ডাক যোগে পৌঁছে যাবে।

# নকল বই

কিছু দুর্বৃত্ত সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের বই বে-আইনীভাবে নিজেরা প্রকাশ করে বাজারে ছেড়েছে। বাইরের চেহারা কিছুটা সেবা/প্রজাপতির বইয়ের মত হলেও এসব বইয়ের মলাটের ভিতর রয়েছে অনেক গোলমাল।

**কোয়ান্টাম মেথড** বইটির আসল-নকলের তফাত:

১. আসল বই দামি অফসেট কাগজে ছাপা–নকল বইয়ে সস্তা দরের কাগজ ব্যবহার করছে।

২. আসল বইয়ে অফসেট মেশিনের ছাপা ঝকঝকে দেখাবে–নকল বই মনে হবে ফটোকপির মত ঝাপসা।

৩. আসল বইয়ের ছবিগুলোর ছাপা স্পষ্ট ও পরিষ্কার–নকল বইয়ের ছবি ঝাপসা, অস্পষ্ট।

৪. আসল বইয়ে বিষয়বস্তুর পুরোটা পাবেন–নকল বইয়ের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা এক হলেও কোন কোন পৃষ্ঠা এমনকী কোন কোন পরিচ্ছেদও কম পেতে পারেন।

৫. বাঁধাই লক্ষ করুন। আসল বই অটোমেটিক মেশিনের সাহায্যে নিখুঁত ভাঁজাই ও সেলাই করা হয়–নকল বইয়ের পাতা উল্টালেই দেখতে পাবেন ভাঁজাই ও সেলাইয়ের খুঁত।

আমরা এই পাইরেসির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। পাঠক ও বিক্রেতাদের নিকট অনুরোধ: দয়া করে নকল বইসহ আইন প্রয়োগকারী কোনও সংস্থার হাতে ধরা পড়ে নিজের মান-সম্মান খোয়াবেন না।

যাঁরা কম দামে 'কোয়ান্টাম মেথড' বইটি কিনতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য সুখবর: বইটি পেপারব্যাকেও প্রকাশ করা হয়েছে। দাম মাত্র সাতচল্লিশ টাকা। এখন পাইরেটেড বইয়ের চেয়ে আইনসম্মত বই-ই কম দামে পাবেন।

**সেবা প্রকাশনী**

**২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০**

# বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব কটি সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

# আগামী বই

**২৪/১১/০৫ বাথান ১+২ (ওয়েস্টার্ন ভলিউম) রওশন জামিল**

**বিষয়:** হুয়ান কর্টেয ওরফে সাবাডিয়া। এক নতুন বন্ধুর সুপারিশে চাকরি নিল ওয়াই যেড বাথানে। ওদের তখন দুর্দিন যাচ্ছে। হরদম ছিনতাই হচ্ছে গরু। ফোরম্যান ব্লেইন মনে করে কাজটা ইন্ডিয়ানদের কিন্তু মালিক বুড়ো সায়মন তা মানতে নারাজ কর্টেযও তার সঙ্গে একমত। রহস্যভেদের দায়িত্ব পড়ল ওর উপর। অল্পের জন্য একবার প্রাণে বেঁচে গেল সে। ওদিকে ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে প্রিয়দর্শিনী নরিন পিটার, বাথান মালিকের একমাত্র কন্যা। শত্রুর পরিচয় জেনেছে হুয়ান কর্টেয। বিপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাল সে। টের পেল না ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে–গরু চুরি আর সায়মনকে হত্যা করার চেষ্টার অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেয়া হলো ওকে…ওদিকে নরিন বন্দী নাটের গুরু জো টারম্যানের হাতে। এরপর?

**২৪/১১/০৫ প্রেতশক্তি+পিশাচ দেবতা (পিশাচ কাহিনী ভলিউম) তাহের শামসুদ্দীন/অনীশ দাস অপু**

# আরও আসছে

| | | |
|---|---|---|
| ২৮/১১/০৫ রহস্যপত্রিকা | (২২ বর্ষ ২ সংখ্যা) | ডিসেম্বর, ২০০৫ |
| ৫/১২/০৫ অগ্নিগিরি অভিযান | (তিন গোয়েন্দা) | শামসুদ্দীন নওয়াব |
| ৫/১২/০৫ অশরীরী আতঙ্ক | (পিশাচ কাহিনী) | অনীশ দাস অপু সম্পাদিত |
| ১২/১২/০৫ নরকে | (ওয়েস্টার্ন) | গোলাম মাওলা নঈম |
| ১২/১২/০৫ প্রতিপক্ষ+দখল | (ওয়েস্টার্ন ভলিউম) | শওকত হোসেন |
| ১৯/১২/০৫ হারানো আটলান্টিস-২ | (রানা ৩৫৮) | কাজী আনোয়ার হোসেন |
| ১৯/১২/০৫ টপ সিক্রেট ১+২ | (রানা রিপ্রিন্ট) | কাজী আনোয়ার হোসেন |

মাসুদ রানা

# হারানো আটলান্টিস

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

# হারানো আটলান্টিস

## [দ্বিতীয় খণ্ড]

## কাজী আনোয়ার হোসেন

এ কি সত্যি একেকটা জাহাজ ছয় হাজার ফুট লম্বা?
সত্যি। কিশোরী মেয়েকে নিয়ে ডক্টর শাহানা নাকি
নিখোঁজ? হ্যাঁ। আসলেই কি পৃথিবীকে
ঝাঁকি দেওয়া সম্ভব? সম্ভব।
কীভাবে? খালি চোখে দেখা যায় না এমন
কোটি কোটি কাটিং মেশিন সরল একটা রেখা ধরে
রস আইস শেলফের চোদ্দশো মাইল বরফ কেটে
ফেলছে, ফলে একটা পোলার শিফট ঘটবে,
দুনিয়া হয়ে উঠবে বদ্ধ মাতাল। এত দিক
সামলাতে মাসুদ রানার নাকি কালঘাম ছুটে যাচ্ছে?
আরে, নাহ!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ৩৫৮

# হারানো আটলান্টিস

## [দ্বিতীয় খণ্ড]

## কাজী আনোয়ার হোসেন

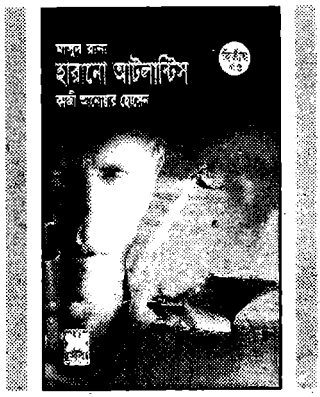


সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7358-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

রচনা: বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
**সেবা প্রকাশনী**
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
**প্রজাপতি প্রকাশন**
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭৮-১৯০২০৩

Masud Rana-358
HARANO ATLANTIS
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

আটত্রিশ টাকা

# মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

## এক নজরে
## মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো.. সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-৭৭ *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ *অশুভ প্রহর *কনকতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের উপাসক *হারানো মিগ *ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত *সবুজ সঙ্কেত *অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা *গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15 অন্ধকারের বন্ধু *আরার সোহানা *আরেক গডফাদার *অন্ধপ্রেম *মিশন তেল আবিব *ক্রাইম বস *সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা কালো নকশা *কালনাগিনী *বেঈমান *দুর্গে অন্তরীণ *মরুকন্যা *রেড ড্রাগন *বিষচক্র *শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস।

---

**বিক্রয়ের শর্ত:** এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

# এক

মিটিঙের পর সরাসরি নিজের অফিসে চলে এল নুমার অবৈতনিক স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানা। তাকে অভ্যর্থনা জানাল প্রাইভেট সেক্রেটারি সোফিয়া সালজার।

সুন্দরী অপরূপা মেয়েটির ঠোঁটে মুক্ত ঝরা হাসি। এমন একটা শরীরের অধিকারিণী, লাস ভেগাসের শো গার্লরাও যা দেখে ঈর্ষা বোধ করবে। শুকনো খড় রঙা চুল, কাঁধের কাছে নেমে এসে সামান্য কোঁকড়া হয়ে বেঁকে আছে। দুনিয়াটাকে দেখছে হালকা হলুদাভ-চকলেট রঙের জাদুভরা চোখ দিয়ে। একা থাকে না সোফিয়া, মিঁয়াও নামে একটা কালো বিড়াল তার সঙ্গী, ডেটিং প্রায় করে না বললেই চলে।

মাসুদ রানা তাকে পছন্দ করে, তার প্রতি আকৃষ্টও বটে, তবে কঠোর শৃংখলা মেনে চলার কারণে সব সময় একটা দূরত্ব বজায় রাখে। কল্পনার চোখে প্রায়ই দেখতে পায় ওর বাহুবন্ধনে ধরা পড়েছে মেয়েটি, কিন্তু ওই পর্যন্তই; নিজের অধীনস্থ কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হওয়ার নীতি বরাবর অটুটই থাকে। এ-ধরনের অনেক অ্যাফেয়ারকে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে দেখেছে ও।

নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর পদটি রানার পিতৃপ্রতিম বস্ মেজর জেনারেল [অবসরপ্রাপ্ত] রাহাত খানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের বিশেষ অনুরোধে গ্রহণ করতে হয়েছিল রানাকে।

একদিনে নয়, স্বায়ত্তশাসিত এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি ধীরে ধীরে ভালবাসা জন্মেছে রানার মনে। এখানে কাজ করে আনন্দ পায় ও। তার কারণও আছে। প্রথম কারণ এখানকার মানুষগুলো। প্রায় সবাই আমেরিকান হলেও, প্রত্যেকে তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অন্যতম সেরা, সৎ, বিচক্ষণ আর মুক্তবুদ্ধির অধিকারী। জহুরি যেমন জহর চিনে নিতে পারে, তেমনি নুমার জহরতগুলোকে চিনে নিতে বেগ পেতে হয়নি ওর। একইভাবে আবার উল্টোটাও সত্যি, তারাও ঠিক চিনে নিয়েছে ওকে, জড়িয়ে নিয়েছে তাদের বিচিত্র কর্মকাণ্ডে।

আরেকটা কারণ, নুমায় রয়েছে স্টেট অভ দি আর্ট, অর্থাৎ অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট–যা আর কোথাও নেই। এখানে অত্যন্ত সম্মানজনক একটি পদে থাকায় ওগুলো যখন খুশি ব্যবহার করতে পারছে রানা। আর যখনই ব্যবহার করছে তখনই নতুন কিছু না কিছু শিখছে। লেটেস্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে গিয়ে নিজেকে ওর শুধু পশ্চাৎপদ বাংলাদেশ নয়, গোটা পৃথিবীর নাগরিক বলে মনে হয়। এরকম একটা লোভনীয় সুযোগ ছেড়ে দেওয়ার কথা রানা ভাবতেই পারে না।

আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ওকে শুধু বন্ধুর প্রিয় শিষ্য বলে স্নেহ করেন না; বিশেষ কিছু গুণের কারণে তাঁর স্নেহ, ভালবাসা, এমনকী সমীহ পর্যন্ত আদায় করে নিয়েছে রানা। ওর সততা, নিষ্ঠা, নিজ দেশের প্রতি ভালবাসা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ নুমার চিফ; কয়েকবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করায় কৃতজ্ঞও। যে-কোনও ঠেকায় পড়লে প্রথমেই মনে আসে তাঁর রানার কথা।

'এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট জিম প্যাটারসন ফোন করেছিলেন। তোমাকে কল ব্যাক করতে বলেছেন।' রানার হাতে এক টুকরো কাগজ ধরিয়ে দিল সোফিয়া, তাতে প্যাটারসনের প্রাইভেট ফোন নম্বর লেখা। 'আমাদের সরকারের সঙ্গে আবার

কিছু একটা বাধিয়েছ নাকি?'

নিঃশব্দে হাসল রানা, সোফিয়ার ডেস্কের দিকে ঝুঁকল যতক্ষণ না ওদের নাক পরস্পরের এক ইঞ্চির মধ্যে চলে আসে। 'ওদের সঙ্গে তো সারাক্ষণ বেধেই আছে সারা দুনিয়ার।'

সোফিয়ার দুই চোখে দুষ্টামির আলো ঝিক করে উঠল। 'এখনও আমি অপেক্ষা করছি, টান দিয়ে বুকে তুলে নেবে আমাকে, তারপর প্লেনে করে তাহিতির কোন সৈকতে নিয়ে ফেলবে।'

'ওরেব্বাপ!' সিধে হয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে এল রানা, কারণ সোফিয়ার সেন্ট শ্যানেল-ফাইভ ওর ভিতরে অস্বাভাবিক অনুভূতির জন্ম দিচ্ছে। 'শান্ত, ভদ্র কাউকে বিয়ে করে সংসার পাতছ না কেন? তা হলে তো আর আমার মত নোঙর ছেঁড়া পরপুরুষকে জ্বালাতন করতে হয় না।'

'শান্ত আর ভদ্ররা মজা জানে না।'

'কে বলে মেয়েরা ঘরমুখো?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ঘুরে নিজের চেম্বারে ঢুকল। ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে ডায়াল করল প্যাটারসনের নম্বরে।

'ইয়েস?' অপরপ্রান্ত থেকে একটু চড়া গলা ভেসে এল।

'মিস্টার প্যাটারসন, মাসুদ রানা।'

'ও, মিস্টার রানা, ধন্যবাদ,' নরম হলো কণ্ঠস্বর। 'ভাবলাম আপনাকে জানানো দরকার যে অ্যান্টার্কটিকা থেকে আপনি যে লাশটা নিয়ে এসেছেন সেটাকে আমাদের ব্যুরো সনাক্ত করতে পেরেছে। কাল রাতে আপনি যে মেয়েটিকে ধরেছেন তার পরিচয়ও জেনেছি আমরা।'

'বাহ্, কাজ দেখছি বেশ দ্রুতই এগোচ্ছে।'

'কৃতিত্বটা আমাদের নতুন কমপিউটারইজড আইডি ডিপার্টমেন্টের,' ব্যাখ্যা করল এফবিআই এজেন্ট। 'মেয়ে দুটোর পরিচয় জানতে মাত্র বিশ মিনিট লেগেছে আমাদের।'

'বলুন, প্লিজ।'

'সাবমেরিনে পাওয়া লাশটা কার্লা। আর কাল রাতে আপনি যাকে ধরেছেন তার নাম সাসনা।'

'নিশ্চয়ই তারা যমজ।'

'না, আসলে কাজিন। আমাদের যেটা অবাক করেছে, দু'জনই সাংঘাতিক ধনী পরিবারের মেয়ে, সেই সঙ্গে বিশাল একটা বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী কর্মকর্তা।'

অফিসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা, তবে পটোম্যাক নদী বা ব্যাকগ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাপিটল হিলকে দেখতে পাচ্ছে না। 'তারা কি আর্জেন্টিনার ডেসটিনি এন্টার-প্রাইজেসের সিইও হিউগো হারমানের কেউ হয়?'

প্যাটারসন এক মুহূর্ত পরে জবাব দিল, 'দেখা যাচ্ছে আমার চেয়ে দুই ধাপ এগিয়ে আছেন আপনি, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'রানা।'

'হ্যাঁ, রানা, ঠিক ধরেছেন আপনি। হিউগোর বোন কার্লা। সাসনা হলো হিউগোর কাজিন। আর ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস হলো পঁচিশটা পরিবারের একটা, পার্টনারশিপ ব্যবসা, হেডকোয়ার্টার বুয়েনাস আইরিসে। ফর্বস ম্যাগাজিন তাদের হিসেবে বলেছে ওদের অর্থ-সম্পদের পরিমাণ দুশো দশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।'

'ঠিক রাস্তায় বসবাস করে না, কী বলেন?'

'অথচ আমাকে কিনা বিয়ে করতে হয়েছে এক রাজমিস্ত্রির মেয়েকে।'

রানা বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না এরকম একটা ধনী মেয়ে কী কারণে ছিঁচকে চোর হতে যাবে।'

'জবাবটা পেলে আশা করি আমাকে আপনি জানাবেন।'

'সাসনা। কোথায় সে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্যুরো চালায় এমন একটা ক্লিনিকে ওটা ডব্লিউ স্ট্রিটে,

মাউন্ট ভারনন কলেজের উল্টোদিকে।'

'আমি তার সঙ্গে কথা বলব।'

'ব্যুরোর তরফ থেকে আমি কোন সমস্যা দেখি না, তবে চার্জে থাকা ডাক্তারের অনুমতি নিতে হবে। ভদ্রলোকের নাম ডার্ক ফিলার। তাঁকে আমি জানিয়ে রাখছি আপনি যাচ্ছেন।'

'মেয়েটি এখন কেমন আছে?'

'জ্ঞান ফিরেছে। বেশ জোরেই মেরেছেন। আরেকটু হলে খুলিটা ফেটে যেত।

'আমি মারিনি। নিজের মোটরসাইকেলের বাড়ি খেয়েছে।'

'যাই হোক, একটু কৌতুকের সুরে বলল প্যাটারসন। 'তার কাছ থেকে বেশি কিছু জানতে পারবেন বলে মনে হয় না। আমাদের সেরা ইন্টারোগেটররাও চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। টাফ লেডি।'

'জানে কাজিন মারা গেছে?'

'জানে।'

'ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠতে পারে, ধীরে ধীরে বলল রানা।

'কী?'

'সাসনা যখন শুনবে অ্যান্টার্কটিকার পানি থেকে আমিই কার্লার লাশ উদ্ধার করে ওয়াশিংটনে নিয়ে এসেছি।'

ফোনটা রেখেই নুমা বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা। ডব্লিউ স্ট্রিটের ক্লিনিকটার কোনও নাম নেই। এফবিআই আর অন্যান্য জাতীয় সিকিউরিটি এজেন্সিগুলোই শুধু ব্যবহার করে এটা।

দালানটার পাশের পার্কিং লটে ঢুকল রানা, নুমার একটা মার্সিডিজ চালাচ্ছে। ওর পরিচয়-পত্র দেখতে চাওয়া হলো। সিকিউরিটি গার্ডরা ফোন করে নিশ্চিত হয়ে নিল কোন ভুল তথ্য দেওয়া হয়নি ভিতরে ঢোকার পর একজন কর্মচারী দেখিয়ে

দিল কোথায় পাওয়া যাবে ডক্টর ডার্ক ফিলারকে।

নাদুসনুদুস শরীর, হাসিখুশি একজন মানুষ ডাক্তার ফিলার। 'মাসুদ রানা?' চেম্বারের দরজা দিয়ে ওকে ঢুকতে দেখে একটা ফাইল থেকে মুখ তুলে তাকাল।

'জিম প্যাটারসন ফোন করেছিলেন?'

'তা না করলে ভেতরে ঢুকতে পারতেন না।'

'দেখে তো মনে হলো না ক্লিনিকে কোথাও কড়া পাহারা আছে।'

'একটা সার্ভেইলান্স ক্যামেরার দিকে বাঁকা চোখে তাকান, তারপর দেখেন কী ঘটে।'

'মাথায় চোট লাগায়, ব্রেনের কোন ক্ষতি হয়নি তো মেয়েটির?' কাজের কথা তুলল রানা।

ফিলার মাথা নাড়ল। 'কয়েক হপ্তার মধ্যেই একশো ভাগ মেরামত হয়ে যাবে। এত ভাল স্বাস্থ্য সাধারণত দেখা যায় না।'

'হ্যাঁ, খুব আকর্ষণীয়,' বলল রানা।

'না, না, আমি চেহারার কথা বলছি না। ফিজিক্যালি আশ্চর্য একটা নমুনা সে। একা শুধু সে নয়, লাশটা সম্পর্কেও কথাটা সত্যি, যেটা অ্যান্টার্কটিকা থেকে এনেছেন আপনি।'

'এফবিআই বলছে ওরা কাজিন।'

'তা সত্ত্বেও, নিখুঁত জেনেটিক ম্যাচ,' গম্ভীর সুরে বললেন ডাক্তার ফিলার। 'সত্যি কথা বলতে কি, বড় বেশি নিখুঁত।'

'কী রকম?'

'পোস্টমর্টেম এগজামিনেশনের সময় ছিলাম আমি। পাওয়া তথ্যগুলো আরেক বিছানায় শুয়ে থাকা কাজিনের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মেলালাম। শুধুমাত্র পারিবারিক সামঞ্জস্য নয়, তারচেয়ে অনেক বেশি কিছু রয়েছে এখানে।'

'শুনলাম কার্লার লাশটা এই ক্লিনিকে আছে।'

'তবে আর বলছি কী। বেযমেন্ট মর্গে।'

'পারিবারিক সদস্যদের জিন, বিশেষ করে কাজিন হলে, হুবহু এক রকম হতে পারে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অসম্ভব নয়, তবে অতি বিরল দৃষ্টান্ত,' জবাব দিল ফিলার।

'শোনা যায়, আমাদের প্রত্যেকেরই হুবহু একই রকম দেখতে একটা করে ডুপ্লিকেট মানুষ দুনিয়ার কোথাও না কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ফিলার হাসল। 'যে লোকটা আমার মত দেখতে ঈশ্বর তাকে সাহায্য করুন!'

রানা জানতে চাইল, 'তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে?'

'কয়েক মাস ধরে টেস্ট আর এগজামিন না করে ব্যাপারটা আমার পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, তবে আমি আমার সমস্ত সুনাম বাজি ধরে বলতে পারি–এই দুই তরুণীকে, একজন জীবিত আর একজন মৃত, ডেভেলপ–অন্য কথায়, ম্যানুফ্যাকচার করা হয়েছে।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে রানা। 'আপনি নিশ্চয়ই অ্যান্ডরয়েড, অর্থাৎ মানুষের মত দেখতে রোবটের কথা বলছেন না?'

'না, না।' ফিলার হাত নাড়ল। 'সেরকম উদ্ভট কিছু নয়।'

'ক্লোনিং?'

'মোটেও না।'

'তা হলে কী?'

'আমার বিশ্বাস, কিছু জেনেটিক কারিগরি ফলান হয়েছে।'

'তা কি সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল রানা, বিশ্বাস করতে পারছে না। 'এ ধরনের কিছু অর্জন করবে, বিজ্ঞান বা টেকনোলজি কি ততটা উন্নতি করেছে?'

'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের মাধ্যমে প্রাণীর শরীর নিখুঁত করার জন্যে সারা দুনিয়ার অগণিত ল্যাবে অসংখ্য বিজ্ঞানী কাজ করছেন, তবে আমার জানামতে এখনও তাঁরা ইঁদুরকে নিয়ে

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে আছেন। আমি শুধু আপনাকে এটুকু বলতে পারি, কার্লার মত অ্যাক্সিডেন্টে মারা না গেলে সাসনা একশো পঞ্চাশ বছর অনায়াসে বাঁচবে।'

'সন্দেহ আছে অতদিন আমি বাঁচতে চাই কিনা,' চিন্তিতভাবে বলল রানা।

'আমিও না,' বলল ফিলার, হেসে উঠল। 'অন্তত পুরানো এই খোলসের ভেতর নয়।'

'সাসনাকে আমি দেখতে যেতে পারি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছাড়ল ফিলার। রানাকে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে একটা প্যাসেজ পেরুল। ক্লিনিকে ঢোকার পর ডাক্তার ফিলার ছাড়া আর মাত্র একজন কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হয়েছে রানার। জায়গাটাকে অসম্ভব পরিচ্ছন্ন আর নির্জন।

একটা দরজার সামনে এসে থামল ওরা, আশপাশে কোন গার্ড নেই। ইলেকট্রনিক স্লটে একটা কার্ড ঢুকিয়ে কবাটে চাপ দিল ডাক্তার। দরজা খুলে গেল।

সাধারণ একটা হসপিটাল বেডে বসে রয়েছে মেয়েটি, মোটা গরাদ আর শক্ত তার লাগানো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। সাসনাকে এই প্রথম দিনের আলোয় দেখছে রানা। মৃত কাজিনের সঙ্গে তার মিল দেখে আরেকবার চমকাল ও। সেই খড় রঙের একই রকম চুল, সেই চোখ। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওরা শুধু কাজিন।

'মিস সাসনা,' বলল ডাক্তার, কণ্ঠস্বর নরম। 'এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' রানার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালেন। 'আপনাদেরকে রেখে আমি চলে যাচ্ছি। খুব বেশি সময় নেবেন না, প্লিজ।'

কোন সমস্যা হলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগের কী উপায় বলা হয়নি। তবে রানা নিশ্চিত যে ওদের প্রতিটি শব্দ আর নড়াচড়া শুধু মনিটর নয়, রেকর্ডও করা হচ্ছে।

বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে এনে বসল রানা, প্রায় এক মিনিট কিছু বলল না, তাকিয়ে আছে একজোড়া চোখের দিকে, যে চোখের দৃষ্টি ওর মাথার ভিতর দিয়ে উল্টোদিকের দেয়ালে ঝুলে থাকা গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ছবিতে নিবদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। তারপর বলল, 'আমি মাসুদ রানা। জানি না তোমার কাছে এই নামের কোন তাৎপর্য আছে কিনা, তবে অ্যান্টার্কটিকায় পুরানো এক ইউ-বোটের কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলার সময় মনে হয়েছিল আমার নামটা তার জানা আছে।'

চোখ দুটো একটু সরু হলো, ধরা যায় কি যায় না। তবে কথা বলছে না মেয়েটি।

'ডুবে যাওয়া সাবমেরিনে নেমেছিলাম আমি, আবার বলল রানা। 'তোমার কাজিনের লাশটা তুলে আনি আমরা। তুমি কি চাও ওটাকে বুয়েনাস আইরিসে হিউগোর কাছে পাঠাবার জন্যে পরিবহনের ব্যবস্থা করি আমি? নিশ্চয়ই হারমানদের নিজস্ব গোরস্থান আছে, কার্লাকে তোমরা সেখানেই কবর দিতে চাইবে?'

এবার সাড়া পেল রানা। মেয়েটির দৃষ্টি খুঁজে নিল ওকে। কঠিন চোখে ভাল করে দেখার পর রাগে ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে চাপল; তারপর হিসহিস করে বলল, 'তুমি! তুমিই সেই কালপ্রিট! তোমার জন্যেই কলোরাডোয় আমাদের লোকজন মারা গেছে!'

'দেখা যাচ্ছে ডাক্তার ফিলার ভুল করেছেন। তুমি বোবা নও।'

'তুমি তা হলে অ্যান্টার্কটিকাতেও ছিলে, যেখানে আমাদের সাবমেরিনটা ডুবে গেছে?' জিজ্ঞেস করল সাসনা, যেন ঠিক মেলাতে পারছে না।

'কলোরাডোয় আমি যা কিছু করেছি, আত্মরক্ষার জন্যে। আর হ্যাঁ, তোমাদের সাবমেরিন ধ্বংস হবার সময় পোলার হোয়াইটে ছিলাম আমি তবে ওটা ডোবার জন্যে আমি দায়ী

নই। দোষ যদি কাউকে দিতেই হয়, ইউ.এস. নেভিকে দিতে পার। ওরা যদি সময় মত নাক না গলাত, তোমার কাজিন কার্লা আর তার বোম্বেটের দল নিরীহ একটা রিসার্চ শিপকে ডুবিয়ে দিত, খুন করত একশোরও বেশি ক্রু আর বিজ্ঞানীকে। কার্লার জন্যে আমাকে চোখের পানি ফেলতে বোলো না।'

'তুমি তার লাশ নিয়ে কী করেছ?' জবাব চাইল সাসনা।

'এখানেই আছে সেটা, ক্লিনিকের মর্গে,' বলল রানা।

কথাটা শুনে যতটা না চমকাল, তারচেয়ে যেন গভীর কোনও চিন্তায় পড়ে গেল সাসনা। তবে কিছু বলল না সে।

'শুনলাম লোকে বলছে তোমরা দুজন হয়তো একই শুঁটিতে বেড়ে উঠেছ,' বলল রানা।

'জেনেটিক্যালি আমরা ত্রুটিহীন,' গর্ব আর জিদের সুরে বলল সাসনা। 'বাকি মানুষদের মত নই। আমাদের পঁচিশটা পরিবারের কেউই না।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'এর জন্যে দরকার হয়েছে তিন প্রজন্মের সিলেকশন আর এক্সপেরিমেন্টেশন। আমার জেনারেশনের, আমাদের সবার রয়েছে ত্রুটিহীন আদর্শ শরীর আর মেধাবী হবার মানসিক সক্ষমতা। আমরা শিল্প-সংস্কৃতিতে অত্যন্ত সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী। তবে সবাই আমরা একরকম দেখতে নই। আমি আর কার্লাই শুধু ব্যতিক্রম...'

'সত্যি?' রানার কথার সুরে বিদ্রূপ। 'অথচ এতদিন আমি ভেবে এসেছি আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে হলে তারা গর্দভ প্রসব করে।'

রানার দিকে দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সাসনা, তারপর ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। 'তোমার অপমানের চেষ্টা অর্থহীন। অল্প কদিনের মধ্যেই তুমি সহ এ-গ্রহের অন্য সমস্ত কলুষিত লোকজন মারা যাবে।'

কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্য সাসনার চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, কথা বলার সময় নির্লিপ্ত দেখাল ওকে। 'ও, হ্যাঁ, একটা ধূমকেতু আসছে, দুনিয়াটাকে ধ্বংস করে দেবে। ওটারই এক সঙ্গী নয় হাজার বছর আগে আমিনিসদের ধ্বংস করেছিল। এ-সব এরই মধ্যে জেনে গেছি আমরা।'

সাসনার চোখের তারা কী এক অশুভ কারণে যেন ক্ষীণ একটু ঝিক করে উঠল। অস্বস্তি বোধ করল রানা। ওর সন্দেহ হলো আরও অনেক ভয়াবহ কোনও গোপন বিষয় জানা আছে তার।

'লিপির অর্থ বের করতে কী রকম সময় নিল তোমাদের এক্সপার্টরা?' শান্ত স্বাভাবিক সুরে জিজ্ঞেস করল সাসনা।

'পাঁচ কী ছয় দিন।'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল সাসনা, 'আমাদের লেগেছে তিনদিন।'

রানা নিশ্চিত, মিথ্যে কথা বলছে মেয়েটি। তথ্য আদায়ের জন্য আরেকটা খোঁচা মারল ও। 'তা তোমাদের পঁচিশ পরিবার কেয়ামত উপলক্ষে কোনও উৎসবের আয়োজন করছে না?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সাসনা। 'বোকার মত আনন্দ-উৎসব করার সময় কোথায়। আমাদের শ্রম আর মেধা ব্যয় হয়েছে বাঁচার কাজে।'

'তোমারও কি তা-ই বিশ্বাস, কয়েক হপ্তার মধ্যে একটা ধূমকেতু আঘাত করবে?'

'আমিনিসরা মহাকাশের যে চার্ট রেখে গেছে সেটা এত নিখুঁত যে তাদের প্রেডিকশন মিথ্যে বলে মনে করার কোন উপায় নেই,' অহেতুক জোর দিয়ে বলল সাসনা, তারপর রানার মুখ থেকে চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল।

রানার সন্দেহ আরও বাড়ল। 'আমিও তাই শুনেছি।'

'ইউরোপ আর আমেরিকার বেশ কিছু অ্যাস্ট্রনমারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমাদের। আমিনিসদের ছকটা পরীক্ষা করেছে তারা। সবাই জানিয়েছে ধূমকেতুটির ফিরে আসার পথ আর

সময় আশ্চর্য নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে।'

'আর এত বড় একটা খবর তোমাদের ক্লোন টাইপের পারিবারিক সদস্যরা নিজেদের মধ্যে চেপে রেখেছে, মানুষকে সাবধান করার প্রয়োজন বোধ করেনি,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'এ-ও বোঝা যাচ্ছে যে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকাতেই আস্ট্রনমাররা মুখ খুলছে না। ডেসটিনি পরিবারের অভিধানে পারোপকার শব্দটি নেই।'

'কী কারণে দুনিয়া জুড়ে আতঙ্ক ছড়াই?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সাসনা। 'শেষ পর্যন্ত তাতে লাভটা কী হবে? তারচেয়ে মানুষকে কিছু না জানিয়ে মরতে দেয়াই ভাল। অন্তত মানসিক যন্ত্রণা থেকে তো বাঁচবে।'

'সত্যি, এরকম দরদ খুব কমই দেখা যায়!'

'জীবন আর দুনিয়া যোগ্য লোকেদের, আর যারা প্ল্যান করতে জানে তাদের জন্যে।'

'অর্থাৎ ডেসটিনি পরিবার, তাই তো? তা, কী প্ল্যান করলে তোমরা যে অযোগ্যরা মারা গেলেও তোমরা বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকবে?'

'পঞ্চাশ বছরের বেশি হলো বেঁচে থাকার জন্যে প্ল্যান করছি আমরা,' বলল সাসনা। 'ডেসটিনি পরিবার বন্যায় ভেসে যাবে না, আগুনেও পুড়ে মরবে না। বিপর্যয় শুরু হলে সেটাকে আমরা সামাল দিতে পারব, পরবর্তী ধকল কাটাতেও কোন সমস্যা হবে না।'

'পঞ্চাশ বছর,' পুনরাবৃত্তি করল রানা। 'তখনই কি তোমরা আমিনিসদের একটা চেম্বার খুঁজে পেয়েছিলে, খোদাই করা লিপিসহ? যে লিপিতে বলা হয়েছিল ধূমকেতু আঘাত হানায় প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায় তারা?'

'হ্যাঁ,' এক কথায় জবাব দিল সাসনা।

'সব মিলিয়ে তা হলে কটা চেম্বার?'

'আমিনিসরা ছয়টার কথা বলে গেছে।'

'ডেসটিনি পরিবার কটা পেয়েছে?'

'একটা।'

বুঝতে পারল রানা, সাসনা সত্যি কথা বলছে না। 'আমরা পেয়েছি দুটো,' বলল ও। 'বাকি তিনটে কে জানে কোথায়!'

চোখে ক্রোধ আর ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে থাকল সাসনা, কিছু বলতে রাজি নয়।

'ঠিক আছে, তুমি তা হলে অন্য একটা প্রশ্নের জবাব দাও। ডেসটিনি পরিবার আমিনিসদের যে চেম্বারটা খুঁজে পেয়েছে সেটি কোথায়?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

হঠাৎ সাসনার চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। এমনভাবে তাকাল সে, রানা যেন তার করুণার পাত্র। 'আমিনিসদের খোদাই করা লিপি একটা মন্দিরে পাই আমরা। মন্দিরটা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একটা বন্দরনগরীর ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে। এর বেশি তোমার আর জানার দরকার নেই, মিস্টার রানা। কারণ আর বেশি দেরি নেই, তোমাদের সবার দেহ একটা সাগরে ভেসে যাবে, এর আগে যে সাগরের কোন অস্তিত্ব ছিল না।'

কথাটা বলে চোখ বুজল সাসনা।

# দুই

ক্লিনিক থেকে শেষ বিকেলের দিকে বেরিয়ে এল রানা, সিদ্ধান্ত নিল নুমা হেডকোয়ার্টারে না ফিরে নিজের বাগানবাড়িতে খানিক বিশ্রাম নেবে।

ওর মার্সিডিজ হাইওয়েতে রোডে চলে এসেছে, এই সময় গ্লোবস্টার ফোন সংকেত দিল একটা কল এসেছে।

'হ্যালো।'

'হাই, লাভার বয়,' কণ্ঠে উল্লাস নিয়ে বলল কংগ্রেস সদস্যা লরেলি।'

'হাই!'

'আজ রাতে কী করছ তুমি?'

'ভাবছি নিজেই স্যামন ভেজে খাব, তারপর শাওয়ার সেরে টিভির সামনে বসে পড়ব–অনেক দিন হয়ে গেল অপরাহ উইনফ্রের কোন অনুষ্ঠান দেখি না।'

'ব্যাচেলাররা দেখছি বড় একঘেয়ে জীবন কাটায়!' খোঁচা মেরে বলল লরেলি।

'জীবন নিরবচ্ছিন্ন রোমাঞ্চ হলেও সমস্যা ছিল।'

'তা বটে।' একজন এইড-এর প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য কয়েক মুহূর্ত লাইনে থাকল না লরেলি, ফিরে এসে বলল, 'দুঃখিত। একজন ভোটার অভিযোগ করেছে, তার বাড়ির সামনের রাস্তায় গর্ত তৈরি হয়েছে।'

'কংগ্রেস সদস্যারাও দেখছি একঘেয়ে জীবন কাটায়।' হেসে উঠে ঝাল ঝাড়ল রানা।

'শুধু এরকম স্বাদু হবার জন্যে আজ তুমি আমাকে দ্য ডিকয়-এ ডিনার খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছ।'

'তোমার রুচির তারিফ করতে হয়,' বলল রানা। 'তবে এক মাসের বেতন খোয়াব আমি। তা উপলক্ষটা কী?'

'আমার টেবিলে বেশ মোটাসোটা একটা ফাইল পড়ে রয়েছে। বুঝতেই পারছ, ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস সম্পর্কে। পড়তে প্রচুর সময় লাগবে তোমার।'

'কথাটা কেউ তোমাকে বলেছে আগে: তুমি ভুল পেশা বেছে নিয়েছ?'

'আমি আইন পাস করার জন্যে এতবার আমার আত্মা বিক্রি করেছি, কোন বেশ্যাও তার মক্কেলকে ততবার দেহ বিক্রি করেনি।'

'দ্য ডিকয় সাধারণ কাউকে ঢুকতে দেয় না,' বলল রানা। 'আশা করি টেবিল রিজার্ভ করেছ?'

'ওখানকার শেফকে একবার বিশ্রী এক বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম,' বলল লরেলি। 'বিশ্বাস করো, সবচেয়ে সেরা টেবিলটাই পাব আমরা। সাড়ে সাতটায় তুমি আমার বাড়ির গেট থেকে তুলে নেবে আমাকে।'

'তুমি বললে ওরা কি আমাকে ওয়াইনে ডিসকাউন্ট দেবে?'

'ইউ আর কিউট,' নরম সুরে বলল লরেলি। 'গুডবাই।'

টাই পরার মুড হয়নি রানার। লরেলির টাউন হাউসের সামনে মার্সিডিজ নিয়ে ঠিক সাড়ে সাতটায় হাজির হলো ও। গ্রে স্ল্যাকস পরেছে, গাঢ় নীল স্পোর্টস কোট, তার নীচে হলুদাভ-কমলা রঙের টার্টলনেক সোয়েটার।

পাঁচতলার ব্যালকনি থেকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল লরেলি, নেমে এল তাড়াতাড়ি। একহারা গড়ন, সুন্দরী, সপ্রতিভ, লেস আর পুঁতির কাজ করা চারকোল রঙা কার্ডিগানে দারুণ মানিয়েছে, প্যান্টটা সামনের দিকে ভাঁজ করা আর কোটটা ইমিটেশন ফার। হাতে একটা ব্রিফকেস, ওটার চারকোল লেদার তার পরিচ্ছদের সঙ্গে মানিয়ে গেছে।

ফুটপাথে দাঁড়িয়েছে রানা, লরেলির জন্য মার্সিডিজের দরজা খুলে দিল।

'দেখে ভাল লাগল, পৃথিবীতে এখনও কিছু ভদ্রলোক রয়ে গেছে,' সকৌতুক হাসির সঙ্গে বলল লরেলি।

ঝুঁকে তার গালে চুমো খেল রানা। 'আমি জানি তুমি কী পছন্দ করো।'

হোটেলটা মাত্র দু'মাইল দূরে, ক্যাপিটল বেল্টওয়ের ওপারে, ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টিতে।

দ্য ডিকয় মানে আন্তরিক ঘরোয়া পরিবেশে খাওয়াদাওয়ার স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। আঠারো শতকের একটা দালানে প্রতিষ্ঠিত, মালিক প্যারিস থেকে আসা একজন নামকরা শেফ। মরোক্কান স্টাইলের ডেকোরেশন আর ফার্নিচার দিয়ে সাজান হয়েছে ডাইনিং রুমটা, গাঢ় নীল আর সোনালি রঙে।

মাত্র বারোটা টেবিল, সার্ভ করে ছ'জন ওয়েটার। রানার বিশেষভাবে ভাল লাগে এখানকার শব্দ-নিরোধক আয়োজন। ভারি পরদা ছাড়াও দেয়ালে ভাঁজ করা কাপড়ের বাহুল্য কথাবার্তার সমস্ত আওয়াজ কমিয়ে অতি অল্পে নামিয়ে আনে। ছোট একটা প্রাইভেট অ্যালকোভে বসার পর লরেলিকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওয়াইন না শ্যাম্পেন?'

'কী দরকার জিজ্ঞেস করার? তুমি জানো ভাল একটা কাবারনেই পেলে আমার মুড চলে আসে।'

এক বোতল মার্টিন রেই কাবারনেই সোভিঙ্গন অর্ডার দিল রানা—জিনিসটা সম্ভবত কালো আঙুর দিয়ে তৈরি সাদা ওয়াইন, কিংবা উল্টোটাও হতে পারে। চেয়ারে হেলান দিল ও, বলল, 'হ্যাঁ, বলো, ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস সম্পর্কে কী জানতে পেরেছ?'

সামনে ঝুঁকে ব্রিফকেসটা খুলল লরেলি, ভিতর থেকে কয়েকটা ফোল্ডার বের করে টেবিলের তলা দিয়ে রানার কোলের উপর রাখল।

'ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস পাবলিক রিলেশন্স-এ বিশ্বাসী নয়, বিশ্বাসী নয় প্রোমোশনাল প্রোগ্রাম অথবা অ্যাডভার্টাইজিঙে। তারা কখনও স্টক বেচেনি। তিন প্রজন্ম ধরে পঁচিশটা পরিবার এটার মালিক। তারা কিছু উৎপাদন করে না, করে না বিলি-বণ্টন. লাভ-ক্ষতির হিসেব কিংবা বাৎসরিক রিপোর্ট। জানা কথা

এ-ধরনের গোপনীয়তা বজায় রেখে ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র বা এশিয়ায় তারা ব্যবসা করতে পারত না। তবে আর্জেন্টিনা সরকারের সঙ্গে তাদের ভারি দহরম-মহরম, শুরু হয়েছে সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই।'

ওয়াইন পরিবেশিত হলো। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা পাতা পড়া হয়ে গেছে রানার। 'বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ডেসটিনি যেন বাতাস থেকে জন্ম নিল,' বিস্মিত হয়ে বলল ও।

'ওই সময়ের বুয়েনস আইরিসের খবরের কাগজ পরীক্ষা করার জন্যে একজন রিসার্চারকে ভাড়া করি আমি। বাণিজ্য সংবাদে হারমান বা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের কারও নাম কোথাও ছাপা হয়নি। রিসার্চার শুধু বাজারে ছড়ানো গুজবটা রিপোর্ট করেছে।'

'কী সেটা?'

'করপরেশনটা তৈরি করে নাৎসিদের ওপর মহলের কিছু কর্মকর্তা, আত্মসমর্পণের আগে যারা জার্মানি ছেড়ে পালিয়েছিল।'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বলছিলেন বটে কিছু নাৎসি অফিসার আর চুরি করা প্রচুর সম্পদ ইউ-বোটে তুলে পাচার করা হয়। এই অপারেশনটার দায়িত্বে ছিল মার্টিন বোরম্যান।'

'বার্লিন লড়াইয়ের সময় না পালাতে গিয়ে মারা যায় সে?' জানতে চাইল লরেলি।

'অনেক পরে কিছু হাড় পাওয়া গিয়েছিল, তবে প্রমাণ করা যায়নি যে সেগুলো তারই।'

'কোথায় যেন পড়েছি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অমীমাংসিত রহস্য হলো জার্মান ট্রেজারির সম্পূর্ণ গায়েব হয়ে যাওয়াটা। একটা মার্ক বা এক রতি সোনাও কোথাও পাওয়া যায়নি। এমন কী হতে পারে যে বোরম্যান বেঁচে গিয়েছিল, দেশের সমস্ত লুঠ

করা সম্পদ দক্ষিণ আমেরিকায় সরিয়ে নেয় সে?'

'সন্দেহের তালিকায় তার নামটাই সবার ওপরে,' বলল রানা। আরও কিছু পাতা উল্টেপাল্টে দেখল, বিশেষ আগ্রহ বোধ করছে না। বেশিরভাগই খবরের কাগজের আর্টিকেল, ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের বিজনেস ডিল রিপোর্ট করা হয়েছে, যেগুলো আকারে এত বড় যে গোপন করা সম্ভব ছিল না।

সবচেয়ে বড় প্রতিবেদনটি এসেছে সিআইএ-এর তরফ থেকে। তবে ডেসটিনির বিভিন্ন তৎপরতা আর প্রজেক্টের শুধু তালিকাই তৈরি করেছে তারা, বিশদ কিছু ব্যাখ্যা করেনি।

'দেখা যাচ্ছে কোনদিকেই হাত বাড়াতে ইতস্তত করে না,' বলল রানা। 'অনেকগুলো হাত, সেটাই বোধহয় কারণ। মূল্যবান পাথর, সোনা, প্লাটিনাম ইত্যাদি উৎপাদনের জন্যে দুনিয়ার অন্তত বত্রিশটা দেশে মাইনিং অপারেশন চালাচ্ছে। তাদের কমপিউটার সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড পাবলিশিং ডিভিশন বিখ্যাত মাইক্রোসফটের চেয়ে মাত্র চার ধাপ নীচে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অনেকগুলো অয়েল-ফিল্ড আজ তাদের হাতের মুঠোয়। ন্যানোটেকনোলজিতেও নেতৃত্ব দিচ্ছে।'

'সেটা কী আমি ঠিক বুঝি না,' বলল লরেলি।

রানা কিছু বলার আগে অর্ডার নেওয়ার জন্য ওয়েটারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। 'আজ তোমার কী পছন্দ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'তোমার টেস্ট-এর ওপর আমার আস্থা আছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল লরেলি। 'খাওয়াচ্ছ যখন, আমার অর্ডারটাও তুমিই দাও।'

মেনুর কোর্সগুলো ফ্রেঞ্চ ভাষায় উচ্চারণ করার বিড়ম্বনা এড়িয়ে গেল রানা, যা বলল সব ইংরেজিতে। 'প্যাট দাও, ট্রাফেল সহ; তারপর ভিশিসোয়ায। মেইন কোর্স, লেডির জন্যে, র‍্যাবিট স্টু, হোয়াইট ওয়াইন সসে ডোবানো। আর আমার জন্যে, ব্রাউন বাটার সস দিয়ে সুইটব্রেড।'

ওয়েটার ফিরে যেতে লরেলির দিকে তাকাল রানা। 'কোথায় যেন ছিলাম আমরা? ও, হ্যাঁ, ন্যানোটেকনোলজি। অল্প যেটুকু জানি আমি, ন্যানোটেকনোলজি হলো নতুন একটা বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞানের কাজ হলো অ্যাটমের বাঁধনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা, যার ফলে প্রাকৃতিক নিয়মের ভেতর যা কিছু সম্ভব সব বানিয়ে ফেলা যাবে। মানুষের শরীরের ভেতর মলিকিউলার মেরামত করা সম্ভব হবে। সে যে জিনিসই হোক না কেন, সস্তায় মানসম্মত উৎপাদনে কোন সমস্যা থাকবে না। অবিশ্বাস্য ছোট আকারের মেশিন তৈরি হবে, যেগুলো নিজেদের হুবহু নকল তৈরি করতে পারবে; ওগুলোয় ভরে দেয়া হবে ফুয়েল, ওষুধ, ধাতব পদার্থ, বিল্ডিং প্রোডাক্ট ইত্যাদি তৈরি করার প্রোগ্রাম, সাধারণ টেকনোলজির সাহায্যে যা সম্ভব নয়। শুনেছি মেইনফ্রেম কমপিউটরকে একটা কিউবিক মাইক্রন-এর আকার দেয়া সম্ভব। ন্যানোটেকলোজিকে বলা হচ্ছে ভবিষ্যতের তরঙ্গ।'

'শুনতে ফ্যানটাসটিক লাগছে!'

'পরবর্তী ত্রিশ বছরে এর যে কতটুকু উন্নতি হবে, ভাবতে গেলে মাথাটাই বিগড়ে যেতে চায়।'

'অ্যান্টার্কটিকায় ডেসটিনি প্রজেক্ট সম্পর্কে যে ফাইল রয়েছে, সেটা পড়লেও ব্যাপারটা ঘটতে পারে,' বলল লরেলি। 'ফোল্ডারের নাম্বার ফাইভ-এ।'

'হ্যাঁ, দেখেছি,' জানাল রানা। 'সাগরে মাইনিং করার বিশাল এক ফ্যাসিলিটি। তারাই প্রথম সাগরের পানি থেকে মূল্যবান ধাতব পদার্থ বের করে আনতে সফল হয়েছে।'

'শোনা যাচ্ছে ডেসটিনির ইঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানীরা একটা মলিকিউলার ডিভাইস তৈরি করেছে, যেটা নাকি সাগরের পানি থেকে ধাতব পদার্থ, এই যেমন সোনাকে, আলাদা করতে পারে।'

'জানা দরকার: প্রোগ্রামটা কি সফল হয়েছে?'

'পুরোপুরি সফল হয়েছে,' জানাল লরেলি। 'সিআইএ-র সংগ্রহ করা সুইস ডিপোজিটরি রেকর্ড অনুসারে–আমি ওদেরকে এক হাজার বাইবেলের দোহাই দিয়ে কথা দিয়েছি তথ্যটা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে–সুইস ভল্টে ডেসটিনির যত সোনা জমা আছে, তার পরিমাণ ফোর্ট নক্স-এর চেয়ে খুব একটা কম নয়।'

'সোনা সংগ্রহের মাত্রা নির্ধারিত একটা সীমায় বেঁধে রাখতে হবে, তা না হলে বাজারদর পড়ে যাবে।'

'আমার সূত্র অনুসারে ডেসটিনির ম্যানেজমেন্ট এখনও এক আউন্স সোনাও বেচেনি।'

'কী উদ্দেশ্যে এত বিপুল পরিমাণ সোনা মওজুদ করছে তারা?'

কাঁধ ঝাঁকাল লরেলি। 'কী করে বলি?'

'হয়তো অল্প অল্প করে গোপনে বেচে, বাজার দর যাতে পড়ে না যায়। জানে বাজারে টনকে-টন সোনা ছাড়লে লাভ করতে পারবে না।'

ওদের প্যাটিস আর ফাঙ্গাই নিয়ে হাজির হলো ওয়েটার। এক চামচ ইউরেনিয়ান ফাঙ্গাস মুখে দিয়ে চেহারাটাকে সকৃতজ্ঞ করে তুলল লরেলি। 'দিস ইজ ওয়ান্ডারফুল।'

'হ্যাঁ, সত্যি ভাল,' একমত হলো রানা।

নিঃশব্দে প্যাটিস-এর স্বাদ নিচ্ছে ওরা। তবে খানিক পরেই আবার কাজের কথা শুরু হলো। লরেলি জানাল, 'যুদ্ধের পর থেকে নিও-নাৎসি আন্দোলন সম্পর্কে সিআইএ প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছে, তবে এমন কোন আন্ডারগ্রাউন্ড ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেনি যেটার সঙ্গে ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস বা হারমান পরিবারের সম্পর্ক আছে।'

'তবে,' একটা ফাইলে টোকা দিয়ে বলল রানা, 'এটা থেকে জানা যাচ্ছে নাৎসিদের লুঠ করা বিপুল সম্পদ অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, নরওয়ে, ফ্রান্স আর নেদারল্যান্ড থেকে ইউ-বোটে

করে আর্জেন্টিনায় আনা হয়েছিল যুদ্ধের পর।'

'বেশির ভাগই ডলারে রূপান্তর করে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে গোপন অ্যাকাউন্টে সরিয়ে ফেলা হয়।'

'কার নামে?'

'কার আবার, ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের। সবকিছুর মালিক, সেই উনিশশো সাতচল্লিশ সাল থেকেই, ওই পঁচিশটা পরিবার। গত চুয়ান্ন বছরে ডেসটিনি বলতে গেলে আর্জেন্টিনার মালিক বনে গেছে। গ্লোবাল ইকনমিতে তাদের প্রভাব কম নয়। বিশ্ব ব্যাঙ্কের অনেক বড় পদ দখল করে আছে তারা। আমার এক এইড-এর ইনফরমার জানিয়েছে, মার্কিন কংগ্রেসের নির্বাচনেও মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে ওরা। বোধহয় সেজন্যেই ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের বিরুদ্ধে কোন সরকারী তদন্ত শুরুই হতে পারেনি।'

'এখানে বলা হয়েছে,' আবার একটা ফাইলে টোকা দিল রানা। 'হোয়াইট হাউসেও ঢুকেছিল তাদের শুঁড়...'

একটা হাত তুলল লরেলি। 'আমার দিকে তাকিয়ো না। আমার নির্বাচনী ফান্ডে ডেসটিনির একটা পয়সাও জমা পড়েনি।'

চতুর শিয়ালের মত ভঙ্গি করে তাকাল রানা। 'সত্যি?'

টেবিলের তলা দিয়ে রানার পা মাড়িয়ে দিল লরেলি। 'থামাও এ-সব। তুমি খুব ভালভাবেই জানো আমি কী প্রকৃতির মেয়ে। কংগ্রেসের সবচে সম্মানিত সদস্যার সঙ্গে বন্ধুত্ব রয়েছে তোমার।'

'সুন্দরতমও বটে।'

ওদের সামনে ভিশিসোয়ায পরিবেশিত হলো। সেটার স্বাদ নেওয়ার ফাঁকে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দেওয়াও চলছে।

'দেখা যাচ্ছে পাইকারী মানুষ খুন, অন্যায় যুদ্ধ ইত্যাদির সাহায্যে নাৎসিরা যা কিছু অর্জন করতে পারেনি সেগুলো জয় করছে আর্থিক ক্ষমতা দিয়ে,' বলল লরেলি।

'ডেসটিনি পরিবার বোঝে আর্থিক ক্ষমতা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উপায় সহজ করে দেয়। যে-কোন জিনিস কেনার সামর্থ্য আছে তাদের। একমাত্র প্রশ্ন হলো, কোন্ দিকে যাচ্ছে তারা।'

'কাল রাতে যে মেয়েটিকে ধরলে তুমি, তার কাছ থেকে কিছু জানতে পারলে?'

'সে বলছে, এই তো সামনেই কেয়ামত। গোটা মানবজাতি, শুধু ডেসটিনি পরিবারগুলো বাদে, একটা ধূমকেতুর আঘাতে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'তুমি সেটা বিশ্বাস করছ না?' জানতে চাইল লরেলি।

'তুমি করো?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'এরকম এক হাজারটা কেয়ামত এসেছে আর গেছে, কোথাও কোন আলোড়ন ওঠে না। ডেসটিনি কেন যে ব্যাপারটাকে এভাবে ছড়াচ্ছে সেটা আমার কাছে একটা রহস্য।'

'তাদের বক্তব্যের ভিতটা কী?'

'আমিনিস নামে পরিচিত প্রাচীন একটা জাতিগোষ্ঠীর প্রেডিক্শন।'

'অবশ্যই তুমি সিরিয়াস নও,' বলল লরেলি, হতভম্ব। 'ডেসটিনির মত চতুর ব্যবসায়ীদের একটা গ্রুপ কয়েক হাজার বছরের পুরানো একটা মিথকে বিশ্বাস করছে?'

'এটা শুধু ডেসটিনি পরিবারের কথা নয়। ভারত মহাসাগর আর কলোরাডোয় আমরা যে চেম্বার পেয়েছি, ওগুলোর পাথরেও এই সতর্কবাণী খোদাই করা আছে।'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন টেলিফোনে সংক্ষেপে জানিয়েছেন তোমাদের আবিষ্কার সম্পর্কে, তবে তুমি এখনও কিছু জানাওনি আমাকে।'

'সুযোগ পেলাম কখন?' হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল রানা।

'তোমার সঙ্গে আমার এই সম্পর্কের মধ্যে একটা শৃংখলা

ফিরিয়ে আনা দরকার।'

'কে জানে, আদৌ তুমি তার সময় পাবে কিনা! যারা গ্রহাণু আর ধূমকেতুর ওপর চোখ রাখে তারা কী বলে দেখো।'

সুপের ডিশ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার জায়গায় স্টু করা র‍্যাবিট আর সুইটব্রেড পরিবেশন করল শেফ। মুখভর্তি খরগোশের মাংস নিয়ে লরেলি বলল, 'দারুণ তো! র‍্যাবিট ফার্স্ট ক্লাস চয়েস ছিল।'

রানার চোখে-মুখে উল্লাস। 'ওস্তাদ কোনও শেফ যখন সুইটব্রেড সার্ভ করে, প্রতিটি কামড়ের সঙ্গে মধুর সঙ্গীত বাজে আমার কানে। সসটা যেন...বিরাট কোন বিজয়।'

'আমার র‍্যাবিট একটু চেখে দেখবে?' জিজ্ঞেস করল লরেলি, প্লেটটা বাড়িয়ে ধরল।

'তুমি কি আমার সুইটব্রেড খাবে?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল লরেলি, নাক কোঁচকাল। 'ভেতরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ আমাকে তেমন টানে না।'

সবশেষে ছাড়ানো পিচ আর রাসবেরি পুরির অর্ডার দিল রানা। সঙ্গে থাকল রেমি মার্টিন ব্র্যান্ডি। আবার ওদের আলোচনা শুরু হলো।

'ডেসটিনি পরিবারের অনেক কিছুই আমি মেলাতে পারছি না,' বলল রানা। 'এত বিপুল সম্পদ গড়ে তোলার দরকার ছিল কী, যখন জানেই একটা ধূমেকেতু তাদের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিতে আসছে?'

'তারা হয়তো ভাবছে বিপর্যয়টা কাটিয়ে উঠতে পারবে,' গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বলল লরেলি।

'সাসনা হারমান আর কলোরাডোর তাদের এক খুনি এ-ধরনের একটা কথা বলেছে বটে,' বলল রানা। 'কিন্তু সবাই যেখানে মারা যাবে সেখানে ওরা কীভাবে বাঁচার কথা ভাবছে?'

'আঠারো নম্বর ফাইলে চোখ বুলিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল লরেলি।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে ফোল্ডারগুলো নাড়াচাড়া করল রানা। 'আঠারো' লেখা ফাইলটা খুলে পড়ল। তিন মিনিট পর মুখ তুলে সরাসরি লরেলির চোখে তাকাল। 'এটা কি যাচাই করা হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল লরেলি। 'এ যেন নূহ নবী নৌকার একটা বহর বানিয়েছে।'

'চারটে প্রকাণ্ড জাহাজ,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'প্রকাণ্ড বললেও ঠিক বোঝা যায় না। প্রথমটা এত বড়, যেন গোটা একটা প্যাসেঞ্জার লাইনার, গোটা একটা শহরকে জায়গা দেয়া যাবে। একেকটা ছয় হাজার ফুট লম্বা। পনেরোশো ফুট চওড়া। বত্রিশতলা উঁচু। পানি সরায় সাড়ে তিন লাখ টন।' মুখ তুলল ও। 'শুনলে অবাক হতে হয়, তবে প্র্যাকটিকাল বলা যায় না।'

'বাকিটা পড়ো,' বলল লরেলি।

'এই মস্ত সমুদ্রগামী জাহাজে বড়সড় হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টার, খেলার মাঠ, সিনেমা হল...কী নেই? আপারডেকে এয়ারপোর্ট, জাহাজের দৈর্ঘ্যকে ছাড়িয়ে লম্বা হয়ে আছে রানওয়ে। রানওয়ের ওই বাড়তি অংশে হেলিকপ্টার আর জেট এয়ারক্রাফটের দুটো ঝাঁককে জায়গা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। লিভিং কোয়ার্টার আর অফিস ফ্যাসিলিটিতে জায়গা পাবে পাঁচ হাজার প্যাসেঞ্জার আর ক্রু।' অবিশ্বাসে মাথা নাড়ছে রানা। 'অত বড় একটা জাহাজে পঞ্চাশ হাজার লোকের জায়গা হওয়া উচিত।'

'আসলে, তার দ্বিগুণ,' বলল লরেলি। 'বাকি তিনটে চেক করো।'

আবার পড়ল রানা। 'সেগুলোও বিশাল আকারের। একটা কার্গো আর মেইনটেন্যান্স ভেসেল। এটার মধ্যে তোলা হয়েছে দুনিয়ার মেশিনারি আর ঝাঁক-ঝাঁক গাড়ি। বড় একটা জায়গা ছেড়ে দেয়া হয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটিকে। দ্বিতীয়টায়

রয়েছে সত্যিকার একটা চিড়িয়াখানা...'

'দেখো,' বাধা দিয়ে বলল লরেলি, 'নূহ নবীর আয়োজনের সঙ্গে কেমন মিলে যাচ্ছে।'

'শেষ ভেসেল একটা সুপারট্যাংকার, তেল আর গ্যাস ছাড়াও অন্যান্য ফুয়েল ভরার জন্যে!' ফোল্ডার বন্ধ করে লরেলির দিকে তাকাল রানা। 'ড্রইং বোর্ডে এরকম জাহাজ আঁকা হয় বলে শুনেছি, তবে সত্যি তৈরি করা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।'

'কীভাবে কী করা হয়েছে শোনো। খোলটা কয়েক ভাগে তৈরি, টো করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিলির দক্ষিণ প্রান্তে, ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের নিজস্ব একটা নির্জন ইনলেট-এ। ওখানে এক্সটিরিয়ার সুপারস্ট্রাকচার আর ইন্টিরিয়ার বিল্ড-আউট বানানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, প্যাসেঞ্জার আর ক্রুদের সম্ভাব্য সমস্ত চাহিদা পূরণ করা যাবে–একটানা বিশ বছর।'

'ভেসেলগুলো দেখতে যায়নি কেউ? দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সমুদ্রগামী জাহাজ, নিউজ মিডিয়াতে কিছুই লেখা হলো না?'

'শিপইয়ার্ড সম্পর্কে সিআইএ-র রিপোর্টটা পড়ো,' বলল লরেলি। 'গোটা এলাকা কড়া পাহারা দিয়ে নিশ্ছিদ্র করে রেখেছে ওদের সিকিউরিটি গার্ডদের একটা বাহিনী। বাইরের কেউ ঢুকতে বা ভেতরের কেউ বেরুতে পারে না। শিপইয়ার্ড-শ্রমিকরা, পরিবারসহ, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় থাকে, শিপইয়ার্ড কিংবা জাহাজ ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না। ইনলেটটাকে ঘিরে রেখেছে আন্দেজ পাহাড়সহ একশো দ্বীপ আর একজোড়া পেনিনসুলা। ইনলেটে ঢোকার বা বেরুবার উপায় হলো শুধু সাগর আর আকাশ পথ।'

'সিআইএ হালকাভাবে তদন্ত করেছে, তারা ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের গভীরে ঢোকেনি।'

ব্র্যান্ডির গ্লাসে শেষ চুমুকটা দিল লরেলি। 'একজন এজেন্ট আমার অফিসকে ব্রিফ করার দায়িত্ব পেয়েছিল. তার ব্যাখ্যা

হলো, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন হুমকি মনে না হওয়ায় ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি তারা।'

'ইরাকও তো যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে কোন হুমকি ছিল না,' বলল রানা। 'তারপরও হামলা করা হলো কেন, ওরা মুসলমান বলে?'

'একবার তো বলেছি, প্রেসিডেন্ট বুশের এটা একটা অন্যায় যুদ্ধ। দুঃখও প্রকাশ করেছি। তারপরেও খোঁচা মারবে?'

রেস্তোরাঁর পাঁচিল টপকে দূরে চলে গেল রানার দৃষ্টি। 'বছর কয়েক আগে আমি আর ববি চিলির ওদিকটায় একটা কাজে গিয়েছিলাম। দ্বীপ আর চ্যানেলগুলোর কথা বেশ মনে পড়ে। চ্যানেলগুলো কিন্তু এত চওড়া আর গভীর নয় যে অমন প্রকাণ্ড আকারের জাহাজ ভাসানো যাবে।'

'ওগুলোকে হয়তো সাত-সাগরে ভাসানোর জন্যে তৈরি করা হয়নি,' বলল লরেলি। 'বিপদের সময় শুধু আশ্রয় নেয়া হবে।'

'শুনতে কেমন যেন লাগলেও, বোধহয় তোমার কথাই ঠিক,' বলল রানা 'দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এর ওপর বাজি ধরে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে ডেসটিনি পরিবার।'

রানাকে শান্ত আর অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে দেখে নিঃশব্দে টেবিল ছেড়ে লেডিস রুমের দিকে চলে গেল লরেলি।

ব্যাপারটা মেনে নেওয়া কঠিন বলে মনে হলেও, এখন রানা বুঝতে শুরু করেছে ডেসটিনি পরিবারের শেষ কয়েকটা প্রজন্মের ওপর কী কারণে জেনেটিকাল কারিগরি ফলানো হয়েছে।'

বুড়ো যে-সব নাৎসি জার্মানি ছেড়ে পালিয়েছিল তারা তো কবেই মারা গেছে, কিন্তু নিজেদের বদলে তারা রেখে গেছে পঁচিশটা পরিবারের 'উন্নত' একদল মানুষকে। তারা এতটাই শক্তিশালী যে আসন্ন বিপর্যয়টা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবে। আর তারপর দখল করবে খালি হয়ে যাওয়া দুনিয়াটাকে। গড়ে তুলবে নতুন একটা সমাজ, যেখানে সবাই হবে যোগ্য আর মেধাবি।

# তিন

গভীর গিরিখাদের কালচে-মেটে রঙের পাহাড়-প্রাচীর দৈত্যাকার ছায়ার মত মাথা তুলেছে, তারপর হারিয়ে গেছে রাতের অন্ধকার আকাশে। নীচে গ্লেসিয়ারের নীলচে-সাদা বরফ কোথাও ঝিলমিল করছে, আবার কোথাও থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ চাঁদের আলো।

১১,৮০০ ফুট সেরো মুরালন-এর তুষার ঢাকা চূড়া দক্ষিণ আন্দেজের পশ্চিম ঢালগুলোকে ছাড়িয়ে উঁচু হয়েছে, তারপর খাড়া হয়ে নেমেছে সাগরের দিকে, ওটার গভীর কোল ভরে উঠেছে প্রাচীন সব গ্লেসিয়ারে।

রাতটা পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে; চাঁদ আর তারার আলোয় উন্মোচিত হলো দৃশ্যটা–গিরিখাদের বিপজ্জনক পাঁচিল ধরে ছোট একটা ভেহিকেল ছুটে আসছে, যেন মরু এলাকার ক্যানিয়নে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা বাদুড়।

জায়গাটা দক্ষিণ গোলার্ধে পড়েছে, তাই উপরের দিকটায় এরইমধ্যে শুরু হয়ে গেছে হালকা তুষারপাত। এবড়োখেবড়ো ঢাল ধরে সারি সারি কনিফার ঝোপের মিছিল অনেক দূর উঠে গেছে, থেমেছে টিমবার লাইনে, ওখান থেকে বাকি ঢাল সেই চূড়া পর্যন্ত শুধুই নগ্ন পাথর। চারদিকে কোথাও মানুষের তৈরি কোনও আলোর চিহ্ন নেই। রানা কল্পনা করছে, দিনের আলোয় দৃশ্যটা নিশ্চয়ই শ্বাসরুদ্ধকর হবে, তবে রাত দশটায় খাড়া

পাহাড় প্রাচীর আর উঁচু-নিচু ঢাল যেমন অন্ধকার তেমনি বিপজ্জনক।

ওদের মোলার এম৪০০ স্কাইকার একটা চেরোকি জিপের চেয়ে খুব বড় নয় আকারে, তবে ফ্লাইটের সময় বড় প্লেনের মতই অচঞ্চল থাকতে পারে, অনায়াসে ল্যান্ড করতে পারে শহরের রাস্তাঘাটে, পার্ক করে রাখা যায় একটা আবাসিক গ্যারেজে। ঢালু, মোচাকৃতির বো খানিকটা রকেটের আদল দিয়েছে ওটাকে।

দুই পাশে এক জোড়া করে চারটে কাউন্টার-রোটেটিং ইঞ্জিন থাকায় জমিন থেকে হেলিকপ্টারের মত খাড়া ভাবে আকাশে উঠতে পারে। স্পিড ঘণ্টায় তিনশো মাইল। উপরে ওঠার সর্বোচ্চ সিলিং ত্রিশ হাজার ফুট। প্যাসেঞ্জারদের নিরাপত্তার কথা ভেবে প্যারাশুটের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

স্কাইকারটা অটো-পাইলট চালায়। চারটে মনিটরে দেখা যায় কোথায় রয়েছে ওরা, কোনদিকেই বা যাচ্ছে। নব ঘুরিয়ে নির্দেশ দিলে স্কাইকার তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করে।

ককপিটের বাইরে খুব বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা। পাশের সিটে বসা বন্ধুবর ববি মুরল্যান্ড তার স্বভাব অনুসারে ঘুমিয়ে পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, তবে চোখ বুজে হেলান দিয়ে আছে সিটে। ড্রাইসুটের ভিতর দু'জনেই ঘামছে ওরা। ফ্লাইটের আগে কোল্ড-ওয়াটার ডাইভিং-এর উপযোগী ড্রেস পরে নেওয়ায় ল্যান্ড করার পর ওদের সময় বেঁচে যাবে।

কমপিউটারের বোতাম টিপে একটা কোড টাইপ করল রানা। মনিটরে একটা বক্স এল। বক্সের লেখাগুলো পড়ল ও। 'ঘুমালে নাকি, ববি?'

'এই মাত্র জাগলাম।'

'সান্টা ক্রুজের জাহাজ থেকে রওনা হবার পর দুশো বারো মাইল এসেছি আমরা।'

'আর কতদূর?' চোখ না খুলেই জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'পঞ্চাশ মাইলের মত। আর পনেরো মিনিটের মধ্যে একটা পাহাড়ের মাথায় নামব, আর নীচে তাকালেই দেখতে পাব ডেসটিনির শিপইয়ার্ড।' একটা স্পাই স্যাটেলাইটের তোলা ফটো থেকে পাওয়া ল্যান্ডিং সাইট প্রোগ্রাম করে কমপিউটারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'আমি তৈরি। সময় হলে তুমি শুধু জানিয়ো কী করতে হবে।'

গম্বুজ আকৃতির ককপিট থেকে নীচের গ্লেসিয়ারের দিকে তাকাল রানা। বিপজ্জনক পাহাড়গুলোকে পিছনে ফেলে এসেছে ওরা, বুঝতে পেরে স্বস্তি বোধ করল ও। একটা গ্লেসিয়ারের মসৃণ গায়ে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, প্রতি আধ মাইল পরে একটা করে গভীর ফাটল দেখা যাচ্ছ সারফেসে। ইনলেটের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথে এগোবার সময় চওড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বরফ, সাগরে গিয়ে মেশে তরল হয়ে।

পাহাড়ের বাধা কমে আসায় গ্লেসিয়ারের সামনে, দিগন্তের কিনারায় আলো দেখতে পাচ্ছে রানা। বোঝা যাচ্ছে তারা নয়, কারণ অনেক নীচের দিকে জড়ো হয়ে মিটমিট করছে ওগুলো। এ-ও জানা কথা, আবহাওয়া পরিচ্ছন্ন হওয়ায় অনেক দূরের আলোকে কাছের বলে মনে হচ্ছে।

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হলো নিকষ কালো জমিনের উপর আরও কিছু আলোর গুচ্ছ। পাঁচ মিনিট পর বোঝা গেল, না, শহর নয়। ওগুলো চারটে দৈত্যাকার জাহাজের আলো, রাতের বেলা ছোট একটা শহরের মত লাগছে দেখতে। শিপইয়ার্ড থেকে খানিক দূরে, ইনলেটে ভাসছে জাহাজগুলো।

'আমাদের অবজেকটিভ দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এসেছে,' শান্তসুরে বলল রানা।

এতক্ষণে চোখ মেলল মুরল্যান্ড। 'ভেরি গুড।'

ওদের স্কাইকার সরাসরি শিপইয়ার্ড আর জাহাজগুলোর

উপর দিয়ে যাচ্ছে না। প্লেনটার যেন নিজস্ব বোধ-বুদ্ধি আছে, একটু বাঁকা পথ ধরে এগোল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। তেমন কিছু করার নেই রানার, প্লেনের স্টারবোর্ড সাইডে উঠে আসতে দেখছে ঝাঁক ঝাঁক আলোকে।

'ব্যাটাদের ডিটেকশান সিস্টেমে আমরা ধরা পড়ব না তো?' জানতে চাইল মুরল্যান্ডে।

'সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মোলার এম৪০০ এত ছোট, সফিসটিকেটেড মিলিটারি রাডার ছাড়া আর কিছুতে ধরা পড়ে না।'

চার্টের উপর পেনলাইটের ছোট্ট আলো ফেলল রানা। 'এই পয়েন্টে কমপিউটার আমাদেরকে দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে বলছে–শিপইয়ার্ডে পৌঁছাতে হলে পানির নীচে দিয়ে দুই মাইল সাঁতার কাটো, নয়তো একটা গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে চার মাইল হাঁটো।'

'অন্ধকারে গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে হাঁটতে চাও!' মাথা নাড়ল মুরল্যান্ড। 'ধরো মিসেস মুরল্যান্ডের বাচ্চাটা কোনও ফাটলের ভেতর পড়ে গেল, তারপর দশ হাজার বছর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন?'

'তুমি একটা মিউজিয়ামের ভেতর ডিসপ্লে কেসে শুয়ে আছ, হাজার হাজার মানুষ দেখতে আসছে তোমাকে–কেন যেন এরকম একটা দৃশ্য আমার কল্পনায় আসে না।'

'অন্য কোনও সহস্রাব্দে যদি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া যায়, আমি তো তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখি না।'

'এ-কথা ভেবে দেখেছ যে তোমাকে সম্ভবত বিবস্ত্র করে শুইয়ে রাখা হবে?'

ওদের কথাবার্তা থেমে গেল স্কাইকারের স্পিড কমে যাওয়ায়। নীচে নামছে ওরা।

পানির নীচ দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা।

কমপিউটারকে একটা তটরেখার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ও, সিআইএ-র স্পাই স্যাটেলাইটের সাহায্যে তোলা ফটোয় আছে সেটা; তারপর নির্দেশ দিয়েছে ওই তটরেখার নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে ল্যান্ড করাতে হবে প্লেনকে।

কয়েক মিনিট পর ল্যান্ড সাইটের উপর স্থির হলো স্কাইকার, তারপর ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল। অন্ধকারের ভিতর রানা শুধু দেখতে পাচ্ছে সরু একটা নালার ত্রিশ ফুট উপরে আবার একবার স্থির হলো স্কাইকার। দশ সেকেন্ড পর পাথুরে জমিনে নেমে এল ওরা। ইঞ্জিনগুলো বন্ধ হয়ে গেল। নেভিগেশন রিডআউট জানাচ্ছে প্রোগ্রাম করা মার্ক থেকে মাত্র চার ইঞ্চি দূরে ল্যান্ড করেছে ওটা।

'নিজেকে আমার কখনোই এতটা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়নি,' বলল রানা।

'খানিকটা টের পাচ্ছি বেকারদের কী জ্বালা,' বলে ককপিট থেকে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল মুরল্যান্ড। 'আমরা কোথায়?'

'একটা নালায়, ইনলেট থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে।'

ককপিটের গম্বুজ আকৃতির ছাদ সরিয়ে ফ্লাইং ভেহিকেল থেকে শক্ত জমিনে পা ফেলল রানা। রাতটা নীরব নয় পানির উপর দিয়ে ভেসে আসছে সচল শিপইয়ার্ড মেশিনারির ধাতব কোলাহল।

ব্যাক সিটের নীচে স্টোরেজ সেকশন। সেখান থেকে এয়ার ট্যাঙ্ক, পিঠে আটকাবার জন্য বয়ান্সি কমপেনসেটর, ওয়েট বেল্ট, ফিন আর মাস্ক বের করল মুরল্যান্ড। দুজনেই বুট আর হুড পরে নিল। জোড়া এয়ার ট্যাঙ্ক ঝোলাল পিঠে।

দু'জনের সঙ্গে একটা করে চেস্ট প্যাক থাকছে, ভিতরে আছে হ্যান্ডগান, টর্চ, গ্লোবস্টার ফোন স্কাইকার থেকে সবশেষে বের করা হলো রকেটের মত দেখতে দুটো টর্পেডো ২০০০ ডাইভার প্রোপালশান ভেহিকেল, ব্যাটারিচালিত, সমান্তরালভাবে

সংযুক্ত জোড়া খোল সহ। পানির ভিতর দিয়ে এগুলোর গতিসীমা ঘণ্টায় সাড়ে চার মাইল, একটানা এক ঘণ্টা ছুটতে পারে।

বাঁ হাতে স্ট্র্যাপ দিয়ে একটা ডিরেকশনাল কমপিউটার আটকাল রানা, ঠিক যে-ধরনের যন্ত্র প্যান্ডোরা মাইনে ব্যবহার করেছিল। একটা কোড টাইপ করল ও। খুদে মনিটরে শিপইয়ার্ড আর ওদের পজিশন ফুটে উঠল, ফলে শিপইয়ার্ডে যাওয়ার চ্যানেলটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা।

ফেস মাস্কের উপর একটা স্পেক্‌ট্রাল ইমেজিং স্কোপ অ্যাডজাস্ট করল মুরল্যান্ড, তারপর সুইচ দিল। চোখের সামনে হঠাৎ উদয় হলো জমিন আর চারপাশের দৃশ্য, খানিকটা ঝাপসা হলেও আধ ইঞ্চি নুড়ি পাথরগুলোকেও চেনা যাচ্ছে পরিষ্কার। রানার দিকে ফিরল সে।

'রওনা হব?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমাদের পথটা যেহেতু দেখতে পাচ্ছ তুমি, তোমাকেই সামনে থাকতে হবে। পানিতে নামার পর আমি পথ দেখাব।'

কথা না বলে ছোট্ট করে মাথাটা একবার শুধু দোলাল মুরল্যান্ড। শিপইয়ার্ডকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখা সিকিউরিটি ডিফেন্স পেনিট্রেট না করা পর্যন্ত বলার কিছু নেইও। মুরল্যান্ডের মাথার ভিতর কী চলছে জানার জন্য টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা দরকার নেই রানার। ওর মতই কাছাকাছি অতীতে ফিরে গেছে সে।

দূরত্বের হিসাবে ছয় হাজার মাইল পিছিয়ে গেছে ওরা, আর সময়ের হিসাবে পিছিয়েছে বারো ঘণ্টা; ফিরে গেছে নুমা হেডকোয়ার্টারে, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে বসে আলোচনা করছে অর্ধ শতাব্দীর পাগলামি প্রসূত ষড়যন্ত্রটা কীভাবে বানচাল করা যায়।

'ভুল করলে তার মাসুল দিতে হবে,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'ডক্টর শাহানাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'জী?' বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো রানার, আবার এ-ও ভাবল শুনতে ভুল করল কিনা। 'অ্যাডমিরাল?'

'তিনি আমাকে ফোন করার এক ঘণ্টা পরে ঘটনাটা ঘটেছে বলে ধারণা করছি,' বললেন নুমা চিফ। 'ফোন করে বললেন ডক্টর টিম গুডম্যানের সঙ্গে আমি যেন যোগাযোগ করি। ডক্টর গুডম্যানের অনেক গুণগান করছিলেন, আমি কৌতুক করে বললাম, মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প হয়ে যাচ্ছে–গুডম্যান আমার বাল্যবন্ধু, আমরা একই স্কুলে লেখাপড়া করেছি। তখন তিনি বক্তব্য সংক্ষেপ করে জানালেন, ধূমকেতুটা কখন আসবে, কীভাবে আসবে তা নিয়ে কিং আর ভিনাস গবেষণা করছে ঠিকই, কিন্তু তারপরেও পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে প্রফেশনাল অ্যাস্ট্রনমারদের উপর দায়িত্ব দেয়া উচিত। ডক্টর গুডম্যানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই, অনুরোধ করলেন আমি যেন যোগাযোগ করে কী করতে হবে বুঝিয়ে দিই তাঁকে।'

'কোত্থেকে ফোন করেছিলেন ডক্টর শাহানা?' জানতে চাইল রানা।

'পাবলিক কোনও টেলিফোন বুদ থেকে,' বলে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

'সিকিউরিটি এজেন্টরা কী করছিল, সার?' ঘাড় ফিরিয়ে এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট জেস প্যাটারসনের দিকে তাকাল রানা, চোখে মুখে বিস্ময়ের চেয়ে উদ্বেগই বেশি। 'তাঁকে না চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখার কথা?'

'এখন পর্যন্ত আমরা শুধু এটুকু জানি যে তিনি তাঁর মেয়েকে গাড়িতে তুলে আইসক্রিম খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। গার্ডরা দোকানটার সামনে গাড়িতে বসেছিল। মেয়েকে নিয়ে ভেতরে ঢোকার পর আর বেরিয়ে আসেননি তিনি। এখন কথা হলো, ডক্টর শাহানা খেয়ালের বশে হঠাৎ কী করবেন তা তো

কিডন্যাপারদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, তা হলে কাজটা তারা করল কীভাবে?'

'এর মানে হলো এরা সাধারণ কোন কিডন্যাপার নয়,' বলল রানা। 'এ নিশ্চয়ই ডেসটিনিদের কাজ! বারবার এই লোকগুলোকে আমরা ছোট করে দেখছি!'

'বাকিটা শুনলে তোমার মন আরও খারাপ হয়ে যাবে,' ভারি গলায় বললেন নুমা চিফ।

তাঁর দিকে তাকাল রানা, চোখ-মুখ থমথম করছে। 'আমাকে আন্দাজ করতে দিন। ক্লিনিক থেকে গায়েব হয়ে গেছে সাসনা হারমান, সঙ্গে করে কার্লার লাশটাও নিয়ে গেছে।'

কনফারেন্স টেবিলে টোকা দিয়ে কাল্পনিক ধুলো ঝাড়লেন জর্জ হ্যামিলটন।

'বিশ্বাস করুন, জাদু ছাড়া এ-কাজ সম্ভব ছিল না,' প্যাটারসন বলল। 'আমাদের ওই ক্লিনিকে লেটেস্ট মডেলের সিকিউরিটি-ডিটেক্শন ইকুইপমেন্ট রয়েছে।'

'আপনাদের ক্যামেরাগুলো পালানোটা দেখাতে পারছে না?' বিরক্ত বোধ করছে রানা। 'নিশ্চয়ই মরা কাজিনকে কাঁধে ফেলে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়নি সাসনা?'

হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট। 'প্রতিটি ক্যামেরা সচল ছিল, মনিটরগুলোতেও প্রতি সেকেন্ড চোখ রাখা হয়েছে। সত্যিই আমি দুঃখিত—না, হতভম্ব—কোনও ধরনের পালানোর দৃশ্য রেকর্ড হয়নি।'

'এদের বোধহয় ফাটল দিয়ে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতা আছে,' বলল মুরল্যান্ড। 'আর তা না হলে অদৃশ্য হবার ট্যাবলেট আবিষ্কার করেছে।'

'কোনটাই নয়,' বলল রানা। 'ওদের বুদ্ধির ধার আমাদের

চেয়ে বেশি। ব্যস!'

'বাস্তব সত্য আর সন্দেহ মিলিয়ে এটুকু জানা গেছে,' বলল প্যাটারসন, 'ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের একটা জেট প্লেন বাল্টিমোরের কোনও এয়ারপোর্ট থেকে টেক-অফ করে দক্ষিণ দিকে গেছে, সম্ভবত...'

'আর্জেন্টিনায়,' বলল রানা।

'আর কোথায় নিয়ে যাবে ওরা ডক্টর শাহানাকে?' বলল মুরল্যান্ড। 'সরকারী ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সিগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই তাদের, কাজেই যুক্তরাষ্ট্রে রাখতে চাইবে না।'

সিআইএ-র রিচার্ড স্টাব খুক খুক করে দু'বার কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। 'প্রশ্ন হলো—কেন? এক সময় মনে হয়েছিল মিস্টার রানা, মিস্টার মুরল্যান্ড আর ডক্টর শাহানাকে খুন করতে চায় তারা, কলোরাডোর চেম্বার আর খোদাই করা লিপি আবিষ্কার করার অপরাধে। কিন্তু প্রাচীন মেসেজটার কথা এখন বহু মানুষ জানে। এখন আর ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে চাওয়ার কোনও মানে নেই।'

'একমাত্র প্র্যাকটিকাল জবাব হলো,' প্যাটারসন বলল, 'কোথাও জ্যাম লেগেছে, ডক্টর শাহানাকে দিয়ে সেটা ছাড়াতে চেষ্টা করবে ওরা।'

টেবিলের উপর ঝুঁকে মুরল্যান্ড ধীরে ধীরে বলল, 'অল্প সময়ে ডক্টর শাহানাকে আমি যতটুকু চিনেছি, সহযোগিতা করবেন কিনা সন্দেহ আছে আমার।'

স্টাব হাসলেন। 'তারা ডক্টর শাহানার বাচ্চা মেয়েটিকেও কিডন্যাপ করেছে। তার ক্ষতি করার হুমকি দিলেই ডক্টর শাহানাকে রাজি করানো যাবে।'

'হ্যাঁ, মুখ না খুলে উপায় নেই তার,' বলল প্যাটারসন।

'আমি ঠিক এই ব্যাখ্যার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারছি না,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'এত কিছু পারছে তারা, অথচ একটা

কোড ভাঙতে পারছে না, এটা অবিশ্বাস্য লাগছে আমার। কেন যেন মনে হচ্ছে এই কিডন্যাপিং-এর পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে।'

'সার, আমারও তাই ধারণা,' বলল মুরল্যান্ড। 'অন্য একটা সম্ভাবনার কথা ভাবছি আমি,' চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

'কী?' জানতে চাইল প্যাটারসন।

'তারা বোধহয় রানাকে ভয় পাচ্ছে,' বলল মুরল্যান্ড। 'মা-মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে এই আশায় যে রানা নিশ্চয়ই ওদেরকে উদ্ধার করতে যাবে, আর তখন ধরবে ওকে...'

'ধরা পড়ার ভয়ে তো আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যাবে না, আমরা গিয়ে তাকে বের করে আনব,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা।

স্টাবকে সন্দিহান দেখাল। 'আমরা কিন্তু জানি না কোথায় তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে।'

'তাদের শিপইয়ার্ডটা চিলিতে। কেয়ামত আসার ব্যাপারে ডেসটিনি পরিবারগুলো এতটা নিশ্চিত, আমার ধারণা সবাই তারা জাহাজগুলোয় জড়ো হয়ে মহা প্লাবনের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

'আমি শিপইয়ার্ডের স্যাটেলাইট ফটো দিয়ে সাহায্য করতে পারব,' বললেন স্টাব। 'তবে বলে রাখি, আমাদের বিশ্লেষকদের ধারণা, তাদের সিকিউরিটি সিস্টেম এমনই যে জল-স্থল-আকাশ পথে জাহাজগুলোর নাগাল পাওয়া অসম্ভব।'

'সেক্ষেত্রে পানির তলা দিয়ে যাব আমরা।'

'পানির তলায় সেনসর থাকতে পারে না?'

'থাকলে এড়াবার পথ খুঁজে নিতে হবে।'

'আমি তোমাকে আত্মহত্যার অনুমতি দিতে পারি না, রানা,' শান্ত স্বরে বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'এটা ঠিক নুমার কাজের মধ্যে পড়ে না। স্পেশাল অপারেশন ফোর্স কিংবা নেভির কোনও টিমকে পাঠানো উচিত।'

'ডক্টর শাহানা আর তাঁর মেয়েকে উদ্ধার করাটা আমাদের প্ল্যানের একটা অংশ মাত্র,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'আমাদের আসল কাজ হবে ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের বিশাল শিপবিল্ডিং প্রজেক্ট ইনভেস্টিগেট করা।'

রানা থামতেই মুরল্যান্ড বলল, 'এই কাজের জন্যে রানা আর আমার সমান কোয়ালিফায়েড আর কেউ নেই। এক বছরও হয়নি, হংকঙের একটা শিপইয়ার্ডে আমরা দু'জন গোপনে সাবেক লাইনার ইউনাইটেড স্টেটস-এর খোলে তল্লাশি চালাই। সেই অভিজ্ঞতা এখানে আমাদের কাজে লাগবে।'

'তদন্ত করে অবশ্যই দেখা দরকার,' বলল রানা। 'তাদের এই আপাত পাগলামির পিছনে নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। কয়েক বিলিয়ন ডলার খরচ করে এমন জাহাজ বানাচ্ছে, যেগুলো সাগরে নামানো যাবে না!'

'এফবিআই আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না,' বলল প্যাটারসন। 'জায়গাটা আমাদের নাগালের বাইরে।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাত দুটো ঘন ঘন ভাঁজ করছেন আর খুলছেন স্টাব। 'তথ্য সরবরাহ করা ছাড়া আমরাও কোনও সাহায্যে আসব না। আমাদের হাত-পা বাঁধা। সিআইএ নাক গলাচ্ছে জানতে পারলে স্টেট ডিপার্টমেন্ট টুঁটি টিপে ধরবে।'

নুমা চিফের দিকে ফিরল রানা। 'অ্যাডমিরাল,' মৃদুকণ্ঠে বলল ও, 'দেখা যাচ্ছে আমরাই নির্বাচিত হয়েছি। এখন শুধু আপনি অনুমতি দিলেই...'

অ্যাডমিরাল হাসছেন না। 'তুমি কি শিওর, রানা, পরিস্থিতি এতটাই বিপজ্জনক যে ডেসটিনির অপারেশন পেনিট্রেট করাটা আমাদের জন্যে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে?'

'জী, আমি নিশ্চিত,' শান্ত সুরে বলল রানা, তবে সিরিয়াস দেখাচ্ছে ওকে। 'আমার আরও বিশ্বাস, অ্যাডমিরাল, কারণটা এখনই ব্যাখ্যা করতে পারব না, তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের পেছনে

আরও কোন অশুভ উদ্দেশ্য আছে। এত টাকা খরচ করে জাহাজ বানাচ্ছে নিজেরা বাঁচবে বলে। ভেবে দেখুন, কী করে জানল তারা ঠিক ওদের ওপরেই পড়বে না ধূমকেতু?'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

'তোমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে আমার, মাই বয়, কাজেই অনুমতি না দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না...'

সরু নালাটা একশো গজ এগিয়ে ইনলেটের পানিতে মিশেছে। পশ্চিম তটরেখা ঢালু হয়ে উপরদিকে উঠে গেছে একটা পেনিনসুলায়, সেটার অদ্ভুত নাম হলো এক্সমাউথ। পুব উপকূল অনেকগুলো চ্যানেলে ভাগ করা, সেদিকে ভাসতে দেখা যাচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু গ্লেসিয়ারগুলোকে। ডেসটিনি শিপইয়ার্ড আর ভাসমান চারটে শহরের উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হচ্ছে ইনলেটের উত্তরদিকের পানিতে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মুরল্যান্ড, ইঙ্গিতে বড় একটা পাথরের ছায়ায় গা ঢাকা দিতে বলল রানাকে। চ্যানেলের উল্টোদিকের কালো পানিতে পাশাপাশি ছুটছে দুটো প্যাট্রল বোট, পানির সারফেস আর তীরে সার্চলাইটের আলো ফেলে সন্দেহ করার মত কিছু আছে কিনা দেখছে।

স্পেকট্রাল ইমেজিং সেনসরের সাহায্যে প্যাট্রল বোট দুটোকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল মুরল্যান্ড।

'তুমি পাওয়ারবোট এক্সপার্ট,' বলল রানা। 'চিনতে পারছ ওগুলোকে?'

'আটত্রিশ ফুটী বোট,' বলল মুরল্যান্ড। 'সাধারণত সাগরে তেল ছড়িয়ে পড়লে পাঠানো হয়। তবে এগুলোয় অস্ত্র লোড করা হয়েছে। গতি বেশি নয়, মাত্র আঠারো নট, তবে তিনশো ঘোড়ার ইঞ্জিন অনায়াসে একজোড়া বার্জকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। প্যাট্রল বোট হিসেবে কেউ ব্যবহার করে বলে শুনিনি।'

'কী ধরনের অস্ত্র, দেখতে পাচ্ছ?'

'টুইন অটোমোটিক, বিগ মিলিমিটার, সামনে আর পেছনে,' বলল মুরল্যান্ড। 'এগুলোই শুধু চিনতে পারছি।'

'স্পিড?'

'এই মুহূর্তে চার নট। কেউ কোথাও ঘাপটি মেরে আছে কিনা দেখার জন্যে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে।'

'এত ধীরে,' বলল রানা, 'টর্পেডো ২০০০ অনায়াসে নাগাল পেয়ে যাবে।'

'তোমার মাথায় কী যেন একটা শয়তানি বুদ্ধি গজাচ্ছে।'

'পানির তলায় অপেক্ষা করব আমরা, যতক্ষণ না শিপইয়ার্ডের দিকে ফিরতি টহল শুরু করে তারা,' বলল রানা। 'তারপর, বোট যখন মাথার ওপর দিয়ে যাবে, আমরা ওটার পিছু নেব। পানিতে প্রপ যে আলোড়ন সৃষ্টি করছে সেটাই আন্ডারওয়াটার সিকিউরিটি সেনসরকে আমাদের উপস্থিতি টের পেতে বাধা দেবে।'

'বাহ্, গুড আইডিয়া!'

প্যাট্রল বোট দুটো এখনও দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে, এই ফাঁকে শেষবারের মত নিজেদের ইকুইপমেন্টগুলো চেক করে নিল ওরা। তারপর মাথা দিয়ে গলিয়ে ড্রাই হুড আর নিওপ্রিন গ্লাভ পরল, ড্রাই সুটের সঙ্গে জোড়া লাগানো বুটে আটকাল সুইম ফিন, হুডের উপর চেপে বসাল ফুল ফেস মাস্ক, সবশেষে নিজেদের ওয়েট বেল্টের সঙ্গে একটা লাইনের দু'-মাথা বাঁধল—অন্ধকার পানিতে পরস্পরের কাছ থেকে যাতে দূরে সরে না যায়।

অবশেষে পানিতে নামল ওরা। তীরের কাছাকাছি পানির তলাটা পাথুরে আর পিচ্ছিল। সঙ্গে প্রচুর ইকুইপমেন্ট থাকায় সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে ওদেরকে, তা না হলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। এক সময় কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল। এখন পানির

সারফেসের ঠিক নীচ দিয়ে সাঁতরানো যাবে। সাঁতার শুরু করার পর তলাটা দ্রুত গভীরে নেমে গেল।

তীর থেকে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে পানির উপর মাথা তুলে দক্ষিণ দিকে তাকাল রানা। টহলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ফিরতি পথ ধরার জন্য ঘুরছে প্যাট্রল বোটগুলো। 'আমাদের এসকর্ট এদিকে আসছে,' মাস্কের সঙ্গে লাগানো আন্ডারওয়াটার কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে কথা বলছে ও। 'ওরা চার নটে ছুটছে, আশা করি তোমার এই হিসেবে ভুল নেই। প্রপালশান ভেহিকেল আমাদেরকে তারচেয়ে বেশি স্পিডে টানতে পারবে না।'

ওর পাশের কালো পানিতে উঁচু হলো মুরল্যান্ডের মাথা। 'চার নট ঠিক আছে। ভাবছি ইনফ্রারেড আন্ডারওয়াটার ক্যামেরা না থাকলেই হয়।'

'ইনলেটটা কম করেও আধ মাইল চওড়া, ক্যামেরা দিয়ে কাভার করার জন্যে একটু বেশি বড়।' ঘুরে উত্তর দিকের আলোগুলোর দিকে তাকাল রানা। 'তিন শিফটে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করাচ্ছে, বেতন দিতে গিয়ে মনে হয় কোষাগার খালি করে ফেলছে ডেসটিনি।'

'এরা বোধহয় শুধু শ্রমিক নয়, সমর্থকও,' বলল মুরল্যান্ড। 'টাকার চেয়েও বড় কিছু পাবার লোভে অমানুষিক পরিশ্রম করছে।'

ইনলেটে ওরা যেদিকটায় রয়েছে সেদিকটা ধরেই ছুটে আসছে বোট দুটো। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওরা। ওগুলোর কোর্স আন্দাজ করে সাঁতরে আরও দশ গজ এগিয়ে, বারো ফুট নীচে নামল। সার্চলাইটের আলো কাছে চলে আসছে।

প্রপেলার আর ইঞ্জিনের আওয়াজ পানির তলায় চারগুণ বেশি লাগছে কানে। গড়িয়ে চিৎ হলো ওরা, অপেক্ষা করছে। নীচ থেকে ইনলেটের সারফেসে তাকিয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছে

ঠাণ্ডা পানির উপর দিয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে সার্চলাইটের আলো।

তারপরই বোটের ছায়াঘন খোল ঝট করে ওদের মাথার উপর চলে এল। প্রকাণ্ড প্রপেলার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওটাকে, পিছনে ফেলে যাচ্ছে ফেনা আর রাশি রাশি বুদ্‌বুদের তীব্র আলোড়ন। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগনেটিক স্পিড সুইচে চাপ দিল রানা আর মুরল্যান্ড, শক্ত করে চেপে ধরল যে যার হ্যান্ডেল, তারপর টগবগ করে উথলান পানিতে মিশে গিয়ে পিছু নিল প্যাট্রল বোটের।

বোটের স্পিড মাত্র চার নট, আঠারো নয়, কাজেই খুব সহজেই ওটার পিছনে থাকতে পারছে ওরা। তবে কোথায় যাচ্ছে বা নিজেদের সামনে কী আছে তা দেখতে পাচ্ছে না। ভাগ্যগুণেই বলতে হবে, বিক্ষুব্ধ পানির ভিতর দিয়ে একটা স্টার্ন লাইট দেখতে পেল রানা, বাধ্য হয়ে সেটার উপরই স্থির রাখল দৃষ্টি।

ইনলেটের সারফেস থেকে ছয় ফুট নীচে রয়েছে ওরা। বোট দুটোকে পরবর্তী দু'মাইল অনুসরণ করল। দ্রুত ব্যাটারি খরচ হয়ে যাচ্ছে, কে জানে নালা আর স্কাইক্যারে ফেরার পথে সমস্যায় পড়তে হবে কিনা।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' কমিউনিকেটরের মাধ্যমে জানতে চাইল রানা।

'পরিষ্কার,' জবাব দিল মুরল্যান্ড।

'মনিটরে দেখতে পাচ্ছি প্রায় দু'মাইল চলে এসেছি। আবার ঘোরার সময় হয়ে আসছে বোটের। যখনই বুঝব ডানে বা বাঁয়ে বাঁক নিতে শুরু করেছে, কয়েক মিনিটের জন্যে নিরাপদ গভীরতায় নেমে যাব আমরা।'

'ঠিক আছে,' শান্ত সুরে বলল মুরল্যান্ড।

খানিক পরেই ১৮০-ডিগ্রি বাঁক নিতে শুরু করল প্যাট্রল

বোট। আরও বিশ ফুট নীচে নেমে এসে অপেক্ষায় রইল ওরা, যতক্ষণ না দূরে মিলিয়ে গেল সার্চলাইটের আভা। তারপর ধীরে ধীরে, সাবধানে, ফিন ছুঁড়ে উঠতে শুরু করল, জানা নেই শিপইয়ার্ডের ঠিক কোথায় মাথা তুলতে যাচ্ছে।

চারটে বিশাল ডক, ইনলেটের এক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম ডকের কাছ থেকে মাত্র পঁচাত্তর গজ দূরে পানির উপর মাথা তুলল ওরা। প্রকাণ্ড ভাসমান শহর সবচেয়ে কাছের ডকে নোঙর ফেলেছে, বাকি দৈত্যাকার জাহাজগুলোও সমান্তরাল তিনটে ডকের পাশে বাঁধা। রাতের আকাশে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছে ওগুলো। নীচ থেকে তাকাচ্ছে বলে রানা আর মুরল্যান্ডের চোখে আরও বিরাট দেখাচ্ছে প্রতিটি জাহাজ।

'এ কি সত্যি, না স্বপ্ন দেখছি?' বিড় বিড় করল মুরল্যান্ড, চোখ রগড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না,' ফিসফিস করল ও।

'কোনটা থেকে শুরু করব?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'জাহাজগুলোর কথা আপাতত ভুলে যাও। প্রথমে আমরা শিপইয়ার্ডের অফিসে তল্লাশি চালাব। তবে তার আগে ডাইভ গিয়ার খোলার জন্যে একটা নিরাপদ জায়গা দরকার।'

'তোমার ধারণা ডক্টরকে জাহাজেই রাখা হয়েছে?'

'ধারণা...হ্যাঁ।'

'ডকের তলা দিয়ে এগোতে পারি আমরা,' বলল মুরল্যান্ড। 'তারপর তীর বরাবর ছড়িয়ে থাকা পাথরে গা ঢাকা দিলাম।' হাত তুলে বিরাট ডক পাইলিং-এর মাঝখানটা দেখাল সে। 'ডানদিকে কিছু অন্ধকার শেড দেখা যাচ্ছে, আশা করা যায় ওগুলোর একটায় ঢুকে ড্রেস বদলাতে পারব।'

ড্রেস বদলে কমলা রঙের ওভারঅল পরবে ওরা, হুবহু আমেরিকান কয়েদীদের ইউনিফর্ম। স্পাই স্যাটেলাইটের তোলা

ছবি এনলার্জ করে দেখা গেছে ডেসটিনির শিপইয়ার্ডে এই ইউনিফর্ম পরেই কাজ করছে শ্রমিকরা।

বোতাম টিপে ডিরেকশন ফাইন্ডারে একটা প্রোগ্রাম ঢোকাল রানা, তারপর মনিটরটা ফেস মাস্কের সামনে তুলল। চোখের সামনে ফুটে উঠল ডক-এর পাইলিং, যেন উজ্জ্বল সূর্যের নীচে শুকনো জমিনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও।

বিরাট সব পাইপ আর ইলেকট্রিকাল টিউবের উপর দিয়ে এগোচ্ছে ওরা, তীর থেকে এসে ডকের শেষ মাথায় মিলিত হয়েছে ওগুলো। হাজার হাজার আলোর আভা এত উজ্জ্বল, ওরা যেন লাস ভেগাস এয়ারপোর্টের পাশে রয়েছে, দৃষ্টিসীমা বেড়ে একশো ফুটকেও ছাড়িয়ে গেল।

মসৃণ পাথর ছড়ানো তলার উপর দিয়ে সাঁতরাচ্ছে রানা, একটু পিছনে আর পাশে রয়েছে মুরল্যান্ড। একসময় তলদেশটা উপরে উঠে আসতে শুরু করল। অগভীর পানিতে থামল ওরা, শুয়ে আছে।

ডক পাইলিং থেকে বেশি দূরে নয়, ছোট একটা কংক্রিট প্ল্যাটফর্ম দেখতে পেল ওরা, সেটা থেকে ধাপগুলো উপর দিকে উঠে গেছে। প্ল্যাটফর্মের উপরে নিঃসঙ্গ একটা বালব জ্বলছে, আলোটা পড়ছে ছোট কয়েকটা দালানের সামনে। ওগুলোকে চিনতে পারল রানা, স্যাটেলাইট ফটোয় দেখেছে, টুলশেড। তবে টুলশেডের দুই পাশ অন্ধকারে ঢাকা।

'কী রকম দেখছ?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'ফাঁকা,' জবাব দিল রানা। 'তবে অন্ধকারে কেউ ওত পেতে বসে আছে কিনা বলতে পারছি না।'

রানা থামতেই মুরল্যান্ডের স্পেকট্রাল ইমেজ স্কোপে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল, কাছাকাছি টুলশেডের একপাশে। সাবধান করার জন্য রানার একটা কাঁধ ধরল সে। পরমুহূর্তে দু'জনেই ওরা দেখতে পেল একজন গার্ডকে, কাঁধে অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র

নিয়ে বেরিয়ে এল আলোয়, নীচে একবার তাকিয়ে প্ল্যাটফর্মটা দেখল। আধ ডোবা অবস্থায় পড়ে থাকল ওরা, এক চুল নড়ছে না, ডক পাইলিং আংশিক আড়াল করে রেখেছে।

গার্ডকে বিরক্ত দেখাচ্ছে। সন্দেহজনক কেউ কখনও ধরা পড়েনি, তাই একঘেয়েমির শিকার। কার খেয়েদেয়ে কাজ নেই এখানে আসবে, কাছাকাছি শহরটা যেখানে একশো মাইল দূরে? তা ছাড়া, এখানে পৌঁছাতে হলে আন্দেজ পর্বতমালা আর কয়েকটা গ্লেসিয়ারকে টপকাতে হবে, কাজেই কার দায় পড়েছে...

অলস পায়ে টুলশেডের পাশের ছায়ায় হারিয়ে গেল গার্ড।

লোকটা তখনও অন্ধকারে অদৃশ্য হয়নি, ফিন হাতে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে এসেছে রানা আর মুরল্যান্ড, প্রপালশান ভেহিকেল ওদের বগলের নীচে। ধাপ বেয়ে তরতর করে উঠে পড়ল উপরে, আলোর উজ্জ্বলতা থেকে সরে গেল দ্রুত।

প্রথম শেডের দরজায় তালা নেই। ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। একটাই মাত্র জানালা, মেঝে থেকে ক্যানভাসের একটা ব্যাগ তুলে সেটার সামনে ঝুলিয়ে দিল মুরল্যান্ড।

এতক্ষণে ডাইভ লাইট জ্বালল রানা, রশ্মিটা শেডের চারদিকে ঘোরাল। জায়গাটা মেরিন হার্ডওয়্যারে বোঝাই। বাক্স ভর্তি তামা আর ক্রোমের তৈরি নাট-বল্টু, স্ক্রু, বোল্ট ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। শেলফে সাজানো রয়েছে কুণ্ডলী পাকানো ইলেকট্রিকাল তার আর কেইবল। ক্যাবিনেটে দেখা গেল মেরিন পেইন্টের গ্যালন ক্যান।

'সবই দেখছি খুব সাজানো-গোছানো,' বলল মুরল্যান্ড।

'অভ্যাসটা জার্মান পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে।'

দ্রুত হাত চালিয়ে ডাইভ ইকুইপমেন্ট আর ড্রাই সুট খুলে ফেলল ওরা। চেস্ট প্যাক থেকে কমলা ইউনিফর্ম বের করে ইনসুলেটেড আন্ডারওয়্যারের উপর পরে নিল, পায়ে বুটের বদলে

পরল রাবার সোল লাগান ক্যানভাস শু।

'একটা কথা,' বলল মুরল্যান্ড।

'বলো।'

'ধরো, ডেসটিনি সদস্যদের ওভারঅলে নাম কিংবা নম্বর লেখা আছে, স্যাটেলাইট ক্যামেরায় ধরা পড়েনি, তা হলে কী হবে?'

'সমস্যাটা আগে দেখা দিক, তখন ভাবা যাবে।'

শিপইয়ার্ডের ফটো ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখছে মুরল্যান্ড। ডেসটিনির করপোরেট অফিসে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথটা পেয়ে গেল সে। পাশে দাঁড়িয়ে গ্লোবালস্টার ফোনের নম্বর টিপছে রানা।

## চার

ওয়াশিংটন, ওয়াটারগেট।

নুমা চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের বাড়ির পরিবেশে আশ্চর্য উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়েছে। ফায়ারপ্লেসে শান্ত আগুন জ্বলছে। তিন কোনা করে সাজানো তিনটে সোফায় বসে আছেন তিন ভদ্রলোক, সামনে কাঁচের টেবিলে আধ খালি কফি পট আর কাপসহ একটা ট্রে।

মাথায় তুষার ধবল চুল, পঁচাশি বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর সিআইএ-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রিচার্ড স্টাব।

ভদ্রলোক একটা গল্প শোনাচ্ছেন ওঁদেরকে, যে গল্প আগে কখনও বলা হয়নি।

অ্যাডমিরাল কুর্ট উলখেনস্টাইন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান নৌ-বাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ইউ-বোটের ক্যাপটেন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৪৫-এর জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে বোটসহ আত্মসমর্পণ করেন ভেরাক্রুজ, মেক্সিকোয়। যুদ্ধের পর মার্শাল প্ল্যান-এর আওতায় মার্কিন সরকারের কাছ থেকে একটা লাইব্রেরি শিপ কেনেন উলখেনস্টাইন, সেই থেকে পরবর্তী চল্লিশ বছর সাফল্যের সঙ্গে কমার্শিয়াল শিপিং ব্যবসা চালিয়েছেন, অবসর নেওয়ার সময় তাঁর বহরে ছিল সাঁইত্রিশটা সমুদ্রগামী জাহাজ। ভদ্রলোক মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন, বসবাস করেন সিয়াটলে।

'আপনি বলছেন,' খুক খুক করে দু'বার কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন রিচার্ড স্টাব, 'বার্লিনের সেই বাংকারে হিটলারের পোড়া অবশিষ্ট খুঁজে পায়নি রাশিয়ানরা।'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন উলখেনস্টাইন। 'পোড়া দেহাবশেষ পাওয়া যায়নি। আডলফ হিটলার আর ইভা ব্রাউনের শরীর পাঁচ ঘণ্টা ধরে পুড়েছিল। রাইখ চ্যান্সেলারির চারপাশে বিধ্বস্ত যানবাহন থেকে উদ্ধার করে আনা গ্যালন গ্যালন গ্যাসলিন দিয়ে ভেজানো হয় শরীরগুলো। তার আগে একটা গভীর গর্তে শোয়ানো হয় ওগুলো। বাংকারের বাইরে গর্তটা তৈরি হয় একটা সোভিয়েত শেল পড়ায়।

'আগুনটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্বলতে থাকে। একসময় শুধু খানিকটা ছাই আর খুদে দু'এক টুকরো হাড় ছাড়া আর কিছু দেখার মত ছিল না। এরপর বিশ্বস্ত এসএস অফিসাররা ওই ছাই আর হাড় একটা ব্রোঞ্জের বাক্সে ভরে ফেলে। কিছুই বাদ দেয়া হয়নি, খুঁটে খুঁটে ছাই আর হাড়ের প্রতিটি কণা তুলে বাক্সে রাখা

হয়। এরপর বিমান হামলার সময় নিহত বেশ কিছু নারী-পুরুষের লাশ গর্তটায় ফেলা হয়, হিটলারের কুকুর ব্লন্ডিকে সহ। ব্লন্ডিকে মারা হয় জোর করে সায়ানাইড ক্যাপসুল খাইয়ে, পরে এই সায়ানাইড ক্যাপসুল হিটলার আর ইভা ব্রাউনও খেয়েছিল।'

জর্জ হ্যামিলটনের দৃষ্টি উলখেনস্টাইনের মুখে স্থির হয়ে আছে। 'মাটি খুঁড়ে গর্তের ওই লাশগুলোই রাশিয়ানরা পেয়েছিল,' বললেন তিনি।

সাবেক ইউ-বোট কমান্ডার মাথা ঝাঁকালেন। 'রাশিয়ানরা পরে দাবি করে বটে যে ডেন্টাল রেকর্ড পরীক্ষা করে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে গর্তে পাওয়া দুটো লাশ ছিল হিটলার আর ব্রাউনের, তবে সত্যি কথাটা ঠিকই জানত নিজেরা। পঞ্চাশ বছর ধরে এই মিথ্যেটা চালিয়ে গেছে তারা, ওদিকে স্টালিনসহ অন্যান্য সোভিয়েত কর্মকর্তারা বিশ্বাস করতেন হিটলার হয় স্পেনে নয়তো আর্জেন্টিনায় পালিয়েছে।'

'ছাইটুকু কী হলো?' জানতে চাইলেন স্টাব।

'রাশিয়ান আর্মি তখন শহরের মাঝখানে ঢুকে পড়ছে, চারদিকে মুহূর্তে মুহূর্তে বিস্ফোরিত হচ্ছে সোভিয়েত শেল, এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে বাংকারের কাছাকাছি ল্যান্ড করেছিল হালকা একটা প্লেন। দ্রুত টেক অফ করার জন্যে যেই প্লেনটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছে পাইলট, এসএস অফিসাররা ছুটে গিয়ে ব্রোঞ্জের বাক্সটা কার্গো কমপার্টমেন্টে তুলে দিয়েছে। কোনও কথাবার্তা হয়নি, ইঞ্জিনের শক্তি বাড়িয়ে দিয়ে রানওয়ে ধরে প্লেন ছুটিয়ে শহরের উপর ছড়িয়ে পড়া কালো ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় পাইলট।

'রিফুয়েলিঙের জন্যে ডেনমার্কে থামে সে, তারপর নর্থ সি পেরিয়ে নরওয়ের বারজেন-এ চলে যায়। ওখানে পৌঁছে বাক্সটা ক্যাপটেন এডমান্ড মাউয়ের-এর হাতে তুলে দেয় পাইলট। এই ক্যাপটেন বাক্সটা নিয়ে ইউ-৬২১ বোটে ওঠে।

'বড় আকারের আরও অসংখ্য বাক্স, নাৎসি পার্টির বিপুল ধন-সম্পদে ঠাসা, হোলি লান্স আর পবিত্র ব্লাড ফ্ল্যাগ সহ, তোলা হয় ইউ-২০১৫ নামে আরেকটা সাবমেরিনে, ওটার কমান্ডার ছিলেন রুডলফ হারগার।'

'এ-সবই মার্টিন বোরম্যান নিউ ডেসটিনি নামে যে প্ল্যান করেছিল তার অংশবিশেষ,' বললেন অ্যাডমিরাল।

চোখে-মুখে সমীহের ভাব নিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন উলখেনস্টাইন। 'আপনি অনেক তথ্যই জানেন, সার।'

'হোলি লান্স আর ব্লাড ফ্ল্যাগ,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'এগুলো কি ইউ-২০১৫ বোটে তোলা হয়?'

'লান্স সম্পর্কে জানেন আপনি?'

'পড়েছি। ইউ.এস. ন্যাভাল একাডেমির ক্লাস প্রজেক্টে এ বিষয়ে লিখেছিও,' জবাব দিলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'বাইবেল থেকে ছড়ানো জনশ্রুতি হলো, টিউবাল কেইন নামে একজন কামার, আদমের সন্তান কেইন-এর উত্তরপুরুষ, ঈশ্বরের পাঠানো একটা উল্কাপিণ্ড থেকে পাওয়া লোহা দিয়ে এই বল্লমটা তৈরি করে। এটা যিশুর ৩০০০ বছর আগেকার একটা সময়।

'পবিত্র লান্সটা টিউবাল কেইনের কাছ থেকে সল-এর কাছে চলে আসে, তারপর ডেভিড আর সলোমনের হাত ঘুরে পৌঁছায় জুডিয়া-র অন্যান্য রাজার কাছে। তারপর একসময় লান্সটা হাতে পান রোমান বীর জুলিয়াস সিজার। শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় লান্সটা তিনি বহন করতেন।

'খুন হবার আগে লান্সটা একজন সেঞ্চুরিয়ানকে দিয়ে যান সিজার, এই সেঞ্চুরিয়ান গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় প্রাণ বাঁচিয়েছিল সিজারের। সেঞ্চুরিয়ানের ছেলে দিয়ে যায় তার ছেলেকে, সে-ও রোমান সেনাবাহিনীতে সেঞ্চুরিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এই সেঞ্চুরিয়ানই পাহাড়ে দাঁড়িয়ে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ হতে দেখে

'বিধি অনুসারে ক্রুশবিদ্ধ সকল অপরাধীকে সূর্য অস্ত যাবার আগেই মৃত ঘোষণা করতে হবে, তারা যাতে পরবর্তী সাবাথ-এর পবিত্রতা নষ্ট করতে না পারে। যিশুর পাশে যে-সব চোর ক্রুশে ছিল তাদের সবার পা ভেঙে দেয়া হয় মৃত্যু ত্বরান্বিত করার জন্যে। কিন্তু যিশুর পালা আসতে দেখা গেল তিনি আগেই মারা গেছেন।

'কবরের কাছে পৌঁছে যিশুর এক পাশে বল্লম দিয়ে ফুটো করে সেঞ্চুরিয়ান, ব্যাখ্যাতীত কারণে সেখান থেকে রক্ত আর পানির স্রোত বেরিয়ে আসে। তারপর যেই মুখ দিয়ে পবিত্র রক্ত বেরিয়ে এল, সেই মুহূর্ত থেকে রক্তাক্ত লান্সটা খ্রিস্টানদের মধ্যে অন্যতম পবিত্র বস্তুতে পরিণত হয়, ট্রু ক্রস আর হোলি গ্রেইল-এর পরেই যার গুরুত্ব।

'লান্সটা চলে আসে রাজা শার্লামেইন-এর কাছে। পরবর্তী হাজার বছর ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে রোমান সম্রাটরা পেয়ে এসেছেন ওটাকে। একসময় হ্যাপসবার্গ সম্রাটদের হাতে পৌঁছায় ওটা, তারপর প্রদর্শনের জন্যে ভিয়েনার রয়াল প্যালেসে রাখা হয়।

'আপনি তা হলে লান্সটার ক্ষমতার কথাও শুনেছেন,' বললেন অ্যাডমিরাল উলখেনস্টাইন। 'সেই গল্প শুনে লান্সটা হাতে পাবার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল হিটলার।'

'কথিত আছে, হোলি লান্সটা যার কাছে থাকবে দুনিয়ার ভাল-মন্দ তার ওপর নির্ভর করবে,' বললেন নুমা চিফ। 'সেজন্যেই অস্ট্রিয়া থেকে লান্সটা চুরি করে হিটলার। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কাছ ছাড়াও করেনি। তার ধারণা ছিল লান্সটা তাকে দুনিয়ার ওপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা এনে দেবে। মৃত্যুর আগে তার শেষ অনুরোধ ছিল লান্সটা যেন শত্রুদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়।'

'আপনি ব্লাড ফ্ল্যাগের কথা বলছিলেন,' স্মরণ করিয়ে দিলেন

রিচার্ড স্টাব। 'ওটা সম্পর্কেও আমার কিছু জানা নেই।'

'১৯২৩ সালে,' বললেন উলখেনস্টাইন, 'মিউনিকের জার্মান সরকারকে ক্যু-র মাধ্যমে উৎখাত করার চেষ্টা চালায় হিটলার। ব্যাপারটা কেঁচে যায়। জনতার ওপর গুলি চালায় আর্মি, বেশ কয়েকজন মারা যায়। হিটলার তখন পালাতে পারলেও, পরে গ্রেফতার করা হয় তাকে। সেবার নয় মাস জেল খাটার সময় 'মেইন ক্যাম্প' লেখে সে।

'ক্যুটা চিরকালের জন্যে মিউনিক পুচ নামে পরিচিতি লাভ করে। জার্মান শব্দ পুচ মানে হলো রাজনৈতিক বিদ্রোহ। একজন হবু বিপ্লবী নাৎসিদের প্রথম দিকের একটা স্বস্তিকা বহন করছিল, তাকে গুলি লাগায় সেটা রক্তে মাখামাখি হয়ে যায়। স্বভাবতই নাৎসি শহীদের রক্তাক্ত প্রতীক হয়ে ওঠে ওই স্বস্তিকা।'

'যাই হোক, নাৎসি ট্রেজার জার্মানি থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে,' বললেন স্টাব। 'পরে আর সে-সবের কোন হদিস পাওয়া যায়নি।'

'আপনার সাবমেরিন ছিল,' জার্মান অ্যাডমিরালকে বললেন নুমা চিফ, 'ইউ-৬৯৯।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন উলখেনস্টাইন। 'আমি ওটার ক্যাপটেন ছিলাম। বেশ কিছু নাৎসি সামরিক অফিসার, পার্টির প্রভাবশালী কর্মকর্তা আর হিটলারের ছাই নিরাপদে লোড করার পর বারজেন থেকে রওনা হই আমি, আমার আগে ছিল ইউ-২০১৫। এখন পর্যন্ত হিটলারের অন্তর্ধান একটা রহস্য হয়ে আছে। শুধুমাত্র মিস্টার স্টাব অনুরোধ করায় গল্পটা আপনাকে আমি শোনাচ্ছি। উনি বলছেন, একটা ধূমকেতু দুনিয়ার জন্যে ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনতে যাচ্ছে। তা যদি সত্যি হয়, আমার মুখ না খোলার শপথ তাৎপর্যহীন হয়ে যায়।'

'এখনই সব শেষ হয়ে গেল বলে কপাল চাপড়াতে রাজি নই,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'আমরা যেটা জানতে

চাই, ডেসটিনি কি সত্যি বিশ্বাস করছে মহাশূন্য থেকে একটা বিপদ এসে দুনিয়াটাকে ধ্বংস করে দেবে? নাকি অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকা খরচ করে জাহাজগুলো অন্য কোন উদ্দেশ্যে বানাচ্ছে তারা?'

'এই হারমানরা ইন্টারেস্টিং একটা ফ্যামিলি,' ভারী গলায় বললেন উলখেনস্টাইন। 'হিটলারের স্টাফের মধ্যে খুবই বিশ্বস্ত ছিল কর্নেল উলরিখ হারমান। সে খেয়াল রাখত হিটলারের যে কোন ইচ্ছে আর অযৌক্তিক আদেশ ঠিক মত পালন করা হচ্ছে কি না। এসএস অফিসারদের নিয়ে একটা এলিট গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল, প্রত্যেকে তারা নাৎসিজমের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, সেই গ্রুপের লিডার ছিল কর্নেল উলরিখ।

'নিজেদেরকে তারা গার্ডিয়ান বলত, শপথ নিয়েছিল প্রাণ দিয়ে হলেও নাৎসি আদর্শকে রক্ষা করবে। তাদের অনেকেই শেষ দিকের যুদ্ধে মারা যায়। বেঁচে যায় মাত্র পঁচিশজন। এই পঁচিশজন এসএস অফিসার তাদের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে ইউ-২০১৫-তে চড়ে পালায়। আমার এক পুরানো ন্যাভাল কমরেড, এখনও বেঁচে আছে, কথা প্রসঙ্গে আমাকে জানিয়েছিল গার্ডিয়ান উলরিখ হারমান নিউ ডেসটিনি নামে মার্টিন বোরম্যানের সূচিত একটা বিশ্ব-ব্যবস্থার নতুন রূপরেখা তৈরি করে।'

'কথাটা সত্যি। ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস নামের আড়ালে সেই পঁচিশটা পরিবার আজও টিকে আছে। শুধু টিকে নেই, দুনিয়ার অর্থনীতির বড় একটা অংশ তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে।'

বৃদ্ধ জার্মান নৌ-অফিসার মৃদু হাসলেন। 'তা হলে ইউনিফর্ম আর প্রপাগাণ্ডা ত্যাগ করে ভক্ত বনে গেছে বিজনেস সুট আর ডলারের?'

'এখন আর নিজেদেরকে তারা নাৎসি বলছে না, মেনিফেস্টোটা বদলে নিয়েছে,' বললেন স্টাব।

'তারা আলাদা একটা সুপার হিউম্যান গোষ্ঠীও তৈরি করেছে,' বললেন জর্জ হ্যামিলটন। 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের সাহায্যে উর্বর মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মাচ্ছে তারা, প্রত্যেকে একেকটা প্রতিভা; এক্সট্রাঅর্ডিনারি ইমিউন সিস্টেমের অধিকারী হওয়ায় বাঁচবেও অনেকদিন।'

পরিষ্কার দেখা গেল শিউরে উঠলেন উলখেনস্টাইন। ম্লান, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাঁকে। 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, না? আমার ইউ-বোটে অনেকগুলো ক্যানিস্টার তোলা হয়, তার মধ্যে একটাকে সারাক্ষণ ঠাণ্ডা করে রাখা হত।' বড় করে শ্বাস নিলেন তিনি। 'সেটার ভেতরে হিটলারের স্পার্ম আর টিস্যু ছিল, নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয় সে আত্মহত্যা করার এক হপ্তা আগে।'

নুমা চিফ আর সিআইএ কর্মকর্তা ধারাল দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

'এ কি আপনি সম্ভব বলে মনে করেন, পঁচিশজন গার্ডিয়ানের পরবর্তী বংশধর সৃষ্টিতে হিটলারের স্পার্ম ব্যবহার করা হয়েছে?' প্রশ্ন করলেন স্টাব।

'আমি জানি না, নার্ভাস হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ উলখেনস্টাইন, জবাব দিলেন থেমে থেমে।

হঠাৎ চাপা একটা কণ্ঠস্বর তাঁদের আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করল কফি টেবিলে পড়ে থাকা একটা ফোনের স্পিকার বাটনে চাপ দিলেন নুমা চিফ।

'হ্যালো, বাড়িতে কেউ আছেন?' রানার পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'হ্যাঁ, আছি,' মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'রোজমেরি পিৎসা টাওয়ার থেকে বলছি। আপনি একটা অর্ডার দিয়েছিলেন?'

'দিয়েছিলাম।'

'আপনি আপনার পিৎসায় সালামি চান, নাকি বিফ?'

'বিফ হলে ভাল হয়।'

'আভনে ঢোকানো হচ্ছে। ডেলিভারি বয় রওনা হলে ফোন করে জানাব। রোজমেরি পিৎসা টাওয়ারকে অর্ডার দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, স্পিকার থেকে ডায়াল টোন বেরুচ্ছে।

নিজের মুখে একবার হাত বুলালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। চোখ তুলে তাকাতে বোঝা গেল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। 'ওরা শিপইয়ার্ডে ঢুকে পড়েছে।'

'এখন ওদের ঈশ্বরের সাহায্য দরকার,' অস্পষ্ট সুরে বিড়বিড় করলেন স্টাব।

'ব্যাপারটা বুঝলাম না,' উলখেনস্টাইন বললেন। 'ওটা কি কোড করা কোন মেসেজ ছিল?'

'এমন ইকুইপমেন্টও আছে,' ব্যাখ্যা করলেন স্টাব, 'স্যাটেলাইট ফোনের কলও ইন্টারসেপ্ট করা যায়।'

'এর সঙ্গে কি ডেসটিনির কোন সম্পর্ক আছে?'

'অ্যাডমিরাল,' উলখেনস্টাইনকে বললেন নুমা চিফ, 'এবার আমাদের গল্পটা শোনাই আপনাকে।'

# পাঁচ

টুলশেড থেকে রানা আর মুরল্যান্ড বেরিয়ে আসতেই দালানটার কোণ থেকে এক লোক স্প্যানিশ ভাষায় হাঁক ছাড়ল ওদের

উদ্দেশে। শান্তভাবে সাড়া দিয়ে হাত নাড়ল রানা, যেন বোঝাতে চাইল হাত খালি।

জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে আরেকদিকে চলে গেল গার্ড।

'কী বলল গার্ড? তুমিই বা কী জবাব দিলে?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'সিগারেট চাইল লোকটা, বললাম আমরা ধোঁয়া গিলি না।'

শিপইয়ার্ডের মূল ভবনগুলো দেখাল মুরল্যান্ড। 'কোনটার দিকে যাব আমরা?'

ডিরেকশনাল কমপিউটার অন করে শিপইয়ার্ডের লেআউটে একবার চোখ বুলাল রানা। তারপর মুখ তুলে ডকের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা বরাবর তাকাল। দু'পাশে কয়েকটা প্রকাণ্ড ওয়্যারহাউস দেখা যাচ্ছে। ওগুলোর উপর টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে রয়েছে বিশতলা একটা দালান। সেদিকে হাত তুলল ও। 'ডানদিকের ওই লম্বা বিল্ডিংটায়।'

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা, সবচেয়ে কাছের সুপারশিপ-এর দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। চাপা গর্জন তুলে দূর থেকে ছুটে এল একটা এগজিকিউটিভ জেট প্লেন। আলো ঝলমলে ভাসমান শহরের এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করল। পানির উপর দিয়ে ভেসে আসছে ইঞ্জিনের আওয়াজ, পাহাড়ের ঢালে বাধা পেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে।

'দুনিয়ার আর কোন শিপইয়ার্ডে এত বড় জাহাজ তৈরি করার সুযোগ নেই,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে বহুদূরে মিলিয়ে যাওয়া জাহাজটার খোলের দিকে।

বো ছাড়া দেখে বোঝার উপায় নেই ওটা একটা জাহাজ। যেন আকাশ ছোঁয়া একটা বহুতল বিল্ডিং। গোটা সুপারস্ট্রাকচার আর্মারড প্লেট আর গ্লাস দিয়ে মোড়া। কাঁচের ভিতর গাছ-পালা, বাগান দেখা যাচ্ছে, খানিক পর পর একটা করে চঞ্চল ফোয়ারা।

ডক আর খোলা ডেকে কয়েক হাজার শ্রমিককে কাজ করতে

দেখল রানা। ত্রিশ কি চল্লিশটা সচল ক্রেন বাক্সভর্তি কার্গো লোড করছে। বিশ্বাস করা কঠিন, ভাসমান এই শহর ইনলেট থেকে সাগরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করা হয়নি।

লুকাবার মত কোন ছায়া নেই কোথাও। চওড়া রাস্তা ধরে অলসভঙ্গিতে হাঁটছে রানা, ওর একটু পিছনে রয়েছে মুরল্যান্ড। মাঝেমধ্যে দু'একজন গার্ড পাশ কাটাচ্ছে, ওদের দিকে দ্বিতীয়বার তাকাচ্ছে না।

রানা খেয়াল করল বেশিরভাগ শ্রমিক ডক আর জাহাজের ডেকে ইলেকট্রিক গলফ-টাইপ কার্ট ব্যবহার করছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে খালি কয়েকটা কার্ট দেখতে পেল ও, একটা ওয়্যারহাউসের সামনে পার্ক করা।

'এটা হাঁটার জায়গা নয়,' একটা কার্টে চড়ার সময় মুরল্যান্ডকে বলল রানা। 'বিনা পয়সায় হাওয়া খেতে হলে তুমিও উঠে পড়ো।' দু'জনেই লক্ষ করল, কার্টের মেঝেতে এটা-সেটা নানা রকম জিনিস পড়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় ডকের প্রবেশ পথ রাস্তা থেকে শুরু হয়ে তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। ডকের পাশে ভাসছে যেন আলোকিত আর সুসজ্জিত একটা হিমালয়। দ্বিতীয় জাহাজটার ডিজাইন করা হয়েছে কৃষিজাত কার্গো বহন করার জন্য। ছোট-বড় হাজার হাজার গাছ তোলা হয়েছে জাহাজটায়। ডকে জমা করা হয়েছে লম্বা সিলিন্ডার আকৃতির কন্টেইনার, গায়ে লেখা 'প্লান্ট সিড'। এক ধারে ফার্ম ইকুইপমেন্টের কনভয় দেখা গেল।

'এসো, বাজি ধরি,' বলল মুরল্যান্ড, 'পরের জাহাজটায় প্রতিটি পশু-পাখি একজোড়া করে তোলা হয়েছে।'

'ধরব না, কারণ জানি হেরে যাব,' জবাব দিল রানা। 'তবে আশা করব মশা-মাছি আর বিষাক্ত সরীসৃপ বাদ দেয়ার সুমতি হয়েছে ওদের।'

বিশতলা বিল্ডিংটার সামনে কার্ট থামাল রানা। কুণ্ডলী

পাকানো ইলেকট্রিক তার, স্ক্রু-ড্রাইভার, টেপ, ওআয়্যার-কাটার, রঙের কৌটা, ব্রাশ ইত্যাদি নিয়ে ধাপ বেয়ে উঠছে ওরা। দুজন সিকিউরিটি গার্ড ভুরু কুঁচকে তাকাল ওদের দিকে।

চেহারায় আপনভোলা সরল হাসি ফুটিয়ে রানা বলল, 'মিস্টার হারমান না কী যেন নাম, পেন্টহাউস স্যুইটের পিছনের দেয়ালের ইলেকট্রিক তার ঠিক আছে কিনা দেখতে পাঠালেন। ফেরার আগে স্যুইটের আরেক পাশে রঙ লাগাবার কাজটা শেষ করব।'

উত্তরে মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল গার্ড দু'জন, ইঙ্গিতে ভিতরে ঢুকতে বলল।

এলিভেটরে উঠে টিভি ক্যামেরা খুঁজল রানা। নেই। সন্দেহ হচ্ছে ওর। গার্ডরা কি খুব সহজে মেনে নিল ব্যাখ্যাটা? মনে হলো, তারা যেন অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য!

'বুদ্ধি খাটাতে হবে,' বলল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মুরল্যান্ড। 'প্ল্যান সি?'

'পাঁচতলায় থামব আমরা গার্ডদের বোকা বানাবার জন্যে, তারা সম্ভবত আমাদের গতিবিধি মনিটর করছে। তবে ভেতরেই থাকব আমরা, এলিভেটর পেন্টহাউসের দিকে উঠে যাবে, সেই ফাঁকে ছাদে উঠে যাব দু'জনে।'

'মন্দ নয়,' বলে পাঁচতলায় থামার জন্য বোতামে চাপ দিল মুরল্যান্ড।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তোমার কাঁধে দাঁড়াতে দাও আমাকে, আমি সিলিঙে উঠে যাই।' তবে নড়ছে না ও। ক্যামেরা দেখতে পায়নি ঠিকই, তবে রানা নিশ্চিত যে এলিভেটরে আড়ি পাতা যন্ত্র লুকানো আছে। শান্তভাবে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছে ও।

যা বোঝার বুঝে নিয়ে নিজের অটোমেটিকটা বের করল মরল্যান্ড। 'উফ্, তুমি খুব ভারী, ভাই!'

'হাত দুটো দাও, আমি তোমাকে টেনে তুলে নিই।' রানার হাতেও একটা কোল্ট .৪৫ বেরিয়ে এসেছে। দরজার দু'দিকে সরে গেল ওরা, এলিভেটরের দুই কোণে সেঁটে থাকল।

থামল এলিভেটর। দরজা খুলে গেল। একই রকম কালো কাভারঅল আর মাথায় কালো স্টকিং ক্যাপ পরা তিনজন গার্ড ছুটে ভিতরে ঢুকে পড়ল, হাতে উদ্যত অস্ত্র, চোখ তুলে তাকিয়ে আছে সিলিঙের খোলা মেইন্টেন্যান্স ডোর-এর দিকে।

তৃতীয় লোকটাকে ল্যাং মারল রানা। প্রথম দু'জনের গায়ে আছড়ে পড়ল সে, ফলে এলিভেটরের মেঝেতে তিনজনের একটা স্তূপ তৈরি হলো।

এরপর ডোর-ক্লোজ বাটনে চাপ দিল রানা, কয়েক ফুট না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, এবার চাপ দিল লাল ইমার্জেন্সি বোতামে, দুটো ফ্লোর-এর মাঝখানে দাঁড় করিয়ে ফেলল এলিভেটরকে।

ইতিমধ্যে অটোমেটিকের বাঁট দিয়ে মাথায় মেরে দুজন গার্ডকে অজ্ঞান করে ফেলেছে মুরল্যান্ড। তৃতীয় লোকটার মাথায় মাজল ঠেকিয়ে কেড়ে নিল তার অস্ত্র।

হিসহিস করে উঠল লোকটা। 'পাখা গজিয়েছে, তাই মরতে এসেছ! তোমরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না!' ইংরেজিতে কথা বলছে সে।

'কে বলল আমরা কিছু করতে চাই?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমরা ডক্টর শাহানা আর তাঁর মেয়েকে নিতে এসেছি। কোথায় তারা?'

সেফটি ক্যাচ অফ করল মুরল্যান্ড, হাতের অস্ত্র এখনও লোকটার কপালের পাশে ঠেকিয়ে রেখেছে।

'তাদেরকে একটা জাহাজে রাখা হয়েছে

'চারটে জাহাজ। কোনটায়?'

'সত্যি বলছি, আমি জানি না।'

'মিথ্যে কথা বলছে,' বলল মুরল্যান্ড। 'তুমি অনুমতি দিলেই ট্রিগার টেনে দিই।'

লোকটার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'উলরিখ হারমানে আছে,' তাড়াতাড়ি বলল সে। 'উলরিখ হারমানে।'

'কোন জাহাজ সেটা?'

'মহাবিপদের পর লোকজনকে যেটা সাগরে নিয়ে যাবে।'

'অত বড় একটা জাহাজে তল্লাশি চালাতে দু'বছর লেগে যাবে,' বলল রানা। 'পরিষ্কার করে জানাও কোথায়, তা না হলে তোমার দুই চোখে গুলি করতে বলব। জলদি!'

'লেভেল সিক্স, কে সেকশন। কোন্ রেসিডেন্সে জানি না।'

রানার ইঙ্গিতে এই লোকটাকেও অজ্ঞান করল মুরল্যান্ড। ঠিক সেই মুহূর্তে গোটা বিল্ডিং জুড়ে একযোগে কয়েকটা অ্যালার্ম বেজে উঠল।

'সেরেছে,' বলল মুরল্যান্ড। 'শহর ছেড়ে পালাতে হলে গুলি চালিয়ে পথ করে নিতে হবে।'

'স্টাইল আর সফিসটিকেশনের সঙ্গে,' বলল রানা, মোটেও উদ্বিগ্ন নয়। 'যা কিছু করবে স্টাইল আর সফিসটিকেশনের সঙ্গে।'

ছয় মিনিট পর লবি লেভেলে থামল এলিভেটর। দরজা খুলে গেল। লবির মেঝেতে অন্তত দুই ডজন লোককে দেখা গেল, প্রত্যেকের হাতের অটোমেটিক অস্ত্র এলিভেটরের ভিতরে তাক করা; হয় মেঝেতে হাঁটু গেড়ে আছে, নয়তো দাঁড়িয়ে।

সিকিউরিটি গার্ডদের কালো কাভারঅল ইউনিফর্ম পরা দু'জন গার্ড, ম্যাচ করা স্টকিং ক্যাপ প্রায় চোখ পর্যন্ত নামানো, মাথার উপর হাত তুলে ইংরেজি আর স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার শুরু করল। 'গুলি কোরো না! দুজন অনুপ্রবেশকারীকে খুন করেছি আমরা।' এরপর কমলা রঙের কাভারঅল পরা দুটো লাশের পা ধরে টানতে শুরু করল। লবির মার্বেল পাথরের

মেঝেতে বের করে আনল ওগুলোকে। 'ভেতরে ওদের আরও বন্ধু আছে,' উত্তেজিত গলায় বলল রানা। 'দশ তালায় ব্যারিকেড তৈরি করেছে তারা।'

'রোমিঙ্গো কোথায়?' গার্ডদের লিডার জানতে চাইল।

মুখে এমন ভঙ্গিতে হাত বুলাল রানা, যেন ঘাম মুছল। তারপর আঙুল তুলে উপর দিকটা দেখাল। 'তাকে রেখে আসতে হয়েছে। গোলাগুলির সময় আহত হয়েছে সে। জলদি একজন ডাক্তার পাঠাও।'

ভাল ট্রেনিং পেয়েছে, দ্রুত দু'ভাগ হয়ে গেল সিকিউরিটি ফোর্স। একদল এলিভেটরের দিকে ছুটল, আরেক দল ইমার্জেন্সি ফায়ার এস্কেপের দিকে।

এলিভেটর থেকে বের করা লাশ দুটোর পাশে ঝুঁকে পড়ল রানা আর মুরল্যান্ড, তল্লাশি চালাবার ভান করছে। তারপর সুযোগ বুঝে শান্ত ভঙ্গিতে মেইন ডোর দিয়ে বেরিয়ে গেল লবি থেকে।

'বিশ্বাস হচ্ছে না বিপদটা কাটাতে পেরেছি,' বলল মুরল্যান্ড। আরেকটা কার্ট খুঁজে নিয়ে ডকের দিকে রওনা দিয়েছে ওরা, যেখানে নোঙর ফেলে আছে উলরিখ হারমান।

'দু'জন অনুপ্রবেশকারী খুন হয়েছে শুনে খুশিতে আত্মহারা, আমাদের চেহারা ভাল করে দেখার কথাটা ভাবেনি।'

প্রথম ডকটা পেরুচ্ছে ওরা। ক্রেনের ডগায় ঝুলে থাকা কাঠের কয়েকটা বাক্সকে এড়াবার জন্য ঘন ঘন ব্রেক কষতে হলো রানাকে। শ্রমিকরা যে যার কাজে এত মগ্ন, খেয়ালই করছে না ওদেরকে।

খালি একটা লোডিং র‍্যাম্প দেখে সেদিকে বাঁক নিল রানা, লম্বা গ্যাঙওয়ে ধরে হাঁটার ইচ্ছে নেই। র‍্যাম্পের পাশেই কার্গো জড়ো করা হয়েছে। লাল কাভারঅল পরা এক লোককে দেখে মনে হলো লোডিং সাপ্লাই আর ইকুইপমেন্টের দায়িত্বে আছে।

'তাড়াতাড়ি,' লোকটাকে বলল রানা। 'লেভেল সিক্স, কে সেকশনে আমাদের একটা ইমার্জেন্সি আছে। কোন্ দিক দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারব?'

কালো ইউনিফর্ম চিনতে পারল লোকটা, জানে শিপইয়ার্ডের সিকিউরিটি গার্ডরা পরে। 'তোমরা জানো না?'

'ডাঙা থেকে মাত্র ট্র্যান্সফার হয়ে এসেছি,' বলল রানা। 'তা ছাড়া, উলরিখ হারমান আমাদের পরিচিত জাহাজ নয়।'

হাত তুলে একটা প্যাসেজ দেখিয়ে দিল লোডিং ম্যানেজার। 'ডান দিকের দ্বিতীয় এলিভেটরে চড়তে হবে। নামতে হবে ডেক ফ্লোর ফোরে। এরপর ট্রামে চড়ে সোজা চলে যাবে কে সেকশনে। অফিসে ঢুকে কোন্ রেসিডেন্সে যাবে জানালে ওরা দেখিয়ে দেবে।'

'আমরা আমেরিকান বিজ্ঞানী আর তাঁর মেয়ের কাছে যাব।'

'তারা কে বা কোথায় আছে আমি জানি না। কে সেকশনে পৌঁছে চিফ সিকিউরিটি অফিসারকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

ধন্যবাদ দিয়ে কার্ট ছেড়ে দিল রানা।

'এখন পর্যন্ত বেশ ভালই করছি বলতে হবে,' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড। 'ওহ্-হো, তোমাকে অভিনন্দন জানান হয়নি, দোস্ত! খেটে খাওয়া মানুষের কমলা সুটের বদলে কালো সিকিউরিটি ইউনিফর্ম বেছে নেয়ার বুদ্ধিটা সত্যি দারুণ ছিল।'

'ফাঁদ থেকে বেরুবার আর কোন উপায় মাথায় আসেনি তখন।'

ট্রামে উঠে সুন্দরী এক তরুণীর পাশে বসে পড়ল মুরল্যান্ড। তার দিকে ফিরে হাসল মেয়েটি। 'তোমাকে আমেরিকান বলে মনে হচ্ছে,' বলল সে, কথায় স্প্যানিশ টান স্পষ্ট।

'কী করে বুঝলেন?'

'আমাদের সিকিউরিটির প্রায় সবাই ইউএস আর্মির লোক

'আপনি হারমান ফ্যামিলির একজন সদস্যা, নরম বিনয়ের

সুরে বলল মুরল্যান্ড।

'ভুল বললে।' হাসল মেয়েটি। 'আমরা সবাই ডেসটিনি পরিবারের মেম্বার। আমি এরিকা ফ্রেড।'

আলাপটা জমে উঠেছে, এইসময় দরজার কাছ থেকে বেরসিকের মত বলল রানা, 'এখানে নামতে হয়, ববি।'

ট্রাম থামতে রানার পিছু নিয়ে নেমে পড়ল মুরল্যান্ড। 'এবার কোনদিকে, হে?'

'আগে জাহাজের মাঝখানে পৌঁছাই চলো,' বলল রানা। 'তারপর সাইন দেখে কে সেকশনের দিকে যাব। সিকিউরিটি অফিসটাকে মহামারীর মত এড়িয়ে চলতে হবে।'

করিডর ধরে যেন অনন্তকাল হাঁটছে ওরা, পাশ কাটাচ্ছে নম্বর লাগানো অসংখ্য দরজাকে, আসবাব-পত্র সাজানো শুরু হওয়ায় কয়েকটার কবাট খোলা। প্রতিটি দরজার পিছনে একটা করে প্রশস্ত স্যুইট দেখতে পাচ্ছে ওরা।

কী কারণে এগুলোকে রেসিডেন্ট বলা হচ্ছে বোঝা গেল। প্ল্যানটা হলো ধূমকেতু আছড়ে পড়ার পর যতদিন না বসবাস করার উপযোগী হয় পৃথিবী ততদিন এই সব স্যুইটের বাসিন্দারা এখানে যাতে আরাম-আয়েশের সঙ্গে অপেক্ষা করতে পারে। ত্রিশ ফুট পরপর দেয়ালে পেইন্টিং ঝুলছে, প্রতি একজোড়া দরজার মাঝখানে।

এক মিনিটের জন্য থেমে একটা ল্যান্ডস্কেপ পরীক্ষা করল মুরল্যান্ড। টানা হাতে করা শিল্পীর সইটা খুঁটিয়ে দেখল। 'এটা ভ্যান গগ হতে পারে না,' গলায় সন্দেহ নিয়ে বলল সে। 'হয় জাল করা হয়েছে, নয়তো রিপ্রোডাকশান।'

'এটা জেনুইন,' বলল রানা। হাত তুলে দেয়ালের বাকি ছবিগুলো দেখাল। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে নাৎসিরা এ-সব লুঠ করেছিল।'

'যেন জানত মহামূল্যবান এই সম্পদগুলো তাদেরকেই রক্ষা

করতে হবে!'

মুরল্যান্ডের কথার সূত্র ধরে রানা ভাবছে, নাৎসিদের এই পরিবারগুলো এতটা নিশ্চিতভাবে জানল কীভাবে দ্বিতীয়বার এসে ধূমকেতুটি আঘাত করবে পৃথিবীকে? এবারও তো না-ও লাগতে পারে, যেমন নয় হাজার বছর আগে লাগেনি?

আপাতত এর কোন উত্তর নেই, তবে ডক্টর শাহানা আর তার মেয়েকে নিয়ে নিরাপদে শিপইয়ার্ড ত্যাগ করতে পারলে ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবে ও।

করিডর ধরে প্রায় আধ মাইল হাঁটার পর 'সিকিউরিটি, কে সেকশন' লেখা একটা দরজাকে দ্রুত পাশ কাটাল ওরা। আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর রিসেপশন এরিয়ায় পৌঁছাল।

জায়গাটাকে ফাইভ-স্টার হোটেলের লবি বলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। একটা পেইন্টিঙে নূহ নবীর নৌকা দেখা যাচ্ছে, সেটার নীচে ফেলা টেবিলে সবুজ কাভারঅল পরা একজোড়া তরুণ-তরুণীকে বসে থাকতে দেখা গেল।

'আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে,' নরম সুরে বলল রানা। 'ডক্টর শাহানা আর তাঁর মেয়েকে জাহাজের অন্য অংশে সরিয়ে নিয়ে যাব।'

ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখল মেয়েটি। মুরল্যান্ডের দিকেও তাকাল একবার। 'তাকে সরানো হবে, এ-কথা আমাকে আগে কেন জানান হয়নি?'

'আমাকেই তো হুকুম করা হলো মাত্র দশ মিনিট আগে।'

'এই হুকুমটা আমাকে যাচাই করে দেখতে হবে,' কর্তৃত্বের সুরে বলল মেয়েটি।

'আরও ভাল হয় আমার বসকে জিজ্ঞেস করুন,' বলল রানা। 'আসছেন তিনি।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'বেশ।'

'তার আগে আপনি জানাতে পারেন কোথায় তাঁকে রাখা

হয়েছে,' বলল রানা। 'তা হলে তাঁকে সরাবার প্রস্তুতি নিতে পারি আমরা।'

'তোমরা জানো না?' মেয়েটার চোখে সন্দেহ।

'কী আশ্চর্য, জানলে আপনাকে জিজ্ঞেস করি!'

একটু নরম হলো সেকশন লিডার মেয়েটি। 'ডক্টর শাহানাকে তোমরা কে-সাতাশে পাবে। তবে সই করা অর্ডার ছাড়া আমি চাবি দিতে পারব না।'

'এখনই ভেতরে ঢোকার দরকার নেই,' বলল রানা। 'আমরা দরজার বাইরে অপেক্ষা করব।' মুরল্যান্ডের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটা ধরল রানা, যে পথে এসেছে সেটা ধরেই ফিরছে।

দ্রুত পা চালিয়ে করিডরে ফিরে এল ওরা। 'যা করার তাড়াতাড়ি,' বলল রানা। 'ইতিমধ্যে সিকিউরিটির লোকজন নিশ্চয়ই জেনে ফেলেছে কোথায় থাকতে পারি আমরা।'

কে-সাতাশের সামনে পৌঁছে একজন গার্ডকে দেখতে পেল ওরা। লোকটাকে তালগাছ বললেই হয়। মুরল্যান্ড তাকে বলল, 'তোমার ছুটি।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল লোকটা। 'আমার ডিউটি শেষ হতে এখনও দু'ঘণ্টা বাকি।'

'তোমার ভাগ্য ভাল, আমাদেরকে সময়ের আগে পাঠান হয়েছে।'

'তোমাদেরকে আমার পরিচিত মনে হচ্ছে না,' চোখে-মুখে অস্বস্তির ভাব নিয়ে বলল গার্ড।

'তোমাকেও আমরা চিনতে পারছি না।' এরপর ফিরে যাওয়ার ভান করল মুরল্যান্ড। 'বাদ দাও। তোমার ডিউটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডাইনিং রুমে অপেক্ষা করি...'

হঠাৎ সুর পাল্টাল গার্ড। 'না, না, ছুটি পেলে ভালই হয়, দু'ঘণ্টা ঘুমাতে পারব।' আর কিছু শোনার অপেক্ষায় না থেকে রওনা হয়ে গেল সে।

এলিভেটরটা করিডরের শেষ মাথায়, গার্ড সেটার ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতেই স্যুইটের দরজায় প্রচণ্ড একটা লাথি মারল রানা। ছিটকিনি ভেঙে খুলে গেল কবাট। ভিতরে ঢুকে ওরা দেখল বারো কি তেরো বছরের ছোট একটি মেয়ে কিচেনে দাঁড়িয়ে গ্লাসের দুধে চুমুক দিচ্ছে, পরনে নীল কাভারঅল। হাত থেকে খসে কার্পেটে পড়ে গেল গ্লাসটা।

বেডরুম থেকে ছুটে বেরিয়ে এল ডক্টর শাহানা, মাথার পিছনে রাশি রাশি কালো চুল প্রকাণ্ড হাত পাখার মত ছড়িয়ে পড়েছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে, চোখে বিস্ময় আর অবিশ্বাস নিয়ে দেখছে ওদের দু'জনকে।

খপ করে তার হাঁত ধরল রানা। মেয়েটিকে একটানে কার্পেট থেকে তুলে নিল মুরল্যান্ড।

'কথা বলার সময় নেই,' রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করল রানা। 'চলুন, পালাই!'

'এক সেকেন্ড!' শরীরটা মুচড়ে রানার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটল শাহানা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এল সে, বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছে ছোট একটা অ্যাটাশে কেস।

করিডর ধরে ছুটতে ছুটতে এলিভেটরের সামনে এসে থামল চারজনের দলটা। বোতামে চাপ দিল রানা। বিশ সেকেন্ড পর এলিভেটরের দরজা খুলে গেল।

ভিতরে লাল কাভারঅল পরা তিনজন শ্রমিক রয়েছে—ডকে নয়, এরা কাজ করে জাহাজের ভিতর। শ্রমিকদের সঙ্গে রয়েছে হলুদ কাভারঅল পরা একজন সুপারভাইজারও।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হচ্ছে, এই সময় চারদিক থেকে একাধিক অ্যালার্ম বেজে ওঠার আওয়াজ ভেসে এল।

'ববি, ইউনিফর্মগুলো দরকার,' এলিভেটর নামতে শুরু করতে বিড় বিড় করল রানা। 'শাহানা, মেয়ের চোখে হাতচাপা দিন

রানা আর মুরল্যান্ডের হাতে ভোজবাজির মত অস্ত্র বেরিয়ে এল।

ছয় মিনিট পর। ওরা তিনজন লাল কাভারঅল পরেছে, রানা পরেছে হলুদ। একটা কার্ট চালাচ্ছে ও, সাবধানে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোচ্ছে। ট্রাম ধরবে।

চারপাশে রুদ্ধশ্বাসে ছুটোছুটি করছে সিকিউরিটি গার্ডরা, অবশ্য ওদের দিকে কারও মনোযোগ নেই। এক হাতে কার্টের হুইল ধরে আরেক হাত পকেটে ভরল রানা। গ্লোবালস্টার ফোনটা বের করল আবার।

প্রথম রিঙটা তখনও থামেনি, স্পিকারের বাটনে চাপ দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ইয়েস?'

'রোজমেরি পিৎসা থেকে বলছি। আপনার অর্ডার রওনা হয়ে গেছে।'

'বাড়িটা ঠিকমত খুঁজে পাবেন তো?'

'আসলে পিৎসা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগে আমরা পৌঁছাতে পারব কিনা সন্দেহ আছে।'

'আশা করব তাড়াতাড়ি পৌঁছাবার চেষ্টা করবেন আপনারা,' বললেন অ্যাডমিরাল, কণ্ঠস্বর থেকে উত্তেজনার ভাবটা চেপে রাখলেন। 'এখানে ক্ষুধার্ত লোকজন অপেক্ষা করছেন।'

'ট্রাফিক হেভি। সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'আমি একটা আলো জ্বেলে রাখছি।' টেলিফোন রেখে দিলেন অ্যাডমিরাল, চেহারা থমথম করছে। উলখেনস্টাইনের দিকে তাকালেন। 'এরকম হেঁয়ালি করার জন্যে দুঃখিত।'

'আমি কিছু মনে করছি না,' বৃদ্ধ জার্মান জবাব দিলেন।

'কী অবস্থায় আছেন ওঁরা?' জানতে চাইলেন স্টাব।

'ভাল নয়,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ডক্টর শাহানা আর তাঁর মেয়েকে পেয়েছে ওরা, তবে বোধহয়

শিপইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসতে কঠিন বাধার মুখে পড়তে যাচ্ছে। ট্রাফিক হেভি মানে হলো ডেসটিনির সিকিউরিটি ফোর্স পিছু নিয়েছে ওদের।'

'এর মানে তো ওখান থেকে ওঁরা বেরুতেই পারবেন না!' হতাশ কণ্ঠে বললেন স্টাব।

## ছয়

প্ল্যাটফর্ম থেকে ধীর গতিতে রওনা হলো ট্রাম। খানিক পর স্পিড বেড়ে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলে দাঁড়াল। ডব্লিউ স্টেশনে কিছু প্যাসেঞ্জার উঠল, কিছু নামল। প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে গার্ড দেখা যাচ্ছে, লোকদের আইডি চেক করছে তারা। তবে ট্রামে উঠছে না কেউ।

এক স্টেশনে ভাগ্য বেঁকে বসল, কালো ইউনিফর্ম পরা ছয়জন সিকিউরিটি গার্ড উঠল ট্রামের শেষ কারে, প্যাসেঞ্জারদের আইডেনটিফিকেশন ট্যাগ পরীক্ষা করছে–ওটার অস্তিত্ব এইমাত্র খেয়াল করল রানা, লোকেরা যে যার ট্যাগ ব্রেসলেটের সঙ্গে কবজিতে পরে আছে। নিজেকে তিরস্কার করল ও, আগে জানলে সুপারভাইজার আর লেবারদের কবজি থেকে ব্রেসলেটগুলো খুলে নিতে পারত ওরা।

রানা আরও লক্ষ করল, লাল আর হলুদ কাভারঅল পরা লোকজনকে বেশি সময় ধরে পরীক্ষা করছে গার্ডরা।

'ধীরে ধীরে এদিকে এগিয়ে আসছে ওরা,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল

মুরল্যান্ড। গার্ডদেরকে দ্বিতীয় কারে ঢুকতে দেখল সে। এই ট্রামে মাত্র পাঁচটা কার।

'প্রথম কারে চলো, সাবধানে,' নিচু গলায় নির্দেশ দিল রানা।

প্রথমে থাকল মুরল্যান্ড, তার পিছনে মেয়ে শ্রেয়াকে নিয়ে শাহানা, সবশেষে রানা।

'ওরা শেষ কারে পৌঁছাবার আগে পরের স্টেশনটা চলে আসতে পারে,' বলল মুরল্যান্ড। 'তবে কী হয় বলা যায় না।'

'এত সহজে কি আমরা নামতে পারব?' বলল রানা, গম্ভীর। 'ওরা হয়তো ওখানেও অপেক্ষা করছে।' ওদেরকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে এল ও। কার-এর সামনে ছোট একটা কন্ট্রোল-ক্যাব রয়েছে, জানালায় কাঁচ লাগানো।

কাঁচে নাক ঠেকিয়ে ভিতরে তাকাল রানা। আলো, বোতাম, সুইচ আর লিভারসহ একটা কনসোল দেখা যাচ্ছে, তবে কোনও ড্রাইভার বা ইঞ্জিনিয়ার নেই। ট্রামটা পুরোপুরি অটোমেটিক। দরজা খোলার চেষ্টা করে লাভ হলো না, তালা দেওয়া।

কনসোল প্যানেলের সিম্বল আর মার্কিংগুলো খুঁটিয়ে দেখল রানা। বিশেষ করে একটার উপর চোখ আটকে গেল ওর। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে বাড়ি মারল জানালার কাঁচে। হতচকিত শ্রমিকদের গ্রাহ্য না করে সদ্য তৈরি গর্তের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল, তারপর হাতল ঘুরিয়ে দরজার তালা খুলে ফেলল।

এতটুকু বিরতি না নিয়ে ক্যাবের ভিতরে ঢুকল রানা, হাত বাড়িয়ে প্রথম পাঁচটা টগল্ সুইচ-এর প্রথমটাকে ঘুরিয়ে দিল। এই সুইচগুলোই ট্রামটার ইলেকট্রনিক কাপলিংগুলোকে সংযুক্ত করে রেখেছে।

এরপর কমপিউটার রিসেট করল ও, যেটা ট্রামের স্পিড নিয়ন্ত্রণ করছে।

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তৃপ্তি এনে দিল। সামনের কার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল পিছনের চারটে কার, পিছিয়ে পড়ছে দ্রুত।

যদিও প্রতিটি কারের নিজস্ব পাওয়ার সোর্স আছে, তবে প্রথম কারের চেয়ে ওগুলোর প্রিসেট স্পিড কম। সিকিউরিটি গার্ডরা অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকল, শিকার দূরে সরে যাচ্ছে দেখেও করার কিছু নেই তাদের।

চার মিনিট পর রানাদের কার ওয়াই স্টেশনকে পাশ কাটাল, প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত প্যাসেঞ্জার আর সিকিউরটি গার্ডরা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল।

রানা অনুভব করল ঠাণ্ডা একটা হাত ওর তলপেট খামচে ধরেছে, আর মুখের ভিতরটা যেন শুকনো পাতায় ঠাসা। মরিয়া হয়ে ভয়ঙ্কর একটা জুয়া খেলছে ও, জেতার সম্ভাবনা বলতে গেলে শূন্য। ঘাড় ফিরিয়ে শাহানার দিকে তাকাল।

একটা সিটে বসে মেয়েকে একহাতে জড়িয়ে রেখেছে শাহানা, আরেক হাতে এখনও শক্ত করে ধরে আছে অ্যাটাশে কেসটা, চোখে-মুখে আশ্চর্য একটা বিষণ্ণতা। হেঁটে এসে তার সামনে দাঁড়াল রানা।

'এই বিপদ আমরা কাটিয়ে উঠব, শাহানা,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ও। 'আমার ওপর ভরসা রাখুন, পানি আর পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঠিকই আপনাদেরকে পার করে নিয়ে যাব আমি।'

মুখ তুলে তাকাল শাহানা, জোর করে ক্ষীণ একটু হাসল। 'গ্যারান্টি দিচ্ছেন?'

'ফুলপ্রুফ,' বলল রানা, নিজের ভিতর আশ্চর্য একটা শক্তি অনুভব করছে।

এরপর বাচ্চা মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'কী নাম তোমার?'

'শ্রেয়া,' বলল সে, ভয়ে বড় বড় হয়ে আছে চোখ।

'বড় করে শ্বাস নিয়ে ঢিল দাও পেশিতে,' নরম সুরে বলল রানা। 'আমি রানা, আর ও আমার বন্ধু ববি। আমরা

তোমাদেরকে বহাল তবিয়তে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

রানার কথায় এমন কিছু আছে, মেয়েটির চোখ-মুখ থেকে আতঙ্ক আর উদ্বেগ মিলিয়ে গেল, সেখানে এখন শুধু স্বাভাবিক একটু অস্বস্তি।

নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা, সঙ্গে দুজন মেয়ে থাকায় পালাবার জন্য গোলাগুলি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

আধ মিনিট পার হলো। ফিরে এসে কন্ট্রোল কেবিনে ঢুকল রানা, দেখল জাহাজের পিছনের অংশে পৌঁছাচ্ছে ওরা, দূরে ডক দেখা যাচ্ছে। সামনের ট্র্যাক ক্রমশ বাঁকা পথ ধরে ডকের দিকে এগিয়েছে।

বাঁক নিয়ে নিশ্চয়ই আবার ফিরতি পথ ধরবে ট্রাম, তারমানে ওই বাঁকের কাছেই কোথাও জেড স্টেশনটা। সন্দেহ নেই, সিকিউরিটি গার্ডরা অপেক্ষা করছে ওখানে।

'কারের স্পিড কমাচ্ছি,' বলল রানা। 'আমি বলা মাত্র লাফ দিয়ে নেমে পড়তে হবে। ট্র্যাকের কিনারায় ঘাস আর ফুলগাছ আছে, কাজেই ব্যথা পাওয়ার ভয় নেই। শরীরটা সামনের দিকে গড়িয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। মোট কথা কারও আহত হওয়া চলবে না।'

শ্রেয়ার কাঁধে একটা হাত রাখল মুরল্যাড। 'আমরা একসঙ্গে নামব। আমাকে তুলোর বস্তার মত ব্যবহার করতে পারবে তুমি।'

কন্ট্রোল রিসেট করল রানা, সঙ্গে সঙ্গে কারের স্পিড কমে গেল। স্পিড স্কেলে লাল কাঁটাটা ১০-এর ঘরে আসতেই চাপা গলায় নির্দেশ দিল ও, 'হ্যাঁ, এইবার! নেমে পড়ো সবাই!'

ইতস্তত করছে রানা, নিশ্চিত হতে চাইছে সবাই ওরা ট্রাম থেকে নামতে পেরেছে কিনা। তারপর বোতাম টিপল কয়েকটা, ফলে কাঁটাটা ৬০-এর ঘরে উঠে গেল, অর্থাৎ ট্রাম এখন ঘণ্টায় ষাট মাইল গতি পেতে যাচ্ছে। কন্ট্রোল ক্যাব থেকে বেরিয়েই

খোলা দরজা দিয়ে লাফ দিল রানা।

নরম মাটিতে পা দিয়ে পড়ল, পরক্ষণে শরীরটাকে গড়িয়ে দিল রাশি রাশি বনসাই গাছের উপর দিয়ে; থামার আগে ওগুলোর ডালপালা ভেঙে আর কিছু রাখল না। চোখ-মুখ কুঁচকে সিধে হচ্ছে, ব্যথায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে একটা হাঁটু; তবে অচল হয়ে পড়ার মত কিছু ঘটেনি।

ওর পাশে পৌঁছে গেছে মুরল্যান্ড, ভারসাম্য ফিরে পেতে সাহায্য করছে ওকে। শাহানা আর শ্রেয়ার চোখে-মুখে ব্যথার কোন ছাপ নেই দেখে স্বস্তি বোধ করল রানা। দু'জনেই তারা নিজেদের চুল থেকে মাটি আর পাইন গাছের কাঁটা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত।

ট্রামটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবে একপ্রস্থ সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছে ওরা, নেমে গেছে প্রথম জেটিতে, মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে। না, আশপাশে কোন গার্ড বা অন্য কোন লোকজন নেই।

'কোথায় যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল শাহানা।

'প্লেন ধরতে,' জবাব দিল রানা। 'তবে তার আগে বোটে চড়ে একটু বেড়াব সবাই।'

খপ্ করে শাহানার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল রানা। ঠিক একইভাবে শ্রেয়াকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছে মুরল্যান্ড। সিঁড়ির মাথায় চলে এল ওরা। নীচে এক নম্বর জেটি।

রানার ধারণা, জেড স্টেশনে কারটা না থামলে সিকিউরিটি গার্ডরা ধরে নেবে অনুপ্রবেশকারীরা এখনও লুকিয়ে আছে ওটায়। সিকিউরিটি ডিরেক্টর এরপর আর কোন দ্বিধা না করে নির্দেশ দেবে: ট্রাম সিস্টেমের পাওয়ার সার্কিট বন্ধ করে দাও। সেই সঙ্গে আরেকটা ট্রামকে কারটার পিছু নিতে বলা হবে।

শক্তি হারিয়ে দাঁড়িয়ে পড়া কারে পৌঁছাতে সাত মিনিট সময় নেবে গার্ডরা। ততক্ষণে ছোট্ট দলটিকে নিয়ে রানা যদি জাহাজ

থেকে নেমে যেতে না পারে, কপালে খারাবি আছে।

এক আর দুই নম্বর জেটির মাঝখানে তিনটে বোট বাঁধা রয়েছে। প্রথমটা সেইলবোট, চব্বিশ ফুট লম্বা। দ্বিতীয়টা বিয়াল্লিশ ফুটী কেবিন ক্রুজার। শেষটা চব্বিশ ফুটী ক্লাসিক রানঅ্যাবাউট।

'বড় পাওয়ার বোটে ওঠো,' ওদেরকে বলল রানা।

'ডাইভ গিয়ার ফিরিয়ে আনছি না, না?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'দরকার নেই। শাহানা আর শ্রেয়া পানির নীচে সুবিধে করতে পারবে না।'

'রানঅ্যাবাউটের স্পিড বেশি,' অন্য প্রসঙ্গ তুলল মুরল্যান্ড।

'তা ঠিক,' বলল রানা। 'তবে শিপইয়ার্ড থেকে কোনও বোটকে দ্রুত পালাতে দেখলে সিকিউরিটি গার্ডরা সন্দেহ করবেই। একটা পাওয়ার বোট ধীরগতিতে এগোলে তাদের মনে কোনও প্রশ্ন জাগবে না।'

একজন ডেকহ্যান্ড হোসপাইপ দিয়ে ডেক ধুচ্ছে, এই সময় গট গট করে হেঁটে এসে গ্যাঙওয়েতে দাঁড়াল রানা। 'বাহ্, বোটটা তো দেখছি ভারি সুন্দর,' বলল ও, সারা মুখে হাসি।

'হেহ?' ডেকহ্যান্ড তাকাল ওর দিকে, ইংরেজির একটা বর্ণও বোঝে না।

গ্যাঙওয়ে ধরে আরও কিছুটা উঠল রানা। হাত তুলে কেবিন ক্রুজারের চারদিকটা দেখাল। 'সত্যি, এত সুন্দর বোট সহজে চোখে পড়ে না,' আবার বলল ও, দৃঢ় পায়ে ঢুকে পড়ল ব্রিজ কেবিনে।

পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল ডেকহ্যান্ডও, বোটে অনধিকার প্রবেশের জন্য প্রতিবাদ করছে। তাকে রানা চার দেয়ালের আড়ালে পাওয়া মাত্র চোয়ালে নিরেট একটা ঘুসি মেরে ফেলে দিল ডেকে। তারপর ঝুঁকে দরজার বাইরে উঁকি দিয়ে বলল,

'ববি, লাইন খোলো। ইউ লেডিজ, অল অ্যাবোর্ড।'

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কনসোল ভর্তি ইন্সট্রুমেন্টগুলো দেখল রানা। তারপর চাবি ঘুরিয়ে জোড়া স্টার্টার বাটন টিপল।

নীচের ইঞ্জিন কমপার্টমেন্টে একজোড়া বিরাট ডিজেল ইঞ্জিন সচল হলো। লাইন খোলার আগে ডেকহ্যান্ডকে কাঁধে তুলে নিয়ে ডাঙায় রেখে এল মুরল্যান্ড।

স্টারবোর্ড উইন্ডো খুলে বাইরে তাকাল রানা। সামনের আর পিছনের লাইন খুলে বোটে উঠে আসছে মুরল্যান্ড।

বোট ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে নিয়ে খোলা পানিতে বেরিয়ে এল রানা। এই মুহূর্তে প্রকাণ্ড জাহাজের স্টার্ন ঝুলে আছে ওর উপর। শিফট লিভার ঘোরাল ও, উলরিখ হারমানের গা ঘেঁষে রওনা হলো পাওয়ার বোট। শিপইয়ার্ডকে পিছনে ফেলে ইনলেটে পৌঁছাতে হলে ভাসমান টাইটানকে প্রায় পুরোটা চক্কর দিতে হবে।

আট নট স্পিড সেট করল রানা, যাতে কেউ কিছু সন্দেহ না করে। এখন পর্যন্ত কোন চিৎকার-চেঁচামেচি নেই, কোন বেল বা হুইসেল বাজছে না, কোনও ধরনের ধাওয়া বা সার্চলাইটও চোখে পড়ছে না।

এই গতিতে গোটা সুপারশিপকে পাশ কাটিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পনেরো মিনিট লাগবে ওদের। শিপইয়ার্ডের চোখ ধাঁধান আলোটা এখন এক নম্বর শত্রু। মিনিট তো নয়, যেন পনেরোটা বছর পার করতে হচ্ছে ওদেরকে। মেইন কেবিনের ভিতর রয়েছে ওরা, বাইরে থেকে তাকালেও যাতে কেউ দেখতে না পায়।

'এক-আধটা বার্গার সাধলে আপত্তি করতাম না,' উত্তেজনা হালকা করার জন্য বলল মুরল্যান্ড।

'আমিও,' বলল শ্রেয়া। 'ওরা আমাদেরকে শুধু পুষ্টিকর খাবার খেতে দিয়েছে।'

হাসল শাহানা, যদিও চোখমুখ টান-টান হয়ে আছে। 'আর বেশি দেরি নেই, সোনামণি, যেটা ইচ্ছে হয় খেয়ো।'

হেলম-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। 'আপনাদের সঙ্গে কি খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে?'

'নির্যাতন করা হয়নি,' জবাব দিল শাহানা, 'তবে এরকম গোঁয়ার আর বাজে টাইপের লোক আগে কখনও আমাকে হুকুম করেনি। ওরা আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা খাটিয়ে নিয়েছে। বলা যায় শুধু শুধু।'

'শুধু শুধু মানে?'

'কাজটা এমন কিছু কঠিন নয় যে তারা নিজেরা পারত না,' বলল শাহানা। 'ব্যাপারটা রীতিমত অবাক করেছে আমাকে, এরকম একটা কাজের জন্যে আমাদেরকে কিডন্যাপ করার ঝামেলা আর ঝুঁকি নিল ওরা!'

'কাজটা কি, আরেক চেম্বারের আমিনিস লিপির অনুবাদ?'

'আরেক চেম্বারের নয়। এগুলো লিপির ফটো, তবে এই লিপি ওরা পেয়েছে অ্যান্টার্কটিকায় হারিয়ে যাওয়া একটা শহর থেকে।'

রানার চোখে কৌতূহল। 'অ্যান্টার্কটিকায়? হারানো শহর?'

শাহানা গম্ভীর, মাথা ঝাঁকাল। 'বরফের ভেতর জমে ছিল। নাৎসিরা যুদ্ধের আগে আবিষ্কার করে ওটাকে।'

'সাসনা হাইডেন আমাকে বলেছে তাদের হিসাবে আমিনিসরা ছয়টা চেম্বার বানিয়েছিল।'

'তা আমি জানি না,' বলল শাহানা। 'আমার শুধু মনে হয়েছে আইস সিটিকে বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেটা কী, আমি ধরতে পারিনি।'

'যে লিপি অনুবাদ করতে বাধ্য হলেন, তা থেকে নতুন কিছু জানা গেল?'

কথা বলার সময় শাহানার মধ্যে বিষণ্ন ভাবটা থাকল না।

'প্রজেক্টটা মাত্র শুরু করেছি এই সময় আপনারা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলেন। আমরা কলোরাডো আর সেন্ট পল চেম্বারের লিপি থেকে কী অনুবাদ করেছি জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছে তারা। বিপর্যয়টার পরবর্তী পরিণতি কী, এ-ব্যাপারে আমিনিসদের বর্ণনা জানাটা খুব জরুরী বলে মনে করছে ডেসটিনির কর্মকর্তারা।'

'এর কারণ হলো হারানো শহর থেকে তারা যে লিপি পেয়েছে সেটা ধূমকেতু আঘাত করার আগে খোদাই করা,' চোখ ইশারায় শাহানার ব্রিফকেসটা দেখাল রানা। 'ওটায় কী?'

ব্রিফকেসটায় হাত বুলাল শাহানা। 'অ্যান্টার্কটিক চেম্বারের ফটো। এগুলো আমি ফেলে আসি কীভাবে!'

'আপনার মত মেয়ে আজকাল খুব কমই...' সময় মত নিজেকে সামলে নিল রানা, বলতে যাচ্ছিল–বানানো হয়। তবে শুধু শুনতে অদ্ভুত লাগবে বলে কথাটা অসমাপ্ত রাখেনি, বো-র সামনে দিয়ে একটা বোটকে ছুটতে দেখেছে ও। প্রায় একশো গজ দূরে ওটা, চেহারা দেখে ওঅর্কবোট বলে মনে হলো। গতিতে কোন পরিবর্তন নেই, কোর্সও বদলায়নি। কেবিন ক্রুজারকে নিয়ে ক্রুদের মধ্যে কোন আগ্রহও দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে উলরিখ হারমানের সামনের অংশকে পাশ কাটাতে শুরু করেছে ওদের পাওয়ার বোট। পেশিতে খানিকটা ঢিল দিয়ে আবার শাহানার দিকে ফিরল রানা।

'এখনও একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার নয়,' বলল ও। 'এবার ফিরে এসে ধূমকেতুটি দুনিয়ার সঙ্গে ধাক্কা খাবে, এটা কীভাবে তারা নিশ্চিতভাবে জানছে? নয় হাজার বছর আগে আমিনিসরা বলে গেছে আর সেটাই ওরা বিশ্বাস করছে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল শাহানা। 'আমার কাছে এ-প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।'

'কিন্তু,' রানা মনে করিয়ে দিল, 'আপনিই তো বলেছিলেন

কলোরাডে চেম্বারের স্টার ম্যাপের সঙ্গে বর্তমান সময়ের অ্যাস্ট্রনমিকাল স্টার পজিশন কমপিউট আর কমপেয়ার করে একটা তারিখ বের করতে পেরেছেন, আমিনিস ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে মিলে গেছে সেটা। বলেছিলেন ধূমকেতু আসবেই, আর আমিনিসদের বলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে ব্যবধান এক ঘণ্টারও কম।'

হাসল শাহানা। 'এখানে একটু ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটছে,' বলল সে। 'আমার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর নেই– ডেসটিনি পরিবার শুধু আমিনিসদের কথা বিশ্বাস করছে, নাকি নিজেরাও হিসের কষে ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে?'

'ও, আচ্ছা, বেশ। ধূমকেতু তা হলে আসছেই? আমিনিসদের বলে যাওয়া সময়ের চেয়ে এক ঘণ্টা আগে বা পরে?'

'আসছে তো বটেই,' জবাব দিল শাহানা। 'সময়ের ব্যবধানটাও ঠিক আছে। তবে তারপরও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে, জটিল অঙ্ক না করে তার সমাধান করা যাবে না।'

'আবার কী সমস্যা?'

মাথা নাড়ল শাহানা। 'এখনই কিছু বলা যাবে না,' বলল সে। 'ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। আমার, মিস্টার ল্যারি কিং বা ভিনাসের একার বিদ্যায় কুলাবে না। প্রফেশনাল অ্যাস্ট্রনমারদের সাহায্য নিতে হবে।'

এখনও ওদের স্পিড আট নট। ধীরে ধীরে হুইল ঘুরিয়ে কেবিন ক্রুজারকে দিয়ে বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করাচ্ছে রানা, সেই সঙ্গে উলরিখ হারমানের বোকে ঘিরে ঘুরছে। পিছনে ফেলে আসছে আলো ঝলমলে বোটটাকে।

ডকে এখন অস্বাভাবিক ব্যস্ততা। লাল কাভারঅল পরা শ্রমিকদেরকে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। সিকিউরিটি গার্ডরা তাদের ট্যাগ আর আইডি পরীক্ষা করছে।

ছোট একটা অন্ধকার পাওয়ার বোটকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘুরে গিয়ে কেবিন ক্রুজারের তৈরি ফেনা আর আলোড়িত পানিতে চলে এল সেটা।

উইন্ডশিল্ডের ফ্রেমে ডিরেকশনাল কমপিউটারটা রাখল রানা, রিডিংগুলোয় চোখ বুলাচ্ছে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে নালা হয়ে স্কাইকারের কাছে পৌঁছাতে হবে ওদেরকে।

নালাটা তিন মাইল দূরে। তিন মাইল অনেকটা দূরত্ব। সার্চলাইট, অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র আর হেভি মেশিন গানের বিরুদ্ধে এই বোট অসহায়। ওদের দুজনের কাছে শুধু দুটো হ্যান্ডগান আছে। সন্দেহ নেই প্যাট্রল বোটের সামনে পড়তে হবে ওদেরকে। এতক্ষণ নিশ্চয়ই তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে–চুরি করা একটা পাওয়ার বোট নিয়ে কয়েকজন শত্রু শিপইয়ার্ড থেকে পালাচ্ছে, যে-কোন মূল্যে থামাও!

তবে নিজেকে রানা এই বলে অভয় দিচ্ছে, প্যাট্রল বোটগুলোকে ইনলেটের দূর প্রান্ত পর্যন্ত টহল দিতে দেখেছে ও। ভাগ্য সহায়তা করলে ওগুলোর সামনে না পড়েও নালায় পৌঁছাতে পারবে ওরা। 'ববি!'

সঙ্গে সঙ্গে রানার পাশে চলে এল মুরল্যান্ড। 'দোস্ত?'

'কয়েকটা বোতল খুঁজে বের করো। আছে নিশ্চয়। খালি করো, তারপর দাহ্য পদার্থ যা পাও ভরো। ডিজেল ফুয়েল ঢিমে তালে পোড়ে। গ্যাস কিংবা সলভেন্ট পাও কিনা দেখো।'

'মলোটভ ককটেল,' বলল মুরল্যান্ড, দাঁত বের করে যেন খোদ শয়তান হাসছে। 'সেই কিন্ডারগার্টেন ছাড়ার পর ছুঁড়েছি বলে মনে পড়ছে না।' দুই পা এগিয়ে খসে পড়ল নীচে, আসলে একটা মই বেয়ে ইঞ্জিন কমপার্টমেন্টে নেমে গেল।

বিরতিগুলোয় না থামিয়ে থ্রটল সামনে ঠেলে দেওয়ার ঝোঁকটাকে দমিয়ে রাখছে রানা। ওর বিবেচনা বোধ বলছে; ধীর আর গম্ভীর আচরণই ভাল ফল দেবে। কাঁধের উপর দিয়ে

পিছনে তাকিয়ে পঁচিশ ফুটী রানঅ্যাবাউটটাকে একবার দেখে নিল ও। ওটার বড়সড়, শক্তিশালী আউটবোর্ড মোটর ক্ল্যাম্প দিয়ে স্টার্ন সারফেসে আটকান।

স্পিড বাড়িয়ে কেবিন ক্রুজারের পাশে চলে আসছে বোটটা। শিপইয়ার্ডের আলোয় কালো ইউনিফর্ম পরা মাত্র দু'জন লোককে দেখতে পাচ্ছে রানা। একজন বোট চালাচ্ছে, অপরজন স্টার্নে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে শক্ত করে ধরা একটা অটোমেটিক রাইফেল।

স্টিয়ারিং ধরা লোকটা ইঙ্গিতে নিজের কান দেখাল। কী বলতে চায় বুঝতে পেরে রেডিও অন করল রানা, সেট করা ফ্রিকোয়েন্সি বদলায়নি।

যান্ত্রিক শব্দজটকে ছাপিয়ে উঠল একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর, স্প্যানিশ ভাষায় বলছে, 'থামাও, বোট থামাও!'

'আগে জানাও কেন থামতে বলছ,' জবাব দিল রানা।

'থামো! বোট সার্চ করব। থামো!'

'নীচে নেমে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন ডেকে,' শাহানাকে নির্দেশ দিল রানা।

নিঃশব্দে মেয়েকে নিয়ে ঘুরল শাহানা, মই বেয়ে মেইন কেবিনে নেমে গেল।

বোটের স্পিড কমাল রানা, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, সেফটি ক্যাচ অফ করা পিস্তল বেল্টে গোঁজা। রানঅ্যাবাউট স্টার্নের গার্ড লাফ দিয়ে কেবিন ক্রুজারে আসার জন্য তৈরি হয়ে আছে।

এরপর থ্রটল টেনে ধরল রানা, তবে সামান্য গতি ধরে রাখল। বোট দুটোকে সমান্তরাল রেখায় পেতে চাইছে ও, লোকটা যাতে রেইলিং টপকায় ব্রিজের দরজার সঙ্গে একই লাইনে। সময়ের হিসাবটা নির্ভুল হওয়া চাই। ধৈর্যের সঙ্গে চুপচাপ অপেক্ষা করছে ও।

দুই বোটের মাঝখানের ফাঁকটা পেরুবার জন্য ঠিক যখন লাফ দিতে শুরু করেছে লোকটা, অকস্মাৎ জোড়া থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিল রানা। অকস্মাৎ বেড়ে গেল স্পিড। পরমুহূর্তে থ্রটল দুটো আবার টেনেও নিয়েছে রানা। গতির আকস্মিক উত্থান-পতনে ভারসাম্য হারাল লোকটা, হাত-পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ল কেবিন ক্রুজারের সরু পোর্ট ডেকে।

কেবিন ডোর দিয়ে বেরিয়ে এসে গার্ডের গলায় ডান পায়ের গোড়ালির চাপ দিল রানা, ঝুঁকে ছিনিয়ে নিল তার অটোমেটিক রাইফেল, তারপর সেটার বাঁট দিয়ে ঘাড়ের পিছনে কষে একটা বাড়ি মারল।

রাইফেল সিধে করে নিল রানা, আউটবোর্ডের স্টিয়ারিঙ ধরে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তুলে ফায়ার করল। লাগল না গুলি, কারণ ঝপ করে বসে পড়েছে লোকটা।

হুইলটাকে বনবন করে ঘুরতে দেখল রানা। তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘুরে কেবিন ক্রুজারের কাছ থেকে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে রানঅ্যাবাউট।

আর কিছু দেখার অপেক্ষায় না থেকে পিছিয়ে কেবিনে ফিরল রানা, থ্রটল দুটো সবটুকু ঠেলে দিল। কেবিন ক্রুজারের স্টার্ন পানিতে ডেবে গেল, উঁচু হলো বো, একটু পরেই দেখা গেল কালো পানির উপর দিয়ে বিশ নট গতিতে ছুটছে ওরা।

তবে বিপদ কাটেনি, বলা যায় মাত্র শুরু হয়েছে। রানঅ্যাবাউট দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পর-পরই রানার মনোযোগ কেড়ে নিল প্যাট্রল বোট দুটো। একটা চক্কর শেষ করে ফুলস্পিডে ইনলেটে ফিরে আসছে ওগুলো, সার্চলাইটের চঞ্চল আলো ক্রমশ কেবিন ক্রুজারের দিকে সরে আসছে। প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় আউটবোর্ডের চালক রেডিওর মাধ্যমে একটা নির্দেশ পেয়েছে।

সামনের বোটটা আধ মাইল এগিয়ে রয়েছে। উইন্ডশিল্ড

থেকে রানার দৃষ্টি একটা হিসাব মেলাতে পারছে না, কেবিন ক্রুজারের সঙ্গে সামনের প্যাট্রল বোট ঠিক কোথায় আর কখন ধাক্কা খাবে।

শুধু একটা ব্যাপার পরিষ্কার, প্যাট্রল বোট ওর বোকে পাশ কাটাবে ওরা নালার মুখে পৌঁছাবার আগেই। আর ছয় কি সাত মিনিটের মধ্যে জানা যাবে কার কপালে কী লেখা আছে।

শিপইয়ার্ড থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা। নালার মুখে পৌঁছাতে হলে আরও দুই মাইল পেরুতে হবে।

আউটবোর্ড ক্রুজার প্রায় একশো গজ ডান পাশে চলে এসেছে, তবে এখনও সামান্য একটু পিছিয়ে। সঙ্গীর গায়ে লেগে যেতে পারে, শুধু এই ভয়ে সিকিউরিটি গার্ডরা রাইফেল তুলে গুলি করছে না।

কেবিনে ফিরে এল মুরল্যান্ড, হাতে সলভেন্ট ভর্তি চারটে বোতল। ইঞ্জিন কমপার্টমেন্টে তেল আর গ্রিজের দাগ পরিষ্কার করার জন্য এই সলভেন্ট লাগে, পুরো একটা ক্যান থেকে সবটুকু ঢেলে এনেছে সে। বোতলগুলোর মুখ ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে বন্ধ করা। ফোম লাগান একটা বেঞ্চের উপর সাবধানে রাখল ওগুলো। মাংসল ইটালিয়ান তার কপালের একটা ছোট ক্ষতের চারপাশে হাত বুলাচ্ছে।

'কী হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এক লোককে চিনি, বোট চালাতে জানে না। ইঞ্জিন কমপার্টমেন্টের ভেতর কোথাও বাড়ি খেয়েছি। তারপর একটা পানির পাইপের সঙ্গে ঠুকে গেল কপালটা।' এই সময় হঠাৎ দোরগোড়ার পাশে পড়ে থাকা অজ্ঞান সিকিউরিটি গার্ডকে দেখতে পেল মুরল্যান্ড। 'আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তোমার কাছে দেখছি মেহমান এসেছে।'

'আমন্ত্রণ লিপি দেখাতে পারেনি।'

সরে এসে রানার পাশে দাঁড়াল মুরল্যান্ড, উইন্ডশিল্ড দিয়ে

দ্রুত ছুটে আসা প্যাট্রল বোটটার দিকে তাকাল। 'এদেরকে ওয়ার্নিংশট দিয়ে ভাগানো যাবে না। সঙ্গে প্রচুর অস্ত্র, ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে-কোন একটা অজুহাত পেলেই পানির বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'

'তা হয়তো নয়,' বলল রানা। 'লিপির অর্থ উদ্ধার করার জন্যে ডক্টর শাহানাকে এখনও দরকার তাদের। তাঁকে আর বাচ্চা মেয়েটিকে চড়-থাপ্পড় মারতে পারে, মেরে ফেলবে বলে মনে হয় না।'

'তারমানে তুমি আর আমিই শুধু অতীত ইতিহাস হয়ে যাব?' মুরল্যান্ড হাসছে না।

'তা যাতে না হই, প্ল্যান করেছি তাদেরকে একটা সারপ্রাইজ দেব,' বলল রানা। 'বোটটাকে যথেষ্ট কাছাকাছি আনতে পারলে খানিকটা আগুন ধার দিতাম, নাচানাচি করার জন্যে।'

রানার চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে মুরল্যান্ড। এই পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ লোকের চোখের তারায় পরাজয়ের প্রতিফলন থাকার কথা, কিন্তু সে-ধরনের কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে। দেখতে পাচ্ছে নিজের উপর দৃঢ় আস্থার প্রতিফলন আর প্রত্যাশার অস্পষ্ট চকচকে একটু ভাব। 'ভাবছি ঈশ্বর তোমাকে কী দিয়ে গড়েছেন।'

'তোমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে নিজের খেলনা নিয়ে,' বলল রানা, বন্ধুর কথা যেন শুনতে পায়নি। 'তোমার রডটা ধার দাও আমাকে। তারপর ব্রিজের শেষ মাথায় গিয়ে শুয়ে থাকো, যতক্ষণ গোলাগুলির আওয়াজ না পাও।'

'কে শুরু করবে, ওরা না তুমি?'

রানার চোখে কঠিন দৃষ্টি। 'সেটার কোন গুরুত্ব নেই।'

আর কোন প্রশ্ন না করে নিজের পিস্তলটা রানার হাতে তুলে দিল মুরল্যান্ড। আর জায়গা নেই, তা সত্ত্বেও ইঞ্জিনের কাছ থেকে আরেকটু শক্তি পাওয়ার আশায় থ্রটল দুটোয় চাপ দিল

রানা। কেবিন ক্রুজার নিজের সবটুকু সামর্থ্য নিয়ে ছুটছে, তবে বোটটা তৈরি করা হয়েছে আরামপ্রদ ভ্রমণের জন্য, স্পিড তোলার জন্য নয়।

প্যাট্রল বোটের কমান্ডার ওদের কাছাকাছি হতে ইতস্তত করছে না। খুন-খারাবিতে ট্রেনিং নেয়া আছে তাদের, হাতে অটোমেটিক অস্ত্র আছে, বোটে আছে জোড়া মেশিনগান, কাজেই কেবিন ক্রুজারের লোকেরা এটার উপর হামলা চালাবে এরকম মনে করার কোন কারণ নেই তাদের।

চোখে নাইট গ্লাস সেঁটে দেখেছে সে। ব্রিজের ভিতর মাত্র একজন লোক দাঁড়িয়ে। ভেবেছে একজন লোকের কতটুকুই বা ক্ষমতা! প্রয়োজনের সময় বোট চালাবে, না গুলি?

কেবিন ক্রুজারে তাক করা হলো সার্চলাইট। অন্ধ করা আলোয় ভেসে গেল রানা।

ধীরে ধীরে আরও কাছে চলে এল প্যাট্রল বোট। দূরত্ব এখন মাত্র বিশ ফুট।

তীব্র আলোয় চোখ কুঁচকে, ব্রিজে নিজের পজিশন থেকে, মেশিনগানের পিছনে একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা, ব্যারেলটা সরাসরি ব্রিজ কেবিনের ভিতরে ওর দিকে তাক করে রেখেছে। কেবিনের সামনের খোলা ডেকে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে আরও তিনজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক রাইফেল।

ব্রিজ কেবিনের উল্টোদিকে ওত পেতে থাকায় মুরল্যান্ডকে দেখতে পাচ্ছে না রানা, তবে জানে ওর বন্ধু হয় দেশলাই নয়তো লাইটার হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে, গোলাগুলি শুরু হওয়া মাত্র সলভেন্ট ভর্তি বোতলের সলতেতে আগুন ধরাবে

উত্তেজনায় টান টান একটা সময়।

রানা কাউকে খুন করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেনি। আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই ওর। প্যাট্রল বোটের কমান্ডারের

দিকে তাকিয়ে আছে ও। মুখের সামনে একটা লাউডস্পিকার তুলল সে।

'স্টপ!' যান্ত্রিক গর্জন ভেসে এল। 'না থামলে গুলি করব!'

হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল রানা, নির্দেশটা বুঝতে পেরেছে ও। চট করে একবার চোখ তুলে দেখে নিল নালার মুখ থেকে কতটা দূরে রয়েছে ওরা। এখন এক মাইলেরও কম। দেখে নিল দ্বিতীয় প্যাট্রল বোটকেও। হিসাবটা জানা দরকার পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে ওটার। পাঁচ কি ছয় মিনিট। এরপর রানা চেক করল শিরদাঁড়ার পাশে বেল্টের সঙ্গে পিস্তল দুটো ঠিকমত গোঁজা আছে কিনা।

নির্দেশ শোনার চার কি পাঁচ সেকেন্ড পর থ্রটল টেনে নিল রানা। এখন সেটা অলস পজিশনে। তবে গিয়ার দিয়ে রেখেছে, ফলে বোট পুরোপুরি থেমে নেই।

কেবিনের দরজা পর্যন্ত এল রানা, তার বেশি নয় উজ্জ্বল আলোর মধ্যে মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াল। স্প্যানিশ ভালই জানে, তবে কথা বলল ইংরেজিতে, গলা চড়িয়ে। 'কী চাইছ তোমরা?'

'বাধা দিয়ো না,' হুকুম করল কমান্ডার, এখন এত কাছে যে লাউডস্পিকার রেখে দিয়েছে। 'তোমার বোটে লোক পাঠাচ্ছি।'

'তুমিই বলো কী করে বাধা দেব?' হতাশ ভঙ্গিতে বলল রানা। 'আমার তো আর তোমাদের মত মেশিনগান নেই।'

'বাকি সবাইকে ডেকে বেরিয়ে আসতে বলো!'

হাত দুটো শূন্যে তুলে রাখল রানা, ঘাড় ফেরাল, ভাব দেখাল কমান্ডারের নির্দেশ পালন করছে। তারপর বলল, 'ওরা ভয় পাচ্ছে তুমি ওদেরকে গুলি করবে।'

'আমরা কাউকে গুলি করব না,' জবাব দিল কমান্ডার, গলার সুর ঈল মাছের মত পিচ্ছিল।

'প্লিজ, আলোটা ঘোরাও, অনুরোধ করল রানা। 'শুধু

আমাকে কানা করছ না, মেয়েগুলোকেও ভয় পাওয়াচ্ছ।'

'যেখানে আছ ওখানেই থাকো, নড়বে না,' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল কমান্ডার।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অলস হয়ে গেল ইঞ্জিন, কেবিন ক্রুজারের প্রায় পাশে চলে এল প্যাট্রল বোট। মাত্র কয়েক ফুট দূরে নিজেদের রাইফেল নামিয়ে রাখল দুজন গার্ড, প্যাট্রল বোটের রেইলিঙের উপর দিয়ে বাম্পার ফেলতে শুরু করল।

এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল রানা। এমন কী মেশিন গানের পিছনে দাঁড়ান লোকদের পেশিতেও ঢিল পড়েছে। বিপদের কোন আলামত দেখতে না পেয়ে একজন একটা সিগারেট ধরাল। কমান্ডার আর ক্রুদের নড়াচড়ায় পরিষ্কার বোঝা গেল, কোথাও কোনও হুমকি নেই, পরিস্থিতিটা তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে।

ওদের কাছ থেকে ঠিক এই আচরণই আশা করেছিল রানা। ঠাণ্ডা ভঙ্গিতে, তবে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, হাত দুটো নামাল ও। টান দিয়ে শিরদাঁড়ার দু'পাশ থেকে পিস্তল দুটো সামনে নিয়ে এল। ডান হাতের অস্ত্র তাক করল ফরওয়ার্ড মেশিনগানে দাঁড়ান লোকটার দিকে, বাঁ হাতেরটা তুলল স্টার্নে দাঁড়ান গানারের দিকে। দুটো ট্রিগার এক সঙ্গে টানল ও।

পনেরো ফুট দূর থেকে লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বো-র মেশিনগানার হাঁটু গাড়ল ডেকে, কাঁধে বুলেট লেগেছে। স্টার্নের লোকটা হাত দুটো শূন্যে ছুঁড়ে দিল, হোঁচট খেলো পিছন দিকে, তারপর গানেল টপকে পানিতে পড়ে গেল।

প্রায় একই সময়ে জ্বলন্ত বোতল উড়তে দেখা গেল দুই বোটের মাঝখানে। উল্কার মত কেবিন ক্রুজারের ব্রিজ টপকাল সেগুলো, উড়ে গিয়ে পড়ল প্যাট্রল বোটের কেবিন আর ডেকে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল জানালার কাঁচ। অকস্মাৎ বিস্ফোরিত শিখাগুলো গজরাচ্ছে। আগুন ধরে যাচ্ছে সব কিছুতে। জ্বলন্ত

সলভেন্ট তরল আগুনের মত প্যাট্রল বোটের চারদিকে গড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে পিছন দিকের পুরোটা খোলা ডেক আর কেবিনের অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে গেল লেলিহান শিখায়।

প্রতিটি পোর্ট থেকে আগুনের লাল জিভ বেরিয়ে আছে। জ্যান্ত পুড়ে মরতে হবে বুঝতে পেরে বিনা দ্বিধায় ঠাণ্ডা পানিতে লাফিয়ে পড়ছে ক্রুরা। বো-র আহত গানারও আগুনের ভিতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে ডেক পার হয়ে লাফ দিল পানিতে।

কাপড়ে আগুন ধরে গেছে, শিখাগুলোকে অগ্রাহ্য করে রানার দিকে হিংস্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কমান্ডার, তারপর লাফ দিয়ে পানিতে পড়ার আগে মুঠো করা হাত তুলে শাসাল ওকে।

'ভাগ শালা,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

একটা সেকেন্ডও নষ্ট করল না ও। ব্রিজ কনসোলে ছুটে এসে থ্রটলগুলো পুরোপুরি সামনে ঠেলে দিল, সেই সঙ্গে ফুলস্পিডে নালার দিকে রওনা হয়ে গেল কেবিন ক্রুজার।

ঘাড় ফিরিয়ে প্যাট্রল বোটের দিকে তাকাল রানা। আলোড়িত, উথলানো আগুনে ঢাকা পড়ে গেছে সেটা। কালো ধোঁয়া মোচড় খেয়ে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে, ঢেকে দিচ্ছে আকাশের তারাগুলোকে।

এক মিনিট পর ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হলো, আতসবাজির মত জ্বলন্ত আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ল শূন্যে। স্টার্নের দিক থেকে ডুবছে প্যাট্রল বোট, পিছলে পানিতে নেমে যাচ্ছে ওটার ঢাউস নিতম্ব। তারপর, হু-উ-উ-স করে একটা জোরাল আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল, দপ্ করে নিভে গেল সব জ্বালা।

কেবিনটাকে ঘুরে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল মুরল্যান্ড, সারফেসে ভাসমান জ্বলন্ত আবর্জনার উপর চোখ বুলাল। 'নাইস শুটিং,' মৃদুকণ্ঠে বলল সে।

'গুড থ্রো।'

মাথা তুলে দ্বিতীয় প্যাট্রল বোটটাকে দেখল মুরল্যান্ড, ইনলেট ধরে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে। তারপর একটু ঘুরে তীরের দিকে তাকাল। 'সামনে কঠিন সময়,' বিড়বিড় করল সে।

'এদেরকে বোকা বানানো যাবে না। নিরাপদ দূরত্ব থেকে ইঞ্জিনে গুলি চালিয়ে থামাতে চেষ্টা করবে আমাদেরকে।'

'নীচে মেয়েকে নিয়ে শাহানা রয়েছেন,' মনে করিয়ে দিল মুরল্যান্ড।

'ওদেরকে ওপরে নিয়ে এসো,' বলল রানা। ডিরেকশনাল কমপিউটারে চোখ রেখে নম্বরগুলো দেখছে ও। তারপর কেবিন ক্রুজারকে দক্ষিণ-পশ্চিমে আরও পাঁচ ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিল। দূরত্ব এখন চারশো গজ। ফাঁকটা দ্রুত কমে আসছে। 'ওদেরকে বলো, তীরে ধাক্কা খাওয়া মাত্র বোট ত্যাগ করার জন্যে তৈরি থাকতে হবে।'

'তুমি ফুল স্পিডে পাথরের ওপর তুলে দেবে বোটকে?'

'পাথরে রশি বাঁধব, তারপর ধীরে-সুস্থে তীরে পা দেব, এত সময় কোথায়?'

'আমি গেলাম,' ওর কথায় সায় দিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল মুরল্যান্ড, দ্রুত নেমে গেল নীচে।

দ্বিতীয় প্যাট্রল বোট সরাসরি ছুটে আসছে ওদের দিকে, রানার তীরে পৌঁছানোর ইচ্ছে সম্পর্কে সচেতন নয়। কেবিন ক্রুজারের গায়ে স্থির হলো সার্চলাইটের চোখ-ধাঁধান আলো, যেন মঞ্চে নৃত্যরত নর্তকীকে অনুসরণ করছে একটা স্পটলাইট।

দুটো বোট দ্রুত কাছে চলে আসছে, পরস্পরের দিকে একটা কোণ ধরে ছুটছে ওগুলো। এই সময় রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্যাট্রল বোটের কমান্ডার কোণ বদল করল—সামনে পৌঁছে কেবিন ক্রুজারকে তীরের দিকে যেতে বাধা দিতে চায়।

প্যাট্রল বোটের তুলনায় কেবিন ক্রুজারের স্পিড অনেক কম, কাজেই বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হচ্ছে রানাকে, এই প্রতিযোগিতায়

হারতে হবে। অথচ তারপরও চোখের পাতা না ফেলে হেলম-এ দাঁড়িয়ে থাকল ও, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ঋজু একটা ভঙ্গিতে। লড়াইটা নিঃসন্দেহে একতরফা, তবে আরেক গাল বাড়িয়ে দিতে রাজি নয় ও। পরাজয়ের চিন্তাটা ওর মাথাতে আসেইনি।

অপ্রত্যাশিত একটা সুযোগ দেখতে পেয়ে ঝট্ করে গিয়ার লিভার টানল রানা, কেবিন ক্রুজারকে রিভার্সে চালাবার ইচ্ছে। ফুলস্পিডে ছোটার সময় রিভার্স দেয়া হয়েছে, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল বোট, কাঁপতে কাঁপতে থামল, প্রপগুলো পানিতে প্রবল আলোড়ন তুলে ঘূর্ণি আর ফেনা তৈরি করছে। তারপর পিছু হটতে শুরু করল বোট, চৌকো স্টার্ন সারফেস বুলডোজারের মত পানি সরাচ্ছে।

শাহানা আর শ্রেয়াকে নিয়ে ফিরে এল মুরল্যান্ড। দৃশ্যটা দেখে একাধারে কৌতুক আর কৌতূহল ফুটল তার চোখে, কেবিন ক্রুজারের বো-র সামনে দিয়ে এগোতে যাচ্ছে প্যাট্রল বোট, অথচ ওদের নিজেদের বোট পিছু হটছে দ্রুত। 'ব্যাখ্যা কোরো না। আমাকে আন্দাজ করতে দাও। তোমার ঝাঁঝালো বুদ্ধি আরেকটা প্ল্যান প্রসব করেছে।'

'বুদ্ধি নয়, স্রেফ আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।'

'তুমি আসলে ওটাকে গুঁতো মারবে।'

'আমরা যদি ঠিকমত চাল দিতে পারি,' দ্রুত বলল রানা, 'ওদের নাকগুলো রক্তাক্ত করতে পারব বলে মনে হয়। শোনো, মেঝেতে শুয়ে পড়ো সবাই। নিরেট যা কিছু পাও, আড়াল হিসেবে কাজে লাগাও। কারণ তুমুল একটা বৃষ্টি হবে।'

আর কিছু বলার সময় হলো না। শিকারের উল্টোমুখী গতি সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় দ্বিতীয় প্যাট্রল বোটের কমান্ডার এমনভাবে নিজের কোর্স পরিবর্তন করল যাতে কেবিন ক্রুজারের বোকে দশ ফুটের মধ্যে দিয়ে পাশ কাটাতে পারে সে, তারপর

হঠাৎ থেমে ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি করে উড়িয়ে দেবে শত্রুপক্ষকে। এটা নৌ-বাহিনীর একটা কৌশল, ক্রসিং টি নামে পরিচিত।

হেলম-এর পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে, একটা হাত উপরে তুলল গানারকে ফায়ার ওপেন করার সংকেত দেওয়ার জন্য।

এরপর একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। গিয়ার লিভার ফুল ফরওয়ার্ডে ফিরিয়ে আনল রানা, সেই সঙ্গে গর্জে উঠল মেশিনগান দুটো। পানিতে গর্ত করছে প্রপস, লাফ দিয়ে সামনে ছুটল কেবিন ক্রুজার, গোটা ব্রিজে বুলেট বৃষ্টি হচ্ছে।

উইন্ডশিল্ডের কাঁচ ভেঙে সহস্র টুকরো হয়ে কেবিনের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আগেই লাফ দিয়ে কনসোলের পিছনে চলে এসেছে রানা, শুধু একটা হাত উঁচু করে হেলম-এর নীচের অর্ধেকটা ধরে রেখেছে। এখনও খেয়াল করছে না ওর হাতের পিছন দিকটা উড়ন্ত কাঁচ লেগে চিরে গেছে। তবে একটু পরেই টপটপ করে রক্তের ফোঁটা পড়তে শুরু করল চোখে।

কেবিন ক্রুজারের আপার কেবিন যত্নের সঙ্গে টুকরো টুকরো করা হলো। গানাররা উপর দিকে গুলি করছে ডেকে শুয়ে থাকা আরোহীদের আতঙ্কিত করার জন্য। ব্রিজের ভিতরটা উড়ন্ত আবর্জনায় পরিণত হলো, নাইন মিলিমিটার শেলগুলো নিরেট যা কিছু পাচ্ছে, সব ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে।

প্যাট্রল বোটের কমান্ডার স্পিড কমিয়ে ফেলেছে, গতি হারিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে তারা, ক্লোজ-আপ টার্গেট প্র্যাকটিসে গানাররা মজা পাচ্ছে বেশ। তাদের সন্তুষ্টিকে অপরিণত বলতে হয়, তবে রানার টাইমিং এরচেয়ে নিখুঁত আর হতে পারত না। ওর উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পারেনি কমান্ডার। প্যাট্রল বোট নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার চেষ্টাই করেনি সে, হঠাৎ দেখা গেল প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে ছুটে আসছে কেবিন ক্রুজার, ইঞ্জিন পুরোদমে গজরাচ্ছে।

সংঘর্ষের কর্কশ আওয়াজ হলো, কাঠ আর ফাইবার গ্লাস দুমড়েমুচড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। প্যাট্রল বোটের খোল চিরে দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো মারল কেবিন ক্রুজারের বো। পোর্ট সাইডে কাত হয়ে পড়ল প্যাট্রল বোট, ছিটকে পানিতে পড়া ঠেকাতে শক্ত যা কিছু পাচ্ছে আঁকড়ে ধরছে ক্রুরা। তবে একটু পরেই আবার সিধে হতে শুরু করল বোট।

ধীরে ধীরে সিধে হলো রানাও। গিয়ার লিভার রিভার্সে দিল আবার, প্যাট্রল বোটের খোলে তৈরি বিরাট ফাঁক থেকে পিছিয়ে আনছে কেবিন ক্রুজারকে। ফাঁকটার ভিতর ইতিমধ্যেই প্রবল বেগে পানি ঢুকতে শুরু করেছে। এক কি দুই মুহূর্তের জন্য প্যাট্রল বোট স্থির হওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু কালো পানির প্রবাহ ডেকে উঠে আসায় কয়েক মিনিটের মধ্যে ডুবে গেল ওটা ইনলেটের নীচে তলিয়ে যাওয়ার সময়ও সার্চ লাইটটা জ্বলছে। ঠাণ্ডা পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে ক্রুরা।

'ববি,' ঘরোয়া আলাপের সুরে বলল রানা। 'ফরওয়ার্ড কমপার্টমেন্টটা একবার চেক করো তো।'

একটা হ্যাচ গলে অদৃশ্য হয়ে গেল মুরল্যান্ড, ফিরে এল কয়েক সেকেন্ড পরেই। 'নাকের ফুটো দিয়ে পানি ঢুকছে বোটে। আশা করা যায়, খোদা চাহে তো আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তলিয়ে যাব। বোট না থামালে ডুবতে আরও কম সময় লাগবে।'

'আমাদের থামাও চলবে না আবার ডোবাও চলবে না,' বলল রানা, চোখের দৃষ্টি আটকে আছে ডিরেকশনাল কমপিউটারে। তীর আর নালার মুখ দুটোই পঞ্চাশ গজ দূরে, কিন্তু ডুবন্ত একটা বোটের পক্ষে এই দূরত্ব পার হওয়া অসম্ভব একটা ব্যাপার। কেবিন ক্রুজারের বো ভেঙে পানি ঢুকছে, সামনের দিকে এগোলে পানির প্রবাহ আরও দ্রুত ঢুকবে ভিতরে।

আশ্চর্য একটা শীতলতা আর পরিচ্ছন্নতার ভিতর কাজ শুরু করল মাথা, সংকটের মুহূর্তে বরাবর যেমনটি করে, সম্ভাব্য

প্রতিটি বিকল্প বিবেচনা করে দেখছে। সমাধান পাওয়ার পরে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল ঠোঁটের কোণে। কেবিন ক্রুজারকে রিভার্সে চালাতে শুরু করল ও, ফলে পানিতে ডেবে গেল স্টার্ন, উঁচু হলো বো। পানি ওঠার সমস্যা থেকে বাঁচা গেল আপাতত।

'ডেকে বেরিয়ে কিছু ধরে শক্ত হও,' নির্দেশ দিল রানা। 'পাথরে ধাক্কা খাওয়ার সময় ঝাঁকিটা খুব জোরাল হবে।'

'ডেকে বেরুব?' জিজ্ঞেস করল শাহানা, ভাবছে ভুল শুনেছে।

'হ্যাঁ। তীরে ভেড়ার সময় বোট যদি উল্টে যায়, ডেকে থাকলে লাফিয়ে আপনারা পানিতে পড়তে পারবেন।'

মা আর মেয়েকে প্রায় খেদিয়ে ডেকে বের করে আনল মুরল্যান্ড, কেবিনের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বসাল তাদেরকে। দু'জনেই যে-যার একটা করে হাত তুলে রেইলিং আঁকড়ে ধরেছে। ওদের মাঝখানে বসল মুরল্যান্ড, দু'জনের একটা করে কবজি শক্ত মুঠোয় ভরে অপেক্ষা করছে। ভয়ে বরফের মত জমে গেছে শাহানা, তবে মুরল্যান্ডের নিরুদ্বিগ্ন চেহারা দেখে নিজেকে সাহস যোগাতে উৎসাহিত হলো শ্রেয়া। সে ভাবছে, এই ববি মুরল্যান্ড আর হেলমে দাঁড়ান মাসুদ রানা ওদেরকে এ পর্যন্ত ভালই নিয়ে এসেছেন। প্রতিশ্রুতি অনুসারে নিশ্চয় ওদেরকে বাড়িতেও নিরাপদে পৌঁছে দেবেন।

পিছু হটে তীরে ভিড়ছে কেবিন ক্রুজার। তীরের কাছাকাছি মাথাচাড়া দিয়ে আছে অসংখ্য বোল্ডার, সেগুলোকে এড়াতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রানা। সাদা ফেনায় প্রায়ই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ওগুলো, ফলে ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে কয়েক গুণ।

হঠাৎ কর্কশ ধাতব আওয়াজ উঠল। একটা প্রপেলার বাড়ি খেয়েছে ডুবো পাথরের সঙ্গে। শুধু ভাঙেনি, বিচ্ছিন্ন হয়ে বোট থেকে খসে পড়েছে সেটা। সেই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল ইঞ্জিন। আরও পাথর পাশ কাটাল। প্রতি মুহূর্তে ধাক্কা আর

ঝাঁকি খাচ্ছে বোট। বাধ্য হয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। পাথুরে তীর আর মাত্র দশ গজ দূরে।

ছোঁ দিয়ে ডিরেকশনাল কমপিউটার তুলে নিয়ে ব্রিজ ডোরের দিকে ছুটল রানা। 'নামো সবাই!' গলা চড়িয়ে বলল ও। এক হাতে পেঁচিয়ে ডেক থেকে তুলে নিল শ্রেয়াকে, অভয় দিয়ে হাসল। 'দুঃখিত, ইয়াং লেডি, তবে মইয়ের অপেক্ষায় আমরা সময় নষ্ট করতে পারি না।' রেইলিং টপকাল ও, শ্রেয়াকে নিয়ে ঝুপ করে নেমে পড়ল কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে, সারফেস থেকে চার ফুট নীচে তলায় ঠেকেছে ওর পা।

শ্যাওলায় ঢাকা পিচ্ছিল পাথরের উপর দিয়ে শুকনো তীরের দিকে এগোচ্ছে রানা, জানে শাহানাকে নিয়ে ওর ঠিক পিছনেই আছে মুরল্যান্ড।

পানি থেকে উঠে এসেই শ্রেয়াকে ছেড়ে দিয়ে ডিরেকশনাল কমপিউটার চেক করল রানা, নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে ওদের সেই পরিচিত নালাতেই পৌঁছেছে কিনা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। কয়েক মিনিট হাঁটলেই ওদের স্কাইকারটা পাওয়া যাবে।

'আপনি আহত হয়েছেন,' বলল শাহানা। কাস্তে আকৃতির চাঁদ আর নক্ষত্রের আলোয় রানার হাতের উল্টো দিকে রক্ত দেখতে পেয়েছে সে। 'বেশ বড় আর গভীর মনে হচ্ছে ক্ষতটা।'

'কাঁচ দিয়ে কেটেছে,' বলল রানা, গুরুত্ব দিতে চাইছে না।

নিজের লাল কাভারঅলের ভিতর একটা হাত ভরল শাহানা, টেনে খুলে আনল ব্রা, তারপর রক্তের ধারা বন্ধ করার জন্য রানার হাতে বাঁধতে শুরু করল।

'এ-ধরনের ব্যান্ডেজ আগে কখনও দেখিনি, ডাক্তার সাহেব!' নিঃশব্দে হেসে বিড়বিড় করল রানা।

'এরকম একটা পরিস্থিতিতে,' বলল ডাক্তার, প্রান্ত দুটো দিয়ে শক্ত একটা গিঁট বাঁধল, 'এর বেশি কিছু করা গেল না।'

'কারও কোন অভিযোগ নেই,' বলে একটা ছায়ামূর্তির দিকে

ফিরল রানা। 'তোমার এদিকের খবর সব ভাল তো, ববি?'

শ্রেয়ার একটা হাত ধরে আছে মুরল্যান্ড। 'রক্তে অ্যাড্রেনালিনের মাত্রা এখনও খুব বেশি।'

'তা হলে চলো,' বলল রানা। 'আমাদের প্রাইভেট প্লেন অপেক্ষা করছে।'

# সাত

নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটন আর সিআইএ কর্মকর্তা রিচার্ড স্টাব রানার পরবর্তী মেসেজ পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছেন, তবে চেহারা দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

ফায়ারপ্লেসের আগুন নিস্তেজ হয়ে এসেছে, অথচ উঠে গিয়ে সেটাকে নেড়েচেড়ে বাড়ানোর কোন আগ্রহ বোধ করছেন না অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। লম্বা একটা সিগার ধরিয়ে সিলিঙের দিকে নীলচে ধোঁয়া ছাড়ছেন। স্টাবের মত তিনিও এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে অ্যাডমিরাল উলখেনস্টাইনের গল্প শুনছিলেন যে গল্প উলখেনস্টাইন গত ৫৬ বছর কাউকে বলেননি।

'আপনি বলছিলেন, অ্যাডমিরাল,' তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন নুমা চিফ, 'যুদ্ধের বেশ কয়েক বছর আগেই অ্যান্টার্কটিকায় অভিযান চালাবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিল নাৎসিরা।'

'হ্যাঁ। প্রেরণার উৎস কী ছিল বলতে পারব না, তবে অ্যান্টার্কটিকাকে নিয়ে বরাবরই একটা মোহ ছিল হিটলারের। তার স্বপ্ন ছিল ওখানে লোকবসতি আর সামরিক ঘাঁটি গড়ে

তুলবে। ওই কন্টিনেন্ট এক্সপ্লোর করার জন্যে ক্যাপটেন আলফ্রেড শ্রোয়েডারকে কমান্ডার বানিয়ে বড় একটা অভিযানে পাঠানো হয়। একটা জার্মান এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারকেও পাঠানো হয়েছিল। শ্রোয়েডারের লোকেরা আড়াই লাখ বর্গমাইল এলাকার ওপর দিয়ে প্লেন নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, এরিয়াল ফটো তুলেছে এগারো হাজার।'

'এ-ধরনের অভিযানের গুজব আমার কানেও এসেছে,' বললেন হ্যামিলটন। 'তবে আসলে কী ঘটেছিল জানি না।'

'পরের বছর স্কি লাগানো প্লেন নিয়ে যায় শ্রোয়েডার–বরফে যাতে ল্যান্ড করতে পারে। সঙ্গে একটা এয়ারশিপও ছিল। এবার তারা সাড়ে তিন লাখ বর্গমাইল কাভার করে, মার্কার হিসেবে প্রতি ত্রিশ মাইল অন্তর স্বস্তিকা আঁকা পতাকা ফেলে ল্যান্ড করে দক্ষিণ মেরুতে, ঘোষণা করে ওটা নাৎসিদের এলাকা।'

'তেমন কিছু কি আবিষ্কার করতে পেরেছিল?' জানতে চাইলেন স্টাব।

'হ্যাঁ, পেরেছিল,' জবাবে বললেন উলখেনস্টাইন। 'এরিয়াল ফটোয় বেশ কিছু বরফ-মুক্ত এলাকা দেখা যায়। জমাট বাঁধা লেক, আইস সারফেস চার ফুটেরও কম পুরু কাছাকাছি অল্প কিছু ঘাস আর আগাছারও আভাস পাওয়া যায়। তবে চমকে ওঠার মত ব্যাপার হলো, তাদের ফটোয় আরও দেখা গেছে বরফের নীচে ভাঙাচোরা কিছু দাগ, যেগুলোকে রাস্তা ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না।'

নুমা চিফের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। জার্মান ইউ-বোট কমান্ডারের দিকে উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি বললেন, 'অ্যান্টার্কটিকায় জার্মানরা সভ্যতার প্রমাণ পেয়েছিল?'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল উলখেনস্টাইন। 'নাৎসি অভিযাত্রীরা ন্যাচারাল আইস কেইভ দেখতে পায় ওগুলো এক্সপ্লোর করার সময় প্রাচীন একটা সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পায়

তারা। এই আবিষ্কার অ্যান্টার্কটিকায় প্রকাণ্ড একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ঘাঁটি গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে নাৎসিদের। গোটা ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়।'

'কিন্তু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ওপরে একটা ঘাঁটি তৈরি করার কী কারণ?' জানতে চাইলেন স্টাব।

'হারানো শহরটার কোনও গুরুত্ব ছিল না। গুরুত্ব আইস কেইভটার। বরফের একটা মাঠের নীচে ওই গুহা পঁচিশ মাইল লম্বা, শুরু হয়েছে প্রাচীন শহরটা থেকে, আর শেষ হয়েছে একটা জিয়োথারমাল লেকের কিনারায়। ওই লেকটার আকার হলো একশো দশ বর্গমাইল। ঘাঁটি বানাবার জন্যে এরচেয়ে সুরক্ষিত জায়গা দুনিয়ার বুকে আর আছে?'

'আপনি ওই ঘাঁটিতে ছিলেন...কতদিন?' জানতে চাইলেন স্টাব।

'দু'মাস। তারপর আমি আমার ইউ-বোট আর ক্রু নিয়ে মার ডি প্লাটা ন্যাভাল বেসে চলে যাই।'

'সেটা যুদ্ধের কতদিন পরের কথা?'

'তিনমাস তিন হপ্তা।'

'তারপর কী হলো?'

'আমি আমার ইউ-বোট মেক্সিকোর ভেরাক্রুজে, নেভির হাতে তুলে দিই। খালি অবস্থায়। এরপর ব্রিটিশ আর আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা আমাকে ইন্টারোগেট করে ছয় হপ্তা। অবশেষে বাড়ি ফেরার জন্যে মুক্তি দেয়া হয় আমাদেরকে।'

'আর ইউ-২০১৫?' নুমা চিফ জানতে চাইলেন।

'ওটার কথা বলতে পারব না। হারগারের সঙ্গেও পরে কখনও আর দেখা হয়নি আমার।'

'শুনলে আপনি হয়তো বিস্মিত হবেন যে,' বললেন নুমা চিফ, 'একটা মার্কিন নিউক্লিয়ার সাব মাত্র কয়েকদিন আগে

২০১৫-কে অ্যান্টার্কটিকায় ডুবিয়ে দিয়েছে।'

উলখেনস্টাইনের চোখ দুটো সরু হলো। তবে তিনি কিছু বলার আগেই ফোনটা বেজে উঠল আবার।

স্পিকার অন করলেন জর্জ হ্যামিলটন, ভয় পাচ্ছেন–কী না কী শুনতে হয়। 'ইয়েস?'

'শুধু নিশ্চিত করছি,' রানার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'পিৎসা আপনার দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে, হেভি ট্রাফিকের ভেতর দিয়ে রেস্তোরাঁয় ফিরে আসছে ডেলিভারি বয়।'

'জানাবার জন্যে ধন্যবাদ,' অ্যাডমিরাল বললেন, কণ্ঠস্বরে স্বস্তির লেশমাত্র নেই।

'আশা করি প্রয়োজন হলে আবার আপনি পিৎসার অর্ডার দেবেন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' যোগাযোগ কেটে দিলেন নুমা চিফ। 'খবর হলো,' সাবধানে বললেন তিনি, 'প্লেনের কাছে পৌঁছেছে ওরা, আকাশেও উঠেছে।'

'যাক, তা হলে নিরাপদেই ফিরতে পারছেন ওঁরা!' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন রিচার্ড স্টাব।

ধারণাটা বাতিল করে দিয়ে মাথা নাড়লেন নুমা চিফ। 'হেভি ট্রাফিকের কথা বলে রানা বোঝাতে চেয়েছে সিকিউরিটি ফোর্সের প্লেন ওদেরকে ধাওয়া করেছে। এর মানে হলো, হাঙরকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এসে ব্যারাকুডার সামনে পড়ে গেছে ওরা।'

অটোমেটিক গাইডেন্স সিস্টেমের সাহায্যে রাতের আকাশ চিরে উপরে উঠছে ওদের মোলার স্কাইকার। পাহাড় থেকে নেমে আসা গ্লেসিয়ারের উপর চলে আসছে ওরা, পিছিয়ে পড়ছে নিও নাৎসিদের শিপইয়ার্ড আর নূহ নবীর অনুসরণে তৈরি করা জাহাজগুলো। পুনটা এনট্রাডায় অপেক্ষা করছে নুমার জাহাজ, বাঁক নিয়ে সেদিকে রওনা হলো ওদের প্লেন।

একটা নয়, উলরিখ হারমানের ডেক থেকে চারটে হেলিকপ্টার গানশিপ উঠে এল আকাশে, নির্দিষ্ট একটা কোর্স ধরে স্কাইকারকে বাধা দিতে ছুটে আসছে।

প্রতিটি গানশিপে দুটো করে ইঞ্জিন, দু'জন করে ক্রু, স্পিড তোলা যায় ঘণ্টায় দুশো আশি মাইল। মূল অস্ত্র: বিশ-মিলিমিটার মেশিন গান।

ফিরতি পথে পাইলটের সিটে বসেছে মুরল্যান্ড, ইন্সট্রুমেন্ট মনিটরিং-এর দায়িত্ব পালন করছে রানা; শাহানা তার মেয়েকে নিয়ে পিছনের প্যাসেঞ্জার সিটে। প্রায় সব কাজ কমপিউটার সারছে, ম্যাক্সিমাম স্পিডের জন্য থ্রটল সেট করা ছাড়া মুরল্যান্ডের আর তেমন কিছু করার নেই। তার পাশে বসে পিছু নেওয়া কপ্টারগুলোকে রাডার স্ক্রিনে দেখছে রানা।

'প্রতিজ্ঞা করেছে, আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেবে না,' বলল মুরল্যান্ড।

'পুরো একটা ঝাঁক পাঠিয়েছে,' বলল রানা, আউটার স্ক্রিনের ব্লিপগুলোর উপর চোখ। স্ক্রিনের মাঝখানটা স্কাইকার, ব্লিপগুলো সেদিকে এগিয়ে আসছে।

'ওদের কাছে হিট-সিকিং মিসাইল না থাকলেই হয়,' বলল মুরল্যান্ড। 'ওগুলো আঁকাবাঁকা গিরিখাদের ভেতর দিয়েও ধাওয়া করে।'

'তা আছে বলে মনে হয় না। সিভিলিয়ান কপ্টারে মিলিটারি মিসাইল বহন করার ব্যবস্থা খুব কমই দেখা যায়।'

'পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছে ওগুলোকে আমরা খসাতে পারব?'

'ওদের সবচেয়ে ভাল সুযোগ হলো, আধ মাইল দূর থেকে গুলি করা। তারপর ওদের রেঞ্জের বাইরে চলে যাব আমরা। আমাদের স্পিড ওদের চেয়ে সম্ভবত ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেশি।'

স্বচ্ছ গম্বুজের ভেতর দিয়ে নীচের দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। 'গ্লেসিয়ারকে পেছনে ফেলে পাহাড়ী এলাকায় ঢুকছি আমরা।

আঁকাবাঁকা গিরিখাদের ভেতর মোচড় খেয়ে এগোবার সময় লক্ষ্যস্থির করা ওদের জন্যে সহজ হবে না।'

'এত বকবক না করে প্লেন চালানোয় মন দেয়া উচিত নয়?' বলল উৎকণ্ঠিত শাহানা। স্কাইকারের দু'পাশে পাহাড়-প্রাচীর উঁচু হচ্ছে দেখে অস্বস্তি বোধ করছে সে।

'কেমন আছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্যাপারটা আমার কাছে রোলার কোস্টারে চড়ার মত লাগছে,' বলল শ্রেয়া, ভারি উত্তেজিত।

বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে শাহানা, মেয়েকে বলল, 'ধন্যবাদ। আমার চোখ বুজে থাকতে ইচ্ছে করছে।'

'হঠাৎ বাঁক ঘুরলে ঝাঁকি লাগতে পারে, কারণ টপ স্পিডে ছুটব আমরা,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'তবে চিন্তার কিছু নেই। প্লেনটা কমপিউটার চালাচ্ছে।'

'হাউ কমফোর্টিং,' বেসুরো গলায় বিড়বিড় করল শাহানা।

'চূড়ার ওপর দিয়ে আসছে মন্দ লোকেরা,' জানাল মুরল্যান্ড, সতর্ক চোখে দেখল কপ্টার থেকে বেরিয়ে আসা আলোর টানেল এবড়োখেবড়ো পাহাড়ী ঢালগুলোকে উদ্ভাসিত করে তুলছে।

খুব চালাকির সঙ্গে আশ্চর্য একটা খেলা খেলছে অ্যাসল্ট কপ্টারের পাইলটরা। স্কাইকারের স্পিড বেশি, তাই লাভ হবে না বুঝতে পেরে ওটাকে তারা ধাওয়া করছে না। জানে অদ্ভুতদর্শন প্লেনটাকে ধ্বংস করার একটাই মাত্র উপায় আছে তাদের। কী সেটা? চূড়া ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেল তারা, গুলি করছে নীচের নালায়। তাদের বিশ-মিলিমিটার শেল অন্ধকার চিরে স্কাইকারের সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

কৌশলটা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারল রানা। কনুই দিয়ে মুরল্যান্ডের হাতে গুঁতো মারল ও। 'ম্যানুয়্যাল কন্ট্রোল ধরো,' তাগাদার সুরে বলল। 'মাঝ আকাশে থামাও, তারপর পিছিয়ে নাও।'

রানার নির্দেশ দেওয়া শেষ হয়নি তখনও, কাজটা প্রায় সেরে ফেলল মুরল্যান্ড। কমপিউটারের সুইচ অফ করে দিয়ে নিজের হাতে কন্ট্রোলের দায়িত্ব তুলে নিল সে, অকস্মাৎ স্কাইকারকে দাঁড় করিয়ে ফেলল মাঝ আকাশে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল আরোহীরা, সেফটি হারনেস না থাকলে কোথায় ছিটকে পড়ত মেঝেতে।

তারপর পিছন দিকে ছুটল প্লেন।

'ওই শেল বৃষ্টির মধ্যে উড়তে চেষ্টা করলে, বলল রানা, 'আমাদের একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'কিন্তু ফাঁকি দিয়ে কতক্ষণ থাকা যাবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড। 'কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিজেদের পজিশন বদলে এদিকে লক্ষ্যস্থির করবে তারা।'

'সেটাই তো চাইছি। ওরা ঘুরুক, তারপর আমাদের পথের পিছনে ফায়ার করুক, আশায় থাকুক উড়ে এসে সেই ফায়ারের মধ্যে পড়ব আমরা।

'কিন্তু আমরা আবার সামনে ছুটব–ঠিক যে কৌশল প্যাট্রল বোটের বেলায় কাজে লাগিয়েছি। এভাবে কিছুটা সময় পাব আমরা, আবার তারা নিজেদের পজিশন বদলে গুলি করার আগে একটা পাহাড়ের আড়ালে সরে যেতে পারব।'

ওরা যখন কথা বলছে, ফায়ার বন্ধ করে গানশিপগুলো ঝাঁক ভাঙল। কয়েক মিনিট লাগল আরেক পজিশনে এসে নতুন একটা ঝাঁক বাঁধতে, তারপর সরাসরি স্কাইকারকে লক্ষ্য করে ফায়ার শুরু করল। প্লেনটাকে আবার সামনে ছোটাবার একটা সংকেত এটা মুরল্যান্ডের জন্য। প্ল্যানটা সফল হতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্লেনকে দাঁড় করাতে, তারপর সামনে ছোটাতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে যাওয়ায় কপ্টারগুলো কাছে সরে আসার সুযোগ পেয়ে গেছে। স্কাইকার পালাচ্ছে দেখে পাইলটরা এলোপাতাড়ি ফায়ার শুরু করল।

শেলের আঘাতে টেইল অ্যাসেম্বল-এর ভার্টিকাল ফিন ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। খসে পড়ল একটা ল্যান্ডিং হুইল। হঠাৎ মাথার উপর গম্বুজের অর্ধেক বিস্ফোরিত হলো, তীরবেগে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ককপিটে। তবে একটা শেলও ইঞ্জিনে লাগেনি। গিরিখাদের ভিতর, একটা নালার উপর রয়েছে প্লেনটা। দুই প্রাচীরের মাঝখানের ফাঁকটা এত বেশি চওড়া নয় যে শেলগুলোকে এড়াবার জন্য আঁকাবাঁকা পথ ধরে প্লেন চালাবে মুরল্যান্ড, তবে তার বদলে স্কাইকারকে ঘনঘন উঁচু-নিচু করল সে।

বিশ-মিলিমিটার শেলগুলো টার্গেট মিস করে খাড়া পাহাড়-প্রাচীরে আঘাত করছে, ধুলো আর পাথরের টুকরো বিস্ফোরিত হচ্ছে ঘন ঘন। যেন এক পাল কুকুর একটা বিড়ালকে ধাওয়া করছে। ঢেউয়ের মত উঁচু-নিচু চালিয়ে স্কাইকারটাকে ক্রমশ গিরিখাদের মাথার দিকে তুলে আনছে মুরল্যান্ড। আর দুশো গজ এগোল ওরা। আরও একশো গজ। তারপর হঠাৎ নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে একটা পাথুরে ঢালকে পিছনে ফেলে এল স্কাইকার, সেই সঙ্গে শেল ফায়ারের ঝড়টাও আড়ালে পড়ে গেল।

ঢাল ঘুরে এসে ডেসটিনি হেলিকপ্টারের পাইলটরা দেখল কালো অন্ধকারে সারি সারি পাহাড়ের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেছে স্কাইকার।

# আট

বুয়েনাস আইরিস, আর্জেন্টিনা। ব্রিটিশ দূতাবাস। বৃত্তাকার ড্রাইভে লিমাজিনগুলো আরেকটা দীর্ঘ বৃত্ত তৈরি করেছে। বলগাউন পরা সুন্দরী ললনা আর টাক্সিডো পরা সুদর্শন পুরুষরা লম্বা কালো কার থেকে নেমে উঁচু ব্রোঞ্জ ডোর দিয়ে এন্ট্রান্স হলে ঢুকছে। সবাইকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন ব্রিটিশ দূতাবাসপ্রধান উইলবার অ্যামব্রোস আর তাঁর স্ত্রী ম্যারিয়েটা অ্যামব্রোস। এই উৎসবের উপলক্ষ: আনুষ্ঠানিকভাবে রানী এলিজাবেথ প্রিন্স চার্লসকে সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছেন।

আর্জেন্টিনার এলিট্ সবাই আমন্ত্রিত, এসেছেনও সবাই। প্রেসিডেন্ট, জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা, শহরের মেয়র, ফাইন্যান্সিয়ার, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর রাষ্ট্রের অন্যতম সিলেব্রিটিরা। অর্কেস্ট্রার ছন্দে মোহিত হয়ে বলরুমে ঢুকছে অতিথিরা, বুফে টেবিলের বিপুল আয়োজন দেখে আনন্দে আপ্লুত না হয়ে পারছে না। এই অনুষ্ঠানের জন্য ইংল্যান্ড থেকে নামকরা শেফদের নিয়ে আসা হয়েছে, ভোজনের এই আয়োজন তাদেরই কৃতিত্ব।

বোন, বন্ধু আর বন্ধুপত্নীদের নিয়ে বিশাল হলে ঢুকছে হিউগো হারমান, উপস্থিত সবাই একবার তাকালে সহজে আর চোখ ফেরাতে পারছে না। তার দু'জন বডিগার্ড গোটা দলটার উপর সারাক্ষণ কড়া নজর রাখছে। ডেসটিনি পরিবারগুলোর

ঐতিহ্য অনুসারে একই ডিজাইনের গাউন পরেছে মেয়েরা, তবে আলাদা রঙের। ব্রিটিশ দূতাবাসপ্রধানের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর বলরুমে ঢুকল তারা।

হিউগোর সঙ্গে স্বামী ব্রাউন হাইডেনসহ বোন অ্যানাবেল রয়েছে, রয়েছে বন্ধুপত্নী ডেরিন সিলসিয়া, বন্ধু ড্রেক স্টিভ, কুফলার উডার, মার্ক ট্যানডন আর কাজিন সাসনা। সাসনা সবে মাত্র আমেরিকা থেকে ফিরেছে।

বাকি সবাই নাচ শুরু করলেও, সাসনাকে নিয়ে বুফেই-এ চলে এল হিউগো, আসার পথে একবার থেমে একজন ওয়েটারের কাছ থেকে শ্যাম্পেনের একটা গ্লাস নিল। বাছাই করা সুস্বাদু সব ডিশ থেকে খাবার সংগ্রহ করল ওরা, নিজেদের প্লেট নিয়ে চলে এল লাইব্রেরিতে। মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা বুককেসের পাশে, খালি একটা টেবিলে বসল।

পনিরের টুকরো সহ ফর্কটা মুখে তুলতে যাবে সাসনা, হঠাৎ মাঝপথে স্থির হয়ে গেল হাতটা, চেহারায় ফুটে উঠল নিখাদ অবিশ্বাস।

তার চেহারার এই পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছে হিউগো, তবে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল না, তার বদলে শান্তভাবে ব্যাখ্যা পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

ব্যাখ্যাটা হেঁটে এল দুজন মানুষের আকারে—একজন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ, সঙ্গে রূপবতী এক নারী, কালো রেশমের মত চুল কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে।

মেরুন ব্রোকেড ভেস্টসহ টাক্সিডো পরেছে পুরুষটি, সামনে ঝুলছে একটা গোল্ড ওয়াচ চেইন। সঙ্গিনীর পরনে কালো সিল্ক ভেলভেটের জ্যাকেট, সঙ্গে গোড়ালি পর্যন্ত নেমে আসা কালো সিল্ক গাউন, একপাশে চেরা। গলায় পেঁচানো মুক্তোর একটা মালা।

সোজা এগিয়ে এসে হিউগোদের টেবিলে থামল তারা। 'খশি

তো, সাসনা, আবার দেখা হওয়ায়?' হাসিমুখে বলল রানা। সাসনা জবাবে কিছু বলার আগে হিউগোর দিকে ফিরল ও। 'তুমি নিশ্চয়ই সেই কুখ্যাত হিউগো হারমান, ইদানীং যার কুকীর্তির কথা প্রায়ই কানে আসছে।' থেমে শাহানার দিকে ফিরল। 'এসো, ডক্টর শাহানার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই?'

হিউগোর দৃষ্টিতে হীরের ধার, রানাকে যেন কেটে কুচিকুচি করে ফেলবে। রানাকে চিনতে না পারলেও তার শিরদাঁড়ায় শিরশির করে একটা শিহরন উঠল। ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের বিলিওনেয়ার চিফ এগজিকিউটিভ অত্যন্ত সুদর্শন, তবে এই মুহূর্তে তার চোখের দৃষ্টিতে ঠাণ্ডা আর নগ্ন হুমকি ফুটে উঠেছে। তার মধ্যে এমন একটা কাঠিন্য রয়েছে, ভিতরে যেন ভয়ানক হিংস্র একটা প্রাণী লুকানো আছে। যদি বুঝে থাকে রানার সঙ্গিনী কে, ভান করছে চিনতে পারেনি। ভদ্রতা দেখিয়ে চেয়ার ছাড়ার লক্ষণও তার মধ্যে দেখা গেল না।

'যদিও আমাদের পরিচয় হয়নি,' মুখটা এখনও রানার হাসি হাসি, 'তবু কেন যেন মনে হচ্ছে তোমাকে আমি চিনি।'

'আমি চিনি না,' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল হিউগো, সামান্য একটু জার্মান টান আছে।

'আমি রানা, মাসুদ রানা।'

প্রথমে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না, পরক্ষণে হিউগোর চোখে-মুখে শত্রুতার ভাব ফুটে উঠল। 'তুমি মাসুদ রানা?' ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।' সাসনার দিকে ফিরে হাসল রানা। 'আমাকে দেখে বেশ অবাক হয়েছ তুমি। হঠাৎ ওয়াশিংটন ত্যাগ করলে যে?'

'কোত্থেকে এলে তুমি?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল সাসনা।

'কেন, উলরিখ হারমান জাহাজ থেকে,' সবিনয়ে জবাব দিল রানা। 'জাহাজটা ঘুরে দেখার পর ডক্টর শাহানাকে নিয়ে বুয়েনস

আইরিসে বেড়াতে চলে এসেছি, ভাবলাম এখানে একটু থেমে তোমাদেরকে হ্যালো বলে যাই।'

সাসনার চোখ দুটো লেযার হলে কাবাব হয়ে যেত রানা।

'তোমাকে আমরা মেরে ফেলতে পারতাম!' বলল হিউগো।

'চেষ্টা করেছ, কিন্তু পারনি,' শান্ত, স্বাভাবিক সুরে কথা বলছে রানা। 'আবার চেষ্টা না করার পরামর্শ দিচ্ছি, বিশেষ করে একটা দূতাবাসের ভেতর এত সব লোকের সামনে।'

'কিন্তু যখন রাস্তায় বেরুবে, মিস্টার রানা? তখন তোমার পা থাকবে আমার দেশে, সম্পূর্ণ অসহায়; নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।'

'তোমার ধারণা ভুল, হিউগো,' মৃদু হাসির সঙ্গে বলল শাহানা। 'আসলে তোমার কোন ধারণাই নেই কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি। রানা এজেন্সির নাম শোননি? প্রাইভেট ইন্টেলিজেন্স ফার্ম, সারা দুনিয়ায় প্রটেকশন বিক্রি করে?'

'কী বলতে চাও?' গম্ভীর হলো হিউগো।

'এই ভদ্রলোককে সিআইএ পর্যন্ত সালাম দেয়, ধরনা দেয় ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসও,' বলল শাহানা। 'কারণ মাঝে-মধ্যে ওদের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীকে রক্ষার জন্যে রানা এজেন্সির সার্ভিস দরকার হয়। এবার বুঝতে পারছ কাকে তুমি হুমকি দিচ্ছ?'

হিউগোর হোঁৎকা বডিগার্ডদের একজন সামনে এগোল, ভাবটা রানাকে আঘাত করতে চায়, কিন্তু হঠাৎ রানার পিছন থেকে বেরিয়ে এসে লোকটার সামনে পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মুরল্যান্ড। গার্ড তারচেয়ে ইঞ্চি দশেক লম্বা হবে, ওজনেও পঞ্চাশ পাউন্ড বেশি, চোখ গরম করে বলল, 'এত ছোটখাট শরীর নিয়ে কী করে ভাবলে আমার সঙ্গে পারবে তুমি?'

নিঃশব্দে, গর্বের সঙ্গে হাসল মুরল্যান্ড। 'যদি বলি তোমার সঙ্গী পাঁচ-সাতটা নর্দমার কীটকে এইমাত্র খতম করে এসেছি?'

'ও ঠাট্টা করছে না,' বলল রানা।

সমস্যায় পড়ে গেল বডিগার্ড, বুঝতে পারছে না তার সাবধান হওয়ার দরকার, না খেপে ওঠা।

একটা হাত তুলে অলসভঙ্গিতে নাড়ল হিউগো, পিছিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল গার্ডকে। 'উলরিখ হারমান থেকে পালিয়ে আসতে পারার জন্যে তোমাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই। আমাদের সিকিউরিটি ফোর্স অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে।'

'মোটেও না,' অমায়িক সুরে বলল রানা। 'তারা খুবই ভাল করেছে। আমরা আসলে ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছি।'

'রিপোর্টটায় চোখ বুলিয়ে ভাগ্যের তেমন কোন ভূমিকা দেখতে পাইনি আমি।' ধীর, অলস ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে রানার মুখোমুখি হলো হিউগো হারমান।

রানার চেয়ে দুই ইঞ্চি বেশি লম্বা সে, আগ্রহের সঙ্গে নীচের দিকে তাকিয়ে পরখ করছে ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের পাঁজরে বেঁধা বিষাক্ত কাঁটাটাকে। জ্বলজ্বল করছে তার নীলচে-ধূসর চোখ।

রানা তাকিয়ে আছে দৃষ্টিতে শান্ত চ্যালেঞ্জ নিয়ে, সেই সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে প্রতিপক্ষকে।

'আমার সঙ্গে লাগতে এসে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি করছ তুমি, মাসুদ রানা। ইতিমধ্যে নিশ্চয় তুমি বুঝে নিয়েছ যে দুনিয়াটাকে নয় হাজার বছর আগেকার মত বিশুদ্ধ আর কলুষতামুক্ত করার জন্যে নিজের সমস্ত ক্ষমতা আর জীবন উৎসর্গ করেছি আমি।'

'আমার মনে হয়, একটা ছাগলও এতটা নির্বোধ হয় না।'

অপমানটা গ্রাহ্য না করে হিউগো জানতে চাইল, 'আজ রাতে এখানে আসার পেছনে তোমার উদ্দেশ্যটা কী?'

'ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের কারণে অনেক ভুগতে হয়েছে আমাকে,' বলল রানা। 'যে লোকটা দুনিয়ার শাসক হবার ষড়যন্ত্র

করছে তাকে দেখতে এসেছি।'

'এখন, দেখার পর?'

'আমার মনে হয়েছে, যে দুর্যোগটা আসবে বলে তুমি বাজি ধরেছ সেটা না-ও আসতে পারে। যে ধূমকেতু দুটোর একটা আমিনিসদের নিশ্চিহ্ন করেছিল, তার সঙ্গীটা যে আর কদিন পর ফিরে এসে আঘাত করবে পৃথিবীকে, এটা তুমি নিশ্চিতভাবে জানো না। কী করে জানলে, গতবারের মত এবারও মিস করবে না?'

নীরব আক্রোশ নিয়ে তাকিয়ে আছে হিউগো। তার টাকা আর ক্ষমতাকে ভয় পায় না এমন লোক বলতে গেলে দেখেইনি সে। এই মাসুদ রানা ব্যতিক্রম। 'এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। আসবেও, লাগবেও। সত্যি কথা বলতে কি, ঈশ্বর এটা চাইছেন। তিনি আর কোন ভেজাল বা নোংরামি মেনে নেবেন না। সমস্ত প্রাণী সহ যে দুনিয়াটাকে আমরা চিনি, এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি, এটার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। শুধু ডেসটিনি পরিবারের সদস্যরা ছাড়া আর কেউ বাঁচবে না। এই বাড়ির লোকজন, তুমি, তোমার সঙ্গিনী, কেউ না।' ঠোঁটে শয়তানি হাসি নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল সে। 'আরেকটা কথা, মিস্টার রানা, ঘটনাটা তোমার ধারণার চেয়ে আগে ঘটবে। টাইম-টেবিল এগিয়ে এসেছে, বুঝলে? দুনিয়ার ধ্বংস শুরু হবে...এখন থেকে ঠিক চারদিন দশ ঘণ্টা পর।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা চেপে রাখতে চেষ্টা করল রানা। কী সাংঘাতিক, আর পাঁচ দিনও নেই! কী করে তা সম্ভব?

নিজের হতাশা গোপন না করে শাহানা বলল, 'এটা তোমরা কী করে পারলে? এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে কী কারণে তোমরা ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে চেয়েছ?' ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে। 'আগে জানলে, সময় পেলে, দুনিয়ার মানুষ প্রস্তুতি নিতে পারত তোমাদের কি বিবেক বলে কিছু নেই?'

'খবরদার!' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সাসনা। 'তোমার এত সাহস, আমাদের নেতাকে অপমান করো!'

রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল শাহানা, তার একটা কবজি ধরে মৃদু টান দিয়ে রানা বলল, 'বাদ দিন, শাহানা। ওটা একটা ডাইনি, আপনার সঙ্গে কথা বলার যোগ্য নয়।'

রানাকে মারার জন্য চড় তুলল সাসনা, তবে ঝট করে সামনে এগিয়ে এসে তার হাতটা ধরে ফেলল শাহানা, তারপর কবজিটা খুব জোরে একবার মুচড়ে ছেড়ে দিল। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে সাসনা, তবে অপমান আর বিস্ময়ের ধাক্কাটা অনেক বেশি জোরাল। ডেসটিনি পরিবারের একটি মেয়ের সঙ্গে বহিরাগত কেউ এই আচরণ করতে পারে, এটা সে বিশ্বাসই করতে পারছে না।

রানার ভয় হচ্ছিল সাসনা না অতর্কিতে শাহানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে সেরকম কিছু ঘটল না। হতচকিত সাসনার কানে ফিসফিস করে কিছু বলল হিউগো, ওদের দিকে পিছন ফিরে একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল সাসনা।

'আমি একঘেয়েমির শিকার,' বলল শাহানা। 'আপনারা কেউ আমাকে নাচার প্রস্তাব দিচ্ছেন না কেন?'

আরও কিছুক্ষণ হিউগোর কাছাকাছি থাকার ইচ্ছে রানার, যদি কিছু তথ্য বের করা যায় মুরল্যান্ডের উদ্দেশে সামনে মাথা নোয়াল ও। 'তুমি আগে।'

'সানন্দে।' শাহানার হাত ধরল মুরল্যান্ড, তাকে নিয়ে ডান্স ফ্লোরে চলে গেল। ওদিকে অর্কেস্ট্রায় বাজছে "নাইট অ্যান্ড ডে..."

হিউগোর দিকে ফিরল রানা। 'এর মধ্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে। সময়টা এগিয়ে আনার কথা বলছি। কী করে করলে?'

'উঁহুঁ।' হাসছে হিউগো। 'কিছু ব্যাপার গোপন রাখতে হয়

অন্য পথ ধরল রানা। 'তোমাদের জাহাজগুলোর প্রশংসা না

করে পারছি না। দক্ষ হাতে পড়ে মেরিন আর্কিটেকচার আর ইঞ্জিনিয়ারিং জাদু দেখিয়েছে।'

'উম্-ম্, ধন্যবাদ,' যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল হিউগো।

'জাহাজগুলো এত বড়, জলোচ্ছ্বাস শুরু হলে তা কি ওগুলোকে সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?'

'ইঞ্জিনিয়াররা আমাকে জানিয়েছে, তাদের হিসেবে কোন ভুল নেই।'

'কী হবে, ভুল করলে?'

মাথা নাড়ল হিউগো। 'বললাম তো, ভুল হবে না। বিপর্যয় আসবে, চলেও যাবে, তখনও অক্ষত থাকবে আমাদের জাহাজ।'

'সবাই মারা গেছে, এরকম একটা দুনিয়ায় আমি বোধহয় বাঁচতে চাইব না।'

'ওখানেই তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য। তুমি ব্যাপারটাকে সমাপ্তি বলে মনে করছ। আমি দেখছি দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে নবযাত্রা হিসেবে। এবার, শুভরাত্রি, মিস্টার রানা। আমাদের অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।' খাবার ফেলে রেখেই সাসনাকে নিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে গেল সে।

হিউগো হারমান স্রেফ আরেকটা পাগল? আপন মনে মাথা নাড়ল রানা। ডেসটিনির সূচনা, উত্থান, অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা, যুগ যুগ ধরে নিষ্ঠা আর মেধার সঙ্গে ভবিষ্যতের প্ল্যান তৈরি–এত কিছু করার শক্তি বা অধ্যবসায় পাগলামি কিংবা ফ্যান্যাটিসিজমের নেই।

একা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, অস্বস্তি বোধ করছে। হিউগোর মত বুদ্ধিমান একজন লোক, যে কিনা পঁচিশটা পরিবারকে নেতৃত্ব দিয়ে বহু বিলিয়ন ডলারের একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, উদ্ভট একটা পরিকল্পনায় সব খোয়াবার জন্য? না। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে আরও কিছু লুকিয়ে আছে। কিন্তু কী? হিউগোর কথা যদি সত্যি হয়, উত্তরটা রানাকে পেতে হবে

চারদিন দশ ঘণ্টার মধ্যে।

ডেডলাইনটা কী মনে করে জানিয়ে দিল হিউগো? যেন রানা জানলে তাদের কিছু আসে যায় না। কারণটা কি এখন আর জানলেও সত্যিই কারও কিছু করার নেই? নাকি এর পিছনে তার আরও কোন উদ্দেশ্য ছিল?

বারে চলে এল রানা। পুরানো বন্ধু মার্কিন অ্যামব্যাসাডর নীল হার্ভে ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। 'জানালা দিয়ে দেখলাম হিউগো হারমানের সঙ্গে ভালই জমিয়েছ। কেমন লাগল তাকে?'

'ঈশ্বরের ভূমিকা নিয়ে ফেলেছে,' বলল রানা। 'কোন তথ্যই আদায় করতে পারিনি।'

'আশ্চর্য একজন মানুষ। কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় না। কেউ বলতে পারে না দুনিয়া শেষ হবার এই গল্পটা কেন যে সে বিশ্বাস করছে।'

'তার সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

'ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টের অতিরিক্ত কিছুই জানি না। রিপোর্টটা তুমিও পড়েছ।'

'ও, হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' আন্তরিক সুরে বলল রানা। 'বুয়েনস আইরিসে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসে হিউগোর সঙ্গে দেখা করার সুযোগটা পাইয়ে দিয়েছ বলে।'

রানার একটা হাত ধরল হার্ভে। 'আমাদের ভাগ্য ভাল যে পার্টিতে এসেছে সে।'

'বলছে সময় এগিয়ে এসেছে। কেয়ামত হতে আর নাকি মাত্র চারদিন বাকি। তারমানে ডেসটিনি পরিবারগুলো নিশ্চয়ই দু'একদিনের মধ্যে জাহাজে উঠে পড়বে।'

'তাই নাকি?' বলল হার্ভে। 'কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে থেকে পাওয়া একটা তথ্য জানি আমি। পরশু অ্যান্টার্কটিকায় যাচ্ছে সে, নিজেদের মিনারেল রিট্র্যাকশন ফ্যাসিলিটি ইন্সপেকশন করতে।'

চোখ সরু করল রানা। 'এরকম একটা সময়ে? ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়?'

'ওই প্রজেক্টটা প্রথম থেকেই রহস্যময়, বলল হার্ভে। 'যতদূর জানি, চেষ্টা করেও ভেতরে কোন এজেন্টকে ঢোকাতে পারেনি সিআইএ।'

হাতের গ্লাসে চুমুক দিল রানা। ভাবছে। এরকম একটা সময়ে ডেসটিনির লিডার অ্যান্টার্কটিকায় যাবে কেন? কী আছে সেখানে? যেতে আর আসতে কম করেও দু'দিন সময় লাগবে। ব্যাপারটা মেলে না।

## নয়

পরদিন করপোরেট অফিসে ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের পঁচিশজন নীতিনির্ধারক মিটিঙে বসল। বিশাল বোর্ডরুমে ষাট ফুট লম্বা কনফারেন্স টেবিল ফেলা হয়েছে, টেবিলের মাথার দিকের দেয়ালে ঝুলছে উলরিখ হারমানের অয়েল পেইন্টিং, পরনে কালো এসএস ইউনিফর্ম, চোয়াল বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, চোখের দৃষ্টি কোন্ সুদূরে হারিয়ে গেছে।

সকাল ঠিক দশটায় চেয়ারম্যান স্যুইট থেকে বেরিয়ে এসে টেবিলের মাথায় নিজের সিটে বসল হিউগো হারমান।

'বুয়েনাস আইরিসে এটাই আমাদের শেষ মিটিং অল্প সময়ের ভেতরে সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করা গেছে, সেজন্যে সবাইকে

অসংখ্য ধন্যবাদ। সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় চলে আসছি আমি। ডেসটিনি পরিবারের সব লোক কি উলরিখ হারমানে উঠেছে?'

হিউগোর ডান পাশে বসা ব্রায়ান হাত তুলে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, প্রতিটি ফ্যামিলি যে-যার স্যুইটে উঠেছে।'

'সাপ্লাই আর ইকুইপমেন্ট?'

গুস্তাফ স্টেলার হাত তুলল। 'চারটে জাহাজেই ফুড স্টক তোলা হয়েছে,' রিপোর্ট দিতে শুরু করল সে। তিন মিনিট পর এই বলে শেষ করল, 'বাকি শুধু আমরা এই ক'জন, প্লেনে করে উলরিখ হারমানে ল্যান্ড করার অপেক্ষায় আছি।'

ক্ষীণ একটু হাসল হিউগো। 'আমাকে রেখেই রওনা হয়ে যাবে তোমরা। আমি পরে আসছি। ওকুমা বে-তে চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে আমদের মাইনিং অপারেশনের, সশরীরে উপস্থিত থেকে সেটা আমার না দেখলেই নয়।'

'পৌঁছাতে দেরি কোরো না আবার,' বলল সাসনা, হাসছে। 'তোমাকে ফেলেই আমরা জাহাজ ছেড়ে দিতে পারি।'

হেসে উঠল হিউগো। 'আরে না, বোট মিস করার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

হাত তুলল ডোরিন সিলসিয়া। 'আমেরিকান সায়েন্টিস্ট, ডক্টর শাহানা না কী যেন নাম, জাহাজ থেকে পালাবার আগে আমিনিস লিপি অনুবাদ করতে পেরেছিল?'

মাথা নাড়ল হিউগো। 'দুর্ভাগ্য আমাদের, যে তথ্যই পেয়ে থাকুক, সব সঙ্গে করে নিয়ে গেছে সে। তবে তাকে ঠিক আমিনিস লিপি অনুবাদ করানোর জন্য ধরে আনা হয়নি।'

বিস্মিত দেখাল সিলসিয়াকে। 'ওহ্?'

'আমাদের ইন্টারনাল সিকিউরিটির একটা শাখা...কী বলব... মিজারেবলি ফেইল করেছে,' বলল হিউগো। 'তারা জানত মেয়ে সহ ডক্টর শাহানাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে ধরে

আনা হয়েছে, এ-ও বলে দেয়া হয় যে মাসুদ রানা তাদেরকে উদ্ধার করতে আসতে পারে, কিন্তু তারপরও তাকে ধরতে পারেনি ওরা। এরচেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না। এই ব্যর্থতার জন্যে কঠিন শাস্তি না দিয়ে পারিনি আমি।'

'আমাদের এজেন্টরা রানাকে ধরে আনতে পারবে না?' জিজ্ঞেস করল ব্রায়ান।

তিক্ত হাসি ফুটল হিউগোর ঠোঁটে। 'কে ধরে আনবে? যারা ওকে ছেড়ে দিয়েছে? তা ছাড়া এখন আর সময় কোথায়?'

হাত তুলল বিজ্ঞানী অ্যারন বেলফোর। 'প্রাচীন লিপি থেকে আমরা একটা ধারণা পেয়েছি বটে, তবে পরবর্তী সময়ে ঠিক কী আশা করতে হবে তার আসল চিত্রটা পাওয়া গেছে আমাদের কমপিউটার প্রজেকশন থেকে।'

'খোলা পানিতে বেরিয়ে যাবার পর,' বলল সাসনা, 'প্রথম প্রায়োরিটি হবে ছাই, ভলক্যানিক গ্যাস আর ধোঁয়া ঠেকাবার জন্যে জাহাজগুলো সিল করে দেয়া।'

'তা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না,' বলল উইলহেম হিলম্যান, ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিয়াস। 'এমনভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে, প্রতিটি জাহাজ মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এয়ারটাইট করা যাবে।'

ডোরিন জানতে চাইল, 'যখন নিরাপদ বলে মনে হবে, দুনিয়ার ঠিক কোথায় ভিড়ব আমরা?'

'বিপর্যয় পরবর্তী পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্তে আসতে হবে,' জবাব দিল অ্যারন বেলফোর। 'আগে থেকে বলা সম্ভব নয় টাইডাল ওয়েভ দুনিয়ার উপকূল কতটুকু বদলাবে।'

টেবিলে বসা নীতি নির্ধারকদের উপর চোখ বুলাল হিউগো। 'ভূখণ্ডের কী পরিবর্তন হয় তার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে। সেই রাশিয়ার ইউরাল পর্যন্ত ডুবে যেতে পারে ইউরোপ। পানিতে ভরাট হয়ে যেতে পারে সাহারা মরুভূমি।

বরফে ঢাকা পড়বে কানাডা আর যুক্তরাষ্ট্র। আমাদের প্রথম কাজ অস্তিত্ব রক্ষা করা। সেটা সম্ভব হলে সুবিধে মত কোথাও তৈরি করব হেডকোয়ার্টার সিটি, সেখানেই হবে আমাদের নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন।'

'আমরা বাদে যে-সব মানুষ উঁচু জায়গায় থাকার কারণে বেঁচে যাবে,' জিজ্ঞেস করল ডোরিন, 'তাদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করব আমরা?'

'সংখ্যায় খুব কমই হবে তারা,' বলল গুস্তাফ। 'যাদেরকে পাব ধরে এনে এক জায়গায় জড়ো করব তারপর তাদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।'

'আমরা তাদেরকে কোনও রকম সাহায্য করব না?'

মাথা নাড়ল গুস্তাফ। 'আবার কবে নাগাদ আমাদের লোকজন জমিতে চাষবাস করতে পারবে কে জানে। তার আগে নিজেদের ফুড সাপ্লাই দুর্বল করা যাবে না।'

'এক সময়,' বলল হিউগো, 'ফোর্থ রাইখের আমরা পঁচিশটা পরিবার বাদে দুনিয়ার সব মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সারভাইভাল অভ দ্য ফিটেস্ট। বিবর্তনের এই হলো ধারা। ফুয়েরারের ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে চলেছে–একদিন আর্য জাতি দুনিয়া শাসন করবে। আমরা সেই আর্য জাতি।

'তবে এ-ও সত্যি যে আমরা ফ্যানাটিকাল নাৎসি নই। গ্র্যান্ড পেরেন্টদের সঙ্গে নাৎসি পার্টির মৃত্যু হয়েছে। আমাদের এই প্রজন্ম অ্যাডলফ হিটলারকে শ্রদ্ধা করে শুধু তাঁর দূরদর্শিতার জন্যে আমরা স্বস্তিকার পুজো করি না, কিংবা তাঁর ছবির সামনে "হেইল" বলে চিৎকারও করি না।'

মৃদু শব্দে তালি দিল সবাই।

'আগামী বছর আমাদের চারপাশের অবস্থা না জানি কী রকম থাকবে, ভাবতে রোমাঞ্চ অনুভব করছি আমি,' বুকে হাত বেঁধে আবার বলল হিউগো 'কারণ তখনকার সেই দুনিয়ার

ওপরই স্বর্গ গড়ে তুলব আমরা।'

বুয়েনাস আইরিসের শেষ প্রান্তে ছোট একটা এয়ারপোর্ট। এটা শুধু প্যারাগুয়ে, চিলি, উরুগুয়ে আর ডোমেস্টিক ফ্লাইটের জন্য ব্যবহার করা হয়।

গায়ে 'নুমা' লেখা একটা এগজিকিউটিভ জেট এই মাত্র ল্যান্ড করে হ্যাঙ্গারের কাছে থেমেছে। প্যাসেঞ্জার ডোর দিয়ে কংক্রিটের উপর নেমে এল তিনজন পুরুষ আর একজন মহিলা। সময়টা কাঠফাটা দুপুর।

হ্যাঙ্গারের দিকে এগোচ্ছে দলটা। মেইন্টেন্যান্স অফিস ডোরের কাছে পৌঁছে গেছে, এই সময় হঠাৎ কোণ ঘুরে সাদা রঙ করা একটা কাভারড্ ভ্যানের দিকে এগোল তারা।

ভ্যানটা যখন ত্রিশ গজ দূরে, ওটার পিছনের দরজা খুলে ব্যাটল গিয়ার পরা চারজন মার্কিন মেরিন সেনা লাফ দিয়ে নীচে নামল, দ্রুত ঘিরে ফেলল ভ্যানটাকে। তারপর সার্জেন্ট-ইন-কমান্ড কংগ্রেস সদস্যা লরেলি ভান্স, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, ল্যারি কিং আর অজ্ঞাতপরিচয় দুই ব্যক্তিকে ভ্যানে উঠতে সাহায্য করল।

ভ্যানের ভিতরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সুসজ্জিত অফিস আর কমান্ড পোস্ট হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

এগিয়ে এসে লরেলিকে আলিঙ্গন করল রানা। 'ইউ গর্জিয়াস ক্রিয়েচার। ভাবিনি তুমিও চলে আসবে।'

'তেমন ব্যস্ততা নেই, তাই অ্যাডরিমাল বলতেই রাজি হয়ে গেলাম।' মুরল্যান্ডের দিকে ফিরে হাসল লরেলি। 'হাই।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সরাসরি শাহানার দিকে হেঁটে এলেন। 'আবার আপনার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সুযোগ পেয়ে সত্যি খুশি আমি।'

'খুশি আমিও, অ্যাডমিরাল,' বলল শাহানা। 'এই সুযোগে

ধন্যবাদ জানাই, মিস্টার হ্যামিলটন। রানা আর মুরল্যান্ডকে পাঠিয়ে আমাদেরকে উদ্ধার করানোর জন্যে।'

'আমার পাঠাবার দরকার ছিল না,' ধীরে ধীরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওরা এমনিতেই যেত।'

শাহানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল কালোমানিক কিং, টেনে এনে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল লরেলির। তারপর সবার সঙ্গে জেনারেল ডানকান মেয়ার আর ডক্টর টিম গুডম্যানের পরিচয় করিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল।

'প্রথমে জেনারেল ডানকান মেয়ার। জেনারেল মেয়ার মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চিফ, পেন্টাগন থেকে আসছেন। নুমার রিপোর্ট পাওয়ার পরেও পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউস ধূমকেতুর ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, তাই নিশ্চিত হবার জন্যে নিজেই তিনি চলে এসেছেন।'

দীর্ঘদেহী জেনারেল মেয়ারের বয়স হবে পঞ্চান্ন কী ছাপান্ন, চওড়া হাড়ে কোথাও এতটুকু অতিরিক্ত মাংস নেই। চোখে শকুনের মত ঠাণ্ডা আর ধারাল দৃষ্টি। সবাই তাঁর সঙ্গে করমর্দন আর কুশল বিনিময় করল।

'এবার ডক্টর টিম গুডম্যান,' হাসিমুখে বললেন নুমা চিফ। আমরা এক স্কুলে পড়েছি। ওর সাহায্য ছাড়া অ্যালজেব্রায় পাস করতে পারতাম না। জিওফিজিক্স নিয়ে পড়েছে, আবার অ্যাস্ট্রনমিতে পিএইচডি করেছে।'

ন্যাড়া মাথার চারধারে সামান্য কিছু পাকা চুল, মানুষটা ছোটখাট, মুখে সরল হাসি নিয়ে সবার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর গুড।

সবাই বসার পর অ্যাডমিরাল বললেন, 'মিস লরেলি আর তাঁর এইডরা ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। শোনা যাক, ওরা কী জানতে পেরেছে।'

'পুরো রিপোর্টটা পড়তে গেলে কয়েক ঘণ্টা লাগবে,' বলল

লরেলি। 'সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো, গত এক বছর ধরে ডেসটিনি পরিবারগুলো তাদের সব ব্যবসা, সম্পত্তি, শেয়ার ইত্যাদি বিক্রি করে দিয়েছে। সেই টাকা ব্যাঙ্কে না রেখে সোনা কিনেছে তারা। সেই সোনার দাম হবে কয়েক হাজার বিলিয়ন ডলার।

'জানা কথা ওই সোনা এরই মধ্যে তাদের জাহাজে তোলা হয়ে গেছে,' মন্তব্য করল রানা। 'তারমানে ধূমকেতু সত্যি একটা আসছে।'

'সে কারণেই বন্ধুবর গুডকে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'দেখা যাক তাঁর কী বলার আছে।'

চেয়ার আর সোফার মাঝখানে ফেলা একটা টেবিলে কাগজের ছোট কয়েকটা স্তূপ তৈরি করেছেন ডক্টর গুড। প্রথম স্তূপটা তুলে পাতাগুলো উল্টে একবার দেখে নিলেন তিনি, তারপর বললেন, 'আপনাদেরকে কিছুটা পেছন দিকে নিয়ে যাব আমি, তা হলে বুঝতে সুবিধে হবে আসলে কীসের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে ডেসটিনি পরিবারগুলো।

'সাত হাজার বি.সি-তে একটি ধূমকেতু আঘাত করেছিল পৃথিবীকে। ভাগ্যক্রমে এধরনের ঘটনা নিয়মিত ঘটে না। ছোটখাট উল্কা রোজই পড়ছে, তবে সেগুলো মুঠোর চেয়ে বড় নয় আকারে। প্রতি একশো বছরে দেড়শো ফুট ডায়ামিটারের একটা অ্যাস্টারয়েড আঘাত করে পৃথিবীকে। এরকম একটা আরিজোনায় পড়েছিল। ১৯০৮ সালে সাইবেরিয়াতেও পড়ে, তবে পড়ার আগে বিস্ফোরিত হয়ে আটশো বর্গমাইল এলাকার সমস্ত গাছ মাটিতে শুইয়ে দেয়।

'আরেকটা হিসেব হলো, প্রতি দশ লাখ বছরে আধ মাইল চওড়া একটা অ্যাস্টারয়েড দুনিয়ার সবগুলো পারমাণবিক বোমার শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়ে পৃথিবীর বুকে। দু'হাজারেরও বেশি এই শ্রেণীর মিসাইল নিয়মিত শেডিউল ধরে আমাদের

কক্ষপথকে ক্রস করে যাচ্ছে।'

'ভীতিকর একটা ছবি,' বলল শাহানা।

'তবে এ নিয়ে ঘুম হারাম করার কোনও দরকার নেই,' বললেন গুড, হাসছেন। 'অ্যাস্টারয়েডের আঘাতে আপনার মৃত্যুর সম্ভাবনা গোটা জীবনে বিশ হাজারের এক ভাগ। তবে, এই যৌক্তিক সম্ভাবনার কথাও আমরা বাতিল করতে পারি না যে ভাগ্যের বিরূপ হয়ে ওঠাটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

একটা পট থেকে কাপে কফি ঢালছেন জেনারেল মেয়ার। 'ধরে নিচ্ছি সত্যিকার অর্থে বড় একটা বিস্ফোরণের কথা বলছেন আপনি।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর গুড। 'প্রতি-একশো মিলিয়ন বছর পর প্রকাণ্ড একটা অ্যাস্টারয়েড কিংবা ধূমকেতু পৃথিবীকে আঘাত করে, যেমনটি পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে ইউকাটান-এ আঘাত করে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল ডায়নোসরকে। আঘাত করে ডায়ামিটারে ছয় মাইল একটা বস্তু, গর্ত তৈরি হয় একশো বিশ মাইল চওড়া।'

'সেই ধূমকেতুটার প্রসঙ্গে ফিরে আসি,' চেয়ারে নড়েচড়ে বসে মুখ খুললেন জেনারেল মেয়ার। 'সাত হাজার বি.সি-তে একজোড়া ধূমকেতু এসেছিল, তার একটা পৃথিবীকে আঘাত করে। দ্বিতীয়টাও ফিরে এসে আঘাত করবে, আমিনিস আর ডেসটিনি পরিবারের এই ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক কিনা।'

'আমি কি আরেক কাপ কফি পেতে পারি?' জানতে চাইলেন ডক্টর গুড।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল লরেলি, সেন্টার টেবিলের পট থেকে ধূমায়িত কফি ঢালল কাপে।

কয়েকটা চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখলেন ডক্টর গুড। 'আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে, জেনারেল, সংক্ষেপে অ্যাস্টারয়েড অ্যান্ড কমেট অ্যাটাক অ্যালার্ট সিস্টেমটা ব্যাখ্যা

করি। এটা একেবারে নতুন, মাত্র গত বছর অনলাইনে এসেছে। বেশ কিছু টেলিস্কোপ ফ্যাসিলিটি আর বিশেষভাবে ডিজাইন করা ইন্সট্রুমেন্ট দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় সেট করা হয়েছে শুধুমাত্র এমন সব গ্রহাণু আর ধূমকেতু আবিষ্কার করার জন্যে যেগুলোর কক্ষপথ পৃথিবীর কাছ দিয়ে গেছে।

'আমার ল্যাবেও ওরকম একটা ফ্যাসিলিটি আছে। এই মুহূর্তে বিশজন অ্যাস্ট্রনমার সেখানে গবেষণা করছেন। আমাদেরকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে, প্লিজ। ওরা সঠিক একটা হিসাব বের করতে পারলেই ইন্টারনেটে জানাবে আমাকে।' ইঙ্গিতে নিজের ল্যাপটপটা দেখালেন তিনি।

অদ্ভুত ব্যাপারই বলতে হবে ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ল্যাপটপ জ্যান্ত হয়ে উঠল, তবে সেটি ডক্টর গুডম্যানের নয়।

সেটি কালোমানিক ল্যারি কিং-এর ল্যাপটপ। অন করাই ছিল, স্পিকার থেকে ভিনাসের মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'কিং, আমি ভিনাস, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমার ক্যালকুলেশন কমপ্লিট।'

'হ্যাঁ, ভিনাস, শুনতে পাচ্ছি। ভেরি গুড। রিপোর্টটা দাও।'

ঠিক এই সময় জ্যান্ত হয়ে উঠল ডক্টর গুডম্যানের ল্যাপটপও। তাড়াতাড়ি একজোড়া হেডপিস কানে তুললেন তিনি।

'আমিনিসরা হিসেবে একটু ভুল করেছে,' বলল ভিনাস। 'তবে দ্বিতীয় ধূমকেতুটি আসছে।'

'আমিনিসরা ভুল করেছে?' জানতে চাইল কিং। 'কী ভুল করেছে?'

ভ্যানের ভিতর টান টান উত্তেজনা। উপস্থিত সবাই যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে।

'ভুলটা সময় আর দূরত্বের হিসেবে,' বলল ভিনাস। 'দুটোই নগণ্য ভুল। সময়ের হিসেবে কমবেশি আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে।

আর দূরত্বের ব্যবধানটা বিশ লাখ মাইল।'

'তুমি বলতে চাইছ, নির্ধারিত সময়ের চেয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে আসবে ধূমকেতুটা, আর পৃথিবীকে আঘাত না করে বিশ লাখ মাইল দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই বলছি আমি।'

'আহ্, পরম শান্তি!' সশব্দে হাঁফ ছাড়ল কিং। 'বাঁচলাম!'

'না, বাঁচলে না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল ভিনাস। 'ধূমকেতর চেয়ে বড় বিপদ আসছে।'

'ধূমকেতুর চেয়ে বড় বিপদ? কী?'

জবাব না দিয়ে হেসে উঠল ভিনাস।

'শুনুন আমার ল্যাব থেকে কী বলছেন অ্যাস্ট্রনমাররা,' কান থেকে হেডপিস নামিয়ে বললেন ডক্টর গুডম্যান। 'কমেট অ্যাটাক অ্যালার্ট সিস্টেম এরই মধ্যে চল্লিশটারও বেশি গ্রহাণুর সন্ধান পেয়েছে, যেগুলো নিজেদের কক্ষপথ ধরে ছোটার এক পর্যায়ে আমাদের গ্রহের কাছাকাছি চলে আসবে। তবে চুলচেরা বিশ্লেষণের পরে জানা গেছে ওগুলো সবই আগামী বহু বছর নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পাশ কাটাবে পৃথিবীকে।'

'দ্বিতীয় ধূমকেতুর কথা কিছু জানতে পেরেছে তারা?' প্রশ্ন করল লরেলি। 'জানার পর হুমকির কথাটা চেপে যায়নি তো?'

'না,' বললেন ডক্টর গুড। 'অ্যাস্ট্রনমাররা নিজেদের মধ্যে একমত হয়েছে সম্ভাব্য সংঘর্ষের খবর আটচল্লিশ ঘণ্টা গোপন রাখা হবে, যতক্ষণ কমপিউটার প্রজেকশান নিশ্চিতভাবে না জানাচ্ছে যে একটা সংঘর্ষ ঘটল বলে।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন–' শুরু করল কিং।

'এই যে, কোনও ইমার্জেন্সি নেই।'

মুখ তুলে ডক্টর গুডের দিকে তাকাল রানা। 'কথাটা আবার বলুন।'

'যিশুর জন্মের সাত হাজার বছর আগের ব্যাপারটার,' ব্যাখ্যা

করলেন ডক্টর গুড, 'পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দশ লাখের এক ভাগ মাত্র। যে ধূমকেতু পৃথিবীকে আঘাত হানে আর যে ধূমকেতু কয়েকদিন পরে এসে আঘাত করতে ব্যর্থ হয়, ও দুটো যমজ ছিল না। ওগুলো আলাদা অবজেক্ট, কক্ষপথও ভিন্ন, শুধু পৃথিবীর পথে এসে পড়েছিল প্রায় একই সময়ে। অবিশ্বাস্য একটা কাকতালের ঘটনা, তার বেশি কিছু নয়।'

'দ্বিতীয় ধূমকেতুটি আবার তা হলে কবে নাগাদ ফিরবে?' সাবধানে জানতে চাইল রানা।

হঠাৎ হাসি থামল ভিনাসের, সন্দেহ ভরা গলায় বলল সে, 'কিং, কী ব্যাপার বলো তো, যেন মনে হচ্ছে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাচ্ছে কেউ? আমার হিসেব আরেকজন বলে কীভাবে?'

জবাবে ল্যাপটপ বন্ধ করে দিল কিং।

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন ডক্টর গুড, তারপর রানার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'আমাদের হিসেবে ওটা উড়ে যাবে আমাদের কাছ থেকে কম করেও বিশ লাখ মাইল দূর দিয়ে–আরও দু'দিন পরে।'

## দশ

ছুটন্ত ভ্যানের ভিতর ঠাণ্ডা পরিবেশটা কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে থাকল। কেউ এক চুল নড়ল না, যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে। তারপর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন জেনারেল মেয়ার। ডক্টর গুডের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন

তিনি, অ্যাস্ট্রনমারের চোখে কী যেন খুঁজছেন–হয়তো অনিশ্চয়তার ক্ষীণ ছায়া–তবে কিছুই দেখতে পেলেন না। 'ধূমকেতুটা–'

'ওটার নাম জেফ মরিসন,' বাধা দিয়ে বললেন ডক্টর গুড। 'যে সৌখিন জ্যোতির্বিদ ওটাকে রিডিসকভার করেছিলেন, তাঁর নামে।'

'আপনি বলছেন জেফ মরিসন ধূমকেতু আর আমিনিসরা যে দ্বিতীয় ধূমকেতুর রেকর্ড রেখে গেছে তা এক এবং অদ্বিতীয়?'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর গুড। 'তাতে কোন সন্দেহ নেই। হিসেব করে নিশ্চিত হওয়া গেছে ওটার কক্ষপথ আর সাত হাজার বি.সি-তে যেটা বিপর্যয় ঘটিয়েছিল সেটার কক্ষপথ মিলে যায়।'

'এই তথ্য ডেসটিনি পরিবারও নিশ্চয় জেনেছে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল লরেলি। 'তা হলে পঁচিশটা পরিবার তাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আর ব্যবসা বিক্রি করে দেবে কেন? কেন বিলিয়ন ডলার খরচ করে জাহাজের একটা বহর বানাবে? যদি আদৌ কোন বিপর্যয় না ঘটে?'

'পঁচিশটা পরিবারের আড়াইশো সদস্য নিশ্চয় পাগল নয়!'

'শুধু তো পরিবারের সদস্যরা নয়, জাহাজগুলোয় আরও তোলা হচ্ছে তাদের কাজ করে, তাদের সমর্থক এমন প্রায় দু'লাখ মানুষকে। তারাও তো এই যাত্রার জন্যে সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছে।'

'এতগুলো মানুষকে আমি পাগল বা বোকা বলতে রাজি নই,' বলল লরেলি।

'গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে দুর্বোধ্য একটা রহস্য বলে মনে হচ্ছে।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'ডেসটিনি পরিবারের নিশ্চয় একটা সলিড মোটিভ আছে,' বলে একটু বিরতি নিল রানা, সবাই নিঃশব্দে তাকাল ওর দিকে।

'এর অন্য কোনও ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। তারা বিশ্বাস করে সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ তারা এমন কিছু জানে, দুনিয়ার আর কেউ যা জানে না।'

'আমি তোমাকে আশ্বস্ত করছি, অ্যাডমিরাল,' বললেন ডক্টর গুড, 'বিপদটা সোলার সিস্টেম থেকে আসছে না।'

'তা হলে অন্য কী ঘটতে পারে? পৃথিবীর বাইরের আবরণ স্থানচ্যুত হবে, কিংবা মেরু শিফট করবে, এ-সব কি আগে থেকে বোঝা সম্ভব?' ডক্টর গুডকে জিজ্ঞেস করল কিং।

'ঘটতে দেখার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা না থাকলে এ-সব বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, সুনামির ঢেউ চাক্ষুষ করা হয়েছে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর ছালের নড়াচড়া কিংবা মেরুর স্থানবদল আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে ঘটেনি।'

'পৃথিবীতে এমন পরিস্থিতি আছে কি, যার কারণে এই নড়াচড়া কিংবা স্থানবদলের মত কিছু ঘটতে পারে?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে জবাব দিলেন ডক্টর গুড। 'এমন প্রাকৃতিক শক্তি আছে, দুনিয়ার ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে।'

'যেমন?'

'যেমন দুই মেরুর যে-কোন একটার বরফ যদি শিফট করে।'

'তা কি সম্ভব?'

'পৃথিবী দৈত্যাকার একটা লাটিম। বছরে একবার সূর্যকে এক পাক ঘুরে আসছে। লাটিমের মতই, এটার ভারসাম্যও নিখুঁত নয়, কারণ ভূখণ্ড আর মেরুগুলো যে-সব জায়গায় রয়েছে তা সুস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্যে মোটেও আদর্শ নয়। কাজেই ঘোরার সময় দুনিয়া কাঁপে। এই অবস্থায় দুটোর একটা মেরু যদি আকারে বেড়ে বড় হয়ে যায়, কম্পনে তার প্রভাব পড়ে, আপনাব

গাড়ির ভারসাম্য হারানো একটা চাকার মত এর ফলে বাইরের আবরণ স্থানচ্যুত হতে পারে, কিংবা শিফট করতে পারে পোল। শ্রদ্ধেয় কিছু বিজ্ঞানীকে চিনি আমি, যাঁরা বিশ্বাস করেন এটা একটা নিয়ম ধরে ঘটে চলেছে।'

'কত দিন পরপর?'

'ছয় থেকে আট হাজার বছর।'

'শেষ শিফটটা কবে ঘটেছে?'

'সাগরের গভীর তলদেশ খুঁড়ে সংগ্রহ করা মজ্জা বিশ্লেষণ করে ওশনোগ্রাফাররা বলছেন শেষবার শিফট করেছে নয় হাজার বছর আগে, ঠিক যে সময় আপনাদের ধূমকেতুটি পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়েছিল।'

'তা হলে বলা যায় আরেকটা শিফটের সময় হয়েছে,' বলল রানা।

'আসলে, সময় পার হয়ে যাচ্ছে।' হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন ডক্টর গুড। 'দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কিছু বলা সম্ভব নয়। আমরা শুধু এটুকু জানি যে সময় উপস্থিত হলে শিফটটা অকস্মাৎ ঘটবে। কোন ওয়ার্নিং পাবার সুযোগ নেই।'

চোখে-মুখে অস্বস্তি নিয়ে ডক্টর গুডের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন জেনারেল মেয়ার। 'কী কারণে এমনটি হবে?'

'অ্যান্টার্কটিকার মাথায় আমরা যে আইস ফরমেশন দেখছি তা সমান ভাগে ভাগ করা নয়। মহাদেশের একটা দিকে অন্যদিকের চেয়ে বেশি জমে। প্রতি বছর পঞ্চাশ বিলিয়ন টন বরফ শুধুমাত্র রস আইস শেলফে যোগ হচ্ছে, ফলে পৃথিবীর কম্পন বেড়ে যায়। এক সময়, ভর সরে গেলে পোলও সরে যাবে, অর্থাৎ শিফট করবে, যেমনটি আইনস্টাইনও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তার ফলে কী হবে? ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন পানি আর বরফ হাজার হাজার ফুট উঁচু হয়ে দুই মেরু থেকে বিষুবরেখার দিকে ছুটবে। ধূমকেতু আঘাত করায় যত রকমের বিরূপ

প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, এক্ষেত্রেও সে-সবের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। বড় একটা পার্থক্য হবে এই যে নয় হাজার বছর আগে দশ লাখ লোক মারা গিয়েছিল, এবার মারা যাবে সাত বিলিয়ন। নিউ ইয়র্ক, টোকিও, সিডনি, লস অ্যাঞ্জেলিস পুরোপুরি পানির তলায় চলে যাবে। উপকূল থেকে বহুদূরের শহর মিশে যাবে মাটির সঙ্গে। দশ-বিশ লাখ লোক যেখানে হাঁটাহাঁটি করছে, মাত্র কয়েকদিন পর কংক্রিটের একটা স্ল্যাবও খুঁজে পাওয়া যাবে না সেখানে।'

'আর যদি রস আইস শেলফ বাকি মহাদেশ থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়?' ডক্টর গুডকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'তারপর যদি ভেসে আসে সাগরে? তখন কী হবে?'

গম্ভীর হয়ে গেলেন ডক্টর গুড। 'এই ব্যাপারটা আগেই বিবেচনা করেছি আমরা। শেলফ মুভমেন্টের ফলে যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হবে তা থেকে পৃথিবীর ছাল মারাত্মকভাবে নড়ে যেতে পারে।'

'মারাত্মক মানে? একটু ব্যাখ্যা করুন।' যেন বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছেন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চিফ।

'কম্পিউটার সিমুলেশনে দেখা গেছে, গোটা আইস শেলফ বিচ্ছিন্ন হবার পর সাগরে ভাসতে ভাসতে ষাট মাইল চলে এলে পৃথিবীর কম্পন যে পরিমাণ বাড়বে, পোলার শিফট ঘটাবার জন্যে তা যথেষ্ট।'

'ষাট মাইল ভেসে আসতে কী রকম সময় লাগতে পারে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন গুডম্যান 'ছত্রিশ ঘণ্টার বেশি নয়

'ওটার এগোনো থামানোর কোন উপায় নেই?' জানতে চাইল লরেলি।

'থাকলেও আমার তা জানা নেই মাথা নাড়লেন ডক্টর গুড 'তবে, শুনুন, এ-সবই কিন্তু আন্দাজ আর থিওরি সম্ভাব্য

আর কী কারণে শেলফটা সাগরে বেরিয়ে আসতে পারে?'

নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটনের দিকে তাকাল রানা, তিনিও তাকালেন ওর দিকে। দু'জনেই যেন কল্পনার চোখে একই দুঃস্বপ্ন দেখছে, সেই সঙ্গে পড়তে পারছে পরস্পরের মনের কথা। রানার দৃষ্টি লরেলির দিকে ঘুরে গেল।

'ডেসটিনির ন্যানোটেক ফ্যাসিলিটি। সিওয়াটার থেকে মিনারেল প্রসেস করে। রস আইস শেলফ থেকে কত দূরে সেটা?' জানতে চাইল ও।

লরেলির চোখ বড় হচ্ছে। 'নিশ্চয় তুমি ভাবছ না...'

'কত দূরে?' গলা একটু চড়াল রানা।

বড় করে একটা শ্বাস নিল লরেলি। 'ওদের প্লান্টটা একেবারে কিনারায়।'

ডক্টর গুডের দিকে ফিরল রানা। 'আপনার কি রস আইস শেলফের সাইজ জানা আছে, ডক্টর?'

'ওটা প্রকাণ্ড,' বললেন গুডম্যান, হাত দুটো মেলে ধরলেন দু'দিকে। 'তবে সঠিক আয়তন বলতে পারব না। শুধু জানি ওটাই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ভাসমান বরফের মাঠ।'

'আমাকে ক'মিনিট সময় দাও,' রানাকে বলল কিং। আগেই সে তার ল্যাপটপ কমপিউটার খুলে কাজ শুরু করে দিয়েছে নুমা হেডকোয়ার্টারের কমপিউটার নেটওঅর্ক থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে এক মিনিটেরও কম সময় লাগল তার। তারপর নিজের মনিটরে চোখ রেখে পড়তে শুরু করল, 'আয়তনে ওটা দুই লাখ দশ হাজার বর্গমাইল, প্রায় টেক্সাসের সমান। সাগরের দিকে মুখ করা পেরিমিটার হিসেবে ধরছি না, তারপরও ওটার পরিধি প্রায় চোদ্দশো মাইল। এগারোশো থেকে তেইশশো ফুট পুরু। অতিরিক্ত আরও কয়েক শো তথ্য আছে, তবে এগুলোই গুরুত্বপূর্ণ।'

'এ কি সম্ভব?' জানতে চাইল শাহানা। 'একজন মানুষ দুই

লাখ দশ হাজার বর্গমাইল বরফ ভেঙে আলাদা করে ফেলবে?'

'কী করে সম্ভব তা জানি না,' বলল রানা। 'তবে বাজি ধরে বলতে পারি ডেসটিনির লোকজন তিন প্রজন্ম ধরে এটার পেছনেই শ্রম আর মেধা ঢেলেছে।'

'গুড লর্ড!' বিড়বিড় করলেন ডক্টর গুডম্যান। 'এ স্রেফ ভাবা যায় না!'

'টুকরোগুলো,' গম্ভীর সুরে বলল মুরল্যান্ড, 'এতক্ষণে জোড়া লাগছে।'

'যেভাবেই হোক,' বলল রানা, 'আইস শেলফটাকে ভেঙে সাগরে সরিয়ে আনতে চাইছে তারা, পৃথিবীর পাক খাওয়ার নিয়মে যাতে বিঘ্ন ঘটে, সেই সঙ্গে বেড়ে যায় কাঁপনটা। এই ভারসাম্যহীনতা সঙ্কটের পর্যায়ে পৌঁছালে পোলার শিফট আর আবরণের স্থানচ্যুতি ঘটবে। টাইডাল ওয়েভের ধকল কাটিয়ে ওঠার পর ডেসটিনির মেগাশিপগুলো ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে আসবে সাগরে। কয়েক বছর সাগরেই থাকবে তারা, আলোড়ন থামার পর পরিবর্তিত নতুন একটা পৃথিবীর তীরে ভিড়বে তাদের জাহাজগুলো। ওখানে পত্তন হবে তাদের চতুর্থ সাম্রাজ্যের, সাতশো কোটি মানুষের লাশের ওপর।'

পাথরের মূর্তির মত বসে থাকল সবাই। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এ-ধরনের অমানবিক একটা কাজ কারও পক্ষে করা সম্ভব।

'গড হেলপ আস অল,' নরম সুরে বিড়বিড় করল জেনারেল মেয়ার।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দিকে তাকাল রানা। 'আমি বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকার সঙ্গে কথা বলতে চাই। বস্ সরকারকে ব্যাপারটা জানাবেন।' থেমে শ্বাস নিল রানা। 'আপনারাও তো আপনাদের প্রেসিডেন্টকে ইনফর্ম করবেন, তাই না, অ্যাডিমিরাল?'

'ন্যাশনাল সায়েন্স বোর্ড আর চিফ অভ স্টাফকে আমাদের তদন্ত সম্পর্কে আগেই জানিয়েছি আমি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু হুমকিটা কেউই তারা সিরিয়াসলি নেয়নি। এখনকার পরিস্থিতি অবশ্য আলাদা। পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউস জেনারেল মেয়ারের কাছ থেকে সরাসরি সব জানতে পারবে।'

জেনারেল মেয়ার গম্ভীর মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলটা শুধরে নেবে ওরা, বললেন তিনি

'হাতে সময় মাত্র তিন দিন,' বলল রানা। 'এরই মধ্যে একটা প্ল্যান তৈরি করতে হবে। সবাইকে বলছি, মাথা ঘামান। ভেবে বের করুন, কীভাবে ঠেকানো যায় ওদেরকে।'

# এগারো

এতটুকু ঝাঁকি না খেয়ে আইস রানওয়ের উপর ল্যান্ড করল ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস কোম্পানির জেটটা

পাহাড়ে ধাক্কা খেতে আর যখন দুশো গজও বাকি নেই, বরফের পাহাড়-প্রাচীর যেন কোন্ জাদুবলে ফাঁক হয়ে গেল, দেখা গেল প্রকাণ্ড গুহার মত একটা প্রশস্ত জায়গা। ধীরে ধীরে থ্রটল টেনে ধরল পাইলট. জেটকে থামাল একটা হ্যাঙ্গারের মাঝখানে, স্লেভ লেবাররা যেটাকে প্রায় ষাট বছর আগে পাহাড় কেটে তৈরি করেছিল। প্লেনের পিছনে এরই মধ্যে রাবার হুইলে বসানো বিশাল দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে।

হ্যাঙ্গারে আরও দুটো প্লেন রয়েছে। একটা দুশো

পঁচানব্বুইজন আরোহী আর বিশটন কার্গো নিতে সক্ষম। অপরটি শুধু কার্গো পরিবহনের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

বিরাট হ্যাঙ্গারের ভিতর কর্মব্যস্ততা থাকলেও, পরিবেশ পুরোপুরি শান্ত আর স্বাভাবিক। বিভিন্ন রঙের ইউনিফর্ম পরা ডেসটিনির সমর্থক শ্রমিকরা নিঃশব্দে কাজ করছে, কথা বলছে নরম সুরে। একশোরও বেশি কাঠের বাক্সে আমিনিসদের রেখে যাওয়া আর্টিফ্যাক্ট আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসিদের লুঠ করা ট্রেজার ভরা হচ্ছে। বাক্সগুলো উলরিখ হারমানে পাঠানো হবে।

কালো ইউনিফর্ম পরা পঞ্চাশজন সিকিউরিটি গার্ড টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেট প্লেন থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল হিউগো আর সাসনা।

আলপাইন স্কি প্যান্ট পরেছে হিউগো, সঙ্গে আলপাকা উল দিয়ে কিনারা মোড়া ঢোলা সুয়েড জ্যাকেট। আর সাসনার পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ফার কোটের নীচে ওয়ান-পিস স্কি সুট।

পরিবহন প্রজেক্টের ম্যানেজার ট্রুডা ব্রুমার সিঁড়ির নীচে অভ্যর্থনা জানাল ওদেরকে। 'আপনি নিজে এসেছেন দেখে গর্ব অনুভব করছি, মিস্টার হিউগো।'

'কর্তব্য বলে মনে হলো, কেয়ামতের জন্যে প্রস্তুতিটা নিজের চোখে দেখা,' জবাবে বলল হিউগো। 'তোমার কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

'উলরিখে প্যাসেঞ্জার আর কার্গো তোলার কাজ হাতে দশ ঘণ্টা সময় থাকতেই শেষ করতে পারব আমরা।'

ডেসটিনির সিকিউরিটি চিফ কার্ট মার্শাল আর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট বিয়েট্রিচ বিসমার্ককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। হিউগোর সমবয়সী তারা, দু'জনের সঙ্গেই কোলাকুলি করল সে। 'ভ্যালহ্যালায় ফিরে এসেছ, স্বাগতম!' বলল মার্শাল।

'নানা রকম ব্যস্ততার কারণে আসতে দেরি হলো।'

'কন্ট্রোল সেন্টারে চলো,' বলল বিয়েট্রিচ। 'নিজের চোখে দেখতে পাবে কীভাবে আমরা পুরানো দুনিয়াটাকে ধ্বংস করতে যাচ্ছি।'

'প্রথমে তোমাদের গার্ড বাহিনী পরিদর্শন করে নিই,' বলল হিউগো। সাসনাকে পিছনে নিয়ে সিকিউরিটি গার্ডদের সামনে দিয়ে হাঁটছে সে। গার্ডদের প্রত্যেকের সঙ্গে পিস্তল আর রাইফেল আছে। দু'একজনের সামনে থেমে দু'একটা প্রশ্ন করল হিউগো। লাইনের শেষ মাথায় পৌঁছে সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকাল। 'ধন্যবাদ, মার্শাল। আমার কোন সন্দেহ নেই এই গার্ডবাহিনী প্রয়োজনে যে-কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পারবে।'

'অনাহূত কাউকে দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে,' জানাল মার্শাল।

'সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ছে?' জানতে চাইল হিউগো।

'নাহ্,' জবাব দিল বিয়েট্রিচ। 'আমাদের ডিটেকশন কন্ট্রোল ইউনিট ফ্যাসিলিটির দেড়শো মাইলের মধ্যে কোনও তৎপরতা দেখতে পাচ্ছে না।'

তার দিকে ফিরল সাসনা। 'দেড়শো মাইল কিন্তু খুব বেশি দূর হলো না।'

'দেড়শো মাইল দূরেই রয়েছে মার্কিনীদের লিট্‌ল আমেরিকা নামে অ্যান্টার্কটিক রিসার্চ স্টেশন। স্টেশনটা তৈরি করার পর থেকে আমাদের অপারেশন সম্পর্কে কখনোই কোনরকম আগ্রহ দেখায়নি ওরা। এরিয়াল সার্ভেইলান্সেও এমন কিছু ধরা পড়েনি যা থেকে বোঝা যায় আমাদের মাইনিং ফ্যাসিলিটিতে উঁকি-ঝুঁকি মারছে ওরা।'

বিয়েট্রিচকে সমর্থন করল মার্শাল। 'আমেরিকানরা কোন সমস্যা করে না।'

'তবু কড়া নজর রাখতে বলছি,' নির্দেশ দিল হিউগো, সাসনার হাত ধরে অটো কারে চড়ছে। 'ভয় হচ্ছে. আমাদের

গোপন ব্যাপারটা জানতে আর বেশি দেরি নেই ওদের।'

ইলেকট্রিক কারের ড্রাইভার এয়ারক্রাফট হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এসে একটা টানেলের ভিতর দিয়ে ছুটল। পাঁচশো গজ এগোবার পর বিশাল একটা আইস কেইভ-এ ঢুকল তারা, ভিতরে ছোট আকারের হারবার দেখা যাচ্ছে, ভাসমান লম্বা ডকটা রস সাগরের ঢেউয়ের দোলায় উঁচু-নিচু হচ্ছে। উঁচু ছাদের নীচে চ্যানেলটা হারবারের ভিতর থেকে ক্রমশ বাঁকা হয়ে সাগরের দিকে এগিয়েছে, ফলে প্যাসেজ ধরে বড় আকারের জাহাজগুলো অনায়াসে ঢুকতে পারে ভিতরে, বরফ প্রাচীরের আড়াল থাকায় বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।

সিলিঙে বসানো কয়েক ডজন হ্যালজেন বালব থেকে আলো আসছে। ডকের পাশে নোঙর ফেলেছে চারটে সাবমেরিন আর ছোট একটা কার্গো জাহাজ। গোটা হারবার কমপ্লেক্স খালি পড়ে রয়েছে। কার্গো ক্রেন দাঁড়িয়ে আছে পরিত্যক্ত অবস্থায়, পাশেই ট্রাকের একটা বহর আর রাশি রাশি ইকুইপমেন্ট।

'বিপদ কেটে গেলে আমি নিজে একবার এই ভ্যালহ্যালায় ফিরে আসব,' মৃদু কণ্ঠে বলল হিউগো। 'এই আশায় যে এ-সবের কিছু হয়তো অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাব।'

লুকানো ডক টার্মিনাল, এয়ারক্রাফট হ্যাঙ্গার আর সি-মাইনিং এক্সট্র্যাকশন ফ্যাসিলিটির মাঝখানে পুরানো টানেলটা নয় মাইল লম্বা, এটাও সোভিয়েত ইউনিয়নের স্লেভ লেবারদের দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, আইস শেলফের গণকবরে এখনও তাদের লাশ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে। ১৯৮৫ সাল থেকে টানেলটা বড় করা হচ্ছে

শুরুতে সাগরের পানি থেকে মূল্যবান খনিজ পদার্থ বের করার পদ্ধতিটা কোন কাজই করেনি। তবে ক্যালিফোর্নিয়ার দুই বিজ্ঞানী অটো হ্যাভলান আর তার স্ত্রী স্টেফি হ্যাভলানের হাতে পড়ে ন্যানোটেকনোলজিতে একটা বিপ্লব ঘটে যায়। ডেসটিনি

এন্টারপ্রাইজেস এরপর বস্তুর কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করার একটা প্রজেক্টে নিজেদের বিপুল সম্পদ ঢালতে শুরু করে। অণুকে নতুন করে সাজিয়ে আর অবিশ্বাস্য ক্ষুদ্র ইঞ্জিন তৈরি করে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে তারা, বলা যায় নতুন করে উদ্ভাবন করেছে। মলিকিউলার মেশিন এমন কী শূন্য থেকে একটা গাছও তৈরি করতে পারে। ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস অবশ্য সাগরের পানি থেকে সোনা সহ মূল্যবান খনিজ পদার্থ তৈরিতে জোর দিল। এই কাজে ধীরে ধীরে সাফল্য পায় তারা। রস সি থেকে এখন প্রতিদিন এক হাজার ট্রয় আউন্স সোনা আসে, তার সঙ্গে আরও আসে প্ল্যাটিনাম, সিলভারসহ অন্যান্য মেটাল।

সি-মাইনিং ফ্যাসিলিটির প্রকাণ্ড গম্বুজ আকৃতির ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টারটা নাসা-র কন্ট্রোলরুমের মত দেখতে। সারি সারি ইলেকট্রনিক কনসোলের সামনে ত্রিশজন বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনিয়ার বসে থাকে, মনিটর করে ন্যানোটেক মাইনিং অপারেশন। তবে সাগরের পানি থেকে দুর্লভ খনিজ পদার্থ আহরণের সব কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে আজ, ডেসটিনির সব কর্মী আর অফিসার তাদের সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিয়েছে অন্য এক কাজে। আইস শেলফ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় যতই এগিয়ে আসছে, ততই তারা ব্যস্ত হয়ে উঠছে।

কামরার ভিতর ঢুকে একটা ইলেকট্রনিক বোর্ডের সামনে দাঁড়াল হিউগো, বুদ্‌বুদ্ আকৃতির সিলিং-এর মাঝখান থেকে ঝুলে আছে সেটা। বোর্ডের মাঝখানে রস আইস শেলফের বড় একটা ম্যাপ দেখা যাচ্ছে। মানচিত্রের কিনারা জুড়ে নিওনের মত টিউব রয়েছে সারি সারি, চারপাশের ভূমি থেকে বরফকে আলাদা করে দেখানোর জন্য। এই টিউবিং সবুজ, মাইনিং কোম্পানি থেকে শুরু হয়ে আইস শেলফকে ঘিরে এগিয়েছে, শেষ হয়েছে উল্টোদিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর তিনশো মাইল

বাকি থাকতে। সবুজ টিউবিং যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই আবার শুরু হয়েছে লাল টিউবিং, একেবারে সেই সাগরের কিনারা পর্যন্ত।

'লাল এলাকাটা কি প্রোগ্রাম করা হয়নি এখনও?' চিফ ইঞ্জিনিয়ার শেড গ্রাসকে জিজ্ঞেস করল হিউগো।

দ্রুত মাথা নাড়াল গ্রাস। 'না।' হাত তুলে বোর্ডটা দেখাল সে। 'মলিকিউলার ট্রিগারিং ডিভাইস সেট করার কাজে ব্যস্ত রয়েছি আমরা। আরও প্রায় চারশো মাইল প্রোগ্রামের আওতায় নিয়ে আসতে হবে, টানেলের শেষ মাথায় সাগর পর্যন্ত।'

ম্যাপের চারপাশের ডিজিটাল ডিসপ্লেতে লাল হরফ আর সংখ্যার দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ করছে হিউগো। 'ক্রিটিকাল মুহূর্তটা কখন?' জানতে চাইল সে।

'আইস শেলফ চূড়ান্তভাবে ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু হবে এখন থেকে ছয় ঘণ্টা...' বোর্ডে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল গ্রাস কেয়ামত শুরু হতে আর কতক্ষণ বাকি, 'বাইশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড পরে।'

'এমন কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে, দেরি করিয়ে দেয়ার মত?'

'না, তেমন কোন সমস্যা দেখছি না আমরা। অপারেশনের প্রতিটি অংশ মনিটর করছে কমপিউটার। কিছুক্ষণ পর পর ব্যাকআপ সহ চেক করা হচ্ছে সব। এখন পর্যন্ত সম্ভাব্য ত্রুটির কোন আভাস পাওয়া যায়নি।'

'সত্যি, এই ইঞ্জিনিয়ারিংকে জাদুরও বাড়া বলতে হয়,' বলল হিউগো, আইস শেলফকে ঘিরে থাকা রঙিন টিউবিং-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'খুবই দুঃখজনক যে পৃথিবী কোনদিন জানতে পারবে না এটার অস্তিত্ব ছিল।'

'অবশ্যই জাদুরও বাড়া,' সায় দিয়ে বলল গ্রাস। 'দুই মাসের মধ্যে বরফ খুঁড়ে চোদ্দশো মাইল লম্বা, দশ ফুট ডায়ামিটারের

একটা টানেল বের করা।'

'কৃতিত্বটা আপনার আর ইঞ্জিনিয়ারদের পাওনা, ডিজাইন তৈরি করে মলিকিউলার টানেলিং মেশিনটা আপনারাই বানিয়েছেন,' বলল সাসনা, দেয়ালের বড় একটা ফটোর দিকে হাত তুলল।

ছবিতে একশো ফুট লম্বা একটা বোরিং মেশিন দেখা যাচ্ছে–থ্রাস্ট র‍্যাম, ডেবরিস কনভেয়র আর অদ্ভুতদর্শন একটা ইউনিটসহ। এই ইউনিটটার কাজ হলো বরফের ভিতরকার 'সিলেকটেড মলিকিউলার বন্ড' ভেঙে আলাদা করা। দ্বিতীয় আরেকটা ইউনিটের কাজ হলো পাউডারে পরিণত তুষারকে 'রিবন্ড' করার মাধ্যমে প্রায় নিখুঁত, নিরেট স্ফটিক বরফে রূপান্তর করা, যেগুলো টানেল কাটার কাজে ব্যবহার করা হবে। অপারেশনটা পুরোদমে চালালে এই টানেলার মেশিন চব্বিশ ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বরফ খুঁড়তে পারে। কাজটা সাফল্যের সঙ্গে শেষ করার পর প্রকাণ্ড মেশিনটা মাইনিং ফ্যাসিলিটির বাইরে বরফের একটা মাঠের উপর বসে আছে।

'বরফ গলে যাবার পর আমরা হয়তো টানেলার মেশিনটাকে মাটির নীচের পাথর ভাঙার কাজে ব্যবহার করতে পারব,' বলল হিউগো, চিন্তা করছে।

'তোমার ধারণা বরফ গলে যাবে?' বিস্মিত দেখাল সাসনাকে।

'আমাদের ক্যালকুলেশান পঁচানব্বুই ভাগ নির্ভুল হলে, বিপর্যয়ের দুই মাস পরে অ্যান্টার্কটিকার এই অংশটা সরে যাবে এখান থেকে আঠারোশো মাইল উত্তরে।'

'এই প্রযুক্তি আমি আসলে বুঝি না,' হতাশ কণ্ঠে বলল সাসনা। 'গোটা আইস শেলফকে ভেঙে সাগরে পাঠিয়ে দেবে, কী করে সম্ভব?'

হাত তুলে বিরাট ডিসপ্লে বোর্ডটা দেখাল গ্রাস। 'যতটা সম্ভব

সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ন্যানোকমপিউটারাইজড মেশিন বিপুল সংখ্যক মলিকিউলার রেপ্লিকেটিং অ্যাসেমব্লার গঠন করে, সেগুলোই আবার অনেক অনেক মিলিয়ন খুদে মলিকিউলার আইস-ডিজলভিং মেশিন গঠন করে।'

গম্ভীর দেখাচ্ছে সাসনাকে। 'আরেক ভাষায়, রেপ্লিকেটেড অ্যাসেমব্লার, মলিকিউলার ইঞ্জিনিয়ারিঙের মাধ্যমে, এমন মেশিন তৈরি করতে পারে, যে মেশিনের দ্বারা সম্ভাব্য সব কিছু তৈরি করা যায়।'

'এটাই হলো ন্যানোটেকনোলজির সৌন্দর্য,' বলল গ্রাস। 'মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে রেপ্লিকেটেড অ্যাসেমব্লার নিজের হুবহু কপি তৈরি করতে পারে। টন টন রেপ্লিকেটেড মেশিন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন অ্যাটমকে সরিয়ে দিয়ে টানেলটার ওপরে আর নীচে প্রতি ইঞ্চি পর পর বরফ খুঁড়ে গর্ত তৈরি করেছে। আইস টিউবগুলো প্রয়োজনমত গভীরতা পাবার পর ন্যানোটেকনোলজি মেশিনগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ পাঠানো বন্ধ রেখেছে। আমাদের আবহাওয়াবিদরা অনুকূল স্রোত আর জোরাল বাতাসের পূর্বাভাস দিলে, মেশিনগুলোকে রিয়্যাকটিভেট করার সংকেত পাঠানো হবে। ওগুলো তখন বরফ গলিয়ে মহাদেশ থেকে শেলফটাকে বিচ্ছিন্ন করার চূড়ান্ত কাজটা শেষ করবে।'

'কতক্ষণ লাগবে?' জানতে চাইল সাসনা

'দু'ঘণ্টারও কম '

'পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হবার দশ ঘণ্টা পর, ব্যাখ্যা করছে হিউগো, 'রস আইস শেলফের ভার অ্যান্টার্কটিক মহাদেশ থেকে যথেষ্ট দূরে সরে যাবার কারণে পৃথিবীর পাক খাবার ছন্দ নষ্ট হয়ে যাবে, ফলে একযোগে দুটো ব্যাপার ঘটবে—পোলার শিফট আর পৃথিবীর বাইরের ছালের স্থানচ্যুতি। দুনিয়াটা আক্ষরিক অর্থেই উন্মাদ হয়ে যাবে।'

'সেই দুনিয়াকে পরে আমরা নতুন করে গড়ে নেব,' গর্বভরে

বলল সাসনা।

একটা অফিস থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল কালো ইউনিফর্ম পরা একজন সিকিউরিটি গার্ড। 'সার, হিউগোর হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল।

কাগজটায় চোখ বুলাল হিউগো, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে উঠল তার চোখ-মুখ।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল সাসনা।

'মার্শাল একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে, ধীরে ধীরে জবাব দিল হিউগো। 'একটা আনআইডেনটিফায়েড প্লেন, অ্যামুন্ডসেন সি-র ওদিক থেকে আসছে। আমাদের সিগনালে সাড়া দিচ্ছে না।'

'সম্ভবত লিট্‌ল আমেরিকার জন্যে সাপ্লাই নিয়ে এসেছে প্লেনটা,' বলল গ্রাস 'উদ্বিগ্ন হবার মত কোন ব্যাপার নয়। দশ দিন পরপর আসে ওটা।'

'প্রতিবারই কি ভ্যালহ্যালার ওপর দিয়ে আসা-যাওয়া করে?' জিজ্ঞেস করল হিউগো।

'সরাসরি নয়, তবে আইস স্টেশনে নামার আগে আমাদের কয়েক মাইলের মধ্যে চলে আসে

সিকিউরিটি গার্ডের দিকে ফিরল হিউগো 'মিস্টার মার্শালকে জানাও প্লেনটার ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। লিটল আমেরিকার দিকে এগোবার সময় স্বাভাবিক পথ ছেড়ে সরে এলে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে আমাকে

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ, হিউগো?' জানতে চাইল সাসনা।

তার দিকে ফিরল হিউগো, চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। 'ভয় পাচ্ছি না, তবে সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করছি। মাসুদ রানাকে আমি বিশ্বাস করি না

'নুমা মানে তো আমেরিকা, সে এখান থেকে বহুদূরে,' বলল সাসনা। 'একটা আমেরিকান অ্যাসল্ট ফোর্সকে রেডি করতে

চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে, তারপর ওকুমা বে-তে আসতে পাড়ি দিতে হবে দশ হাজার মাইল।'

'তারপরেও,' শান্ত সুরে বলল হিউগো, 'সাবধানের মার নেই।' গ্রাসের দিকে তাকাল সে। 'ইমার্জেন্সি দেখা দিলে আইস শেলফ বিচ্ছিন্ন করার সিগনাল সময়ের আগে পাঠানো সম্ভব?'

'পুরোমাত্রায় সাফল্য চাইলে সেরকম কিছু করা উচিত হবে না,' জোর দিয়ে বলল গ্রাস। 'সব কিছু নির্ভর করে টাইমিং-এর ওপর। ভরা জোয়ারের জন্যে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে। মলিকিউলার আইস ডিজলভিং মেশিনগুলো তখনই অ্যাকটিভেট করতে হবে। তারপর ভাটার স্রোত বিশাল আইস শেলফকে বয়ে নিয়ে যাবে সাগরে।'

'তা হলে দেখা যাচ্ছে আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই,' বলল সাসনা, হিউগোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

নিজের গলা নামাল হিউগো, কথা বলছে নিচু স্বরে, 'প্রার্থনা করি তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।'

ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকজন সিকিউরিটি গার্ডকে ছুটে আসতে দেখা গেল। সে-ও একটা রিপোর্ট নিয়ে এসেছে।

রিপোর্টটা পড়ল হিউগো। ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল তার ঠোঁটের কোণে। 'মার্শাল জানিয়েছে আমেরিকান সাপ্লাই প্লেনটা আমাদের পেরিমিটার থেকে দশ মাইল দূরে, নিজের স্বাভাবিক কোর্স ধরেই এগোচ্ছে। পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে ওটা।'

'অ্যাসল্ট টিম ড্রপ করার জন্যে কোনও পাইলট এত ওপরে উঠবে না।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গ্রাস।

'আজ পর্যন্ত কোন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আমাদের অপারেশন পেনিট্রেট করেনি,' বলল হিউগো। 'কেউ জানে না এখানে আমরা কী করছি। কাজেই আমাদের ফ্যাসিলিটিতে কেউ কোনও মিসাইল ছুঁড়তে যাচ্ছে না।' কথাগুলো জোর দিয়ে

বললেও, নিজের কানেই কেমন যেন বেসুরো লাগল তার। নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টরের চেহারাটা বারবার ফিরে আসছে মনের পর্দায়। কোথায় সে, কী করছে?

## বারো

ঘন মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে, জমাট বরফের তৈরি এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করল নুমার এগজেকিউটিভ জেট প্লেন, ছুটে এসে থামল গম্বুজ আকৃতির একটা দালানের সামনে। ১৯২৮ সালে রস আইস শেলফের কিনারা থেকে কয়েক মাইল দূরে, কেইনান বে-র কাছে অ্যাডমিরাল বার্ড তৈরি করেন এই আইস স্টেশন, কিন্তু সাগর এখন মাত্র কয়েক শো গজের মধ্যে চলে এসেছে। ছয় শো ত্রিশ মাইল লম্বা রাস্তা ধরে রকফেলার প্ল্যাটো-য় যাওয়ার পথে লিট্‌ল আমেরিকা ফাইভ সর্বশেষ স্টেশন হিসেবে কাজ করে।

নিজের দিকের দরজা খুলে প্লেন থেকে নামছে রানা, সামনে দাঁড়ানো হুড আর পারকায় মোড়া এক লোক চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে নিঃশব্দে হাসল। 'মিস্টার মাসুদ রানা? নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'মিস্টার ডানকান কাইল, এই আইস স্টেশনের চিফ?'

'হ্যাঁ,' বলল কাইল। 'আমার হিসেবে দু'ঘণ্টা আগে চলে এসেছেন আপনারা।'

'কেসটা খুব সিরিয়াস তো, তাই সময় নষ্ট করিনি,' বলে ঘাড় ফিরিয়ে মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল রানা।

প্লেন বন্ধ করে ওদের দিকে হেঁটে আসছে মুরল্যান্ড। স্টেশন চিফ কাইলকে নিজের পরিচয় দিয়ে সে বলল, 'এত কম সময়ের নোটিসে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। ব্যাপারটা এক্সট্রিমলি আর্জেন্ট।'

'আপনাদের কথায় সন্দেহ করার কোন কারণ দেখি না, বলল কাইল, একটু যেন আড়ষ্ট বোধ করছে। 'এমন কী আরও ওপর মহল থেকে কোন নির্দেশ না পাওয়া সত্ত্বেও।'

দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, এই খবর পেয়ে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষকে ডেসটিনির কমপাউন্ডে হামলা চালাবার নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় স্পেশাল ফোর্স অ্যাসল্ট টিম গঠন করার প্রক্রিয়া। সরকারী ওই টিমে নাম লেখাতে উৎসাহ দেখায়নি রানা, সেনা কর্তৃপক্ষও কাউকে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেনি নুমার চিফ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে। তবে সব কথা শোনার পর তারা জানতে চেয়েছিল, নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর এখন কোথায় আছে এবং কী করছে। উত্তরটা অ্যাডমিরাল একটু কৌশলে দিয়েছেন, 'তাদের পরবর্তী রিপোর্টের অপেক্ষায় আছি, পেলে জানতে পারব কোথায় আছে, কী করছে। ওরা দু'জন একসঙ্গে আছে, মাসুদ রানা আর তার সহযোগী রবি মুরল্যান্ড।'

নুমা চিফের মৌন নৈতিক সমর্থন পেয়ে আর দেরি করেনি ওরা, একটা জেট নিয়ে চলে এসেছে অ্যান্টার্কটিকায়, ইচ্ছে খিড়কি দরজা দিয়ে ডেসটিনির মাইনিং প্লান্টে ঢুকবে। মিশনটা আনঅফিশিয়াল হলেও, এর গুরুত্ব সম্পর্কে দু'জনেই ওরা সচেতন। তবে আইস স্টেশনে পৌঁছানোর পর বাকি ষাট মাইল কীভাবে পেরুবে সে-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওদের। মুরল্যান্ডের প্রশ্নের জবাবে রানা বলেছে, 'আগে তো পৌঁছাই,

তারপর এ নিয়ে ভাবা যাবে

'ভেতরে আসুন আপনারা,' বলল কাইল, 'তা না হলে সবাই আমরা আইস স্কাল্পচার হয়ে যাব

'টেমপারেচার?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড

'বাতাস না থাকায় ভালই আজ, শূন্যের নীচে পনেরো ডিগ্রি।'

গম্বুজ আকৃতির দালানটার আশি ভাগই বরফে ঢাকা। কয়েকটা করিডর পেরিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকল ওরা। স্টেশন চিফ ওদেরকে ব্র্যান্ডি মেশানো কফি পরিবশন করল। তারপর নীরবতা ভেঙে জানতে চাইল সে, 'আপনারা আর্জেন্টিনা থেকে যোগাযোগ করে যা বললেন, ভাবছি কথাগুলো ঠিক শুনেছি কিনা। আইস শেলফ ক্রস করে ওকুমা বে-তে যেতে চান আপনারা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের মাইনিং অপারেশন।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়াল কাইল 'ওখানকার লোকগুলো কিন্তু সিকিউরিটি ফ্যানাটিক। আমাদের সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশন একবারও ওদের দশ মাইলের ভেতর যেতে পারেনি, গেলেই গার্ডরা তাড়া করে সরিয়ে দেয়।'

'দেবেই তো।' রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল মুরল্যান্ড।

'পরিবহনের কথা কী ভেবেছেন? কীভাবে যারেন ওখানে?' জানতে চাইল কাইল। 'এখানে আমাদের হেলিকপ্টার নেই '

'আমাদের শুধু একজোড়া স্নোমোবাইল হলেই চলবে,' বলল রানা, স্টেশন চিফের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু কাইলের মুখের ভাব উৎসাহিত হওয়ার মত নয়। কাতর দেখাল স্টেশন চিফকে। 'আপনারা দেখা যাচ্ছে এতটা পথ উড়ে এসেছেন শুধু শুধু। আমাদের দুটো স্নোমোবাইল মেইন্টেন্যান্স-এ পড়ে রয়েছে পার্টস না পৌঁছালে মেরামত করা

সম্ভব নয়। বাকি চারটে রুজভেল্ট আইল্যান্ডের চারপাশের বরফ পরীক্ষা করতে নিয়ে গেছেন বিজ্ঞানীরা।'

'কবে ফিরবেন তাঁরা?' জানতে চাইল রানা।

'আগামী তিনদিন তো নয়ই।'

'আপনার স্টেশনে পরিবহনের আর কোন ব্যবস্থা নেই?'

'একটা বুলডোজার আর স্নো-ক্যাট আছে।'

'স্নো-ক্যাট হলেও কাজ চালাতে পারব...'

কাঁধ ঝাঁকাল কাইল। 'ওটার একদিকের ট্র্যাক ভেঙে গেছে। সাপ্লাই প্লেনের সঙ্গে পার্টস পাঠানো হচ্ছে, সে-ও দু'তিনদিন পর।'

টেবিলের ওপারে, বন্ধুর দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। 'তা হলে আর কোন উপায় নেই আমাদের। উড়েই যেতে হবে, এই আশায় যে ল্যান্ড করার মত একটা জায়গা পেয়ে যাব।'

'তা হয় নাকি,' বলল রানা, মাথা নাড়ছে। 'এমন কিছু করা উচিত হবে না স্পেশাল ফোর্সের মিশন যাতে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। আমি চেয়েছিলাম ওদের মাইনিং ক্যাম্পের কাছাকাছি স্নোমোবাইল নিয়ে পৌঁছাব, দু'এক মাইল বাকি থাকতে পায়ে হেঁটে চুপিসারে ঢুকে পড়ব ভেতরে।'

'আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, এটা একটা জীবনমরণ সমস্যা,' বলল কাইল।

রানা আর মুরল্যান্ড দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর দুজনই গম্ভীর হয়ে স্টেশন চিফের দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ,' ভারি গলায় বলল রানা, 'জীবনমরণ সমস্যাই। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কত লোকের জন্যে।'

'আমাকে বলবেন ব্যাপারটা আসলে কি?'

'অনুমতি নেই,' সোজাসুজি বলে দিল মুরল্যান্ড। 'তা ছাড়া, আপনি আসলে জানতেও চান না। জানলে আপনার পুরো দিনটাই হয়তো মাটি হবে।'

নিজের জন্য আরও এক কাপ কফি ঢেলে সেটার দিকে এক দৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ডানকান কাইল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'একটা সম্ভাবনা আছে, তবে ঠিক বুঝতে পারছি না...'

'বলুন, প্লিজ,' তাগাদা দিল রানা।

'অ্যাডমিরাল বার্ড-এর স্নো ক্রুজার,' লেকচার দেওয়ার ঢঙে বলল স্টেশন চিফ। 'একটা জাম্বো ফোর-হুইল-ড্রাইভ, ওই সময়ের যে-কোন ভেহিকেলের চেয়ে আকারে বড়।'

'ওই সময় মানে?' প্রশ্ন করল মুরল্যান্ড।

'উনিশো ঊনচল্লিশ। একজন পোলার এক্সপ্লোরার, থমাস পোল্টার, এই দৈত্যাকার মেশিনটা তৈরি করে। তার আশা ছিল ওটায় চড়ে পাঁচজন লোক আর একটা পোষা কুকুরকে নিয়ে দক্ষিণ মেরুতে যাবে, তারপর ফিরে আসবে। ওটার টায়ারই শুধু তিন ফুট চওড়া, আর ডায়ামিটারে দশ ফুটেরও বেশি। আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ছাপান্ন ফুট লম্বা। বিশ ফুট চওড়া। পুরো লোড করা অবস্থায় ওজন সাঁইত্রিশ টন। কী রকম উদ্ভট ভেহিকেল, বুঝতে পারছেন?'

'চালায় কীভাবে?'

'এখন কেউ চালায় না। সামনের দিকে, অনেক ওপরে কন্ট্রোল কেবিন। নিজস্ব মেশিনশপ আছে। আছে ক্রুদের জন্যে লিভিং কোয়ার্টার আর গ্যালি। এক বছরের জন্যে খাবার আর স্পেয়ার পার্টস রাখা যাবে স্টোর রুমে। ফুয়েল রাখা যাবে পাঁচ হাজার মাইল পাড়ি দেয়ার উপযোগী। শুধু তাই নয়, ওটার মাথায় একটা বিচক্রাফ্‌ট্ প্লেনও বহন করা যাবে।'

'এ-ধরনের দানবকে কী দিয়ে চালানো হয়?'

'দেড়শো ঘোড়ার একজোড়া ডিজেল ইঞ্জিনের সঙ্গে জোড়া লাগানো হয়েছে চারটে পঁচাত্তর ঘোড়ার ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন মোটর। প্রতিটি হুইলের ওজন ছয় হাজার পাউন্ড, আর

গুডইয়ারের তৈরি টুয়েলভ প্লাই টায়ার

'আপনি বলছেন এরকম একটা মেশিনের অস্তিত্ব আছে, এখানে সেটা পাওয়াও যাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এত বছর পর বরফ খুঁড়ে বের করা হয়েছে ওটাকে অ্যাডমিরাল বার্ডের আদেশে ওয়াশিংটনে নিয়ে গিয়ে মিউজিয়ামে রাখা হবে

'আমরা একবার দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'দেখার পর পছন্দ হলে ধার চাইতে পারব?'

'হ্যাঁ, চলুন, দেখবেন টেবিল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল স্টেশন চিফ 'কাজ চালাতে পারলে নিয়ে যান।'

এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট পর রেলগাড়ির মত প্রকাণ্ড, লাল রঙ করা স্নো ক্রুজারকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা উইন্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে আইস ফিল্ডে চোখ বুলাচ্ছে ও, ফাটল বা বাধা খুঁজছে।

চার্ট আর কন্ট্রোল রুমে, রানার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুরল্যান্ড, আইস প্যাকের একটা টপগ্রাফিক্যাল ম্যাপে চোখ বুলাচ্ছে

'আমাকে একটা হেডিং দিতে পার?' জিজ্ঞেস করল রানা

'কেন, তোমার গ্লোবাল পজিশনিং ইউনিট কোথায়?'

'তাড়াহুড়োর মধ্যে ফেলে এসেছি।'

'তা হলে সোজা ওদিকে চলো,' বলল মুরল্যান্ড, হাত তুলে একটা দিক দেখিয়ে দিল, যেন তার জানা নেই ঠিক কোন দিকে যেতে হবে

রানার ভুরু উঁচু হলো 'আন্দাজে কোথায় পৌঁছাতে চাও?'

'আন্দাজে নয়। এমন কোন ডিরেকশনাল ইন্সট্রুমেন্ট আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি যেটা চোখের মণিকে হারাতে পারে ওগুলো আমাদের কাছে চারটে আছে।'

'তোমার যুক্তি মনের প্রশান্তি নষ্ট করে

'ওখানে আমাদের পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগতে পারে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'ষাট মাইল যেতে হবে, যাচ্ছি ঘণ্টায় বিশ মাইল,' বিড়বিড় করছে রানা। 'তিন ঘণ্টা, যদি বাধা পেয়ে ঘুরপথ ধরতে না হয়। আমি শুধু অ্যাসল্ট টিমের আগে পৌঁছাতে চাই ওখানে।'

'নিশ্চয়ই বীরত্ব দেখাবার জন্যে নয়?'

'না।' হেসে ফেলল রানা। পরমুহূর্তে গম্ভীর হলো। 'আমি ভয় পাচ্ছি, ফুল-স্কেল হামলা করা হয়েছে দেখলে হিউগো না সময়ের আগেই আইস শেলফকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।'

গাঢ় নীল আকাশের নীচে জ্বলছে সূর্য, স্ফটিক হয়ে ওঠা সারফেসে প্রতিফলিত রোদের তীব্রতা তিনগুণ বেড়ে গেছে, কোঁচকানো সাদা চাদরের উপর দিয়ে একটা পোকার মত চলছে লাল স্নো ক্রুজারটা। তুষারের সূক্ষ্ম জাল আড়াল করে রাখছে ওটার জোড়া ডিজেল ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া। প্রকাণ্ড হুইলগুলো তুষার আর বরফের উপর দিয়ে গড়াবার সময় বিরতিহীন কচর-মচর আওয়াজ করছে। রাজকীয় ভঙ্গিতে অনায়াসে এগোচ্ছে কিম্ভূতকিমাকার যান্ত্রিক বাহনটি।

ড্রাইভিং সিটে আরাম করে বসে রয়েছে রানা, বাস-ড্রাইভারের মত স্টিয়ারিং হুইলটা শক্ত করে ধরেছে, সরল একটা রেখা ধরে স্নো ক্রুজারকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বহু দূর দিগন্তে ঝুলে থাকা একসারি পাহাড়ের দিকে। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় দুই থেকে চারদিন স্থায়ী স্নো ব্লাইন্ডনেস খুব বড় একটা হুমকি, তাই পোলারাইজড সানগ্লাস পরেছে ওরা।

তবে ফ্রস্টবাইট কোন সমস্যা নয়, স্নো ক্রুজারের হিটার কেবিনের ভিতর তাপমাত্রা ধরে রেখেছে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি। রানার একমাত্র সমস্যা হলো তিনটে উইন্ডশিল্ডে সারাক্ষণ জমে ওঠা তুহিন।

ওর গায়ে শুধু উলের তৈরি একটা সোয়েটার, তবে প্রয়োজনীয় সমস্ত গরম কাপড়চোপড় হাতের কাছেই জড়ো করে রাখা আছে, স্নো ক্রুজার থেকে বেরুতে হলে দ্রুত পরে নিতে পারবে।

কোথায় যাচ্ছে, কী করতে হবে, এ-সব ব্যাপারে ওদের দু'জনের মনে এতটুকু অস্পষ্টতা নেই। ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস মানবসভ্যতার জন্য ভয়ানক একটা বিপদ ডেকে আনতে চলেছে, যে-কোন মূল্যে সেটাকে ঠেকাতে হবে। এই দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে ওরা।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাইনিং ফ্যাসিলিটিতে পৌঁছাতে হবে। পিছনে বসা বন্ধু মুরল্যান্ডকে ডাকল রানা, আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী হে, কোনদিকে যাব?'

'সামনের বড় পাহাড়টাকে টার্গেট করো,' বড় আইস শেলফের ম্যাপ থেকে চোখ তুলে জবাব দিল মুরল্যান্ড। 'ও, ভাল কথা, সাগরটাকে বাঁ পাশে ধরে রাখতে ভুলো না। কিনারা থেকে পড়ে নিশ্চয়ই আমরা ডুবে মরতে চাই না।'

'আকাশ ঝাপসা হয়ে আসছে,' বলল রানা, উইন্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে উপরদিকে তাকিয়ে আছে।

'এখনও কি তুমি মনে করো সময়মত পৌঁছাতে পারব আমরা?'

ওডোমিটারের দিকে তাকাল রানা। 'গত এক ঘণ্টায় একুশ মাইল এগিয়েছি। পৌঁছাতে আর দু'ঘণ্টাও লাগবে না।'

ওদেরকে সময় মত পৌঁছাতে হবে। স্পেশাল অ্যাসল্ট টিম ব্যর্থ হলে রানা আর মুরল্যান্ডই তখন একমাত্র ভরসা, কাজটার জন্য যতই অপ্রতুল শক্তি বলে মনে হোক ওদেরকে।

শক্ত সারফেস পাওয়ার পর স্নো ক্রুজারের স্পিড খানিকটা বাড়ল। ঘণ্টায় এখন চব্বিশ মাইল। ইঞ্জিন রুমে নেমে গিয়ে ফুয়েল ইনটেক পাম্পের ভাল্‌ভ অ্যাডজাস্ট করেছে মুরল্যান্ড.

ফলে প্রবাহ খানিকটা বেড়েছে।

জমাট সাদা বরফের বিস্তার একঘেয়ে, ফাঁকা আর ভীতিকর; আবার একইসঙ্গে সুন্দর ও বিচিত্র। এই হয়তো শান্ত, পরমুহূর্তেই হিংস্র। রানার দৃষ্টিতে হঠাৎ জায়গাটা বিপজ্জনক হয়ে উঠল। ব্রেকে চাপ দিল ও, অবাক হয়ে দেখছে একশো ফুট দূরে ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে একটা ফাটল, আইস প্যাকের দু'দিকে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

গায়ে গরম কাপড় চাপিয়ে মই বেয়ে কন্ট্রোল কেবিন থেকে নেমে এল রানা, ধাক্কা দিয়ে এন্ট্রি ডোর খুলে পা রাখল বাইরে, হেঁটে এসে ফাটলটার কিনারায় দাঁড়াল। ভীতিকর একটা দৃশ্য। ফাঁকটা বিশ ফুট চওড়া। এত গভীর–তলদেশ দেখা যাচ্ছে না।

বুটের মচমচ আওয়াজ তুলে পাশে এসে দাঁড়াল মুরল্যান্ড।

'এখন উপায়?' জানতে চাইল সে।

'ডানকান কাইল কি বলেছেন মনে পড়ে?'

ভুরু কোঁচকাল মুরল্যান্ড। 'কী?

'স্নো ক্রুজারের হুইল আর টায়ার কাঠামোর মাঝখানে ফিট করা হয়েছে, ফলে সামনের ও পেছনের দিক আঠারো ফুট ঝুলে থাকে।'

'সে তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি,' বলল মুরল্যান্ড। 'তাতে কী?'

'এই মেশিনের তলাটা স্কির মত, চাকাগুলো উঁচু-নিচু করা যায়,' বলল রানা। 'আমি সামনের চাকাগুলো ভেতরে টেনে নিয়ে এগোব পেছনের চাকার ওপর ভর দিয়ে। নীচে নামার পর ওপরে উঠবার সময় সামনের চাকায় ভর দিয়ে উঠব, টেনে নেব পেছনের চাকা মেশিনের ভেতর।'

'মেশিন চলবে তখন ফ্রন্টহুইল ড্রাইভে?'

'ঠিক তাই।'

'থিওরি হিসেবে ঠিক আছে,' বলল মুরল্যান্ড। 'তবে কথাটা

আমাকে বিশ্বাস করাতে হলে করে দেখাতে হবে।'

করেই দেখাল রানা, লাগল পাঁচ মিনিটেরও কম। ফাঁকটা পার হয়ে এসে আবার ছুটল জবড়জং বাহন, গতি যেন আরও একটু বেশি।

রানা আশা করেছিল মাইনিং কমপাউন্ডে পৌঁছাতে অন্ধকার হয়ে আসবে চারদিক, কিন্তু বছরের এই সময়টায় অ্যান্টার্কটিকায় সূর্য অস্ত যায় কি যায় না, আবার ভোর চলে আসে। এত বড় একটা যান্ত্রিক দানবকে নিয়ে চুপিসারে কোথাও যাওয়া যায় না, জানে রানা। পরবর্তী দেড় ঘণ্টার মধ্যে কিছু একটা ভেবে বের করতে হবে ওকে। আর বেশি দেরি নেই, এক্সট্র্যাকশন প্লান্ট-এর দালানগুলো দিগন্তের কাছে পাহাড়সারির কোল বরাবর দেখতে পাওয়া যাবে।

ওদের উদ্দেশ্য মহৎ, কাজেই পরিস্থিতি অনুকূলই পাওয়া যাবে, এরকম একটা অনুভূতি জাগছে ওর মধ্যে, ঠিক এই সময় ব্যাপারটা শুরু হলো; যেন অদৃশ্য একটা শক্তি ওর বিরুদ্ধে কাজ করছে। আবহাওয়া ভারী হয়ে লেস-এর পরদার মত হয়ে গেল। অকস্মাৎ মহাদেশের ভিতর দিক থেকে সুনামির প্রচণ্ডতা নিয়ে ধেয়ে এল বাতাস। এইমাত্র ষাট মাইল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিল রানা, পরক্ষণে মনে হলো পানির একটা পরদার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে। চোখের একটা পলক ফেলতে যা দেরি, অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশ। সূর্য তার সমস্ত উজ্জ্বলতা আর আভা নিয়ে ঢাকা পড়ে গেছে। বাতাস গর্জন করছে কয়েক শো খেপা দানবের মত। দুনিয়া হয়ে উঠল ধবধবে সাদা ঘূর্ণি দিয়ে ঘেরা কবর।

ধাতব মেঝেতে একসেলারেটার চেপে রেখেছে রানা, শক্ত করে ধরা হুইল ঘোরাচ্ছে না, ভেহিকেলটাকে চালাচ্ছে সরল একটা রেখার উপর। তাড়া আছে ওদের, মা জননী প্রকৃতির কোন উদ্ভট আচরণই ওদের চলার গতিকে মন্থর করতে পারবে না।

হোয়াইটআউটের সময় একই জায়গায় চক্কর খেতে থাকে মানুষ, সে ডানহাতী বলে নয়, প্রায় সব মানুষেরই একটা পা অপর পায়ের চেয়ে এক মিলিমিটার ছোট বলে এই বাস্তবতা স্নো ক্রুজারের বেলায়ও সত্যি। ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসা একজোড়া টায়ার কখনোই হুবহু সমান হয় না। ভেহিকেল সোজা ছুটছে, জায়গা মত লক করে দেওয়া হয়েছে হুইল, কিন্তু তারপরও দেখা যাবে এক সময় ধীরে ধীরে বৃত্ত তৈরি করছে ওটা।

কিছুই নিরেট নয়, কোথাও কোন পদার্থ নেই। দুনিয়া যেন তার অস্তিত্ব হারিয়েছে। ঘণ্টায় ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইলের তুষার ঝড় সব কিছু থেকে সমস্ত রঙ মুছে দিয়েছে। দমকা বাতাসের সঙ্গে ছুটে আসা তুষার কণা উইন্ডশিল্ডে আঘাত করছে খুদে বর্শার মত।

ইঞ্জিন কমপার্টমেন্ট থেকে মুরল্যান্ডের চিৎকার ভেসে এল, 'ইঞ্জিন দুটো অসম্ভব গরম হয়ে উঠেছে। রেডিয়েটারের ওভারফ্লো টিউব থেকে বাষ্প বেরুতে দেখছি।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিস ফায়ার শুরু করল ইঞ্জিন দুটো। গজ-এর দিকে তাকিয়ে রানা দেখল অয়েল প্রেশার সামান্য লো থাকলেও, ওয়াটার টেমপারেচার এরই মধ্যে লাল-এর ঘরে পৌঁছে গেছে।

'গরম কাপড় পরো,' চিৎকার করে নির্দেশ দিল রানা। 'তারপর বাইরের দরজা খুলে দাও। বাতাস ঢুকলে ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

দু'জনেই ওরা হেভি-ওয়েদার কাভারঅল আর হুডসহ পারকা পরে নিল। এরপর দরজাটা খুলে দিল মুরল্যান্ড। কন্ট্রোল কেবিনের ভিতর বাতাসের উন্মত্ত গর্জন ঢুকে পড়ল। রানার কোন ধারণাই ছিল না কী ধরনের শক খেতে যাচ্ছে। কেবিনের ভিতরের তাপমাত্রা ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে আশি ডিগ্রি নেমে গেল।

নীচে, ইঞ্জিন রুমে, জোড়া ডিজেলের মাঝখানে বসে ভালই উত্তাপ পাওয়ার কথা মুরল্যান্ডের, কিন্তু টানা বাতাস সরাসরি আঘাত করায় গরম পবিচ্ছদের ভিতর ঠক-ঠক করে কাঁপছে সে আর ভাবছে…রানার না জানি কী অবস্থা হচ্ছে। বাতাসের একটানা গর্জনে কেউ ওরা কারও কথা এখন আর শুনতেও পাবে না।

পরবর্তী কয়েকটা মিনিট নরক যন্ত্রণা ভোগ করল রানা। এরকম ঠাণ্ডা কখনও লাগেনি ওর, জানে না এত শীত আছে দুনিয়ায়। অনুভব করল ওর ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাতাস, যাওয়ার পথে কেটে রেখে যাচ্ছে সব। ইঞ্জিন টেমপারেচার গজের দিকে স্থির হয়ে আছে ওর চোখ, এখনও শম্বুকগতিতে নীচে নামছে কাঁটা। বাড়ি খাওয়া ঠেকানোর জন্য দু'সারি দাঁতকে পরস্পরের সঙ্গে চেপে রেখেছে ও। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, তারপরেও ভোলেনি কয়েক শো কোটি মানুষকে বাঁচানোর দায়িত্ব হয়তো ওকেই পালন করতে হবে। শুধু এই উপলব্ধিই জ্ঞান হারাতে বা পাগল হতে বাধা দিল ওকে, সগর্জন বাতাস আর সহস্র কোটি তীক্ষ্ণ তুষারকণাকে অগ্রাহ্য করে স্নো ক্রুজারকে সরল একটা পথে ধরে রাখতে সাহায্য করল।

সম্পূর্ণ অন্ধ একজন মানুষ রানা। এমন কী স্পর্শের অনুভূতি থেকেও বঞ্চিত। হাত আর পায়ে কোন অনুভূতি নেই, সব যেন হারিয়ে ফেলেছে। শরীর যেন নিজের কোন অংশ নয়, ওর কোন নির্দেশে সাড়া দিচ্ছে না। শ্বাস-প্রশ্বাস না চলার মত। ওর কোন ধারণা ছিল না একজন মানুষ ঠাণ্ডায় জমে এত তাড়াতাড়ি মারা যেতে পারে। নিজেও জানে না স্নো ক্রুজার কখন থেমে গেছে। পরাজয় মেনে নিয়ে মুরল্যান্ডকে দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারে রানা। সবটুকু ইচ্ছে শক্তি জড়ো করে চেষ্টা করতে হলো দুর্বল মুহূর্তে সেরকম কিছু যাতে করে না বসে। মুরল্যান্ডকে নিয়ে নিজেদের গন্তব্যে যদি পৌঁছাতে চায় ও, গজের কাঁটাকে

আরও বিশ ডিগ্রি নামতে দিতে হবে।

সমস্ত দুঃস্বপ্ন ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল রানা। কষ্ট আর ভোগান্তির কোন অর্থ নেই ওর কাছে। নিজের ফুরিয়ে যাওয়া, সমাপ্তি, কিংবা ব্যর্থতা মেনে নেবে না। মারা যেতে পারি, এই চিন্তাটাকে মুছে ফেলছে মন থেকে

কিন্তু তারপরও মনে হলো আর পারছে না। তখন নিজেকে আরও শক্ত করে বলল, আর বিশ মিনিট। নিজেকে বোঝাচ্ছে, মুরল্যান্ড তো টিকে আছে, তুমি কেন পারছ না? ইঞ্জিনটাকে বাঁচাও, নিজেদেরকে বাঁচাও, তারপর দুনিয়াটাকে বাঁচাও–সোজা হিসাব, প্রায়োরিটির তালিকা। সানগ্লাস থেকে ফ্রস্ট মুছল ও, দেখল গজের কাঁটা আগের চেয়ে দ্রুত নামছে, পৌঁছে যাচ্ছে ইঞ্জিনের নরম্যাল অপারেটিং টেমপারেচারে।

আর বিশ সেকেন্ড, নিজেকে বলল রানা।

হ্যাচের মুখ থেকে চেঁচানর দরকার হলো না। সময় হয়েছে কিনা অনুভূতি দিয়ে বুঝে নিয়েছে মুরল্যান্ড, মুহূর্তের জন্য রেডিয়েটারের মাথায় হাত ছুঁইয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল। দরজাটা সশব্দে বন্ধ করল সে, সঙ্গে সঙ্গে তুষার আর বাতাসের উন্মত্ততা থেকে মুক্তি পেল ওরা। হিটারের সুইচ যতটা পারা যায় উপরে তুলে দিল সে। তারপর পড়িমরি করে কন্ট্রোল কেবিনে উঠে এল, কর্কশ হাতে ধরে স্টিয়ারিং হুইল থেকে সরিয়ে আনল প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে।

'যথেষ্ট করেছ তুমি,' বলল সে, রানা হাইপথারমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর এত কাছে চলে এসেছে দেখে হতচকিত। 'তোমাকে আমি ইঞ্জিন কমপার্টমেন্টে নিয়ে যাচ্ছি।'

'স্নো ক্রুজার...' ফিসফিস করছে রানা, ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে ওঠা ঠোঁট নড়ল কি নড়ল না। 'দেখো যেন এদিক সেদিক না ছোটে।'

'মাথা থেকে সব ঝেড়ে ফেলো। এ-ধরনের মেশিন তোমার

চেয়ে আমি খারাপ চালাব না।'

দুই ইঞ্জিনের মাঝখানটা বেশ গরম, রানাকে ওখানে বসিয়ে বরফ শীতল কন্ট্রোল কেবিনে ফিরে এল মুরল্যান্ড। স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসে ফার্স্ট গিয়ার দিল। ষাট সেকেন্ড পর জবড়জং যান্ত্রিক দানবটা তুষার ঝড়ের ভিতর দিয়ে আবার ঘণ্টায় চব্বিশ মাইল গতিতে রওনা হলো।

ডিজেল ইঞ্জিনের গর্জন রানার কানে যেন মধুবর্ষণ করল। এই শব্দ নতুন আশা জাগাল বুকে। শরীর গরম হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত চলাচলও স্বাভাবিক হয়ে আসছে। বিশ্রামের জন্য নিজেকে আধ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করল রানা, ততক্ষণ হুইলটা থাকুক মুরল্যান্ডের হাতে।

তারপর রানা ভাবল, স্পেশাল মিলিটারি ফোর্স কি ল্যান্ড করেছে? এই সর্বনাশা ঝড়ের মধ্যে পড়ে ওরা পথ হারায়নি তো?

## তেরো

বড় একটা সাপ্লাই প্লেন, ম্যাকডোনেল ডগলাস সি-১৭। ছাই রঙা গা, স্ট্যাবিলাইজারের উপরে আমেরিকার ছোট একটা পতাকা ছাড়া কোথাও আর কোন মার্কিং নেই। অ্যান্টার্কটিকার অনেক উপর দিয়ে ছুটে চলেছে।

স্পেশাল অ্যাসল্ট টিমের কমান্ডার মেজর উইলিয়াম কোহেন পাইলটের মাথার উপর দিয়ে উইন্ডশিল্ডের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তবে মেঘের আবরণ ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

'আপনাদের রিলিজ পয়েন্টে আর এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে প্লেন,' বলল পাইলট। 'আপনার লোকেরা সব রেডি তো?'

'অবশ্যই,' জবাব দিল মেজর কোহেন। 'তবে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে ঘণ্টায় চারশো মাইল গতিতে ছোটার সময় জাম্প করাটা বেশ অস্বস্তিকর।'

'দুঃখিত,' সহানুভূতি জানাবার সুরে বলল পাইলট। 'বলে দেয়া হয়েছে, আপনারা বরফের ওপর ল্যান্ড করবেন ঠিকই, কিন্তু একটা প্যারাশুটও যেন শূন্যে কেউ দেখতে না পায়। আইস স্টেশন ম্যাকমারডু-র রুটিন সাপ্লাইয়ের স্বাভাবিক ফ্লাইট প্যাটার্ন ধরে প্লেন চালাতে হবে আমাকে। যেখানে লাফ দেবেন সেখান থেকে টার্গেট জোন দশ মাইল দূরে, সিকিউরিটি ফেন্স-এর ঠিক বাইরে। এই দূরত্বটুকু গ্লাইড করে পার হবেন আপনারা।'

কো-পাইলট বলল, 'মেঘ খুব ভাল কাভার দেবে। তবে গরম একটা প্লেন থেকে মাইনাস হানড্রেড ডিগ্রিতে লাফ দিয়ে পড়া...ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন।'

হাসল কোহেন। 'আমাদের থারমাল সুট ইলেকট্রিকালি হিটেড।' আড়মোড়া ভেঙে ঘুরে দাঁড়াল সে, ককপিট থেকে বেরিয়ে এসে প্লেনের প্রশস্ত কার্গো বে-তে ঢুকল। শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে যে যার সিটে বসে আছে পঁয়ষট্টিজন তরুণ। বিশ থেকে চব্বিশ বছর বয়স ওদের, প্রত্যেকে দক্ষ যোদ্ধা, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন মার্কিন ঘাঁটি থেকে ডেকে নিয়ে এসে অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের জন্য স্পেশাল ফোর্সে ঢোকানো হয়েছে।

আর্মি, নেভি আর এয়ারফোর্স থেকে এসেছে ওরা, ল্যান্ড করার পর তিন নামে তিন ভাগ হয়ে কাজ শুরু করবে।

হোয়াইট হাউস থেকে পেন্টাগনকে সতর্ক করার পর সময়ের অভাবটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। আরও বড় একটা স্পেশাল ফোর্স যুক্তরাষ্ট্র থেকে রওনা হয়ে গেছে, কিন্তু

আগামী তিন ঘণ্টার আগে সেটা ওকুমা বে-তে পৌঁছাতে পারবে না।

আসলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সতর্কবাণী প্রেসিডেন্টের এইডরা আর সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অভ স্টাফ যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেননি। প্রথমে অবিশ্বাস্য কাহিনীটা সত্যি বলে মেনে নেওয়ার সাহসই হয়নি কারও। তারপর কংগ্রেস সদস্যা লরেলি আর কয়েকজন বিজ্ঞানী অ্যাকশন নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করায় প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে পেন্টাগনকে একটা স্পেশাল ফোর্স গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

মিসাইল সহ এয়ার অ্যাটাক-এর সম্ভাবনা দ্রুত বাতিল করে দেওয়া হয় এই বলে যে হাতে প্রয়োজনীয় ডাটা নেই। হোয়াইট হাউস আর পেন্টাগন নিশ্চিত নয় নিরপরাধ একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কয়েক শো নিরীহ কর্মচারীর উপর হামলা চালান হচ্ছে কিনা। দুনিয়াকে ধ্বংস করার যে ষড়যন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে, সেটা কোত্থেকে পরিচালিত হচ্ছে তাও পরিষ্কার নয়। এমনও হতে পারে যে সংশ্লিষ্ট ফ্যাসিলিটি থেকে কয়েক মাইল দূরের একটা আন্ডারগ্রাউন্ড আইস চেম্বারে লুকানো আছে সেটা।

'অর্ডারের নিকুচি করি আমি!' হঠাৎ খেপে গিয়ে রেডিওতে চেঁচিয়ে উঠল পাইলট। 'নোয়েল!'

'সার?' পাশের সিট থেকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল কো-পাইলট নোয়েল।

'এক মিনিট বাকি থাকার ওয়ার্নিং পাবার সঙ্গে সঙ্গে এয়ারস্পিড একশো পঁয়ত্রিশে নামিয়ে আনবে তুমি। ছেলেগুলোকে আমি বাঁচার একটা সুযোগ দিতে চাই। সার্জেন্ট যখন রিপোর্ট করবে সবাই জাম্প করেছে, স্পিড দুশো নটে তুলবে তুমি।'

'ডেসটিনির রাডার ব্যাপারটা ধরতে পারবে না?'

'আইস স্টেশন ম্যাকমারডু-কে ওপেন ফ্রিকোয়েন্সিতে রেডিও মেসেজ পাঠাও। বলো ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দিয়েছে, স্পিড কমাতে হতে পারে, দেরি হতে পারে পৌঁছাতে।'

'কাভার হিসেবে মন্দ নয়,' মন্তব্য করল কো-পাইলট। 'জমিন থেকে ওরা যদি মনিটর করে, গল্পটা বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই।'

মেসেজটা পাঠানো হলো।

কমপিউটার মনিটরে দেখা গেল জাম্প মার্ক আসতে আর দু'মিনিট বাকি।

মাথা ঝাঁকাল পাইলট। 'স্পিড কমাতে শুরু করো, নোয়েল। ধীরে ধীরে।'

কন্ট্রোল সেন্টারের পাশেই সিকিউরিটি বিল্ডিং হেডকোয়ার্টার। রাডার অপারেটর একটা ফোন তুলল, তাকিয়ে আছে রাডার স্ক্রিনের সচল রেখাটার দিকে। 'মিস্টার হিউগো। দয়া করে একবার যদি আসতেন।'

কয়েক মুহূর্ত পর ইলেকট্রনিক ইউনিটে ঠাসা অন্ধকার ছোট কামরার ভিতর ঢুকল হিউগো হারমান। 'হ্যাঁ, বলো, কী ব্যাপার?'

'সার, আমেরিকান সাপ্লাই প্লেনটা হঠাৎ স্পিড কমিয়েছে।'

'হ্যাঁ, জানি আমি। ওদের একটা মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করেছি আমরা, তাতে বলা হয়েছে ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দিয়েছে।'

'সার, এটা আমাদেরকে বোকা বানাবার কোন চেষ্টা নয় তো?'

'ওটা কি নিজের স্বাভাবিক ফ্লাইট পাথ ছেড়ে সরে এসেছে?' জানতে চাইল হিউগো।

'না, সার। প্লেনটা দশ মাইল দূরে।'

'স্ক্রিনে তুমি আর কিছু দেখছ নাকি?'

'না, সার।'

অপারেটরের কাঁধে একটা হাত রাখল হিউগো। 'ওটার কোর্স ফলো করো, খেয়াল রাখো এদিকে সরে আসে কিনা। শুধু আকাশ নয়, সাগরের দিকেও একটা চোখ রাখো।'

'আর পিছনে, সার?'

'দূর, এই তুষার ঝড়ের মধ্যে কার এত সাহস বা সাধ্য আছে যে আইস শেলফ পাড়ি দিয়ে পাহাড় টপকাবে!'

কাঁধ ঝাঁকাল রাডার অপারেটর। 'নাহ্, কোন মানুষের সে সাধ্য নেই।'

নিঃশব্দে হাসল হিউগো। 'ঠিক তাই।'

পেন্টাগন। আন্ডারগ্রাউন্ড ওঅর রুম। ক্রেডলে ফোনের রিসিভার রেখে দিয়ে এয়ার ফোর্স জেনারেল লিসটার ম্যাকমোহন টেবিলের উল্টোদিকে তাকালেন। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, মেজর কোহেন আর তার অ্যাসল্ট টিম প্লেন থেকে জাম্প করেছে।'

জয়েন্ট চিফ আর তাঁদের এইডরা লম্বা কামরার থিয়েটারসদৃশ অংশে বসেছেন। কামরার সবগুলো দেয়াল বিশাল মনিটরে ঢাকা পড়ে আছে, স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে সারা দুনিয়া জুড়ে মার্কিন সেনা, নৌ আর বিমানবাহিনীর শাখা আর ঘাঁটিগুলোর অবস্থান। দূরপ্রান্তের একটা স্ক্রিনে ফুটে রয়েছে ওকুমা বে-তে ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের মাইনিং ফ্যাসিলিটির টেলিফটো ইমেজ। সরাসরি মাথার উপর থেকে তোলা হয়নি, কয়েক মাইল দূরের প্লেন থেকে তোলা অনেকগুলো ছবির সমষ্টি, জোড়া দিয়ে একটা কোলাজ তৈরি করা হয়েছে।

আরেকটা স্ক্রিনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম সিডনি ব্রাউনকে দেখা যাচ্ছে, কেবিনেটের ছয়জন সদস্য আর ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের একটা টিম সহ; তাঁরা সবাই হোয়াইট হাউসের নীচে, সুরক্ষিত একটা কামরায় বসে আছেন। সিআইএ আর

এফবিআই-এর তরফ থেকে উপস্থিত রয়েছেন রিচার্ড স্টাব আর জিম প্যাটারসন। আছে কংগ্রেস সদস্যা লরেনি ভান্সও, ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকার কারণে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে তাকে। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বসেছেন জয়েন্ট চিফদের সঙ্গে পেন্টাগনে, ওঁদের একজন কনসালটেন্ট হিসেবে। আর রয়েছেন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চিফ জেনারেল ডানকান মেয়ার।

'কাউন্টডাউন জানান, জেনারেল,' নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট ব্রাউন।

'এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট, সার,' জয়েন্ট চিফদের হেড জেনারেল জেক গ্রাফটন জবাব দিলেন। 'আমাদের বিজ্ঞানীরা বলছেন, ওই সময়েই জোয়ারের স্রোত সবচেয়ে জোরাল হয়ে উঠবে, আর তখনই আইস শেলফ বিচ্ছিন্ন হয়ে সাগরে ভেসে যাবে।'

'এই ইন্টেলিজেন্স কতটুকু সঠিক?'

'টাইমটেবিলটা হিউগো হারমানের মুখ থেকে বেরিয়েছে,' বলল লরেলি। 'এটাকে সমর্থন করেছেন আমাদের টপ গ্লেসিয়োলজিস্ট আর ন্যানোটেকনোলজির এক্সপার্টরা।'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টররা ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস পেনিট্রেট করায়,' রিচার্ড স্টাব বললেন, 'ওদের ভ্যালহ্যালা প্রজেক্ট সম্পর্কে বেশ কিছু ইন্টেলিজেন্স আমাদের নলেজে এসেছে। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে ওদের হুমকি আর কাজে মিল আছে–রস আইস শেলফ কেটে দিয়ে পৃথিবীর পাক খাওয়ার ছন্দ নষ্ট করে দেবে, উদ্দেশ্য একটা পোলার শিফট ঘটানো।'

'এফবিআই-এর তরফ থেকে আমরাও এই একই উপসংহারে পৌঁছেছি,' বলল প্যাটারসন। 'ন্যানোটেকনোলজিতে এক্সপার্ট, এমন লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, এ সম্ভব।

এ-ধরনের অচিন্তনীয় একটা বিপর্যয় ঘটানোর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ডেসটিনি পরিবারের আছে।'

'আমারও তা-ই বিশ্বাস,' বললেন জেনারেল মেয়ার।

মনিটরের দিকে চোখ তুলে জেনারেল মেয়ারের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'আমি এখনও বলি, একটা মিসাইল পাঠিয়ে এই অশুভ উন্মাদনার ইতি ঘটানো হোক।'

'সেটা হবে একেবারে শেষ উপায়, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বললেন মেয়ার। 'জয়েন্ট চিফদের সঙ্গে আমিও একমত, কাজটা অত্যন্ত রিস্কি হয়ে যাবে।'

'তা ছাড়া, আমরা জেনেছি ডেসটিনির রাডার ইকুইপমেন্ট অত্যন্ত উন্নতমানের,' বললেন নেভি চিফ। 'আমাদের মিসাইল আঘাত হানার তিন মিনিট আগে ওটার অগ্রগতি টের পেয়ে যাবে ওদের রাডার। আতঙ্কিত হয়ে সময়ের আগেই আইস শেলফটাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে তারা।'

'মেজর কোহেন তার অ্যাসল্ট টিম নিয়ে কখন হামলা শুরু করবে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'নির্ভর করবে বাতাস আর আকাশের অবস্থার ওপর।' জেনারেল গ্রাফটন দেয়ালে ঝোলানো ডিজিটাল ঘড়ির দিকে তাকালেন। 'এই মুহূর্তে গ্লাইড করে টার্গেট এরিয়ার দিকে এগোচ্ছে তারা, আশা করি কয়েক মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করবে। সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে, ল্যান্ড করলে জানতে পারব আমরা।'

'অর্থাৎ অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই আমাদের।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন প্রেসিডেন্ট।

জাম্প করার পর পঁচিশ হাজার ফুটে নেমে নিজেদের ক্যানাপি খুলতে হবে, ঝাঁক বাঁধতে হবে শূন্যে, তারপর গ্লাইড করে পৌঁছাতে হবে টার্গেট ল্যান্ডিং জোনে।

মেজর কোহেনের ঝাঁকে তেইশজন কমান্ডো রয়েছে, কিন্তু ক্যানাপি খোলার পর হিসাব পাওয়া গেল বাইশজনের। বাকি একজনকে রেডিওতে ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না। কী ঘটেছে বুঝতে কারও অসুবিধে হলো না। দুর্ভাগা সৈনিকটির ক্যানাপি খোলেনি। সোজা খসে পড়েছে সে, কঠিন বরফে পড়ে মাংস গেছে থেঁতলে, হাড় গেছে গুঁড়িয়ে। 'সানবিম কলিং মিস্টার বিন অ্যান্ড মিস্টার হি-ম্যান। আই য়্যাম ওয়ান ম্যান শর্ট, রিপিট, ওয়ান ম্যান শর্ট। ওভার।'

বাকি দুটো দল, মিস্টার বিন আর মিস্টার হি-ম্যান, ক্যানাপি খুলে দেড় মাইলের মধ্যে চলে এসেছে, তাদের হুডের সঙ্গে সংযুক্ত খুদে আলো দেখতে পাচ্ছে মেজর কোহেন।

'টার্গেট আট মাইল দূরে,' বাকি দুটো দলকে জানাল সে, 'সব আলো নিভিয়ে দাও। এখন থেকে রেডিও সাইলেন্স বজায় রাখো।'

ঘড়ির কাঁটা ধরেই ঘটছে সব। আর পনেরো মিনিটের ক্যানাপি ফ্লাইট টার্গেট ল্যান্ডিং জোনে পৌঁছে দেবে ওদেরকে।

মাইনিং ফ্যাসিলিটি দ্রুত কাছে চলে আসছে। মেঘের পরদা কোথাও ছেঁড়া পেলে নেমে যাচ্ছে দৃষ্টি, দালানগুলোর কাঠামো চেনা যাচ্ছে পরিষ্কার। এখন আটশো ফুট উপরে রয়েছে ওরা। প্ল্যানটা হলো, পাঁচশো ফুট উপরে থাকতে টার্গেট ল্যান্ডিং সাইটে পৌঁছাবে।

পাঁচশো ফুটে পৌঁছে মেজর কোহেন দেখল মিস্টার হি-ম্যানের কমান্ডোরা নিরাপদে ল্যান্ড করছে। তাদেরকে অনুসরণ করে নীচে নামতে শুরু করল মিস্টার বিনের কমান্ডোরা। সবশেষে নিজের দলকে সংকেত দিল কোহেন।

পাঁচ মিনিট পর। ক্যানাপি গুটিয়ে নিয়েছে সবাই। চৌষট্টি জনের মধ্যে একজনের শুধু একটা হাঁটু একটু মচকে গেছে, বাকি সবাই সুস্থ। কোথাও কোন কুকুর ডাকছে না। লোকজনের

হাঁকডাকও শোনা যাচ্ছে না।

ফিল্ড গ্লাস বের করে মাইনিং ফ্যাসিলিটির দিকে তাকাল মেজর। কোথাও কোন রকম ডিফেন্স অ্যাকটিভিটি দেখতে না পেয়ে সবাইকে সামনে বাড়ার নির্দেশ দিল সে। তাদের সঙ্গে নিজেও থাকল।

ইঞ্জিনের গরমে সুস্থ হয়ে ওঠার পর এখন আবার বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরি রানা। মুরল্যান্ডের কাছ থেকে হুইল চেয়ে নিল ও। বাঙ্ক কমপার্টমেন্ট থেকে একটা ঝাঁটা যোগাড় করল মুরল্যান্ড, সেটাকে ব্রাশের মত ব্যবহার করে উইন্ডশিল্ডে জমে ওঠা তুষারের স্তূপ সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বাধা দূর হওয়ার পর ওয়াইপারগুলো আবার নিজেদের কাজ শুরু করল।

দূরে মাথাচাড়া দিল রকেফেলার মাউন্টেন। গন্তব্যে পৌঁছাতে আর বেশি দেরি নেই।

ওদের বাম দিকে, রোদ ঝলমলে সাদা প্রান্তরের শেষ মাথায়, কালো কিছু দাগের দিকে হাত তুলল রানা। 'ওদিকে ডেসটিনির মাইনিং ফ্যাসিলিটি।'

'ভালই এগিয়েছি আমরা,' বলল মুরল্যান্ড। 'ঝড়ের সময় নিজেদের পথ থেকে খুব বেশি হলে মাইলখানেক সরেছি।'

'আর তিন কি চার মাইল যেতে হবে। বিশ মিনিট।'

'কিছু না জানিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকতে চাও?'

'দক্ষ সিকিউরিটি গার্ডদের বিরুদ্ধে সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না,' বলল রানা। 'নিচু পাথুরে রিজটা দেখতে পাচ্ছ, বরফের নীচ থেকে বেরিয়ে বাঁকা হয়ে পাহাড়ের কোলের দিকে চলে গেছে?'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।'

'ওটার গা ঘেঁষে স্নো ক্রুজার ছোটালে কমপাউন্ড থেকে কেউ

আমাদেরকে দেখতে পাবে না। এভাবে শেষ দু'মাইল পার হওয়া যায়।'

'হয়তো সম্ভব,' বলল মুরল্যান্ড। 'ওরা যদি আমাদের এগজস্ট স্মোক দেখতে না পায়।'

'তাঁকে ডাকো,' পরামর্শ দিল রানা, জানে ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে ববির।

রস আইস শেলফের বরফ ঢাকা বিশাল প্রান্তর ছেড়ে রিজের পাশে পৌঁছাল ওরা। রিজটা দানবের কালো জিভের মত পাহাড় থেকে নেমে এসে সাদা বরফের উপর শুয়ে আছে, চূড়ার নীচের মাইনিং কমপাউন্ডকে সম্পূর্ণ আড়াল করে। রিজ ধরে এগোচ্ছে ওরা, তবে খানিক পরেই পাশে দেখা গেল ধূসর আর কালচে রঙের আকাশ ছোঁয়া পাহাড়-প্রাচীর, চূড়া থেকে জমাট জলপ্রপাতের মত ঝুলে আছে ছোট ছোট ঝরনা, রোদ লাগায় নীল-সবুজাভ আভা ছড়াচ্ছে। পাহাড়ের পাশের রাস্তা সমতল নয়, নয় মসৃণও, ঢেউ খেলানো অগভীর গর্তের সমষ্টি।

ছোট চড়াই আর ঢালু উপত্যকা পেরুবার সময় সেকেন্ড গিয়ার দিল রানা। সরু একটা বক্স ক্যানিয়ন-এর প্রবেশপথকে পাশ কাটাবার সময় হঠাৎ স্নো ক্রুজার দাঁড় করিয়ে ফেলল ও।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, রানার দিকে তাকিয়ে আছে। 'কিছু দেখেছ?'

উইন্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে নীচের দিকটা দেখাল রানা। 'তুষারে চাকার দাগ, ক্যানিয়নের ভেতরে ঢুকেছে। এ দাগ শুধু বড় একটা স্নো ক্যাটের চাকাই করতে পারে।'

রানার প্রসারিত আঙুল অনুসরণ করল মুরল্যান্ডের দৃষ্টি। 'তোমার চোখের জ্যোতি বোধহয় দিন দিন আরও বাড়ছে। দাগগুলো তো প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।'

'তুষারঝড়ে এগুলো মুছে যাবার কথা,' বলল রানা। 'এখনও মোছেনি, তার কারণ সম্ভবত ভেহিকেলটা ভেতরে ঢুকেছে ঠিক

যখন ঝড়টা থেমে যাচ্ছিল, তখন।'

'কী কারণে একটা স্নো ক্যাট গভীর আর সরু একটা উপত্যকায় নামবে?'

'আরেকটা মুখ আছে মাইনিং কমপাউন্ডে?'

'প্রচুর সম্ভাবনা।'

'আমাদের তা হলে একবার দেখা উচিত নয়?'

নিঃশব্দে হাসল মুরল্যান্ড। 'কৌতূহলে মরে যাচ্ছি, দোস্ত!'

স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে স্নো ক্রুজারকে ক্যানিয়নে ঢোকাল রানা। উপত্যকার দু'পাশে পাথুরে পাহাড়-প্রাচীর মাথাচাড়া দিচ্ছে। যত গভীরে নামছে ওরা, ততই উঁচু হচ্ছে প্রাচীর সূর্য আড়ালে চলে গেল। ওদের ভাগ্য ভাল যে বাঁক আর মোড়গুলো তীক্ষ্ণ নয়, স্নো ক্রুজারকে নিয়ে এগোতে কোন সমস্যা হচ্ছে না।

রানার ভয় হচ্ছে, সামনে পাথুরে পাঁচিল ছাড়া কিছুই পাবে না। তখন ক্যানিয়ন থেকে বেরুবার জন্য পিছু হটতে হবে, যেহেতু এত বড় গাড়ি ঘোরাবার মত জায়গা নেই

ক্যানিয়নের মুখ থেকে আধ মাইল দূরে বরফের একটা নিরেট পাঁচিলের সামনে ব্রেক করে ভেহিকেলটকে দাঁড় করাল রানা। এটা একটা কানাগলি

মন খারাপ করে দু'জনেই স্নো ক্রুজার থেকে নামল ওরা। স্নো ক্যাটের দাগগুলো পরীক্ষা করল রানা। ভুরু কুঁচকে উঠল। দাগগুলো পাঁচিলের সামনে পর্যন্ত এসেছে। 'রহস্য বাড়ছে। স্নো ক্যাট এখান থেকে পিছু হটেনি।'

'আরেক প্রস্থ দাগ যখন নেই, তোমার ধারণাই ঠিক বলে মেনে নিচ্ছি।' মাথা ঝাঁকাল মুরল্যান্ড।

এগিয়ে এসে বরফ পাঁচিলে প্রায় নাক ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা, চোখ দুটোর চারধারে হাত দিয়ে কাপ তৈরি করল আলো ঠেকাবার জন্য। অপলক তাকিয়ে আছে। 'ওখানে কিছু আছে,' বলল ও।

বরফের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল মুরল্যান্ড। 'এরকম জায়গাতেই কি মানুষ চেঁচায়, 'চিচিং ফাঁক?'

'সন্দেহ নেই, এটা ভুল কোড,' গম্ভীর সুরে বলল রানা।

'অন্তত তিন ফুট চওড়া একটা পাঁচিল।'

'আমি যা ভাবছি, তুমিও কি তাই ভাবছ?'

মাথা ঝাঁকাল মুরল্যান্ড। 'রাইফেল হাতে এখানে দাঁড়িয়েই তোমাকে আমি কাভার দেব।'

কন্ট্রোল কেবিনে উঠে স্নো ক্রুজারকে পঞ্চাশ ফুট পিছনে নিয়ে এল রানা। তারপর সামনের দিকে ছোটাল। দৈত্যের গতি ক্রমশ বাড়ছে। ছুটে সামনে চলে আসছে নিরেট পাঁচিল তারপরেই সংঘর্ষ আর বিস্ফোরণ। মুরল্যান্ডের পায়ের তলার জমিন থবথর করে কেঁপে উঠল।

পাঁচিলটাকে ভেঙে আরেকদিকে বেরিয়ে গেছে স্নো ক্রুজার মুরল্যান্ডের চোখের সামনে থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে সেটা। হাতে উদ্যত রাইফেল, সদ্য তৈরি ফাঁকটার দিকে ছুটল সে।

পাঁচিল ভেঙে বেরিয়ে আসার পর স্নো ক্রুজারকে থামাল রানা। প্রচণ্ড ঝাঁকি খুলির ভিতর মগজকে বোধহয় নড়িয়ে দিয়েছে, ঝিম-ঝিম করছে মাথার ভিতরটা। তবে বুঝতে পারছে, আহত হয়নি ও। উইন্ডশিল্ডের ভাঙা কাঁচ সরাল বুক থেকে বরফের বড় একটা টুকরো কাঁচ ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিল, ভাগ্যক্রমে ওকে না ছুঁয়ে পাশ কাটিয়ে গেছে।

বড়সড় একটা আইস টানেলে রয়েছে ওরা, স্নো ক্রুজারের সামনের অংশ শক্তভাবে গেঁথে গেছে ভাঙা পাঁচিলের উল্টোদিকের দেয়ালে। দু'দিকেই টানেলটা নির্জন, খালি পড়ে রয়েছে। কোথাও কোন বিপদ দেখতে না পেয়ে ছুটে এসে স্নো ক্রুজারে ঢুকে পড়ল মুরল্যান্ড। তারপর মই বেয়ে উঠে এল কন্ট্রোল কেবিনে। দেখল ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে রানা।

'হুইল ছাড়ো, আমি চালাই...'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমার কিছু হয়নি। টানেল ধরে বাঁ দিকে যেতে চাই, তুমি কি বলো? আমার ধারণা ওদিকেই মাইনিং কমপাউন্ড।'

'আমি যদি বলি ডান দিকে, অযথা সময় নষ্ট হবে।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে যান্ত্রিক দানবটাকে বার কয়েক আগুপিছু করিয়ে ঘুরিয়ে নিল রানা, বাম দিকের টানেল ধরে এগোবে। এই প্রথম দু'পাশের জানালা খুলল ও, টানেলটার প্রশস্ততা পরীক্ষা করছে। দু'পাশে আঠারো ইঞ্চির বেশি ফাঁকা জায়গা নেই, ছাদ থেকে সিলিং-এর দূরত্ব আরও কম। টানেলের বাইরের গা বরাবর বড় আর গোল একটা পাইপ এগিয়েছে, সেটার দিকে একটা চোখ রাখল। পাইপটার মাঝখান থেকে খানিক পর পর ছোট আকৃতির টিউব বেরিয়ে বরফে ঢুকেছে।

'দেখে কী মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা, হাত তুলে দীর্ঘ পাইপটা দেখাল।

স্নো ক্রুজার থেকে নেমে গেল মুরল্যান্ড, চেপেচুপে কোন রকমে ঢুকল সামনের টায়ার আর পাইপের মাঝখানে। পাইপের গায়ে হাত বুলাচ্ছে। 'ইলেকট্রিক্যাল কিছু নয়,' বলল সে। 'এটা অন্য কোনও কাজ করে।'

'আমি বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি জিনিসটা কী হতে...' ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল রানার কণ্ঠস্বর।

'আইস শেলফ ভাঙার মেকানিজম, অথবা তার কোনও অংশ,' বলল মুরল্যান্ড, বন্ধুর আন্দাজের সঙ্গে নিজের আন্দাজ মেলাবার চেষ্টা করছে।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে লম্বা টানেলের পিছন দিকে তাকাল রানা, অস্পষ্ট হতে হতে বহু দূরে মিলিয়ে গেছে। 'এই পাইপ নিশ্চয়ই মাইনিং কমপাউন্ড থেকে চোদ্দো শো মাইল লম্বা, আইস শেলফের শেষ মাথা পর্যন্ত।'

'ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে এক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে,' বলল মুরল্যান্ড। 'এত বড় একটা টানেল খোঁড়া কি ছেলেখেলা ব্যাপার? স্যান ফ্র্যান্সিসকো থেকে ফিনিক্সের সমান দূরত্ব!'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' বলল রানা। 'ডেসটিনি করে দেখিয়েছে। অবশ্য পাথরের চেয়ে বরফ খুঁড়ে টানেল তৈরি অনেক সহজ।'

'কী হয়, আমরা যদি পাইপে একটা গর্ত তৈরি করি? আইস শেলফ বিচ্ছিন্ন করার জন্যে যে অ্যাকটিভেশন সিস্টেমই সৃষ্টি করে থাকুক তারা, সেটা থামিয়ে দেয়া হবে না?'

'যে-কোন হস্তক্ষেপ সময়ের আগে ট্রিগার টেনে দিতে পারে,' জবাব দিল রানা। 'অন্য কোন বিকল্প না পেলে এই ঝুঁকি নেয়া ছাড়া বিকল্প থাকবে না আমাদের।'

টানেলটা যেন হাঁ করা কালো একটা মুখ। পুরু বরফের বাইরে থেকে আলোর আভা আসছে সামান্যই, এ ছাড়া অন্য কোন আলো নেই ভিতরে। ইলেকট্রিকাল কেইবল আছে, বিশ ফুট পরপর সিলিং-এ হ্যালজেন বালবও রয়েছে, তবে পাওয়ার সাপ্লাই সম্ভবত মেইন জাংশান বক্স থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে, ফলে সেগুলো জ্বলছে না।

স্নো ক্রুজারের ছোট এক জোড়া হেডলাইট জ্বালল রানা, তারপর গিয়ার এনগেজ করল। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে স্পিড বাড়াচ্ছে। একটু পরেই ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল দাঁড়াল।

দুইপাশে জায়গা কম, খুব সাবধানে চালাতে হচ্ছে। একটা হাঁটুর উপর রাইফেল রেখে প্যাসেঞ্জার সিটে বসেছে মুরল্যান্ড, যে-কোনও বৈরি পরিস্থিতির জন্য তৈরি। হেডলাইটের আলো বেশ অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত করে রেখেছে টানেলটাকে। টানেলের মত টিউবসহ পাইপটারও যেন শেষ বলে কিছু নেই। টানেলের মেঝে আর ছাদে ঢোকান টিউবগুলো আরেকবার খুঁটিয়ে দেখল রানা।

টানেল খালি, তার কারণ ডেসটিনির লোকজন মাইনিং ফ্যাসিলিটি ছেড়ে জাহাজে ওঠার জন্য চলে গেছে? বুয়েনস আইরিসে, ব্রিটিশ দূতাবাসের পার্টিতে, গর্বের সুরে একটা টাইমটেবিলের কথা জানিয়েছিল হিউগো হারমান–চারদিন দশ ঘণ্টা।

চারদিন গত হয়েছে, পার হয়েছে আরও আট ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট। সুইচ টিপে কৃত্রিম কেয়ামতের সূচনা করবে হিউগো হারমান, এখন থেকে ঠিক এক ঘণ্টা বিশ মিনিট পর।

রানার হিসাবে ফ্যাসিলিটির মাঝখান থেকে এক মাইল, খুব বেশি হলে দেড় মাইল দূরে রয়েছে ওরা। ওদেরকে লেআউটের স্যাটেলাইট ম্যাপ দেওয়া হয়নি, কাজেই ভিতরে ঢোকার পর কন্ট্রোল সেন্টারটা খুঁজে নিতে বেশ বেগ পেতে হবে। একটা প্রশ্ন বিরক্ত করছে বারবার, স্পেশাল ফোর্স টিম কি এখনও পৌঁছায়নি?

আরও আঠারো মিনিট পর নীরবতা ভেঙে মুরল্যান্ড বলল, 'সামনে একটা চৌরাস্তা।'

স্নো ক্রুজারের গতি কমিয়ে আনল রানা। চৌরাস্তা নয়, এখানে পাঁচটা রাস্তার মুখ পরস্পরের সঙ্গে মিলেছে। দ্বন্দ্বটা মনে হলো পাগল করে ছাড়বে। ভুল করা যাবে না, হাতে সময় এত কম। আবার জানালার বাইরে মাথা বের করে টানেলের জমাট মেঝের উপর চোখ বুলাল রানা। চাকার দাগ সব রাস্তাতেই রয়েছে, তবে গভীর দাগ দেখা গেল শুধু ওদের ডানদিকের শাখা টানেলে।

স্নো ক্রুজার থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল মুরল্যান্ড, শাখা টানেল ধরে হন হন করে হাঁটছে। একটু পরেই হারিয়ে গেল সে। ফিরে এল কয়েক মিনিট পরে।

'কী দেখলে?'

'দুশো গজ সামনে বড় একটা চেম্বারে মিশেছে টানেলটা।'

স্নো ক্রুজার ঘুরিয়ে নিয়ে ডানদিকের টানেলে ঢুকল রানা। অদ্ভুতদর্শন সব কাঠামোর দেখা মিলছে, যেন বরফের সঙ্গে আটকানো, অস্পষ্ট আর অচেনা, তবে এমন সরল রেখা ধরে এগিয়েছে যে প্রকৃতির তৈরি বলে মনে হয় না। মুরল্যান্ড যেমন বলেছে, টানেলের শেষ মাথায় বিশাল একটা চেম্বার দেখা গেল, ঢালু ছাদ থেকে ঝুলে আছে বরফের অসংখ্য ঝুরি।

ছাদের বেশ কয়েকটা ফাটল দিয়ে আলো ঢুকছে, চেম্বারের ভিতর যেন ভৌতিক আলোছায়ার খেলা। পরিবেশটায় জাদু আছে, সময় এখানে স্থির। দৃশ্যটা হকচকিয়ে দিয়েছে, স্নো ক্রুজারকে ধীরে ধীরে দাঁড় করিয়ে ফেলল রানা।

দু'জনের কারও মুখে একটা কথা নেই।

জায়গাটা এক সময় একটা চৌরাস্তা ছিল, সেটাকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল প্রাচীন একটা শহরের দালান-কোঠা।

## চোদ্দ

এখন আর তুষারঝড় ওদেরকে আড়াল দিচ্ছে না। কোথাও কোথাও উটের কুঁজের মত উঁচু হয়ে আছে তুষারের স্তূপ, সেগুলোর আড়াল নিয়ে মেইন কমপাউন্ডের দিকে এগোচ্ছে মেজর কোহেনের স্পেশাল ফোর্স। সামনে একটা কাঁটাতারের বেড়া পড়ল। তারপর আরেকটা। তার কেটে অনায়াসে ভিতরে ঢুকে পড়ল প্রথম দলটা, সেটার পিছু নিয়ে বাকি দুই দলও।

মেজর কোহেনের কোন ধারণা নেই তার লোকদের কী ধরনের শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সিআইএ কোন তথ্য দিতে পারেনি, কারণ ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসকে কখনও যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে মনে করেনি তারা। তাকে শুধু বলা হয়েছে ডেসটিনির সিকিউরিটি গার্ডরা দক্ষ পেশাদার। কিন্তু কেউ বলেনি সংখ্যায় তারা ওদের চেয়ে তিনগুণ বেশি।

কমপাউন্ডের ভিতর ঢুকে বিস্মিত হলো মেজর কোহেন। কোথাও কেউ নেই, সব ফাঁকা পড়ে আছে। তবে মনে হলো নীরবতা যেন বড় বেশি জমাট।

মূল কন্ট্রোল সেন্টারের নীচের ফ্লোরে, সিকিউরিটি গার্ড হেডকোয়ার্টারে রয়েছে হিউগো হারমান। দেয়াল জুড়ে সারি সারি মনিটরে দেখা যাচ্ছে মেজর কোহেনের নেতৃত্বে কমপ্লেক্সের রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ছে অ্যাসল্ট টিম।

'তুমি নিশ্চিত,' কার্ট মার্শালকে প্রশ্ন করল হিউগো, 'ওরা আমাদের লঞ্চ টাইমে কোন রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না?'

'পুরোপুরি নিশ্চিত,' বলল ডেসটিনির সিকিউরিটি চিফ। 'এ-ধরনের উপদ্রব বিদায় করার জন্যে বহুবার রিহার্সেল দিয়েছি আমরা। আমাদের লোক সংখ্যা অনেক বেশি, সুবিধে পাব নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়াই করার। প্রতিপক্ষ জানেও না যে তারা একটা ফাঁদে পা দিয়েছে।'

'তোমার ওভারঅল স্ট্র্যাটেজি?' জানতে চাইল হিউগো।

'ধীরে ধীরে ওদেরকে কন্ট্রোল সেন্টারের সামনের একটা পকেটে নিয়ে আসা, ওখানে ওদেরকে আমরা যখন খুশি খতম করতে পারব।'

'আমি চাই না, কাজটায় বেশিক্ষণ সময় নাও তুমি,' বলল হিউগো। 'কতক্ষণ লাগবে?'

'ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সেরে ফেলব।'

'তারপর আর লোকজন সবাইকে নিয়ে প্লেনে উঠতে দেরি কোরো না।'

'না, মিস্টার হারমান,' বলল মার্শাল, 'দেরি করব না।'

দেয়ালের ডিজিটাল ঘড়িটা দেখাল হিউগো। 'এখন থেকে পঁচিশ মিনিট পর আইস শেলফ ডিট্যাচিং সিস্টেম অটোমেটিকে সেট করব আমরা। তখন কন্ট্রোল সেন্টারের সবাই আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল দিয়ে শ্রমিকদের ডরমিটারিতে চলে যাবে। ওখান থেকে ইলেকট্রিক ভেহিকেল নিয়ে এয়ারক্রাফট হ্যাঙ্গারে পৌঁছাব আমরা। ঠিক আছে?'

'ইয়েস, সার।'

'তা হলে শুভেচ্ছা রইল,' বলে কার্ট মার্শালের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে এলিভেটরে চড়ল হিউগো, উপরতলার কন্ট্রোল সেন্টারে ফিরে যাচ্ছে।

সানবিমের নেতৃত্ব দিচ্ছে মেজর কোহেন। দ্বিতীয় দল, মিস্টার বিন, তার দলের সঙ্গে মিশে গেছে। মিস্টার হি-ম্যান ক্যাপটেন টিমোথির নেতৃত্বে অন্য এক রাস্তা ধরে এগিয়ে গেছে পাওয়ার প্লান্ট ধ্বংস করতে।

কন্ট্রোল সেন্টার থেকে দেড়শো গজ দূরে রয়েছে মেজর কোহেন, এই সময় হি-ম্যানের লিডার ক্যাপটেন টিমোথির রেডিও মেসেজ এল, 'সামনে ব্যারিকেড দেখতে পাচ্ছি...'

ঠিক সেই মুহূর্তে মেজর কোহেনও কন্ট্রোল সেন্টারের একটা ব্যারিকেড দেখতে পেল, সেটার মাথা থেকে গাঢ় রঙের গান মাজল বেরিয়ে আছে। চিৎকার করার জন্য মুখ খুলল সে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

অকস্মাৎ যেন বিরতিহীন বজ্রপাত শুরু হয়ে গেল। সিকিউরিটি গার্ডদের দুশো রাইফেল গর্জে উঠেছে একযোগে।

সানবিম আর মিস্টার বিনের কমান্ডোরা পাল্টা গুলি শুরু

করলেও, বেশিরভাগই তারা প্রথমে আড়াল পাওয়ার জন্য দালানগুলো লক্ষ্য করে ছুটছে।

ওদিকে একই সঙ্গে আক্রান্ত হয়েছে তৃতীয় দল মিস্টার হি-ম্যানও।

ক্রল করে একটা সিঁড়ির নীচে পৌঁছাল কোহেন, বিশৃংখল কমান্ডোদের মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার জানা নেই আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল দিয়ে ছুটে আসছে আর একদল সিকিউরিটি গার্ড, তারা একটা দালানের ভিতর দিয়ে ওদের পিছনে হাজির হবে সাক্ষাৎ যমদূতের মত।

জিতবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটা ভাব নিয়ে যুদ্ধ করছে সিকিউরিটি গার্ডরা। এটা শুধু নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর ব্যাপার নয়, এই যুদ্ধে জেতার উপর নির্ভর করছে পরিবারের ভাগ্য। অনেক আগেই তাদের পরিবারের সবাই উঠে পড়েছে উলরিখ হারমানে।

কন্ট্রোল সেন্টারের সামনে কার্ট মার্শাল নিজেই পরিচালনা করছে যুদ্ধটা। তার শান্ত গাম্ভীর্য আর লৌহকঠিন আত্মবিশ্বাস গার্ডদের মধ্যেও সংক্রমিত হচ্ছে। বুদ্ধি আর কৌশল খাটিয়ে মার্কিন অ্যাসল্ট টিমকে খেদিয়ে এক কোণে জড়ো করে ফেলেছে তারা।

হেলমেটে ফিট করা একটা ইন্টারকম অন করল মার্শাল। 'মিস্টার হারমান?'

এক মুহূর্ত পর সাড়া দিল হিউগো। 'ইয়েস, মার্শাল?'

'হামলাকারীদের ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে,' রিপোর্ট করল সিকিউরিটি চিফ। 'ইঞ্জিনিয়াররা ন্যানোটেক সিস্টেম অটোমেটিকে দিয়ে দিলেই মিস সাসনা আর বাকি সবাইকে নিয়ে হ্যাঙ্গারে চলে যেতে পারেন আপনি।'

'ধন্যবাদ, মার্শাল। তোমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে দেখা হচ্ছে তা হলে।'

দুই মিনিট পর, মার্শাল যখন দুটো আর্মারড স্নো ক্যাটকে অ্যাসল্ট টিমের উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দিচ্ছে, ব্যারিকেডের পিছন থেকে ছুটে এসে তার সামনে দাঁড়াল একজন সিকিউরিটি গার্ড, চিৎকার করে বলল, 'এয়ারক্রাফট হ্যাঙ্গার থেকে আর্জেন্ট মেসেজ এসেছে, সার!'

একটানা গুলি বর্ষণের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল মার্শালের চিৎকার। 'কী মেসেজ?'

ঠিক সেই মুহূর্তে, মেজর কোহেনের পাশে দাঁড়াল সানবিম টিমের সার্জেন্ট ফার্নান্দো। স্নাইপার স্কোপে চোখ রেখে অটোমেটিক রাইফেলের ট্রিগার টেনে দিল সে। গার্ড লোকটা ঢলে পড়ল মার্শালের পায়ের কাছে, কিছু শোনেনি বা টেরও পায়নি সে, বুলেটটা তার কপালের ডান দিক দিয়ে ঢুকে বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

অদ্ভুতদর্শন একটা ভেহিকেল এয়ারপোর্ট হ্যাঙ্গারে ভাঙচুর চালাচ্ছে, জরুরি এই মেসেজটা তার আর ডেলিভারি দেওয়া হলো না।

অ্যান্টি ট্যাংক শেল ব্যবহার করে চারটে স্নো ক্যাটকে অচল করে দিয়েছে সানবিমের সৈনিকরা। সবাই যখন হিংস্র উল্লাসে ফেটে পড়ছে, মেজর কোহেন তখন একদিকে প্রায় পঁয়ত্রিশজন সৈনিককে হারিয়ে শোকে কাতর, আরেক দিকে সিকিউরিটি গার্ডদের পরবর্তী হামলার কথা ভেবে শঙ্কিত, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিপক্ষ টের পেয়ে যাবে ওদের কাছে আর কোন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক শেল নেই।

সন্দেহ নেই গার্ডরা আবার আর্মারড স্নো ক্যাট নিয়ে হামলা চালাবে। তারপর অ্যাসল্ট টিমের নিশ্চিহ্ন হওয়াটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র, যদি না মার খেয়ে আকারে ছোট হয়ে যাওয়া হি-ম্যান পাশ থেকে ব্যারিকেডে আঘাত করে। নিজের দল নিয়ে

পাওয়ার প্লান্টে পৌঁছাতে পারেনি ক্যাপটেন টিমোথি, মেজর কোহেনের নির্দেশ পেয়ে মেইন কন্ট্রোল কেবিনের দিকে ফিরে আসছে সে।

ওয়াশিংটন।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাওয়া রিপোর্ট থেকে জানা গেল অ্যাসল্ট টিম গভীর সঙ্কটে পড়েছে। তারপর পরিষ্কার হয়ে গেল মেজর কোহেন আর তার সৈনিকদের গুলি করে ছিন্নভিন্ন করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট আর জয়েন্ট চিফরা বিশ্বাস করতে পারছেন না এ-সব কী শুনছেন তাঁরা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে তাঁদেরকে বিশ্বাস করতে হচ্ছে, মিশনটা ব্যর্থ হয়েছে, লোকে-লোকারণ্য দুনিয়াটার সত্যিই এবার মৃত্যু হবে।

'আমাদের যে প্লেন টা মেইন ফোর্স নিয়ে যাচ্ছে,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট ব্রাউন, তাঁর চিন্তা-ভাবনায় অসংলগ্ন ভাব চলে এসেছে। 'সেটা কখন...?'

'কমপাউন্ডে পৌঁছাতে আরও চল্লিশ মিনিট লাগবে তাদের,' জানালেন জেনারেল জেক গ্রাফটন।

'আর কাউন্টডাউন?'

'আইস শেলফ ভাঙার উপযোগী জোয়ার পাওয়া যাবে এখন থেকে বাইশ মিনিট পর।'

'সেক্ষেত্রে মিসাইল না পাঠিয়ে উপায় কী!'

'তাতে নিজেদের লোকজনকেও মেরে ফেলা হবে,' সাবধান করে দিয়ে বললেন জেনারেল গ্রাফটন।

'আর কোন বিকল্প আছে আমাদের সামনে?' জবাব চাইলেন প্রেসিডেন্ট ব্রাউন।

নিজের খোলা হাতের দিকে চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন জেনারেল। 'না, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, কোন বিকল্প নেই।'

নেভি চিফ অ্যাডমিরাল জন হ্যাকেট বললেন, 'আমি কি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার লিংকনকে তৈরি হতে বলব?'

'মিসাইলের চেয়ে ভাল কাজ করবে স্টেলথ বম্বার,' বললেন এয়ার ফোর্স চিফ। 'ওগুলোর ক্রুরা মিসাইল গাইড করায় খুবই দক্ষ।'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন প্রেসিডেন্ট ব্রাউন। 'ঠিক আছে, বম্বার পাইলটদের অ্যালার্ট করুন, তবে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত মিসাইল ফায়ার করতে নিষেধ করে দিন। মেজর কোহেন এখনও তাঁর কয়েকজন সৈনিককে নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছেন। এরকম সংকটের সময়ে অন্তত কিছুক্ষণ মিরাকলের অপেক্ষাতেও থাকতে হয়। কন্ট্রোল সেন্টারে ঢুকে কাউন্টডাউন থামিয়ে দিতে পারেন তিনি।'

চৌরাস্তার চারপাশে বরফের নীচ থেকে মাথা তুলে রয়েছে বেশ কিছু দালান, ওগুলোর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একেকটা রাস্তা। প্রাচীন সভ্যতার যে-সব বাড়ি-ঘর দেখেছে রানা, তার সঙ্গে এগুলোর স্থাপত্যরীতি মেলে না। প্রাচীন শহরটা কত বর্গমাইল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বলা কঠিন। আমিনিসরা যে কীর্তি রেখে গেছে তার সামান্য ভগ্নাংশই শুধু দেখতে পাচ্ছে ওরা।

চৌরাস্তায় এক মাথায় বিরাট একটা অলঙ্কৃত কাঠামো দেখা যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি তেকোনা স্তম্ভের উপরে। পাথুরে স্তম্ভের গায়ে প্রাচীন জাহাজের বহর খোদাই করা হয়েছে, দেয়ালে ফুটে রয়েছে মানুষ ও পশু-পাখির ভাস্কর্য; মানুষগুলোর পরনের কাপড়চোপড় আর সেইন্ট পল দ্বীপে পাওয়া মমির পরিচ্ছদ একই।

স্তম্ভগুলোর মাঝখানে হাঁ করে আছে একটা প্রবেশপথ। কোথাও কোন সিঁড়ি বা মই নেই। উপরতলাগুলোয় যেতে হলে ক্রমশ ঢালু প্যাসেজ পেরুতে হবে। বিস্ময়ে বিহ্বল মুরল্যান্ড

আর রানা স্নো ক্রুজার থেকে নেমে স্তম্ভগুলোকে পাশ কাটাল। মেইন চেম্বারের ভিতর ব্র্যাকেট আকৃতির পাথর দিয়ে তৈরি ছাদটাও তেকোনা। পাথর আর বরফের মেঝে। একের পর এক দেয়ালের গায়ে দৈত্যাকার কুলঙ্গি দেখা যাচ্ছে। কোনটায় ঠাঁই পেয়েছে আমিনিস রাজারানীর পাথরে গড়া ভাস্কর্য; কোথাও গোল চোখ আর সরু মুখ নিয়ে শক্তিশালী অচেনা কোন প্রাণী। মেঝেতে পড়ে রয়েছে পাথর কেটে তৈরি করা মানুষের আবক্ষ মূর্তি। নারী আর পুরুষরা মেঝে থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে পাথুরে দেয়ালের দিকে, সেখানে প্রাচীন লিপি খোদাই করা রয়েছে।

প্রকাণ্ড চেম্বারের মাঝখানে পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিরাট একটা জাহাজ, সেটাকে রাখা হয়েছে উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর; বৈঠা, পাল, মাঝি-মাল্লা সহ নয় হাজার বছর আগে এত নিখুঁত শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, অনেক শিক্ষিত মানুষকেও এটা বোধহয় বিশ্বাস করানো যাবে না।

'একটা আইডিয়া দাও,' বন্ধুকে ধরল মুরল্যান্ড, এত নিচু গলায় কথা বলছে যেন একটা মসজিদের ভিতর রয়েছে সে। 'এটা কি তাদের ঈশ্বরের ঘর ছিল?'

'বোধহয় সমাধি বা তীর্থস্থান,' বলল রানা, ইঙ্গিতে মেঝে থেকে বেরুনো মাথাগুলো দেখাল। 'যেন স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। নিশ্চয় শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন তাঁরা, তাঁদের সঙ্গে আরও ছিল প্রাচীন সাগরে হারিয়ে যাওয়া লোকজন।'

'ধূমকেতুর আঘাতে ছাদটা ভেঙে পড়েনি কেন?'

'আমিনিসদের স্থপতিরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিল। সমৃদ্ধ একটা সংস্কৃতি সব বিষয়েই উন্নত হয়।'

জানালাবিহীন কয়েকটা করিডর দেখল ওরা, দেয়ালগুলোয় সাগরের দৃশ্য পেইন্ট করা হয়েছে। শান্ত পানি দিয়ে শুরু, তারপর বড় বড় ঢেউ, সবশেষে হারিকেনের উন্মত্ততা ফুটিয়ে

তোলা হয়েছে পাথুরে তটরেখা বরাবর। আধুনিক মানুষ ঈশ্বরের খোঁজে যদি আকাশের দিকে তাকায়, আমিনিসরা তাকাত সাগরের দিকে। তাদের দেব-দেবী ছিল নর আর নারী, কল্পিত ঈশ্বর বা তার অন্য কোন রকম সংস্করণ নয়।

'বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া একটা জাতি, যারা দুনিয়াটাকে আবিষ্কার করেছিল,' দার্শনিকসুলভ গাম্ভীর্যের সুরে বলল মুরল্যান্ড। 'অথচ আশপাশে কোথাও একটা আর্টিফ্যাক্ট পড়ে নেই। এখানে যারা বসবাস করত তাদেরও কোন নমুনা দেখতে পাচ্ছি না।'

বরফ কেটে তৈরি করা সরু প্যাসেজের একটা নেটওঅর্ক দেখাল রানা। 'নাৎসিরা সরিয়ে নিয়ে গেছে সব। ওরাই তো আবিষ্কার করে প্রাচীন এই সভ্যতা। সবই তুমি পাবে উলরিখ হারমানের মিউজিয়ামে।'

'তবে দেখে মনে হচ্ছে শহরটার শতকরা দশ ভাগের বেশি খোঁড়েনি ওরা।'

'জরুরি আরও অনেক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে ওদেরকে,' বিদ্রূপের সুরে বলল রানা। 'যেমন, বিভিন্ন দেশ থেকে লুঠ করা ট্রেজার আর প্রাচীন নিদর্শন লুকানো, লবণাক্ত পানি থেকে সোনা বের করা, সাতশো কোটি মানুষকে কীভাবে মারা যায়...'

'দুঃখ লাগছে, হাতে সময় নেই যে জায়গাটা ঘুরেফিরে দেখব।'

'হ্যাঁ,' ঘোর লাগা ভাবটা মাথা আর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল রানা, 'সত্যিই সময় নেই। আর মাত্র পঁচিশ মিনিটের মধ্যে কন্ট্রোল সেন্টারটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চৌরাস্তায় ফিরে এসে স্নো ক্রুজারে চড়ল ওরা, স্নো ক্যাটের রেখে যাওয়া চাকার দাগ অনুসরণ করে পিছনে ফেলল আমিনিসদের সমাধি, তারপর একটা টানেলে ঢুকল।

মাইনিং কমপাউন্ড কাছে চলে আসছে ধরে নিয়ে অটোমেটিক রাইফেলের মাজল ভাঙা উইন্ডশিল্ডের বাইরে বের করে দিল মুরল্যান্ড।

টানেল ধরে এক মাইল এগোবার পর একটা বাঁক ঘুরল ওরা, দেখল উল্টোদিক থেকে একটা ইলেকট্রিক অটো আসছে। কালো ইউনিফর্ম পরা তিনজন সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে ওটায়, কিম্ভূতকিমাকার স্নো ক্রুজারকে দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। ভয় পেয়ে অকস্মাৎ ব্রেক কষল ড্রাইভার। স্পিড কমল না, বরফে পিছলাচ্ছে চাকাগুলো। অপর দুই গার্ড আত্মরক্ষার তাগিদে লাফ দিল অটো থেকে।

কর্কশ ধাতব সংঘর্ষের আওয়াজ ওদের কানের পরদা ফাটিয়ে দেওয়ার উপক্রম করল। স্নো ক্রুজারের ধাক্কা খেয়ে ইলেকট্রিক অটো প্রথমে থামল, তারপর পিছু হটল, সবশেষে পিছন দিকে ডিগবাজি খেতে শুরু করল, চিড়ে চ্যাপ্টা কাঠামোর ভিতর লাশ হয়ে গেছে ড্রাইভার। বাকি দুই আরোহীকে টানেলের দেয়ালের সঙ্গে পিষে মারল স্নো ক্রুজারের দৈত্যাকার চাকাগুলো।

টানেল ধরে আরও দুশো গজ এগোল ওরা। লাল কাভারঅল পরা একদল শ্রমিককে দেখা গেল ফ্ল্যাটবেড কার দিয়ে তৈরি একটা ট্রেনে কাঠের বাক্স তুলছে, ট্রেনটা জোড়া লাগানো রয়েছে একটা বড় আকারের স্নো ক্যাটের সঙ্গে। বাক্সগুলো ফর্ক লিফটের সাহায্যে ইস্পাতের একটা বিরাট দরজার ভিতর থেকে বের করা হচ্ছে। দরজার মাউন্টিং বোল্টগুলো বরফের ভিতর শক্তভাবে গাঁথা। এ-ধরনের মজবুত দরজা ব্যাঙ্কের ভল্টেই শুধু দেখা যায়। ভিতরে বিশাল গুহার মত একটা চেম্বার।

পরিত্যক্ত একটা টানেলের ভিতর থেকে অতিকায় জন্তুর মত স্নো ক্রুজারকে এগিয়ে আসতে দেখল পাহারায় দাঁড়ানো দুজন গার্ড। জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো তাদের। হেডলাইটের আলো

নড়াচড়ার সমস্ত শক্তি যেন কেড়ে নিয়েছে।

ভাঙা উইন্ডশিল্ড দিয়ে ফর্ক লিফটে একপশলা গুলি করল মুরল্যান্ড। এতক্ষণে শ্রমিক আর সিকিউরিটি গার্ডরা চমকে উঠল, তারপর যান্ত্রিক দানবের কবল থেকে বাঁচার জন্য ছুটে ঢুকে পড়ল চেম্বারের ভিতর।

'দরজাটা!' চেঁচিয়ে উঠল রানা, চাপ দিল ব্রেকে।

মুরল্যান্ড কোন প্রশ্ন তুলল না বা সায়ও দিল না, সে যেন রানার মন বুঝতে পেরে স্নো ক্রুজার থেকে লাফ দিয়ে ইস্পাতের দরজা লক্ষ্য করে ছুটল।

তাকে কাভার দেওয়ার জন্য চেম্বারের দোরগোড়ার দিকে কোল্ট .৪৫ থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি করল রানা।

অসম্ভব ভারী বলে মনে হলেও একটু ঠেলতেই বন্ধ হয়ে গেল কবাট। তারপর লকিং হুইল ঘোরাল মুরল্যান্ড, যতক্ষণ না বারগুলো সকেটে ঢুকল। ফর্কলিফটে একটা চেইন পেল সে, হুইলের সঙ্গে জড়াল সেটাকে, শেষ মাথাটা আটকাল বাক্সভর্তি ফ্ল্যাটবেড কারের একটা চাকার সঙ্গে। ডেসটিনির সিকিউরিটি গার্ড আর শ্রমিকরা এখন চেম্বারের ভিতর বন্দী, দ্রুত পালাবার কোন সুযোগ নেই তাদের।

'ভাবছি বাক্সগুলোয় কী থাকতে পারে,' কন্ট্রোল ক্যাবে ঢোকার সময় বলল মুরল্যান্ড।

'আমিনিস শহরের আর্টিফ্যাক্ট, আমার ধারণা,' স্নো ক্রুজার ছেড়ে দিল রানা, ধীরে ধীরে টপ স্পিড তুলছে।

হঠাৎ টানেলের তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘোরার পরেই ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের হ্যাঙ্গারে ঢুকে পড়ল স্নো ক্রুজার। গ্যাস পেডাল থেকে পা না তুলে হ্যাঙ্গারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একজোড়া এয়ারবাস A340-300 প্যাসেঞ্জার অ্যান্ড কার্গো প্লেনের উপর চোখ বুলাল রানা। প্রথম প্লেনটার কার্গো ডোরের নীচে একটা ফ্ল্যাটবেড কারের ট্রেন দেখা যাচ্ছে, সেটা থেকে

কনভেয়র বেল্টের সাহায্যে ফিউজিলাজে ঢুকছে এরইমধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠা কাঠের বাক্সগুলো। দ্বিতীয় প্লেনে উঠছে ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের ইঞ্জিনিয়ার আর শ্রমিকরা। সন্দেহ নেই কার্গো আর আরোহীদের দৈত্যকার জাহাজে তোলার জন্য পাঠানো হচ্ছে। হ্যাঙ্গারের এক ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝকঝকে একটা এগজেকিউটিভ জেট প্লেন, ব্যস্ততার সঙ্গে রিফুয়েলিঙের কাজ চলছে সেটায়।

কোথাও কোন সিকিউরিটি গার্ড না দেখে সামান্য স্বস্তি বোধ করল রানা। 'এখন কী করা উচিত?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আবার জিগায়!' সকৌতুকে বলল মুরল্যান্ড, রানার পায়ের আড়ষ্ট হয়ে ওঠা দেখে ফেলেছে, জানে অ্যাকসেলারেটর পেডাল মেঝের সঙ্গে চেপে ধরতে যাচ্ছে ও।

অকস্মাৎ স্নো ক্রুজারকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে হ্যাঙ্গারে উপস্থিত লোকজন নির্ভেজাল বিস্ময়ে নিষ্প্রাণ মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। তারপর তাদেরকে পেয়ে বসল ঠাণ্ডা ভয়।

কোন্ পথ ধরে স্নো ক্রুজারকে চালালে দ্রুত বেশি কাজ হবে সেটা ঠিক করতে মাত্র তিন সেকেন্ড সময় নিল রানা। সামান্য একটু দিক বদলে প্রথম এয়ারবাসটাকে লক্ষ্য করে ছুটল ওরা। সেটা মেঝে থেকে একটু উপরে দাঁড়িয়ে আছে, তবে এত উপরে নয় যে স্নো ক্রুজারের ফেন্ডার নাগাল পাবে না। কন্ট্রোল কেবিনের সাইড উইন্ডোর নীচের কোণা প্লেনের পোর্ট উইং-এ আঘাত করল। ডানার ডগা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল বরফের মেঝেতে।

বেশ কিছু দূর সামনে ছুটে গিয়ে নব্বুই ডিগ্রি বাঁক ঘুরছে স্নো ক্রুজার। কার্গো লোডার আর এয়ারক্রাফট মেইন্টেনান্স ক্রুরা যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে।

ফিরে এসে দ্বিতীয় এয়ারবাসের আউটার উইং ভেঙে ফেলল স্নো ক্রুজার। এবার ফিউজিলাজের ভিতর খানিকটা সেঁধিয়ে গেল

ওটার নাক। ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছু হটল রানা, নাকটা ছাড়িয়ে নিয়ে দিক বদল করল, এবার ছুটছে এগজেকিউটিভ জেটকে লক্ষ্য করে।

'তোমার সঙ্গে ঠাট্টা চলে না, কী বলো?' সহাস্যে প্রশ্ন করল মুরল্যান্ড। 'কেউ ঢিলটি মারলে তাকে পাটকেলটি খেতে হয়?'

'শোনো!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা। 'কেউ যদি দুনিয়ায় গজব ডেকে আনার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে থাকে, এখানে বসে তাদেরকেও সবার সঙ্গে ভুগতে হবে।'

রানার মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়েছে কি বেরোয়নি, তোবড়ান স্নো ক্রুজার হিউগো হারমানের উঁচু প্রাইভেট প্লেনে প্রচণ্ড গুঁতো মারল। খাড়া আর আড়াআড়ি, দুটো স্ট্যাবিলাইজারই ভেঙে গেল, ওগুলো যেন একটা মডেল প্লেনের লেজ ছিল। ফিউজিলাজ প্রায় নিখুঁতভাবে দু'ভাগ হয়ে গেছে। ঢলে পড়ল গোটা কাঠামো, ডানা আর মুখ উপরদিকে তাক করা, যেন টেকঅফ করতে চায়।

মুগ্ধ হয়ে মাথা নাড়ছে মুরল্যান্ড, প্রশংসার সুরে বলল, 'যেখানে যাবে সেখানেই যদি এরকম ভাঙচুর করতে থাকো, কেউ তোমাকে আর দাওয়াত দেবে না।'

বন্ধুর দিকে ফিরল রানা, মুখে চওড়া হাসি। 'তুমি যখন কৌতুক করো, সময় যেন দৌড় দেয়।'

মুখ তুলে তাকাতে ভাঙা রিয়ার ভিউ মিররে হঠাৎ একটা স্নো ক্যাটকে দেখতে পেল রানা। খুব যে একটা উদ্বিগ্ন হলো ও, তা নয়। স্নো ক্রুজারের স্পিড ওর চেয়ে ঘণ্টায় পাঁচ কি ছয় মাইল বেশি।

যন্ত্রদানবটাকে টানেলের ভিতর দিয়ে ছোটাল রানা, স্নো ক্যাটের সিকিউরিটি গার্ডদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব এগিয়ে থাকতে চাইছে। টানেল ক্রমশ বাঁকা হয়ে গেল, গুলির রেখা স্নো

ক্রুজারকে ছোঁবে না আপাতত। দুটো ভেহিকেলের দূরত্ব আরও বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে ও।

টানেল আবার সোজা হলো, তবে স্নো ক্যাটটাকে পিছনে এখনও দেখা যাচ্ছে না।

'ওরা কেটে পড়ল নাকি?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'আরে না,' রানা শান্ত। 'খোলা জায়গায় বেরুই, তারপর প্রতিযোগিতাটা জমবে।'

পাঁচ মিনিট পর আরও এক প্রস্থ বাঁকা পথ পিছনে ফেলে এল স্নো ক্রুজার। পরিত্যক্ত ইকুইপমেন্টকে পাশ কাটাচ্ছে। বেশ কিছু খোলা দরজা দেখা গেল, ওগুলো খালি করা স্টোর রুম। আরও দু'মিনিট পর সগর্জনে খোলা নীল আকাশের নীচে বেরিয়ে এল স্নো ক্রুজার, মেইন কমপাউন্ডের মাঝখান থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে।

অবশেষে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছেছে ওরা। এই প্রথম দেখছে ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের মাইনিং ফ্যাসিলিটি। কমপাউন্ডের এক প্রান্তের একটা টানেল দিয়ে বেরিয়েছে রানা। অন্যান্য আইস স্টেশন বেশিরভাগই বরফ আর তুষারের নীচে চাপা থাকে, হিউগো হারমানরা তাদের দালান আর রাস্তা পরিষ্কার করে রেখেছে। দুটো বড় কাঠামোকে ঘিরে ছোট ভবনগুলো বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে; দুটোর একটা হলো কন্ট্রোল কেবিন, আরেকটা ইক্সট্র্যাকশন প্লান্ট।

হিম বাতাসকে অকস্মাৎ ছিঁড়ে ফেলল বজ্রপাতের মত গুলির আওয়াজ, সেই সঙ্গে কয়েকটা ভবন থেকে বিস্ফোরিত হলো আগুনের শিখা, কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে কালো ধোঁয়া। একের পর এক গ্রেনেডের বিস্ফোরণ আবর্জনা ছুঁড়ে দিচ্ছে আকাশে, একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে অটোমেটিক রাইফেলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ। রাস্তায় লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল, সাদা বরফের উপর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বেশিরভাগ লাশের পরনে সাদা

ক্যামোফ্লাজ ফেটিগ।

'এ তো দেখছি,' গম্ভীর সুরে বলল রানা, 'আমাদেরকে ছাড়াই শুরু হয়ে গেছে বলডান্স।'

# পনেরো

সি-১৭ থেকে পঁয়ষট্টিজন জ্যাম্প করেছিল। আকাশে থাকতেই খোঁজ পাওয়া যায়নি একজনের।

চৌষট্টিজনের মধ্যে বেঁচে আছে মাত্র ছাব্বিশজন, তাদের মধ্যে আরও অন্তত সাতজন আহত। টিম লিডার মেজর কোহেন নিজেও হাতে গুলি খেয়েছে, শ্র্যাপনেল চিরে দিয়ে গেছে তার চিবুক। তবে যারা বেঁচে আছে তারা বেপরোয়া, এখনও পাল্টা গুলি করে টিকিয়ে রেখেছে যুদ্ধটা। সবাই জানে পরাজয় আর মৃত্যু খুব বেশি দূরে নয়।

এই সময় হঠাৎ সিকিউরিটি গার্ডরা বন্ধ করল ফায়ারিং খানিক পর কোহেনও নিজের লোকদের গুলি চালাতে নিষেধ করল, ভাবছে ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস নতুন কী চাল দেয়

ফ্যাসিলিটির চারদিকের দালানে ফিট করা লাউড স্পিকার থেকে মার্জিত, পরিশীলিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'একটি ঘোষণা!' গমগম করে উঠল সেই কণ্ঠস্বর, রাস্তায় রাস্তায় প্রতিধ্বনি তুলল, এমনকী অ্যাসল্ট টিমের মাইক্রোফোনের মাধ্যমে রিলে হয়ে পৌঁছে গেল ওয়াশিংটনেও।

'দয়া করে আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। আমি কার্ট মার্শাল

আমেরিকান অ্যাসল্ট টিমকে অভিনন্দন জানাই, যারা ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের মাইনিং ফ্যাসিলিটিতে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে তোমাদেরকে আমরা ঘিরে ফেলেছি, অর্ধেকেরও বেশি মেরে ফেলেছি, পালাবার কোনও পথও খোলা রাখিনি। আরও রক্তপাতের কোন অর্থ হয় না। আমার পরামর্শ হলো অস্ত্র সংবরণ করে আইস শেলফে ফিরে যাও তোমরা, নিজেদের লোকেরাই ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে তোমাদেরকে। নিহত আর আহতদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে তোমরা। এই প্রস্তাব যদি ষাট সেকেন্ডের মধ্যে মেনে না নাও, সবাই তোমরা মারা পড়বে। এখন তোমাদের ইচ্ছে।'

মেজর কোহেন পরাজয় স্বীকার করতে রাজি নয়। অ্যাসল্ট টিমের বাকি সবাই তার সঙ্গে একমত। তারা জানে এই মুহূর্তে এখানে যদি তারা মারা না-ও যায়, পৃথিবী উন্মাদ হয়ে উঠলে নির্ঘাত মরতে হবে। গভীর সংশয় নিয়ে নিজের লোকদের জড়ো করল মেজর কোহেন, অবশিষ্ট দুটো স্নো ক্যাটকে লক্ষ্য করে শেষ একটা হামলা চালিয়ে দেখতে চায় কী আছে ভাগ্যে।

এই সময়, সাময়িক সিজফায়ারের নীরবতার মধ্যে, কার হর্ন বেজে ওঠার মত একটা আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে। একটু পর জোরাল হয়ে উঠল সেটা, রণক্ষেত্রের প্রতিটি মাথা ঘুরে গেল, তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে।

তারপর জবড়জং জিনিসটাকে দেখা গেল–এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

'ঘটছেটা কী?' পুরুষালি গুঞ্জনকে চাপা দিয়ে বিস্ফোরিত হলো লরেলির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। স্পিকার থেকেও বহু মানুষের চাপা হইচই ভেসে আসছে।

হোয়াইট হাউস আর পেন্টাগন ওঅররুমে উপস্থিত সবার

দৃষ্টি আপনাআপনি মনিটরে উঠে গেছে। ফ্যাসিলিটির ফটো দেখা যাচ্ছে ওগুলোয়। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থাকলেন সবাই, কমিউনিকেশন স্পিকারে যা শুনছেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'মাই গড!' যেন বিষম খেলেন অ্যাডমিরাল জন হ্যাকেট।

'কেউ বলবেন, কী হচ্ছে ওখানে?' ভারী গলায় জবাব চাইলেন প্রেসিডেন্ট ব্রাউন।

'আমার কোনও ধারণা নেই, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বিড় বিড় করলেন জেনারেল গ্রাফটন, স্পেশাল ফোর্স টিমের সদস্যরা প্রলাপ বকার মত পরস্পরের উদ্দেশে চিৎকার করে কী বলছে বুঝতে পারছেন না তিনি। 'আমার সত্যিই কোনও ধারণা নেই।'

সম্মোহিত হয়ে পড়েছে মেজর কোহেন। প্রকাণ্ড একটা যন্ত্রদানব দুটো আর্মারড স্নো ক্যাটকে আক্ষরিক অর্থেই চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করে দিয়েছে। গার্ডরা ছিটকে পড়ল বরফের উপর। সিধে হয়ে দৌড়ে পালাবে, সে সুযোগও পেল না তারা, তার আগেই অমোঘ নিয়তির মত তাদের গায়ের উপর উঠে এল স্নো ক্রুজারের দৈত্যকার চাকা।

স্নো ক্রুজার থামছে না। এক গুঁতোয় ব্যারিকেডটা ভেঙে ফেলল, ওটা যেন পাটখড়ির তৈরি ভঙ্গুর একটা বেড়া ছিল। সিকিউরিটি গার্ডরা বাধা দেবে কি, বিস্ময়ের ঘোরই তাদের কাটছে না। তারপর যখন সম্বিত ফিরল, যে যেদিকে পারে ওটার পথ ছেড়ে দিয়ে ছিটকে দূরে সরে গেল।

স্নো ক্রুজার এই মুহূর্তে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন। সরাসরি কন্ট্রোল সেন্টার লক্ষ্য করে ছুটছে।

মেজর কোহেনের চোখের সামনে থেকে যেন একটা পরদা সরে গেল, হঠাৎ সে উপলব্ধি করল—মেশিনটাকে ধন্যবাদ, যুদ্ধে তারা জিততে যাচ্ছে!

তবে ব্যাপারটা অত সহজ হলো না। সিকিউরিটি গার্ডদের

রিজার্ভ একটা টিম, সংখ্যায় ত্রিশজনের কম নয়, কন্ট্রোল সেন্টারের সামনে পজিশন নিয়ে স্নো ক্রুজারকে লক্ষ্য করে অটোমেটিক রাইফেল থেকে ফায়ার শুরু করল।

ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের ঢেউ একের পর এক আঘাত করছে লাল শরীর আর দৈত্যাকার টায়ারে, ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে মেটাল আর রাবার। অথচ তারপরও থামার কোন লক্ষণ নেই দানবটার। ছাদের উপর থেকে এখনও একঘেয়ে সুরে বেজে চলেছে হর্নটা। কন্ট্রোল কেবিনের প্রতি ইঞ্চি কাঁচ গুলি করে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তারপরও ড্রাইভার আর প্যাসেঞ্জার সিকিউরিটি গার্ডদের লক্ষ্য করে অনবরত গুলি করে যাচ্ছে।

নির্দয় দানবিক প্রচণ্ডতা নিয়ে কন্ট্রোল সেন্টারে ধাক্কা মারল স্নো ক্রুজার, ঘণ্টায় বিশ মাইল গতিতে ত্রিশ টন ভার চাপিয়ে দিল প্রবেশ পথকে ঘিরে থাকা ইস্পাতের দেয়াল আর চারপাশের ছাদের উপর।

সংঘর্ষের ফলে প্রথমেই রানা আর মুরল্যান্ডের মাথার উপরকার ছাদটা উড়ে গেল। যন্ত্রদানবের মুখ সব কিছু ভেঙেচুরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে কন্ট্রোল রুমে। কর্কশ ধাতব কর্কানিতে কান পাতা দায়। ইস্পাত ছিঁড়ল, মোচড় খেয়ে ফাঁক হলো। বিস্ফোরিত হলো ইলেক্ট্রনিক ইকুইপমেন্ট, ওয়্যারিং, অফিস ফার্নিচার আর কমপিউটার সিস্টেম।

স্নো ক্রুজারের অন্তিম দশা উপস্থিত। সারা গায়ে অসংখ্য বুলেটের জখম, কন্ট্রোল কেবিন ভেঙে একাকার, বিরাট চাকাগুলো ছিঁড়ে ফালি ফালি। একটা দেয়ালে বাড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা।

সম্পূর্ণ অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কার্ট মার্শাল। হঠাৎ কোত্থেকে অতিকায় রাক্ষসের মত লাল একটা যন্ত্র ছুটে এসে মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে যুদ্ধের মোড় উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে অবশিষ্ট

দুটো স্নো ক্যাট সহ আরোহী অন্তত বিশজন সৈন্যকে চাপা দিয়েছে ওটা। দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না এ-সব তার চোখের সামনে ঘটছে। হঠাৎ ঘোরটা কেটে যেতেই আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করল সে, ছুটে গিয়ে একটা স্নোমোবাইলে চড়ল, স্টার্ট দিয়ে সিধে এয়ারপোর্ট হ্যাঙ্গারের দিকে পালাচ্ছে।

এমনিতেই স্নো ক্রুজারের মার খেয়ে কাহিল হয়ে পড়েছিল, লিডারকে হারিয়ে আতঙ্কিত সিকিউরিটি গার্ডরা এবার মাথার উপর হাত তুলে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। হঠাৎ কবরের মত শান্ত হয়ে গেল রণক্ষেত্র।

কন্ট্রোল রুমটাকে চেনার উপায় নেই। উপড়ানো গাছের মত, উঁচু ভিত থেকে তুলে কনসোলগুলোকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে দেয়ালের গায়ে। ডেস্ক, শেলফ আর কেবিনেটের সমস্ত জিনিস-পত্র ছড়িয়ে রয়েছে মেঝেতে। টেবিল-চেয়ার ভেঙেচুরে, দুমড়েমুচড়ে একাকার। মাউন্টিং থেকে বাঁকা হয়ে ঝুলছে মনিটরগুলো। এ-সবের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ডায়নোসরের মত, গায়ে এক হাজার বুলেটের ক্ষত নিয়ে চুপচাপ বসে আছে স্নো ক্রুজার।

দরজাটা ভেঙে পড়েছে, স্নো ক্রুজার থেকে বেরিয়ে এসে সেটার উপর দাঁড়াল রানা। ওরা যে বেঁচে আছে এটা স্রেফ একটা মিরাকল। বুলেট ওদের কাপড়চোপড় ছিঁড়ে ফেলেছে। রানার বাম বাহুর খানিকটা মাংস উড়ে গেছে। মুরল্যান্ডের খুলির ক্ষতটা গভীর নয়, তবে এখনও সেটা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে

কন্ট্রোল রুমের চারধারে চোখ বুলিয়ে লাশ খুঁজছে রানা। কিন্তু এখানে কোন লাশ নেই। ইঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানীরা আগেই চলে গেছে হ্যাঙ্গারের উদ্দেশে।

রানার পাশে চলে এসে মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইল মুরল্যান্ড, 'ঘড়ি কি এখনও টিক-টিক করছে?'

'আমার তা মনে হয় না।' ইঙ্গিতে ভাঙাচোরা একটা ডিজিটাল ক্লক দেখাল রানা, আবর্জনার মাঝখানে পড়ে রয়েছে। ঘড়িটার সংখ্যাগুলোর দিকে হাত তুলল ও। দশ মিনিট বিশ সেকেন্ডে স্থির হয়ে আছে। 'সমস্ত কমপিউটার আর ইলেকট্রনিক সিস্টেম ধ্বংস করে দিয়ে কাউন্টডাউন সিকোয়েন্স থামিয়ে দিয়েছি আমরা।'

'অর্থাৎ কোনও আইস শেলফ বিচ্ছিন্ন হয়ে সাগরের দিকে ভেসে যাচ্ছে না?'

রানা শুধু মাথা নাড়ল।

'সভ্যতা শেষ হয়ে যায়নি?'

'সভ্যতা শেষ হয়ে যায়নি,' প্রতিধ্বনি তুলল রানা।

'আমাদের কাজও তা হলে শেষ,' বিড়বিড় করে বলল মুরল্যান্ড, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার–যা কিনা কলোরাডোর খনিতে শুরু হয়েছিল, অবশেষে তার পরিসমাপ্তি ঘটল অ্যান্টার্কটিকার একটা বিধ্বস্ত কামরার ভিতর।

'প্রায় শেষ,' শুধরে দিয়ে বলল রানা, হেলান দিল আহত স্নো ক্রুজারের গায়ে। 'এখনও কিছু আলগা সুতো আছে, বাঁধতে হবে ওগুলো।'

মুরল্যান্ড এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন এই জগতের লোক নয় সে।

'দশ মিনিট বিশ সেকেন্ড,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'এ কি সম্ভব, পৃথিবী ধ্বংসের এতটা কাছে চলে এসেছিল?'

'বোধহয়। সত্যিই কি ওটা পৃথিবীকে কয়েক হাজার বছরের জন্যে বদলে দিত? ভরসার কথা হলো, কোনদিন আমরা সেটা জানতে পারব না।'

'এক চুল নড়বেন না কেউ!' কঠিন নির্দেশ ভেসে এল।

সাদা ফেটিগ পরা মেজর কোহেন হেঁটে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল, সঙ্গে বিশ-বাইশজন সৈনিক। তার বিশ্বাস হচ্ছে না

সিভিলিয়ান এই দুই চরিত্র যুদ্ধের মোড় তাদের অনুকূলে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

'কান চুলকাতে পারি?' মুচকি হেসে তাকে জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?' জানতে চাইল মেজর কোহেন। 'পরিচয় কী? এখানে কী করছেন?' তার নিজের কানেই হাস্যকর লাগছে প্রশ্নগুলো।

'আমি মাসুদ রানা। ও আমার বন্ধু ববি মুরল্যান্ড,' বলল রানা। 'আমরা নুমার স্পেশাল প্রজেক্টে আছি। আপনারা?'

পাঁচ মিনিট পর। নিজের রূঢ় আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে রানা আর মুরল্যান্ডের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মেজর কোহেন। তারপর জানতে চাইল সে, 'সত্যি কি আপনারা ওদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছেন? কাউন্টডাউন থেমে গেছে?'

'চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে পাচ্ছেন না?' জবাব দিল রানা। 'সমস্ত ইলেকট্রনিক ফাংশন থেমে গেছে। বরফ কাটার মেশিন অ্যাকটিভেট করবে যে ইলেকট্রনিক কমান্ড, সেটা পাঠানোই সম্ভব হয়নি।'

'থ্যাঙ্ক গড!' হাঁফ ছাড়ল মেজর 'এই দৈত্যটাকে কোথায় পেলেন আপনারা?' স্নো ক্রুজারের দিকে তাকাল সে।

'সে আরেক গল্প।'

'শত্রুরা কোথায়? মূল হোতারা?' জানতে চাইল কোহেন।

'চিন্তা করবেন না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'কেউ তারা পালাতে পারবে না। এখানে আসার পথে তাদের সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করে দিয়ে এসেছি আমরা।'

আইস শেলফ ডিটাচমেন্ট সিস্টেম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, মেজর কোহেনের এই রিপোর্ট শুনে পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউসের ওঅররুমে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন সবাই। আবেগ আর

উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে ছোঁ দিয়ে ফোনটা নিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট ব্রাউন, 'মেজর কোহেন, আমি প্রেসিডেন্ট বলছি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনি?'

এক মুহূর্ত শব্দজট ছাড়া কিছুই শোনা গেল না, তারপর ভেসে এল মেজর কোহেনের জবাব। 'জী, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনার কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি আমি।'

'এতক্ষণ কমিউনিকেশনটা ওয়ান-ওয়ে ছিল,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এবার বোধহয় সময় হয়েছে আমাদের কিছু প্রশ্নের জবাব দেয়ার।'

'জী, সার।' কোহেনের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে স্বয়ং কমান্ডার-ইন-চিফের সঙ্গে কথা বলছে সে। 'তবে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি জবাব দিতে হবে, সার। ডেসটিনির ইঞ্জিনিয়ার সহ কিছু কর্মকর্তাকে এখনও ঘেরাও করা বাকি।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। তবে, প্লিজ, বিরাট ওই মেশিনটা সম্পর্কে জানান আমাদেরকে। কোত্থেকে এল ওটা? কে অপারেট করল?'

দ্রুত জবাব দিল কোহেন।

শুনে হোয়াইট হাউস আর পেন্টাগনের শ্রোতাদের চক্ষু চড়ক গাছ। নুমার দুই কর্মকর্তা? মাসুদ রানা আর ববি মুরল্যান্ড?

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের দিকে তাকালেন সবাই।

কথা না বলে চুপ করে বসে আছেন তিনি। মৃদু কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর খানিকটা নির্লিপ্ত সুরে বললেন, 'কী জানি, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। মাসুদ রানা হয়তো কোন কাজে গিয়েছিল ওদিকে, দেখা যাচ্ছে সঙ্গে করে বন্ধু ববিকেও নিয়ে গেছে। উনিশশো উনচল্লিশ সালে তৈরি একটা মেশিনে চড়ে ষাট মাইল বরফ পাড়ি দেয়া একমাত্র ওর পক্ষেই সম্ভব।'

'আমিও এতটুকু অবাক হচ্ছি না,' অ্যাডমিরাল থামতেই বলল কংগ্রেস সদস্যা লরেলি, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে

আছে মুখ। 'দুনিয়াকে কেউ অচল করে দেবে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা দেখবে রানা, এ কোনদিন হয় নাকি!'

'কে এই লোকগুলো?' রেগেমেগে জানতে চাইলেন জেনারেল গ্রাফটোন। 'মিলিটারি অপারেশনে নুমা কী কারণে নাক গলাতে আসে? কার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছে ওরা?'

হেসে উঠে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন, 'এখানে আমরা যাকে নিয়ে আলোচনা করছি, প্রায় সময়ই সে কারও কোনও অনুমতি না নিয়ে মানুষের উপকার করে বসে। আজ সাতশো কোটি মানুষকে নিশ্চিত একটা কঠিন বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়েছে সে। তাদের মধ্যে আপনিও একজন, জেনারেল। অনুমতি নিয়ে কাজটা করতে গেলে...অনেক দেরি হয়ে যেত না কি?'

তর্কটা ভাল করে শুরু হওয়ার আগেই থেমে গেল। পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউসে উপস্থিত কারও মনেই এতটুকু সন্দেহ নেই যে রানা আর মুরল্যান্ড নাক না গলালে ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেস নির্ঘাত দুনিয়ার বারোটা বাজিয়ে ছাড়ত।

নিজের ভাঙা প্রাইভেট জেটটা দেখে একাধারে রাগ আর আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করল হিউগো হারমান। দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ মানুষদের নিয়ে আদর্শ একটা সভ্যতা গড়ে তোলার প্ল্যানটা ভেস্তে যেতে বসেছে। একা শুধু সে নয়, তার ইঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানীরাও বিধ্বস্ত হ্যাঙ্গারের ভিতর অসহায় আর আতঙ্কিত মেষশাবকের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার জানামতে, আইস শেলফ ভাঙার মেকানিজম অ্যাকটিভেট হতে আর মাত্র সাড়ে তিন মিনিট বাকি।

কার্ট মার্শাল ভুল বুঝিয়েছে হিউগোকে, বলেছে সিকিউরিটি গার্ডরা কন্ট্রোল সেন্টার রক্ষার জন্য স্পেশাল ফোর্সের সঙ্গে প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে। তার কোন ধারণাই নেই যে জন্মাবার আগেই মৃত্যু ঘটেছে ফোর্থ এমপায়ার-এর, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে

গেছে প্রজেক্ট ভ্যালহ্যালা।

'অযথা সময় নষ্ট না করে,' বিয়েট্রিচ বিসমার্ককে বলল হিউগো, 'উলরিখ হারমানের সঙ্গে যোগাযোগ করো। এখানকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ব্রায়ানকে বলো, ফুলস্পিডে এখনই একটা ব্যাকআপ জেট পাঠিয়ে দিক এখানে। নষ্ট করার মত এক মিনিটও সময় নেই আমাদের।'

এয়ারস্ট্রিপের শেষ মাথার দিকে কন্ট্রোল রুমটা, কোন প্রশ্ন না করে সেদিকে ছুটল বিয়েট্রিচ। ওখানকার রেডিওটা অক্ষতই আছে।

'বিপর্যয় দেখা দেয়ার পর, প্রথম দিকে, উলরিখ হারমানে ল্যান্ড করতে পারা যাবে?' জানতে চাইল সাসনা, চোখ-মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আছে।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দিকে ফিরল হিউগো। 'উত্তরটা আপনার জানা আছে?'

অনিশ্চিত দেখাল চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে। 'তুফান আর জলোচ্ছ্বাস আসতে কতক্ষণ সময় নেবে, সঠিক সময়টা আমার জানা নেই। যদি এসে পড়ে, উলরিখ হারমানে ল্যান্ড করার প্রশ্নই উঠবে না।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন আমরা সবাই মারা যাব?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সাসনা।

কথা না বলে চুপ করে থাকল চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

'ভাঙা প্লেন থেকে বের করে আমিনিসদের আর্টিফ্যাক্ট ব্রায়ানের পাঠানো জেটে তুলতে অনেক সময় লেগে যাবে,' বলল হিউগো। 'আমরা শুধু থার্ড রাইখের রেখে যাওয়া শিল্পকর্ম আর প্রাচীন নিদর্শন সঙ্গে নেব।'

'গুলি চালাতে জানে এমন প্রত্যেককে দরকার আমার,' হিউগোর পিছন থেকে ভেসে এল কথাটা।

ঘাড় ঘুরাতেই কার্ট মার্শালকে দেখতে পেল হিউগো, তার

কালো ইউনিফর্ম রক্তে ভিজে গেছে।

'আপনার কতজন লোক বেঁচে আছে?' জানতে চাইল হিউগো।

'মাত্র বারোজন। সেজন্যেই বলছি, ফাইট করার লোক লাগবে আমার...'

'আমাদের সবাইকে আপনি অস্ত্র দিতে পারবেন?'

মাথা ঝাঁকাল সিকিউরিটি চিফ। 'হ্যাঙ্গারে ঢোকার মুখে ছোট একটা কামরায় কিছু আর্মস আর অ্যামিউনিশন রাখা হয়েছিল।'

'বেশ, তা হলে অনুমতি দিলাম। যাকে খুশি রিক্রুট করুন আপনি।'

আহত সৈনিকদের দেখাশোনা করার জন্য চারজনকে রেখে রানার নেতৃত্বে হ্যাঙ্গারের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল মেজর কোহেনের স্পেশাল ফোর্স।

পরিত্যক্ত টো ভেহিকেলের কাছে পৌঁছাল ওরা। চারটে ফ্ল্যাটবেড কার নিয়ে ছোট একটা ট্রেন ওটার সঙ্গে জোড়া লাগানো হয়েছে। গোলকধাঁধার মত টানেলগুলো দিয়ে এই ট্রেনই কার্গো আর সাপ্লাই আনা-নেওয়া করে। ছড়িয়ে থাকা ইকুইপমেন্টের আড়ালে থামল দলটা।

'এখান থেকে কত দূরে হ্যাঙ্গারটা?' রানাকে জিজ্ঞেস করল কোহেন।

'আর পাঁচশো গজ।'

'সামনে ব্যারিকেড তৈরি করার মত জায়গা আছে?'

'সময় আর বরফের ব্লক থাকলে দশ ফুট পরপর একটা করে ব্যারিকেড খাড়া করতে পারবে ওরা। তবে লোকবল ওদেরও কমে গেছে।' হাত বাড়িয়ে মেঝের দিকে মেজরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। স্নো ক্রুজার ছাড়া আর মাত্র একটা ভেহিকেলের চাকার দাগ ফুটে আছে বরফে।

চেইন খুলে বন্দীদের মুক্ত করা হয়েছে, তাদেরও কয়েক জোড়া জুতোর ছাপ দেখা গেল।

'আমি অন্তত একটা স্নো ক্যাটকে পালাতে দেখেছি,' হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় বলল মুরল্যান্ড। 'হামলার সময় সিকিউরিটি গার্ডরা ওটাকে ব্যবহার করতে পারে।'

কোহেনের দিকে ফিরল রানা। 'গোলাবারুদ কী আছে আপনাদের কাছে?'

মাথা নাড়ল মেজর। 'ওটার আর্মার পেনিট্রেট করার মত কিছু নেই।'

টো ভেহিকেলের টুলবক্স ঘেঁটে খালি একটা ফুয়েল ক্যান সংগ্রহ করল রানা। ভেহিকেলটার ফুয়েল ট্যাংক ফুটো করতে কোন সমস্যা হলো না। খালি ক্যানটায় পেট্রল ভরা হলো। 'এবার দরকার ইগনাইটিং ডিভাইস।'

কোমরের পাউচ থেকে একটা ফ্লেয়ার গান বের করল কোহেন। 'এটা দিয়ে কাজ হবে?'

'হবে না মানে!' হাসল রানা। 'চলুন, এগোই আবার।'

সামনে অজানা কী বিপদ ওত পেতে আছে তা নিয়ে খুব একটা ভয় পাচ্ছে না কেউ আর। টানেলের দেয়াল ঘেঁষে সৈনিকরা বিড়ালের মত সাবধানে এগোচ্ছে। হঠাৎ একটা হাত তুলে সবাইকে থামার ইঙ্গিত দিল রানা।

দাঁড়িয়ে পড়ল সৈনিকরা, রানার দেখাদেখি কান পাতল। ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ, ক্রমশ জোরাল হচ্ছে। খানিক পর সামনে একজোড়া হেডলাইটের আলো দেখা গেল, বাঁক ঘোরার আগে। বরফের উপর নাচানাচি করছে।

'স্নো ক্যাট,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা, হাত তুলে খালি একটা স্টোররুম দেখাল মেজরকে। 'হেডলাইটের আলোয় সবাই আমরা ধরা পড়ার আগে আপনার লোকদের নিয়ে লুকিয়ে পড়ুন ওখানে।'

দ্রুত নির্দেশ দিল কোহেন, বিশ সেকেন্ডের মধ্যে স্টোররুমে

ঢুকে পড়ল সৈনিকরা। দরজাটা মাত্র এক ইঞ্চি খোলা।

টানেল ধরে এগিয়ে আসছে স্নো ক্যাট। হাতে ফুয়েল ভর্তি ক্যান নিয়ে দরজার ঠিক পিছনেই রয়েছে রানা।

ওর কাঁধের পিছনেই রয়েছে কোহেন, ফ্লেয়ার পিস্তল ফায়ার করার জন্য তৈরি। তার পিছনে রাইফেল হাতে প্রস্তুত সৈনিকরা, হুকুম পেলেই স্নো ক্যাটের আরোহী বা ওটার পিছনে থাকা সম্ভাব্য সিকিউরিটি গার্ডদের লক্ষ্য করে গুলি করবে।

'বেশ ভাল স্পিড,' স্নো ক্যাটকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখে বলল রানা। 'তারমানে ওটাকে কেউ ফলো করছে না। এটা একটা স্কাউটিং মিশন।'

'ভেতরে চারজন করে লোক থাকে,' বিড়বিড় করল কোহেন। 'এটুকু আমি জানি।'

তারপর দেখতে না দেখতে স্নো ক্যাটের নাকটা স্টোররুমের কাছে চলে এল। দড়াম করে দরজা খুলেই হাতের ভারী ক্যানটা স্নো ক্যাটের খোলা কমপার্টমেন্ট লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল রানা। পরমুহূর্তে, কোন বিরতি ছাড়াই ঝপ করে বসে পড়ল বরফের উপর।

সামনের বাধা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাজটা সেরে ফেলল মেজর কোহেন। রানা দরজা খোলার আগে থেকেই ফ্লেয়ার পিস্তল তুলে লক্ষ্যস্থির করছিল সে। এক চুল অ্যাডজাস্ট সেরেই ফায়ার করল। ফুয়েল ক্যানের পিছু নিয়ে উড়ে গেল ফ্লেয়ারটা।

স্নো ক্যাটের ভিতরে বিস্ফোরিত হলো বিপুল অগ্নিশিখা। সারা শরীরে দাউ দাউ আগুন নিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়তে দেখা গেল সিকিউরিটি গার্ডদের, ডাইভ দিয়ে বরফে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কোহেনের নির্দেশে স্টোর রুমের খোলা দরজার ভিতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটল সেদিকে। প্রিয় সঙ্গীদের হত্যার বদলা নিচ্ছে সৈনিকরা।

বরফের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে স্নো ক্যাট।

ক্ষয়-ক্ষতি আর লাশের হিসাব নেওয়ার সময় নেই, রানার পরামর্শে আবার রওনা হয়ে গেল দলটা।

প্রথমে টানেল ধরে ভেসে এল গুলিবর্ষণের প্রতিধ্বনি, তারপর স্নো ক্যাটের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল রেডিও যোগাযোগ। কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কার্ট মার্শালের।

আর কোন আর্মারড কার নেই তাদের, তবে প্রতিপক্ষ হ্যাঙ্গারে পৌঁছানোর আগে তাদেরকে খতম করার অন্য একটা উপায় তার জানা আছে।

ইঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানীদের ছোট দলটার উপর তার কোন আস্থা নেই। ভালভাবে অস্ত্রই ধরতে জানে না যারা, তারা আবার যুদ্ধ করবে কী। শেষ রক্ষার জন্য তাকে নির্ভর করতে হবে অবশিষ্ট আটজন সিকিউরিটি গার্ডের উপরই।

হিউগো, সাসনা আর বিয়েট্রিচ চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ করছে। তাদের দিকে এগোল সিকিউরিটি চিফ মার্শাল।

'কোন সমস্যা, মিস্টার মার্শাল?' তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল হিউগো।

'শেষ স্নো ক্যাটটাও হারিয়েছি আমরা,' বলল মার্শাল। 'চারজন গার্ড সহ।'

'যেভাবে হোক টিকে থাকতে হবে আমাদেরকে,' বলল সাসনা। 'দুটো জেট নিয়ে ব্রায়ান নিজে আসছেন আমাদেরকে নিতে। এখানে পৌঁছাতে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে তাঁর।'

'আইস শেলফ বিচ্ছিন্ন হবার সাড়ে তিন ঘণ্টা পর,' বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। 'আইস মেশিন অ্যাকটিভেশন সিকোয়েন্স শুরু হয়ে গেছে, ওটাকে থামাবার কোন উপায় নেই।'

বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিল হিউগো, তারপর জানতে চাইল, 'আমরা কি ততক্ষণ ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব?'

মাইনিং ফ্যাসিলিটিতে যাওয়ার টানেলটার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মার্শাল, সে যেন আশা করছে এখনই ওখান থেকে একদল ভৌতিক সৈনিক বেরিয়ে আসবে। 'ওদেরও খুব বেশি লোক বেঁচে নেই। আমার গার্ডদের পক্ষে ওদেরকে টানেলের ভেতর খতম করা সম্ভব। অন্তত সংখ্যাটা নিশ্চয়ই আরও কমিয়ে আনতে পারবে।'

মার্শালের কাঁধে একটা হাত রাখল হিউগো। 'পরিণতি যাই হোক, মিস্টার মার্শাল, আমি জানি সাহস আর সম্মান বজায় রেখে সম্ভাব্য সব কিছুই করবেন আপনি।'

হিউগোকে আলিঙ্গন করল মার্শাল, তারপর নিজের গার্ডদের দিকে এগোল। তার পিছু নিয়ে টানেলে ঢুকছে গার্ডরা, তাদেরকে অনুসরণ করছে একটা টো ভেহিকেল। সেটার পিছনে একটা ফ্ল্যাটকার রয়েছে, উপরে পঞ্চান্ন গ্যালনের একটা ড্রাম আর ছয় ফুট ডায়ামিটারের একটা ক্যান।

সামনে টানেলের শেষ বাঁক, তারপর পঞ্চাশ গজ এগোলেই হ্যাঙ্গার। কিন্তু বাঁকটা ঘোরার আগেই দাঁড়িয়ে পড়ল স্পেশাল ফোর্স টিম। সামনে হালকা কুয়াশার মত কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে, বাঁক ঘুরে ভেসে আসার সময় ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে জিনিসটা, ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলছে সৈনিকদের।

'কী হতে পারে বলুন তো?' রানাকে জিজ্ঞেস করল মেজর কোহেন।

'বলতে পারছি না। তবে ভাল কিছু নয়। স্নো ক্রুজার নিয়ে এখান দিয়ে আসার সময় এ-ধরনের কিছু দেখিনি।' একটা আঙুল তুলল রানা, যেন বাতাসের গতি পরীক্ষা করছে। 'প্রাকৃতিক কোন ব্যাপার নয়। শুধু যে অদ্ভুত একটা গন্ধ রয়েছে, তা নয়, সম্ভবত কোন মেকানিজমের সাহায্যে পাঠান হচ্ছে এদিকে—হয়তো বড় কোন ফ্যান চালিয়ে বাতাস দেয়া হচ্ছে।'

'বিষাক্ত নয়,' বলল কোহেন, শ্বাস টেনে খানিকটা কুয়াশা নিল নাকে। 'টক্সিক গ্যাস চিনতে পারার ট্রেনিং নেয়া আছে আমাদের। এটা বোধহয় ক্ষতিকর নয় এমন কোন কেমিক্যাল, বাতাসে ছাড়া হয়েছে আমরা যাতে ওদের নড়াচড়া টের না পাই।'

'ওদের হয়তো লোকবল কমে গেছে,' বলল মুরল্যান্ড, 'তাই মরিয়া হয়ে কোনও ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে।'

'সবাই কাছে সরে এসো,' হেলমেট রেডিওর সাহায্যে নিজের লোকদের নির্দেশ দিল মেজর কোহেন। 'আমরা এগোব। সবাই সতর্ক থাকবে, যদি দেখো কুয়াশার ভেতুর থেকে এগিয়ে আসছে শত্রুরা, বা গুলি করছে, সঙ্গে সঙ্গে কাভার নেবে।'

'কাজটা উচিত হবে না,' বলল রানা।

'কেন?' জানতে চাইল কোহেন।

'কারণ ডেসটিনির গার্ডরা সম্ভবত ঠিক এটাই চাইছে,' বলল রানা। কুয়াশার দিকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে থাকল ও, তারপর একটা হাত তুলে মুরল্যান্ডের কনুই ধরল। 'ববি, মেজরের একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে টো ভেহিকেলের কাছে ছুটে যাও, যত তাড়াতাড়ি পার ওটার স্পেয়ার টায়ারটা নিয়ে আসবে।'

কোহেনের চোখে-মুখে কৌতূহল। 'একটা টায়ার কী এমন কাজে আসবে, মিস্টার রানা?'

'এটা আমাদের একটা গোপন কৌশল।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই টানেলের বিরাট একটা জায়গা জুড়ে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটল। কোন শিখা বা ধোঁয়া নেই, তবে চোখ ধাঁধানো একটা তীব্র আলোর ঝলক দেখা গেল, সেটার পিছু নিয়ে এল প্রচণ্ড শক ওয়েভ। শক ওয়েভটা ঠিক যেন একটা ক্ষিপ্রগতি মিসাইলের মত করে তুলল টানেলের বদ্ধ বাতাসকে

বিস্ফোরণের আওয়াজটা হয়েছে বিরাট একটা বজ্রপাতের মত, সেটার প্রতিধ্বনি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

কানের ভিতর যেন ক্যাথেড্রালের বেল বাজছে, কার্ট মার্শাল আর তার আটজন সিকিউরিটি গার্ড টলতে টলতে সামনে এগোল। পায়ে জোর পাচ্ছে না তারা, শক ওয়েভের ধাক্কায় অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। বাঁকটা ঘুরতেই টানেলের ছাদ থেকে ভেঙে পড়া বরফের টুকরোর মাঝখানে লাশগুলোকে পড়ে থাকতে দেখল তারা। বুটের ডগা দিয়ে একজন সৈনিকের মুখটা ঘোরাল মার্শাল। উল্লাস অনুভব করছে সে। আরেকটু এগোতে সিভিল ড্রেস পরা দু'জন লোকের লাশ দেখতে পেল। মুখ দুটো দেখা যাচ্ছে না, তাই বুঝতে পারল না এরাই বেঢপ সেই মেশিনের সাহায্যে কন্ট্রোল সেন্টার ধ্বংস করেছে।

'শত্রুরা সবাই খতম, সার!' একজন গার্ড বলল। 'আপনাকে অভিনন্দন জানাই।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল মার্শাল। 'কিন্তু আগেই অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে আমদের।' ঘুরল সে, লাশগুলোকে পিছনে ফেলে হ্যাঙ্গারে ফিরে যাচ্ছে। গার্ডরা তার পিছু নিল।

'ফ্রিয!' চেঁচিয়ে উঠল কোহেন।

মার্শাল আর তার গার্ডরা বন করে আধ পাক ঘুরল। ভূত দেখার মত চমকে উঠতে হলো তাদেরকে। সবগুলো লাশ বরফের আবর্জনা থেকে লাফ দিয়ে সিধে হয়েছে, হাতের অস্ত্র তাদের দিকে তাক করা। সবাই তারা বুঝতে পারল এখন বাধা দেওয়ার অর্থ নির্ঘাত মৃত্যু। কিন্তু বুঝেও গ্রাহ্য করল না মার্শাল। 'ফায়ার!' নির্দেশ দিল সে, নিজেও হাতের পিস্তলটা তুলল।

একযোগে গর্জে উঠল সৈনিকদের রাইফেল। ঝাঁঝরা হয়ে গেল মার্শাল আর তার আটজন গার্ডের শরীর। ছিটকে পড়ে গেল তারা। প্রায় সবাই মারা গেছে। তবে মার্শাল এখনও চোখ খুলে

তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে আছে পাশে এসে দাঁড়ানো রানার দিকে।

'কী করে টের পেলেন?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল মার্শাল, ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের সিকিউরিটি চিফ। ঠোঁট ফাঁক করায় কোণ থেকে খানিকটা রক্ত গড়াল।

'তোমার লোকেরা কলোরাডোর একটা খনিতে ঠিক এরকম একটা বুবি-ট্র্যাপ ব্যবহার করেছিল।'

'কিন্তু বিস্ফোরণটা...?'

'আমরা টো ভেহিকেলের একটা চাকা টানেল বরাবর গড়িয়ে দিই,' বলল রানা। 'ওটাই তোমাদের এক্সপ্লোসিভ চার্জের তারে বাড়ি মারে। সাবধানের মার নেই ভেবে চাকাটাকে গড়িয়ে দিয়েই একটা স্টোর রুমে ঢুকে পড়ি সবাই। বিস্ফোরণের পর আবার বেরিয়ে আসি, বরফের ওপর শুয়ে ভান করি মরে গেছি।'

'কে আপনি?' ফিসফিস করল মার্শাল।

'আমার নাম মাসুদ রানা।'

মুহূর্তের জন্য বড় হলো মার্শালের চোখ দুটো। তারপর স্থির হয়ে গেল খোলা চোখ, কাত হয়ে গেল মাথাটা।

## ষোলো

বিস্ফোরণ আর গুলিবর্ষণের আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে পৌঁছে গেল হ্যাঙ্গারে। তারপর একসময় নীরবতা ফিরে এল।

নিষ্প্রাণ, পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে শ'খানেক মানুষ, নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে, তাকিয়ে আছে হাঁ করে থাকা অন্ধকার টানেলের দিকে।

আরও কয়েকটা মিনিট পেরিয়ে গেল। তারপর ভৌতিক নীরবতা ভঙ্গ হলো পায়ের আওয়াজে।

কে যেন আসছে। প্রতিধ্বনি তুলছে পদধ্বনি।

ধীরে ধীরে আকৃতি পাচ্ছে একটা মূর্তি। হ্যাঙ্গারের ছাদ থেকে নেমে আসা আলোয় লম্বা দেখাচ্ছে তাকে, হাতে একটা ছড়ি, ছড়ির মাথায় সাদা একটা ন্যাকড়া জড়ানো, সোজা হেঁটে আসছে অর্ধবৃত্ত তৈরি করে দাঁড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষদের দিকে। তাদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল কিংবা পিস্তল রয়েছে, সবগুলো আগন্তুকের দিকে তাক করা।

আগন্তুকের মুখের নীচের অর্ধেকটা স্কার্ফ দিয়ে জড়ানো। সোজা হেঁটে এসে হিউগো হারমানের সামনে দাঁড়াল সে, টান দিয়ে খুলে ফেলল স্কার্ফটা। ক্লান্তিতে ঝুলে পড়া একটা মুখ উন্মোচিত হলো, কয়েকদিনের না কামানো দাড়িতে কালচে হয়ে আছে।

'মার্শাল ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তোমাদের এই বিদায় সম্বর্ধনায় আসতে পারবে না সে।'

হ্যাঙ্গার জুড়ে একটা অবিশ্বাস, একটা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ল। বিয়েট্রিচ যেন সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে আছে। সাসনার চোখে-মুখে অপার বিস্ময়ের সঙ্গে মিশে আছে লাগাম ছাড়া ক্রোধ। সবার আগে হিউগো হারমানই সামলে নিল নিজেকে।

'আচ্ছা, তা হলে তুমি, মিস্টার রানা,' বলল সে। সন্দেহ ভরা চোখে খুঁটিয়ে দেখছে রানাকে। 'মূর্তিমান অভিশাপ!'

'সাধারণ এই পরিচ্ছদ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বলি,' বলল রানা। 'আমার টাক্সিডো লন্ড্রিতে।'

চোখে আগুন নিয়ে সামনে বাড়ল সাসনা, হাতের

অটোমেটিক চেপে ধরল রানার পেটে।

ব্যথায় উহ্ করে উঠল রানা, পিছু হটল, পেটটা হাত দিয়ে চেপে ধরেছে, তবে হাসিটা খসল না মুখ থেকে। 'খেয়াল করোনি,' বলল ও, 'আমি নিরস্ত্র? যুদ্ধবিরতির সাদা পতাকা নিয়ে এসেছি?'

অস্ত্র ধরা সাসনার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল হিউগো।

'না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল সাসনা। 'তুমি অনুমতি দাও, ওকে আমি নিজের হাতে খুন করব।'

'করবে, তবে উপযুক্ত সময়ে,' সহজ, শান্ত সুরে বলল হিউগো। সরাসরি রানার চোখে তাকাল সে। 'কার্ট মার্শাল মারা গেছে?'

'আমরা অনার্যরা যেমন বলি, পটল তুলেছে।'

'আর তার লোকজন?'

'তারাও।'

'আমার প্লেনটা ধ্বংস করার জন্যেও কি তুমি দায়ী?'

ঘাড় ফিরিয়ে বিধ্বস্ত প্লেনটার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'গাড়িটা বেপরোয়াভাবে চালিয়েছিলাম, স্বীকার করছি।'

'কোত্থেকে এলে তুমি?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল হিউগো।

মৃদু হাসল রানা, প্রশ্নটা গ্রাহ্য করল না, বলল, 'আহত হতে না চাইলে তোমার লোকজনকে অস্ত্র ফেলে দিতে বলো। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে, আর বোকামি কোরো না।'

'আমেরিকান ফোর্সের কতটুকু আর অবশিষ্ট আছে, মিস্টার রানা?'

'নিজের চোখেই দেখো।' ঘুরে হাতছানি দিল রানা। বিশজন সৈনিককে নিয়ে মেজর কোহেন আর মুরল্যান্ড বেরিয়ে এল টানেল থেকে, তারপর পরস্পরের কাছ থেকে দশ কদম দূরে সরে আড়াআড়ি একটা রেখা তৈরি করে দাঁড়াল, বাগিয়ে ধরা হাতের অস্ত্র ডেসটিনির লোকজনের দিকে তাক করা।

'একশোজনের বিরুদ্ধে বিশজন?' এই প্রথম হাসল হিউগো।

'আমরা যে-কোন মুহূর্তে রিইনফোর্সমেন্ট আশা করছি।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে,' বলল হিউগো, তার দৃঢ় বিশ্বাস ধোঁকা দিয়ে নিজেদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে রানা। 'আইস শেলফ ভাঙার জন্যে যে ন্যানোটেক সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে সেটা এতক্ষণে অ্যাকটিভেট করা হয়ে গেছে। পৃথিবী একটা মহা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। এটাকে এখন আর ঠেকাবার কোন উপায় নেই।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না, হিউগো,' বলল রানা। 'অ্যাকটিভেট হবার দশ মিনিট আগেই সমস্ত সিস্টেম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তুমি আসলে জানো না, হিউগো, তোমার প্ল্যানটা কেঁচে গেছে। কোনও বিপর্যয় ঘটছে না। পৃথিবী আগের মতই সূর্যের চারদিকে ঘুরবে, সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি আর দুর্বলতা নিয়ে মানুষও বেঁচে-বর্তে থাকবে এখানে।

'শীত আর গ্রীষ্ম, নীল আকাশ আর মেঘ, বৃষ্টি আর তুষার বিনা বাধায় পেতে থাকব আমরা যত দিন মানবজাতির অস্তিত্ব থাকবে এই দুনিয়ার বুকে। আমরা যদি কোনদিন বিলুপ্ত হই, সেটা প্রাকৃতিক কারণে ঘটবে, দুনিয়াটাকে দখল করার কারও অশুভ কোনও ষড়যন্ত্রের কারণে নয়।'

'এ-সব কী বলছ তুমি?' ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল সাসনা বেসুরো গলায়।

'আতঙ্কিত হবার কিছু নেই, সাসনা,' বলল হিউগো, আগের চেয়ে একটু ম্লান শোনাল তার কণ্ঠস্বর, 'লোকটা মিথ্যে কথা বলছে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'মেনে নাও, হিউগো হারমান। ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে। তোমাদের ওই বিরাট আকারের জাহাজগুলো আটক করা হচ্ছে। সমস্ত ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। প্রত্যেকে যাবজ্জীবন সাজা পাচ্ছ।'

'তোমার কথা যদি সত্যি হয়,' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল হিউগো, 'আমাদেরকে নিয়ে কী করতে চাও তুমি, শুনি?'

'সেটা আমার দেখার বিষয় নয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'তবে আমি মনে করি, যে অপরাধ তোমরা করেছ, তোমাদের প্রত্যেকের ফাঁসি হওয়া উচিত। হলে প্রথম সারিতে বসে তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করতাম ঝুলে পড়াটা।'

'বিভ্রান্ত করার মত একটা কল্পনাবিলাস, মিস্টার রানা, তবে স্রেফ ফ্যানটাসি।'

'তোমাকে দেখছি বিশ্বাস করানো কঠিন।'

'গুলি করার অনুমতি দাও, হিউগো,' হিসহিস করে উঠল সাসনা। 'শয়তানটাকে পরপারে পাঠিয়ে দিই।'

যুদ্ধবিধ্বস্ত সৈনিকদের দিকে তাকাল হিউগো। 'সাসনা ঠিকই বলছে,' মেজর কোহেনের উদ্দেশে বলল সে। 'আগামী দশ সেকেন্ডের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে তোমার সৈনিকদের উড়িয়ে দেব আমরা।'

'সেটি কখনও ঘটবে না,' কঠিন সুরে বলল রানা।

'একশোটার বিরুদ্ধে বিশটা অস্ত্র? যুদ্ধটা বেশিক্ষণ টিকবে না, হে। ফলাফল কী হবে তা-ও সবার জানা। কী জানো, মিস্টার রানা, এটা অনেক বড় একটা বাজি। আমি আর আমার কাজিন ফোর্থ এম্পায়ার-এর স্বার্থে আত্মবিসর্জন দিতে রাজি আছি।'

'যে স্বপ্নের কবর হয়ে গেছে তার জন্যে প্রাণ খোয়াবে?'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ। আমি তোমার মৃত্যুটাই প্রথমে দেখতে চাই।'

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড হিউগোর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'বেশ, তুমি যা ভাল বোঝো। তবে গুলি করার আগে একবার পেছন ফিরে তাকাবে?'

মাথা নাড়ল হিউগো। 'তোমার ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছি না।'

সাসনা আর বিয়েট্রিচের দিকে তাকাল রানা। 'বাস্তবতা মেনে নেয়ার জন্যে তোমরা ওকে সাহায্য করছ না কেন?'

সাসনা আর বিয়েট্রিচ ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। তাদের দেখাদেখি বাকি সবাইও।

হ্যাঙ্গারে আর যে জিনিসেরই অভাব থাক, অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রের কোন অভাব নেই। বিধস্ত প্লেনটার চারধারে আরও দুশো লোক পজিশন নিয়েছে, পরনে ইউএস আর্মির আর্কটিক ব্যাটল গিয়ার, হাতের অস্ত্র প্রতিপক্ষদের দিকে তাক করা।

তাদের একজন কয়েক পা সামনে এগিয়ে এসে গলা চড়িয়ে কর্তৃত্বের সুরে বলল, 'যে যার অস্ত্র ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে পিছু হটুন আপনারা। শত্রুতার লক্ষণ দেখামাত্র আমার লোকদের ফায়ার ওপেন করার নির্দেশ দেব আমি। সহযোগিতা করুন, কেউ আহত হবেন না।'

কারও মধ্যে কোন রকম ইতস্তত ভাব দেখা গেল না, ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের ইঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানীরা যে যার অস্ত্র পায়ের সামনে নামিয়ে রেখে পিছু হটল। রানা শুনতে পেল তাদের অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। এরা এমনকী অস্ত্র কীভাবে ধরতে হয় তা-ই জানে না, ভাবল ও।

সাসনার চেহারা এমন হয়েছে, যেন বুকে ছুরি খেয়েছে সে। বিয়েট্রিচ বিমূঢ়, অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কঠিন হয়ে গেল হিউগোর চেহারা, নিজের এতদিনের লালিত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় শোকে পাথর।

'আপনাদের মধ্যে মাসুদ রানা কে?' নতুন আসা স্পেশাল ফোর্সের লিডার জানতে চাইল।

ধীরে ধীরে হাত তুলল রানা। 'এখানে।'

এগিয়ে এসে রানা সামনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট করে মাথা নোয়াল অফিসার। 'কর্নেল সিমন ফোর্ড, স্পেশাল ফোর্স অপারেশন ইন চার্জ। রস আইস শেলফ অপারেশন-এর স্ট্যাটাস জানান, প্লিজ।'

'থামিয়ে দেয়া হয়েছে,' দৃঢ়কণ্ঠে জানাল রানা। 'আইস-কাটিং সিস্টেম অ্যাকটিভেট করার দশ মিনিট বাকি থাকতে ভ্যালহ্যালা প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছি আমরা।'

সিমন ফোর্ডের পেশিতে ঢিল পড়ল। 'থ্যাঙ্ক গড!' সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

'ধন্যবাদ, কর্নেল, একেবারে ঠিক সময়ে পৌঁছেছেন আপনারা।'

'রেডিওতে মেজর কোহেনের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর আপনার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করি আমরা। স্নো ক্রুজার দিয়ে যেখানে বরফ ভেঙেছেন, সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকেছি।' থামল সে, তারপর যেন ব্যাকুল একটা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'প্রাচীন শহরটা আপনারা দেখেছেন? ওখান থেকে বাকি পথ তো সোজাই।'

মৃদু হাসল রানা। 'হ্যাঁ, দেখেছি। এদিকে আমরা খুব সঙ্কটেই ছিলাম। তবে সবার দৃষ্টি ওদিকের টানেল থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম, যতক্ষণ না আপনারা পজিশন নিতে পেরেছেন।'

'ওদের সবাই এখানে?' জানতে চাইল কর্নেল ফোর্ড।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আহত আরও কিছু আছে কন্ট্রোল সেন্টারে।'

মেজর কোহেন এগিয়ে এল। পরস্পরকে আলিঙ্গন করে কুশল বিনিময় করছে দুই সামরিক অফিসার। প্রচুর সৈনিক প্রাণ হারিয়েছে, খবরটা বিষণ্ন করে তুলল কর্নেল ফোর্ডকে।

একটু পর হিউগোর দিকে ইঙ্গিত করে রানা তাকে বলল, 'কর্নেল, আসুন, আপনার সঙ্গে ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের লিডার হিউগো হারমান আর তার কাজিন সাসনার পরিচয় করিয়ে দিই।' বিয়েট্রিচের দিকে তাকাল, তবে তাকে না চেনায় চুপ করে গেল।

'বিয়েট্রিচ বিসমার্ক, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি চিফ,' বলল হিউগো। সে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। 'আমাদেরকে নিয়ে কী করতে চান, কর্নেল?'

'আমার ওপর দায়িত্ব থাকলে,' বলল কোহেন, 'তোমাদের সব কটাকে গুলি করে মারতাম।'

'আপনি কোন নির্দেশ পেয়েছেন, ক্রিমিনালরা ধরা পড়লে তাদের নিয়ে কী করা হবে?' কর্নেলকে জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল কর্নেল। 'এ নিয়ে আলোচনার সময় ছিল না।'

'সেক্ষেত্রে আমি একটা উপকার চাইতে পারি?'

'আপনি আর আপনার বন্ধু যা করেছেন, বলল কোহেন, 'একশোটা উপকার চাইলেও পাবেন।'

'আপাতত,' ইঙ্গিতে ডেসটিনির তিন কর্মকর্তাকে দেখাল রানা, 'এদেরকে নিজের হেফাজতে নিতে চাই আমি।'

কর্নেল ফোর্ড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানাকে দেখছে, যেন ওর মনের কথাটা পড়তে পারছে না সে। 'ঠিক বুঝলাম না,' বলল সে।

মেজর কোহেন বলল, 'বন্দীদের নিয়ে কী করা হবে তা যখন আপনাকে বলে দেয়া হয়নি, তখন যিনি আমাদের সবার প্রাণ বাঁচিয়েছেন তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা হোক না।'

মাথা ঝাঁকাবার আগে এক মুহূর্ত চিন্তা করল কর্নেল ফোর্ড। 'আমি একমত। পাহারা দিয়ে ওয়াশিংটনে পাঠানোর আগে আপনার হাতে তুলে দেয়া হলো ওদেরকে, মিস্টার রানা।'

'অ্যান্টার্কটিকায় কারও ওপর কোন সরকারের আইন চলে না,' জেদের সুরে বলল হিউগো হারমান। 'আমাদেরকে জিম্মি করাটা সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ হবে আপনাদের।'

'আমি সাধারণ একজন সৈনিক,' বলল কর্নেল, কাঁধ ঝাঁকাল নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে 'আপনাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন উকিল আর রাজনীতিকরা যদি তাঁদের কাছে পৌঁছাবার ভাগ্য হয় আপনাদের

*

স্পেশাল ফোর্সের সৈনিকরা মাইনিং ফ্যাসিলিটির চারধারে পাহারা বসাল, নিরস্ত্র বন্দীদের হাঁটিয়ে এনে জড়ো করল শ্রমিকদের ডরমিটারিতে। রানা আর মুরল্যান্ড ওদের তিন বন্দীকে খেদিয়ে নিয়ে চলেছে হ্যাঙ্গারের একদিকের দেয়াল জুড়ে থাকা বিরাট দরজার দিকে। এদিকে কারও দৃষ্টি নেই, ছোট একটা মেইন্টেন্যান্স ডোর খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল মুরল্যান্ড। হিউগো, সাসনা আর বিয়েট্রিচকে সেটা দিয়ে বাইরের রানওয়েতে বেরুতে বাধ্য করল রানা। হ্যাঙ্গারের ষাট ডিগ্রি তাপমাত্রা থেকে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস নাকে-মুখে প্রচণ্ড ঘুসির মত লাগল।

ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে ঘুরল হিউগো। 'তোমরা তা হলে এখানে খুন করবে আমাদেরকে?' জিজ্ঞেস করল সে।

বিয়েট্রিচ এখনও ঘোরের মধ্যে রয়েছে।

তবে সাসনা রানার দিকে তাকিয়ে আছে হিংস্র দৃষ্টিতে। 'এতই যখন সাহস, গুলি করো আমাদেরকে!' দাঁতে দাঁত পিষছে সে।

রানার চোখেও দেখা দিল ঘৃণা। 'মৃত্যুই তোমাদের একমাত্র শাস্তি হওয়া উচিত। তবে তোমাদের মত নোংরা প্রাণীকে মেরে আমি বা আমার বন্ধু হাত গন্ধ করতে রাজি নই। কাজটা আমরা প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।'

হঠাৎ করে হিউগো কী যেন বুঝে ফেলেছে। 'তুমি আমাদেরকে পালাবার অনুমতি দিচ্ছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ।'

'সেক্ষেত্রে আমাদের কাউকে তুমি জেল খাটতে দেখবে না। আমাদের এমনকী বিচারও হবে না।'

'না। টাকা আর ক্ষমতার জোরে কোর্টরুমকে এড়িয়ে যাবে তোমরা।'

'তোমাকে আরও বলি,' জোর দিয়ে বলল হিউগো, 'দুনিয়ায় এমন কোন সরকার-প্রধান নেই যে ডেসটিনির বিরুদ্ধে কিছু করার ঝুঁকি নেবে।'

'জাতীয় সব নেতা আর আমলারা ডেসটিনির কাছে ঋণী,' বলল সাসনা। 'আমাদের সব কিছু ফাঁস হয়ে যাওয়া মানে তাদেরও সব কিছু ফাঁস হয়ে যাওয়া।'

'আমাদেরকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়,' বলল বিয়েট্রিচ। ডেসটিনি পরিবারের রয়েছে অসম্ভব প্রাণশক্তি। আবার আমরা মাথা তুলব, আর পরের বার ব্যর্থ হব না।'

'আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো,' বলল মুরল্যান্ড, 'আমি বলব, এটা খুব খারাপ একটা আইডিয়া।'

'আমরা স্বস্তি বোধ করব,' বলল রানা, 'যদি জানতে পারি দুনিয়ার কোন ব্যাপারেই তোমরা আর নাক গলাতে পারছ না।'

হিউগোর চোখ দুটো সরু হয়ে গেল, তারপর সে বরফ ঢাকা সীমাহীন প্রান্তরের দিকে তাকাল। 'তোমার উদ্দেশ্যটা আমি বোধহয় ধরতে পেরেছি,' নিচু গলায় বিড়বিড় করল সে। 'তুমি আমাদেরকে বরফের মাঠে ছেড়ে দিচ্ছ।'

'হ্যাঁ।' মাথাটা সামান্য একটু ঝাঁকাল রানা।

'ফ্রিজিং টেমপারেচারের উপযোগী ড্রেস না থাকায় এক ঘণ্টার বেশি টিকব না আমরা।'

'আমার ধারণা, দশ থেকে বিশ মিনিট।'

'দেখা যাচ্ছে প্রতিপক্ষ হিসেবে তোমাকে আমি খুব ছোট করে দেখেছি, মিস্টার রানা।'

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

সাসনা আর বিয়েট্রিচের কাঁধে হাত রাখল হিউগো। 'তোমার চেহারার দিকে তাকাতে বুমি পাচ্ছে আমার, মিস্টার রানা। তোমার মত ইতরশ্রেণীর একটা অনার্য কেলেভূতের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে আমরা বরং ঠাণ্ডায় জমে মরে যাওয়াটা

বেশি পছন্দ করব।'

হাতের পিস্তল নেড়ে নির্দেশ দিল রানা, 'হাঁটতে শুরু করো।'

হিউগোর মত বিয়েট্রিচও নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। এরই মধ্যে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে সে। তবে সাসনা নয়। হঠাৎ রানাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। তবে রানার নাগাল পায়নি, মাঝপথে নাক বরাবর মুরল্যান্ডের উল্টো করা হাতের চড় খেয়ে বরফের উপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে।

হিউগোর সাহায্য নিয়ে সিধে হওয়ার সময় দাঁতে দাঁত পিষে বলল সাসনা, 'তোমাকে আমি খুন করব!'

রানার ঠোঁটে নির্দয় হাসি। 'বিদায়, সাসনা। পরলোকে হয়তো দেখা হবে, তখন পারলে কোরো।'

'একটা টিপস দিই,' বলল মুরল্যান্ড। 'তোমরা সবাই দ্রুত হাঁটো। তাতে গরম থাকবে শরীর।'

হাঁটতে হাঁটতে বরফের রাজ্যে হারিয়ে গেল ওরা তিনজন। দরজাটা বন্ধ করে কবাটে তালা লাগিয়ে দিল মুরল্যান্ড।

# সতেরো

আটচল্লিশ ঘণ্টা পর।

নামকরা সব বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনিয়ারে গিজ গিজ করছে মাইনিং ফ্যাসিলিটি। ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের ভয়ঙ্কর ন্যানো-টেকনোলজি পরীক্ষা করছেন তাঁরা, একই সঙ্গে নিঃসন্দেহে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছেন আইস শেলফ বিচ্ছিন্ন করার

নেটওঅর্কটা রিঅ্যাকটিভেটেড করা যাবে না।

তাঁদের পিছু নিয়ে হাজির হলেন নৃ-বিজ্ঞানী আর আর্কিওলজিস্টরা, ভিড় করলেন আমিনিসদের প্রাচীন শহরে। এঁরা সবাই এতদিন ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বের আটলান্টিস-টাইপের সংস্কৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করে এসেছেন। এখন তাঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে ঘুরে ফিরে দেখছেন শহরটা, স্তম্ভগুলোর আকার-আকৃতি আর গায়ে খোদাই করা কাজ দেখে রীতিমত বিহ্বল।

রানার উপস্থিতি এবং তত্ত্বাবধানে বিধ্বস্ত প্লেন থেকে আমিনিসদের বাক্সভর্তি আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করে একজোড়া হেলিকপ্টারে তোলা হলো। এগুলো প্রথমে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার লিংকনে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর এয়ার ফোর্সের জেটে তুলে পাঠানো হবে মেক্সিকোয়, সেখান থেকে বিশেষ প্রহরায় সোজা ওয়াশিংটনে। প্রেসিডেন্ট নাকি আর্টিফ্যাক্টগুলো দেখতে চেয়েছেন। তবে শুধু আর্টিফ্যাক্টগুলো নয়, এগুলো যারা উদ্ধার করেছে তাদের সঙ্গেও পরিচিত হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তিনি।

প্রতিটি দেশের ইউনিভার্সিটি থেকে আর্কিওলজিস্টদের টিম রওনা হয়ে গেছে। নয় হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা পরীক্ষা করবে তারা। বিশাল একটা প্রজেক্ট, মেয়াদকাল ধরা হয়েছে পঞ্চাশ বছর। এমন হতে পারে এই প্রজেক্টের কাজ চলার সময় কিছু সূত্র বেরিয়ে আসবে, ফলে আমিনিসদের আরও সাইট আর আর্টিফ্যাক্ট খুঁজে পাওয়া যাবে।

তারপর খবর এল, ডেসটিনি এন্টারপ্রাইজেসের জাহাজ থেকে বেশ কিছু চাঁইকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। পালিয়ে যাওয়াদের দলে রুই-কাতলাও রয়েছে কয়েকজন।

ওকুমা বে থেকে একটা মিলিটারি প্যাসেঞ্জার প্লেন মেক্সিকোর ভেরাক্রুজে পৌঁছে দিল রানা আর মুরল্যান্ডকে। পাইলটকে প্রশ্ন

করতে সে জানাল, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন ওদের জন্য নুমার একটা এগজেকিউটিভ জেট পাঠিয়েছেন, বাকি পথ ওটায় চড়ে যেতে হবে।

গরমে সেদ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো ওদেরকে। এয়ারপোর্টের পোর্টাররা মিলিটারি প্যাসেঞ্জার প্লেন থেকে নামিয়ে বাক্স ভর্তি আমিনিস আর্টিফ্যাক্ট তুলে দিল ফিউজিলাজে বড় বড় হরফে 'NUMA' লেখা একটা প্লেনে। পাইলট আর কো-পাইলট ছাড়া আর কেউ নেই প্লেনটায়। আকাশে ওঠার পরও যখন কেউ তারা ওদের সঙ্গে কথা বলতে এল না, সিট ছেড়ে ককপিটের দিকে এগোল রানা। কিন্তু দেখা গেল দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। নক করল ও।

ককপিট থেকে কেউ একজন জানাল, 'আমি দুঃখিত, মিস্টার রানা। আমার ওপর নির্দেশ আছে কেবিনের দরজা সারাক্ষণ বন্ধ রাখতে হবে, ককপিটে কাউকে ঢুকতে দেয়া যাবে না, যতক্ষণ আর্টিফ্যাক্টের বাক্সগুলো অ্যানড্রু এয়ারফোর্স বেসে প্লেন থেকে নামিয়ে একটা আর্মারড ট্রাকে না তোলা হয়।'

সিকিউরিটি নিয়ে বাড়াবাড়ি, ভাবল রানা। মুরল্যান্ডের দিকে ফিরল ও। ওকে সবুজ একটা হাত দেখাচ্ছে সে। 'সবুজ তালু? কোত্থেকে পেলে?'

'দরজার কবজা থেকে। তাল সামলাবার সময় ওখানে হাত পড়েছিল।' দাগটার উপর আঙুল ঘষল মুরল্যান্ড। 'সবুজ নয়, সবুজাভ-নীল পেইন্ট। এই প্লেনের গায়ের রঙ এখনও শুকায়নি।'

'মনে হচ্ছে নতুন করে রঙ লাগানোর পর দুই ঘণ্টাও পার হয়নি,' বলল রানা।

'এমন কি হতে পারে, আমাদেরকে হাইজ্যাক করা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'অসম্ভব নয়। তবে দেখা দরকার প্লেনটা ওয়াশিংটনের দিকে

যাচ্ছে কি না। ততক্ষণ নীচের দৃশ্য উপভোগ করি এসো।'

গালফ অভ মেক্সিকো পার হতে কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল প্লেনটার। আমেরিকায় ঢুকল ওরা ফ্লোরিডার পেনসাকোলা হয়ে। ওখান থেকে সোজা পথ ধরে ওয়াশিংটনের দিকেই ছুটছে প্লেন দূরে নিজেদের রাজধানী চিনতে পেরে রানার দিকে ফিরল মুরল্যান্ড।

'আমরা অযথা সন্দেহে ভুগছি না তো?'

'আগে দেখি আমাদেরকে লালগালিচা সম্বর্ধনা দেয়া হয় কি না।'

আরও পনেরো মিনিট পর প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে অ্যানড্রু এয়ার ফোর্স বেস-এ ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নিল পাইলট। কিন্তু রানওয়ের শেষ প্রান্ত দুই মাইল দূরে থাকতে কাত হয়ে গেল প্লেন। রানা আর মুরল্যান্ড দু'জনেই দক্ষ পাইলট, জানে কী ঘটছে

'প্লেন এখানে নামছে না,' শান্তকণ্ঠে বলল মুরল্যান্ড।

'না। অ্যানড্রুর ঠিক উত্তরে, আবাসিক এলাকায় ছোট একটা প্রাইভেট এয়ারপোর্ট আছে, সেদিকে যাচ্ছে।'

'সন্দেহ করছি লালগালিচা সম্বর্ধনা আর ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পাচ্ছি না আমরা।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

চোখ সরু করে বন্ধুর দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। 'ডেসটিনি?'

'আর কে?'

ইঙ্গিতে পিছনের কার্গোগুলো দেখাল মুরল্যান্ড। 'ওগুলো ওদের খুব দরকার।'

'নয় হাজার বছরের পুরানো আর্টিফ্যাক্ট, কয়েক হাজার কোটি ডলার দাম। হ্যাঁ, দরকার বৈকি।'

'কিন্তু এখানে কেন নিয়ে এল? মেক্সিকো আর ভার্জিনিয়ার মাঝখানে যে-কোন জায়গায় নামাতে পারত।'

'স্টিয়ারিং হুইলে হিউগো আর মার্শাল না থাকায়,' বলল

রানা, 'বিশৃংখল হয়ে উঠেছে তারা। কিংবা, ভেরাক্রুজ থেকে মার্কিন এয়ার ফোর্স ফাইটারের পাহারা ছিল, ফ্লাইট প্ল্যান ছেড়ে নড়ার সাহস হয়নি পাইলটের।'

'কন্ট্রোল দখল করে অ্যানড্রুর দিকে ফিরব আমরা?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'ল্যান্ড না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল,' বলল রানা। 'চাই না কোন রকম অ্যাক্সিডেন্ট হোক।'

কয়েক সেকেন্ড পর ল্যান্ডিং স্ট্রিপ স্পর্শ করল প্লেনের চাকা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে একটা আর্মারড ট্রাক আর দুটো মার্সিডিজ বেঞ্জ ইউটিলিটি ভেহিকেল দেখতে পেল রানা, প্লেনটার পিছু নিয়ে ছুটে আসছে।

'এখনই সময়,' বলল রানা, হাতে বেরিয়ে এসেছে কোল্ট অটোমেটিক্।

মুরল্যান্ডের হাতেও একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে। জোরে একটা লাথি মেরে ককপিটের দরজা খুলে ফেলল সে। উদ্যত অস্ত্র নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল দু'জন।

ঘাড় না ফিরিয়েই মাথার উপর হাত তুলল পাইলট আর কো-পাইলট।

'আপনাদের আসার অপেক্ষাতেই ছিলাম', বলল পাইলট, যেন কোন লিখিত চিত্রনাট্য পড়ছে। 'দয়া করে প্লেনের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার চেষ্টা করবেন না। নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল কেইবল্ কেটে দিয়েছি আমরা। প্লেনটা এখন আর উড়বে না।'

কনসোল-এর দিকে তাকিয়ে রানা দেখল, কেইবলগুলো সত্যি কাটা। 'দু'জনেই বেরোও তোমরা!' খেঁকিয়ে উঠল ও, টেনে-হিঁচড়ে সিট থেকে তুলে আনছে দু'জনকে। 'ববি, প্লেন থেকে এদেরকে নীচে ফেলে দাও।'

ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল গতিতে এখনও ছুটছে ওরা. প্যাসেঞ্জার

ডোর খুলে পাইলট আর তার সহকারীকে প্লেন থেকে ফেলে দিল মুরল্যান্ড। কাপড়ের তৈরি পুতুলের মত ড্রপ খেয়ে তাদেরকে রানওয়ের উপর গড়াতে দেখে তৃপ্তি বোধ করল সে। 'এখন কী হবে?' ককপিটে ফিরে এসে জানতে চাইল। 'মার্সিডিজ দুটো মাত্র একশো গজ পেছনে।'

'ফ্লাইট কন্ট্রোল না থাকতে পারে,' জবাব দিল রানা, 'ব্রেক আর ইঞ্জিন তো আছে।'

সন্দিহান দেখাল মুরল্যান্ডকে। 'তুমি নিশ্চয়ই পেনসিলভ্যানিয়া এভিনিউ ধরে হোয়াইট হাউসে যাবার কথা ভাবছ না?'

'কেন, তাতে অসুবিধে কী?' সামনে থ্রটল ঠেলে দিয়ে ট্যাক্সিওয়ের উপর দিয়ে প্লেনটাকে আরও জোরে ছোটাল রানা, তারপর বাঁক ঘুরে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চওড়া রাস্তায় পড়ল। 'আমরা যদি হেভি ট্র্যাফিকের মধ্যে গিয়ে পড়ি, হামলা করার সাহস হবে না ওদের।'

'এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!'

'এরচেয়ে ভাল কোনও সাজেশন থাকলে বলতে...'

ককপিটের গায়ে বুলেট লাগায় থেমে গেল রানা। প্রথমে ডান, তারপর বাম ব্রেকে চাপ দিল ও, আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে ছোটাচ্ছে প্লেনটাকে, মার্সিডিজের গানাররা যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

'আমাকে ওয়াইল্ড বিল হিককের ভূমিকায় নামতে হচ্ছে,' বলল মুরল্যান্ড।

তার হাতে নিজের কোল্টটাও ধরিয়ে দিল রানা। 'ব্যাগে এক্সট্রা ক্লিপ আছে। প্রচুর ফায়ার পাওয়ার দরকার তোমার।'

খোলা প্যাসেঞ্জার ডোরের পাশে শুয়ে পড়ল মুরল্যান্ড, পা দুটো লম্বা করে দিয়েছে প্লেনের ককপিটের দিকে। টেইল সেকশনের উপর দিয়ে পিছু নেওয়া মার্সিডিজগুলোর দিকে

তাকাল। লক্ষ্যস্থির করতে যাবে, এই সময় চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল এক ঝাঁক বুলেট পোর্ট উইং সেলাই করছে। এরপর হয়তো ফুয়েল ট্যাংক আর ইঞ্জিনে লাগবে। সাবধানে লক্ষ্যস্থির করে গুলি করল সে।

আক্ষরিক অর্থেই প্লেনটাকে এয়ারপোর্ট থেকে বের করে, র‍্যাম্প বেয়ে ব্রাঞ্চ এভিনিউ হাইওয়েতে তুলে এনেছে রানা। এই রাস্তাটাই সোজা শহরে ঢুকেছে।

দুটো ইঞ্জিনই গর্জন করছে, গতি এখন ঘণ্টায় একশো মাইল। হতচকিত ড্রাইভাররা হাঁ করে তাকিয়ে আছে–তাদেরকে শুধু যে একটা প্লেন পাশ কাটাচ্ছে তা নয়, প্লেন আর একজোড়া মার্সিডিজের মধ্যে তুমুল বন্দুক যুদ্ধও চলছে।

রানা জানে এই প্লেন নিয়ে মার্সিডিজগুলোকে খসানো কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু সমস্যা হলো দুই ডানার বিয়াল্লিশ ফুট বিস্তার। কার, ট্রাক বা লাইটপোস্টকে ধাক্কা মারা স্রেফ সময়ের ব্যাপার। পা দুটো ব্রেকের উপর, ডান হাত থ্রটলে, বাম হাত দিয়ে রেডিও অন করে 'মেডে' ঘোষণা করছে ও। অ্যানড্রু এয়ার ফোর্স বেস-এর কন্ট্রোল টাওয়ার ওর লোকেশন জানতে চাইল, ওদেরকে যেহেতু রাডারে খুঁজে পাচ্ছে না।

'ব্রাঞ্চ এভিনিউয়ে রয়েছি, পৌঁছাচ্ছি সুইটল্যান্ড পার্কওয়েতে,' বলল রানা।

কন্ট্রোলার স্রেফ পাগল ভাবল ওকে, পরামর্শ দিল, রেডিও বন্ধ করে নিজের চরকায় তেল দাও। কিন্তু রানা নাছোড়বান্দা, বলল কাছাকাছি পুলিশ ইউনিটকে খবরটা জানাও।

কেবিনে ভালই করছে মুরল্যান্ড। সামনের মার্সিডিজের ডান দিকের চাকা ফাটিয়ে দিয়েছে সে, পিছলে হাইওয়ে থেকে একটা ডোবায় পড়ে ডুবে গেছে সেটা।

এতটুকু ইতস্তত না করে দ্রুত কাছে চলে আসছে দ্বিতীয় মার্সিডিজ। সামনে শহর কাজেই রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা

ক্রমশ বাড়ছে। প্লেনের স্পিড কমিয়ে আনতে বাধ্য হলো রানা। সেই সুযোগে গতি বাড়িয়ে আরও কাছে চলে এল অবশিষ্ট মার্সিডিজ, প্যাসেঞ্জার সিট থেকে একের পর এক গুলি করছে।

এই সময় সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল। বিশ সেকেন্ড পর সামনে পুলিশের একটা প্যাট্রল কার দেখতে পেল রানা, মাথায় লাল-নীল আলো জ্বলছে।

রাস্তা ছেড়ে পাশের ঘাসজমিতে নেমে গেল পুলিশ কার, প্লেন আর মার্সিডিজকে পাশ কাটাল, তারপর ইউ টার্ন নিয়ে শুরু করল ধাওয়া।

প্রথম কয়েক সেকেন্ড পুলিশ অফিসাররা বুঝতেই পারল না যে মার্সিডিজ থেকে দু'জন লোক অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে গুলি করছে প্লেনের দিকে। গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে এল তারা, তাদের একজন বুল হর্ন মুখে তুলে পাইলটকে নির্দেশ দিচ্ছে, 'ইঞ্জিন বন্ধ করো! প্লেন থামাও!'

এই সময় মার্সিডিজের এক ঝাঁক বুলেট পুলিশ কারের পিছনের চাকা আর পেট্রল ট্যাংক ফুটো করে দিল। বলা কঠিন কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটল না বা আগুন জ্বলল না, তবে রাস্তা থেকে নেমে খাদে পড়ার আগে তিনটে প্রাইভেট গাড়িকে গুঁতো মারল পুলিশ কার।

এরপর মার্সিডিজের ড্রাইভার বেপরোয়া হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে প্লেনের আরও কাছে চলে আসছে সে। গানাররা এখন গুলি করছে প্লেনের ফুয়েল ট্যাংক আর চাকা লক্ষ্য করে।

এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল মুরল্যান্ড। রেঞ্জের মধ্যে পেতেই তার দুই হাতের অস্ত্র গর্জে উঠল।

অন্তত দুটো বুলেট জানালা দিয়ে ঢুকে পাইলটের গলায় আর বুকে লাগল। হুইলের উপর ঢলে পড়ল সে। মাতালের মত ছুটে গিয়ে দুধ ভর্তি একটা ভ্যান গাড়িকে ধাক্কা দিল মার্সিডিজ। দুধের ভ্যাট সহ উল্টে পড়ল ভ্যান। সেটার পিছু নিয়ে রাস্তার

পাশে ঢাল বেয়ে নীচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল দ্বিতীয় মার্সিডিজও।

'তুমি এবার স্পিড কমাতে পার, হে,' বলল মুরল্যান্ড। 'পেছনে কেউ নেই।'

'ধন্যবাদ, দোস্ত,' বলল রানা, ধীরে ধীরে থ্রটল টেনে আনছে। ইতিমধ্যে ফোর্ড ডেভিস পার্ক এলাকায় পৌঁছে গেছে ওরা। হাইওয়ে ছেড়ে চওড়া ঘাসজমিতে সরে এল রানা, তারপর বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন দুটো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্টের দশটা পুলিশ কার চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল ওদেরকে। দু'জনকে জোর করে ধরে এনে রাস্তার পাশে শোয়ানো হলো, শিরদাঁড়ার কাছে দুই হাত এক করে পরিয়ে দেওয়া হলো হ্যান্ডকাফ।

বিশ মিনিট পর। কাছাকাছি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে। দু'জন ডিটেকটিভ জেরা শুরু করল। কী ঘটেছে সংক্ষেপে জানিয়ে একটা ফোন করার অনুমতি চাইল রানা।

'ঠিক আছে,' একজন অফিসার বলল। 'তবে মাত্র একটা কল। আর সেটা শুধু আপনার উকিলকে করতে পারবেন।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে রানা বলল, 'খুশি হব আমার হয়ে কলটা যদি আপনি করেন।'

ইন্টারোগেশন রুমে একটা ফোন আনা হলো। 'নম্বর বলুন,' বলল অফিসার।

'সেটা তো মুখস্থ করা নেই আমার, তবে অনুসন্ধানকে জিজ্ঞেস করলে তারা আপনাকে হোয়াইট হাউসের নম্বর বলে দেবে।'

'আপনার বাজে কৌতুক শোনার সময় নেই আমার,' বলল অফিসার, বিরক্ত আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'কোন্ নম্বরে ফোন করতে চান বলুন।'

লোকটার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল রানা। 'আমি সিরিয়াস, মিস্টার ডিটেকটিভ। হোয়াইট হাউসে ফোন করুন, কথা বলুন প্রেসিডেন্টের চিফ অভ স্টাফ-এর সঙ্গে। তাঁকে আমাদের নাম বলুন, তারপর জানান আমিনিসদের আর্টিফ্যাক্ট ভর্তি প্লেনটা কোথায় আছে, জানান আমরা পটোম্যাক এভিনিউয়ের একটা পুলিশ স্টেশনে রয়েছি।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

'আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণ চেক করে জেনেছেন যে আমরা নুমার পদস্থ কর্মকর্তা, তালিকাভুক্ত ক্রিমিনাল নই?'

'কিন্তু লাইসেন্স ছাড়া পিস্তল দিয়ে হাইওয়েতে বন্দুকযুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের কী ব্যাখ্যা দেবেন?'

'বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে প্লিজ, ফোনটা করুন।'

অগত্যা হোয়াইট হাউসের নম্বর সংগ্রহ করে ডায়াল করল অফিসার। ধীরে ধীরে, একজন কৌতুকাভিনেতার মত, তার চেহারা বদলে যেতে শুরু করল। সন্দেহের বদলে কৌতূহল, কৌতূহল বদলে গিয়ে বিস্ময় ফুটে উঠল চোখে-মুখে। রিসিভারটা নামিয়ে রাখার সময় রানার দিকে সমীহ-র দৃষ্টিতে তাকাল সে।

'ইয়েস?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'প্রেসিডেন্ট ব্রাউন-এর একজন এইড লাইনে এলেন, আমাকে সরাসরি নির্দেশ দিয়ে বললেন আর্টিফ্যাক্ট সহ আপনাদের দু'জনকে দশ মিনিটের মধ্যে হোয়াইট হাউসে পৌঁছে দিতে হবে, তা না হলে আমার ব্যাজ খুলে নেবেন তিনি।'

'ঘাবড়াবেন না, অফিসার,' অমায়িক হেসে তাকে আশ্বস্ত করল মুরল্যান্ড। 'আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই। না-না, ঠাট্টা করছি না, সত্যিই নেই।'

'এবার আমার বিদায়ের পালা,' প্রিয় বন্ধু মুরল্যান্ডকে বলল রানা। 'তুমি জানো হোয়াইট হাউসে আমি যেতে চাই না।'

মুরল্যান্ড কিছু বলার আগেই অফিসারের দিকে ফিরল ও। 'আমাকে আটক করার কোন নির্দেশ নেই তো?'

'না-আ-আ! কী বলেন!' অফিসার তাজ্জব বনে যাচ্ছে।

'তা হলে আমি চললাম...' শান্ত অথচ দৃঢ় পায়ে পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

***

## মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

# মৃত্যুবাণ

## কাজী আনোয়ার হোসেন

এ এক নতুন জাতসাপ, ধনঞ্জয় ভূপতি খুব বড়
একটা দাঁও মেরে এবার ভারত আর
চিনকে ছোবল মারতে চলেছে। তাকে ধরার জন্য
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে হাজির হয়েছে প্রখ্যাত
ওঝা বাবুরাম সাপুড়ে। কিন্তু বীন বাজাবে যে বাঁশী,
সেই গাইগার কাউন্টার প্রমোদতরী 'জলপরী'তে
নিয়ে যাবে কে? আছে একজন–পাগল
করা রূপ-যৌবন মেয়েটির, নাম তৃষ্ণা।
কেউ কি ভাবছেন, এর মধ্যে মাসুদ রানা
কোথায়? আছে তো!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

# আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার-আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

**আনোয়ার হোসেন**

লালবাগ, ঢাকা।

কাজীদা, শুভেচ্ছা নিবেন। ২৮/১০/০৫ ইং তারিখে প্রথম আলোয় আপনার একটি ছবি দেখলাম 'অন্য আলো' বিভাগে। বেশ শুকিয়ে গেছেন মনে হলো। ডায়াবেটিস আছে নাকি? নাকি বার্ধক্যের ছাপ? যাই হোক, জানিয়েছেন, ছেলেবেলার নায়ক বাবু রাও। বাবু রাও কোথাকার কে?

★ 'কোথাকার কে রবীন্দ্রনাথ' কথাটা মনে পড়ে গেল আপনার শেষ প্রশ্ন পড়ে। যাকগে, বাবু রাওকে আপনাদের চিনবার কথা নয়। তিনি ছিলেন ১৯৪৮-৪৯এর হিন্দী ছবিতে মারপিটের নায়ক। আপনাদের জন্মের অনেক আগেই তাঁর অভিনীত ছবিগুলো বাজে ও নিম্ন মানের বলে চিহ্নিত হয়ে অচল হয়ে গেছে। কিন্তু আমার যখন বারো-তেরো বছর বয়স, তখন তাঁর ছবি দেখার জন্যে আমি ও আমার ছোট ভাই স্কুল পালিয়ে সকাল এগারোটা থেকে লাইন দিতাম ঢাকার লায়ন সিনেমার টিকেট কাউন্টারে। বাবুরাও ছিলেন তলোয়ারে ও ঘুসাঘুসিতে বাহাদুর—আমাদের হিরো; আর তাঁর বন্ধু বা চামচা ছিলেন উদ্ভট লাথি ও হাস্যরসের মাস্টার ভাগোয়ান চাল্লি।

**মোঃ শাহীন আক্তার হাবীব**

৬৪/এ, স্বামীবাগ, ঢাকা-১২০৩।

প্রথমে 'শয়তানের দ্বীপ'। যতটুকু জানি কবির চৌধুরী 'অন্ধকারে বন্ধু' বইটিতে মাসুদ রানাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। চমৎকার এই বইটির পর 'শয়তানের দ্বীপে' আপনি তাকে এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যা অবাস্তব। এবার 'মাফিয়া ডন'-এ ১৯ পৃষ্ঠায় বেনইয়ামিন বললেন তিনি বনি

ইসলাইলের বংশের লোক। কাজীদা, মুসা নবী ছিলেন বনি ইসরাইলের বংশধর আর সে বংশধরের কুসন্তান বেনইয়ামিন। এটা হতেই পারে, তবে পরের কথাগুলো বইতে না রাখলেও পারতেন। দু'টি বইয়ের প্রচ্ছদ খুব সুন্দর হয়েছে, তবে 'মাফিয়া ডন' ভাল লাগেনি।

'CONGO' খ্যাত 'মাইকেল ক্রাইটন'-এর আরও দু'একটি বই অ্যাডাপটেশন করা যায় না? 'মন্টেজুমার মেয়ে' অসাধারণ, অপূর্ব–ধন্যবাদ নিন।

☆ আপনার ভাল লাগা ও মন্দ লাগার কথা জানিয়েছেন বলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, মাফিয়া ডনে পরের কথাগুলো কেন চেপে যাব। আল্লা কি ও কথা বলেননি? আল্লার কথাও সেন্সর করতে চান নাকি?

**মোঃ মনির খান**

গ্রাম+ডাকঃ তালুক কানুপুর (খানবাড়ি) গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

আমার সালাম নিবেন। আশা করি আল্লাহর রহমতে ভাল আছেন।

মাসুদ রানা, ওয়েস্টার্ন, তিন গোয়েন্দা, কিশোর হরর এই বইগুলো খুব ভাল লাগে। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশি ভাল লাগে মাসুদ রানার বই। আমি গ্রামে বাস করি তবুও আমার সেবা প্রকাশনীর বই পেতে অসুবিধা হয় না। কেননা আমার ফুফু (সোনিয়া জান্নাত) থাকে রংপুরে, আর আমার আপা (রিমা) থাকে কুড়িগ্রামে। আমার আপা ও ফুফু সেবা প্রকাশনীর বই পড়ে। আমার আপা ও ফুফু বাড়িতে আসলে আমার জন্য বই নিয়ে আসে। মরুকন্যা+রেড ড্রাগন ও নকল বিজ্ঞানীর মত অপূর্ব সুন্দর বই উপহার দেবার জন্য আপনাকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ।

☆ আর চিঠির জন্য আপনাকে। আপনার আপা ও ফুফুকেও আমার ধন্যবাদ পৌঁছে দেবেন।

**মোঃ এনামুল হক খোকা**

বাঘা উত্তর মোহাম্মদপুর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট-৩১৬৬

কুয়াশা, মাসুদ রানা ও তিন গোয়েন্দাই হচ্ছে আমার অবসরের প্রিয় সঙ্গী। এক কথায় বলতে গেলে, সেবা পরিবারকে আমি আমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে ভালবাসি। সত্যি বলতে কি, সেবা প্রকাশনীর যে-কোন বই আমার ভীষণ ভাল লাগে। পরিশেষে সেবা প্রকাশনীর সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অগ্রিম পবিত্র ঈদ উল আযহার 'ঈদ মোবারক বাদ'।

☆ আমরাও আপনাকে জানাচ্ছি পবিত্র ঈদ উল আযহার অগ্রিম ঈদ মোবারকবাদ। আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

**নিশাত তাসনিন ঝর্না এবং রুসনা**

ঢাকা দক্ষিণ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

অসংখ্য সালাম ও গ্রাম্য নবান্নের শুভেচ্ছা রইল। মাসুদ রানার বই হাতে পেলে কেন এমন আনন্দের শিরশির অনুভূতি বয়ে যায় হৃৎপিণ্ড দিয়ে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম। বর্ণনা সাবলীল ভাবে দেওয়া হয়েছে, তা যতই

অকল্পনীয় হোক না কেন অবিশ্বাস করতে কষ্টই হয়। যেন মনে হয় ল্যারি কিং এর 'ভিনাস'-এর সাহায্যে আমরা এক অন্য কল্পনার রাজ্যে চলে গেছি। প্রচণ্ড তৃষ্ণা নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় রয়েছি, রয়েছি অসাধারণ এক সমাধানের আশায়। তার পূর্বে ১ম খণ্ডের প্রাপ্য ধন্যবাদ সবাইকে বিলিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল।

★ ২য় খণ্ড কেমন লাগল জানাতে ভুলবেন না।

**শাকিল সুলতান**

নারায়ণগঞ্জ। reneshakil@Yahoo.com

'শয়তানের দ্বীপ'-এর জন্য ধন্যবাদ। ভাল লেগেছে।

আজ আমি রানার প্রশংসা করার জন্য চিঠি পাঠাইনি। আপনার উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্যই এ চিঠি। আমি এবং সেবার অন্যান্য পাঠকের ধারণা, আপনি যথেষ্ট জ্ঞানী মানুষ। অথচ আপনি বুঝতে পারছেন না, আমরা আপনার আত্মজীবনী চাচ্ছি? এখন আপনি ভালভাবেই বলছি, যদি কাজ না হয় তা হলে কিন্তু খবর আছে। অবশ্য আপনি বলেই একটি অপশন রেখেছি। যদি অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী না-ই লেখেন, তা হলে সেবার বর্তমান লেখকদের সবার সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেন এটুকু বলতে পারি পাঠকেরা আপনাকে হতাশ করবে না। চিঠির উত্তর দেবেন, এড়িয়ে যেতে পারবেন না আর যেহেতু 'মাসুদ রানা' সিরিজ বেশি চলে, তাই রানা-র আলোচনা বিভাগে উত্তর চাই।

★ ঠিকই ধরেছেন, আমি যে কী সাঙ্ঘাতিক জ্ঞানী মানুষ এবং আমার জীবনটা যে কী অসাধারণ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ঘটনায় ভরপুর, যেসরের বিস্তারিত বিবরণ জানতে না পারলে পাঠকদের মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে, আমি হঠাৎ মারা পড়লে তাঁরা বঞ্চিত হবেন চিরতরে–এই সত্য আমি বুঝতে অক্ষম। তবে আপনার অপশনটা নিয়ে ভেবে দেখা যেতে পারে। লেখকরা যদি আগ্রহী হন, তা হলে বিক্রি হোক-না হোক, আমি তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করতে রাজি আছি।

**মোঃ কামরুজ্জামান আরিফ খান**

গ্রাম: ফরিদপুর, পো: আমদাবাদ, সদর, যশোর

'রেড ড্রাগনে' শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কোলামবি টাসকানেরই বিশ্বস্ত ও অনুগত। তা হলে কেন সে রানার সাথে অমন হতাশার অভিনয় করেছিল, রানাকে মারার অভিপ্রায় যদি থেকেই থাকে তবে দাদুকে উদ্ধারের পর সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কেন গুলি না করে বরং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করল? কি স্বার্থ ছিল এতে তার? লাভটাই বা কি ছিল? কোনও জবাব আছে কি?

পরিশেষে সেবার সকল পাঠক-পাঠিকা বিশেষভাবে রানা ভক্তদের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

★ যা চেয়েছেন তা আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। ...হ্যাঁ, জবাব আছে। বইটির ২০২ পৃষ্ঠার অষ্টম থেকে দশম লাইন আবার একবার পড়ুন। ...আপনার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা নিলাম এবং সবার কাছে পৌঁছে দিলাম।

# নকল বই

কিছু দুর্বৃত্ত সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের বই বে-আইনীভাবে নিজেরা প্রকাশ করে বাজারে ছেড়েছে। বাইরের চেহারা কিছুটা সেবা/প্রজাপতির বইয়ের মত হলেও এসব বইয়ের মলাটের ভিতর রয়েছে অনেক গোলমাল।

**কোয়ান্টাম মেথড** বইটির আসল-নকলের তফাত:

১. আসল বই দামি অফসেট কাগজে ছাপা–নকল বইয়ে সস্তা দরের কাগজ ব্যবহার করছে।

২. আসল বইয়ে অফসেট মেশিনের ছাপা ঝকঝকে দেখাবে–নকল বই মনে হবে ফটোকপির মত ঝাপসা।

৩. আসল বইয়ের ছবিগুলোর ছাপা স্পষ্ট ও পরিষ্কার–নকল বইয়ের ছবি ঝাপসা, অস্পষ্ট।

৪. আসল বইয়ে বিষয়বস্তুর পুরোটা পাবেন–নকল বইয়ের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা এক হলেও কোন কোন পৃষ্ঠা এমনকী কোন কোন পরিচ্ছেদও কম পেতে পারেন।

৫. বাঁধাই লক্ষ করুন। আসল বই অটোমেটিক মেশিনের সাহায্যে নিখুঁত ভাঁজাই ও সেলাই করা হয়–নকল বইয়ের পাতা উল্টালেই দেখতে পাবেন ভাঁজাই ও সেলাইয়ের খুঁত।

আমরা এই পাইরেসির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। পাঠক ও বিক্রেতাদের নিকট অনুরোধ: দয়া করে নকল বইসহ আইন প্রয়োগকারী কোনও সংস্থার হাতে ধরা পড়ে নিজের মান-সম্মান খোয়াবেন না।

যাঁরা কম দামে 'কোয়ান্টাম মেথড' বইটি কিনতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য সুখবর: বইটি পেপারব্যাকেও প্রকাশ করা হয়েছে। দাম মাত্র সাতচল্লিশ টাকা। এখন পাইরেটেড বইয়ের চেয়ে আইনসম্মত বই-ই কম দামে পাবেন।

**সেবা প্রকাশনী**

**২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০**

# বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব কটি সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

# আগামী বই

২২/১২/০৫ **টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা** (তিন গোয়েন্দা ভলিউম-৬৮)
রকিব হাসান/শামসুদ্দীন নওয়াব

**টেরির দানো: রকিব হাসান:** টেরিয়ার ডয়েলের মনে শান্তি নেই, কোনভাবেই পেরে ওঠে না তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। মরিয়া হয়ে উঠল সে। ফাঁদ পাতল মান্ডি ক্রীকের পিচ্ছিল জঙ্গলে; চাঁদনি রাতে কাদার নীচ থেকে উঠে আসে যেখানে কাদার দানো।

**বাবলি বাহিনী: রকিব হাসান:** বাড়ি থেকে দূরে নিঃসঙ্গ পাহাড়ের উপর গাছপালায় ঘেরা জিগার বার্ন। একসময় বড় খামারবাড়ি ছিল, এখন ধ্বংসস্তূপ। নীরব এক চাঁদনি রাতে ডাকাত খুঁজতে সেখানে চলল মুসা আর বব। রহস্যে জড়াল তিন গোয়েন্দা।

**শুঁটকি গোয়েন্দা: শামসুদ্দীন নওয়াব:** টক্কর লেগেছে শুঁটকি টেরি আর কিশোর পাশার মধ্যে। টেরি চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, প্রমাণ করে দেবে সে-ই সেরা, গোয়েন্দা হিসাবে কিশোর তার কাছে কিছুই নয়, কেসটা জটিল। উদ্ধার করতে হবে কিশোরের হারানো নোটবুকটা। যে পারবে তাকে মেনে নেওয়া হবে সেরা গোয়েন্দা বলে, দেখা যাক, কীভাবে কী হয়!

# আরও আসছে

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৭/১২/০৫ | **রহস্যপত্রিকা** | (২২ বর্ষ ৩ সংখ্যা) | জানুয়ারি, ২০০৬ |
| ১/১/০৬ | **উড়ন্ত রবিন** | (তিন গোয়েন্দা) | শামসুদ্দীন নওয়াব |
| ১/১/০৬ | **কিংকং** | (অনুবাদ) | এডগার ওয়ালেস ও মেরিয়ান সি. কুপার/অনীশ দাস অপু |
| ৫/১/০৬ | **শকুন** | (ওয়েস্টার্ন) | গোলাম মাওলা নঈম |
| ৫/১/০৬ | **প্রহরী+সংঘাত** | (ওয়েস্টার্ন ভলিউম) | শওকত হোসেন |
| ১৯/১/০৬ | **মৃত্যুবাণ** | (রানা ৩৫৯) | কাজী আনোয়ার হোসেন |
| ১৯/১/০৬ | **ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার** | (রানা ভলিউম) | কাজী আনোয়ার হোসেন |